রাফায়েল সাবাতিনি-র

দ্য সোর্ড অভ ইসলাম

রূপান্তর: সাইফুল আরেফিন অপু

www.boidownload24.blogspot.com

www.boidownload.com

www.facebook.com/bnebookspdf

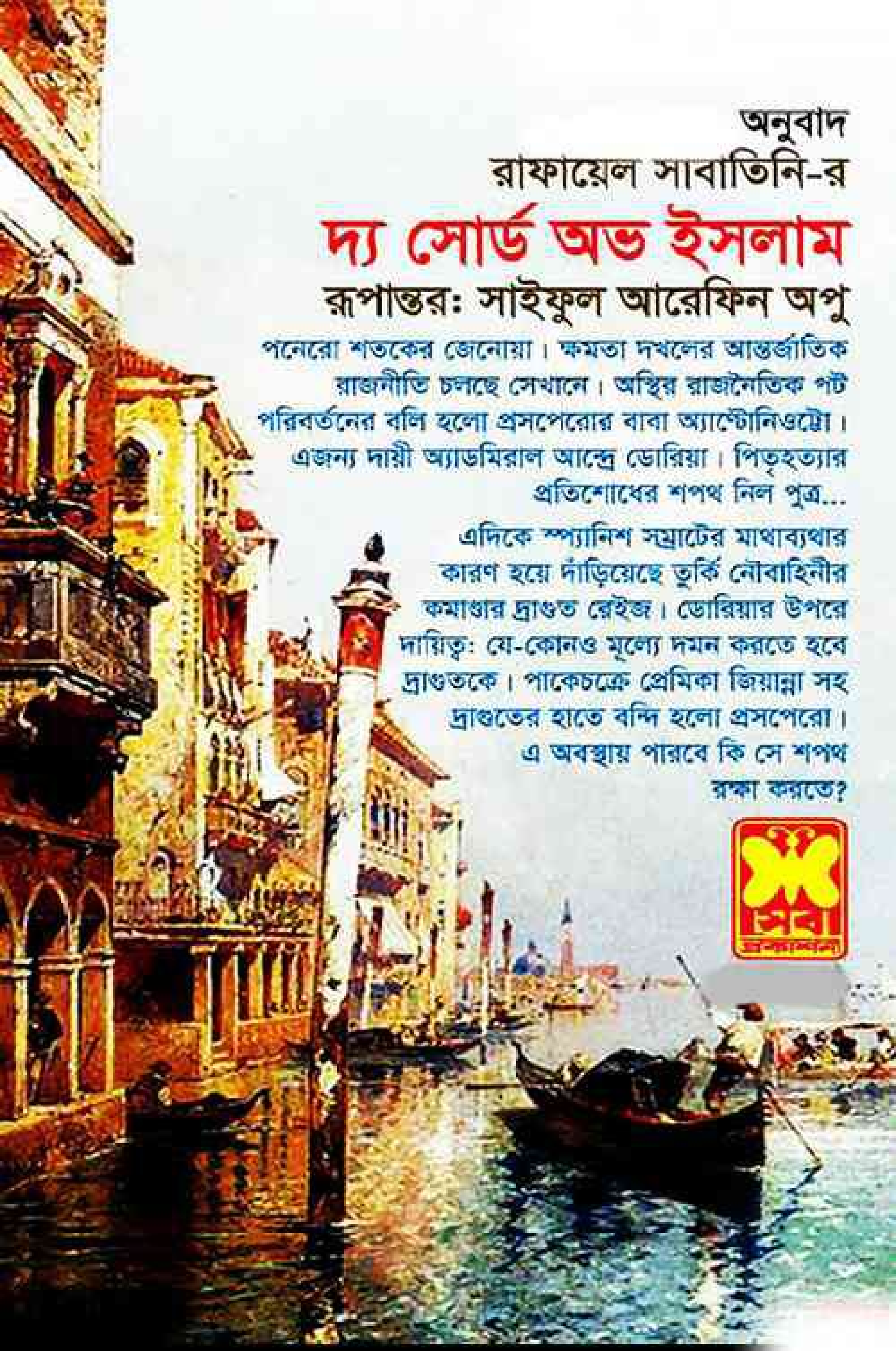

অনুবাদ

রাফায়েল সাবাতিনি-র

দ্য সোর্ড অভ ইসলাম

রূপান্তর: সাইফুল আরেফিন অপু

পনেরো শতকের জেনোয়া। ক্ষমতা দখলের আন্তর্জাতিক রাজনীতি চলছে সেখানে। অস্থির রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের বলি হলো প্রসপেরোর বাবা অ্যান্টোনিওট্টো। এজন্য দায়ী অ্যাডমিরাল আন্দ্রে ডোরিয়া। পিতৃহত্যার প্রতিশোধের শপথ নিল পুত্র...

এদিকে স্প্যানিশ সম্রাটের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে তুর্কি নৌবাহিনীর কমাণ্ডার দ্রাগুত রেইজ। ডোরিয়ার উপরে দায়িত্ব: যে-কোনও মূল্যে দমন করতে হবে দ্রাগুতকে। পাকেচক্রে প্রেমিকা জিয়ান্না সহ দ্রাগুতের হাতে বন্দি হলো প্রসপেরো। এ অবস্থায় পারবে কি সে শপথ রক্ষা করতে?

সেবা প্রকাশনী

রাফায়েল সাবাতিনি-র

দ্য সোর্ড অভ ইসলাম

রূপান্তর ■ সাইফুল আরেফিন অপু

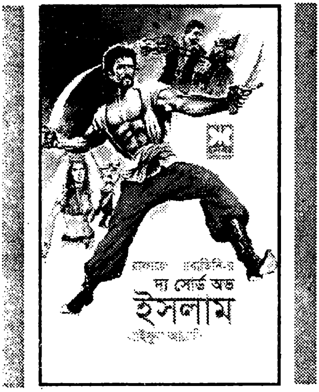

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
ISBN 984-16-3273-X

প্রকাশক: কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব: অনুবাদকের

প্রথম প্রকাশ: ২০১৭

প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে
ডিউক জন

মুদ্রাকর: কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সমন্বয়কারী: শেখ মহিউদ্দিন

পেস্টিং: বি. এম. আসাদ

হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
ফোন: ৮৩১৪১৮৪ ০১৭৮৪-৮৪০২২৮
mail. alochonabibhag@gmail.com
webpage: facebook.com/shebaofficial

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩

THE SWORD OF ISLAM
By: Rafael Sabatini
Trans. By: Saiful Arefin Aupu

সেবা প্রকাশনী

একশ' উনষাট টাকা

দ্য সোর্ড অভ ইসলাম

সেবা প্রকাশনীর ক'টি অনুবাদ

হেনরি রাইডার হ্যাগার্ড
মর্নিং স্টার/নিয়াজ মোরশেদ
চাইল্ড অভ স্টর্ম/কাজী মায়মুর হোসেন
এলিসা/কাজী মায়মুর হোসেন
অ্যালান অ্যাণ্ড দ্য হোলি ফ্লাওয়ার/
কাজী মায়মুর হোসেন
শী অ্যাণ্ড অ্যালান/কাজী মায়মুর হোসেন
বেনিটা/সায়েম সোলায়মান
ক্লিওপেট্রা/সায়েম সোলায়মান
জেস/সায়েম সোলায়মান
রানী শেবার আংটি/সায়েম সোলায়মান
দ্য ভার্জিন অভ দ্য সান/সায়েম সোলায়মান
দ্য লেডি অভ ব্লসহোম/সায়েম সোলায়মান
মেরি/সায়েম সোলায়মান
হার্ট অভ দ্য ওয়ার্ল্ড/সায়েম সোলায়মান
ফিনিশ্ড্/সায়েম সোলায়মান
সোয়ালো/সায়েম সোলায়মান
কুইন অভ দ্য ডন/সায়েম সোলায়মান
মণ্টেজুমার মেয়ে/কাজী আনোয়ার হোসেন
পার্ল মেইডেন/ইসমাইল আরমান
দ্য পিপল অভ দ্য মিস্ট/ইসমাইল আরমান
মিস্টার মিসন'স উইল/ইসমাইল আরমান
দ্য ব্রেদ্রেন/ইসমাইল আরমান
মাইওয়ার প্রতিশোধ/ইসমাইল আরমান
নাডা দ্য লিলি/ইসমাইল আরমান
হিউ-হিউ অর দ্য মনস্টার/সাইফুল আরেফিন অপু
ট্রেজার অভ দ্য লেক/সাইফুল আরেফিন অপু
দি আইভরি চাইল্ড/সাইফুল আরেফিন অপু
দ্য ইয়েলো গড/সাইফুল আরেফিন অপু
দ্য গোস্ট কিংস/সাইফুল আরেফিন অপু
দ্য উইজার্ড/তারক রায়

ভিক্টর হুগো
নাইন্টি থ্রি/ইসমাইল আরমান

সল বেলো
হেণ্ডারসন দ্য রেইন কিং/বাবুল আলম

রাফায়েল সাবাতিনি
দ্য সি-হক/ইসমাইল আরমান
দ্য লায়ন'স স্কিন/সায়েম সোলায়মান
দ্য সোর্ড অভ ইসলাম/সাইফুল আরেফিন অপু

ব্রাম স্টোকার
ড্রাকুলা/রকিব হাসান
দ্য জুয়েল অভ সেভেন স্টারস/ইসমাইল আরমান
লেয়ার অভ দ্য হোয়াইট ওঅর্ম/ইসমাইল আরমান

ফ্রেডা ওয়ারিংটন
রিটার্ন অভ ড্রাকুলা/ইসমাইল আরমান

অ্যানি ফ্র্যাঙ্ক/ডি. এইচ. লরেন্স
অ্যানি ফ্র্যাঙ্কের ডাইরি+সান্স অ্যাণ্ড লাভার্স/
সুরাইয়া আখতার জাহান/কাজী শাহনূর হোসেন

এমিলিও সালগ্যারি
মিস্ট্রিজ অভ দ্য ডার্ক জাঙ্গল/ডিউক জন

পি. জি. ওডহাউস
জীভ্স্ অভ অল ট্রেডস/ডিউক জন

মেরাল ওকায়
সুলতান সুলেমান/ডিউক জন

আগাথা ক্রিস্টি
ক্যাসল হাউসের খুনি/সায়েম সোলায়মান
সিরিয়াল কিলার/মোঃ ফুয়াদ আল ফিদাহ/
তৌফির হাসান উর রাকিব
বেনামী চিঠি/সায়েম সোলায়মান

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভিন্ন প্রচ্ছদে বিক্রয়, ভাড়া দেয়া বা নেয়া; কোনওভাবে এর সিডি, রেকর্ড বা প্রতিলিপি তৈরি বা প্রচার করা; এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোনও অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা দণ্ডনীয় অপরাধ।

বি. দ্র.: বর্তমানে সেবা প্রকাশনীর কোনও বইয়ে মূল্যের উপরে বর্ধিত মূল্যের আলগা কাগজ (চিপ্পি) সাঁটানো হয় না।

এক

লিগুরিয়াদ-এর লেখক

সমুদ্রের বুক থেকে ধাপে ধাপে উঠে আসা পাহাড়ঘেরা দেশ জেনোঁয়া, যার আরেক নাম 'সাগরের মুক্তো'। জেনোয়ার সন্তানদের ঘিরেই রচিত হয়েছে এই কাহিনির পটভূমি।

আগস্টের বাতাসহীন খরতপ্ত এক দুপুর। বন্দর থেকে একটু দূরে পান্না-সবুজ রঙ হারিয়ে নীল হয়ে গেছে সাগরের পানি। ওখানে ভেসে আছে এক সারি গ্যালি (কাঠের তৈরি বিশাল জাহাজ)। খুব সুন্দরভাবে সোনা দিয়ে গিলটি করা ওগুলোর স্টার্ন আর স্টেম। মাস্তুলের চূড়ায় উড়ছে পোপের চিহ্ন সম্বলিত পতাকা। পতাকার এক পিঠে সেইন্ট পিটারের চাবি আর অপর পিঠে মেডিসির স্বর্ণপ্রতীক। জাহাজগুলোর দু'পাশে তিরিশটা করে মোট ষাটটা ছত্রিশ ফুট লম্বা দাঁড়। দাঁড়গুলো সামান্য ওপরে তোলা পানি থেকে। এসব জাহাজের অত্যন্ত বিলাসবহুল কামরা হচ্ছে পুপ কেবিন (যেখান থেকে জাহাজ নিয়ন্ত্রণ করা হয়)। এই কেবিনকে বলা হয় টিবারনাকল। ক্যাপ্টেন প্রসপেরো অ্যাডর্নোর কেবিনের মেঝে জুড়ে পাতা হয়েছে প্রাচ্য দেশীয় উৎকৃষ্টতম সিল্ক বুনে বানানো কার্পেট।

একাধারে কাজপাগল লোক, আবার স্বপ্নবিলাসী মানুষ প্রসপেরো। একইসঙ্গে সে একজন কবি এবং দক্ষ সৈনিক। মাত্র

বইঘর.কম

তিরিশ বছর বয়সেই ন্যাভাল কমাণ্ডার হয়ে গেছে। সামরিক বাহিনীর আর কেউ প্রসপেরোর মত এতটা জনপ্রিয় হয়ে উঠতে পারেনি।

বছর চারেক আগের কথা। গোইয়ালাতায় তুর্কি অটোমান সাম্রাজ্যের মুসলিম বাহিনীর সুসজ্জিত এক ন্যাভাল ফ্লিটের সঙ্গে ভয়াবহ লড়াই বেঁধে গিয়েছিল আন্দ্রে ডোরিয়ার অধীন জেনোয়ার নৌবাহিনীর। পুরোপুরি কোণঠাসা হয়ে গিয়েছিল ডোরিয়া। সেদিন কেবল প্রসপেরোর চতুর রণকৌশল আর সাহসী পদক্ষেপের ফলেই দ্রাগুত রেইজের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিল আন্দ্রে (অসম সাহসিকতা ও নৌযুদ্ধের কলাকৌশলে দারুণ দক্ষতার কারণে 'দ্য ড্রন সোর্ড অভ ইসলাম' নামে ব্যাপক খ্যাতি পেয়েছে দ্রাগুত)।

হারতে বসা খ্রিস্টান বাহিনীকে জিতিয়ে দেয়ায় পুরো ভূমধ্যসাগর জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে অ্যাডর্নোর সুনাম। এর কিছুদিন পরই ফ্রান্সের রাজার সেবায় যোগ দিয়ে ফ্রেঞ্চ নৌবাহিনীর দায়িত্ব গ্রহণ করে ডোরিয়া। স্বাভাবিকভাবেই তখন জেনোয়ার নৌবাহিনীর ভার এসে পড়ে প্রসপেরোর হাতে।

১৫২৭ খ্রিস্টাব্দ। ফ্রান্স ও ভেনিসের সঙ্গে মিলে স্পেন সম্রাটের বিরুদ্ধে যৌথবাহিনী গঠন করেছে হিজ হোলিনেস (পোপ)। তখন স্পেন সম্রাটের লোকজনও চারদিকে গুজব ছড়াতে থাকে যে, যৌথবাহিনী গঠন করা হয়েছে পুরো পৃথিবী দখল করে নেয়ার জন্য। এ খবর ছড়িয়ে যাওয়ার পর একই সালের মে মাসে সম্রাটকে 'শিক্ষা' দিতে ফ্রেঞ্চ নেভির নেতৃত্বে রওনা হয় যৌথবাহিনীর সম্মিলিত নৌশক্তি। ফ্রান্সের রাজা ফ্রান্সিস তখন ডোরিয়াকে নিশ্চয়তা দেন, মিত্রশক্তি নৌবাহিনীর দায়িত্ব নিলে তাঁর দেশ জেনোয়াকে স্বাধীন বলে ঘোষণা করা হবে। এতে আশ্বস্ত হয়ে প্রসপেরোকেও মিত্র বাহিনীতে যোগ দিতে উদ্বুদ্ধ করে ডোরিয়া। জেনোয়া স্বাধীন হবে ভেবে প্রস্তাবে সম্মত হয়

BG & MAH

প্রসপেরো।

এদিকে স্পেন সম্রাটের ছত্রচ্ছায়ায় জেনোয়া শাসন করে প্রসপেরোর বাবা ডজ অ্যান্টোনিওট্টো অ্যাডর্নো। ফলে বিপাকে পড়ে গেছে প্রসপেরো। ওকে এখন জন্মভূমির বিরুদ্ধে অভিযানে নামতে হবে।

অবশ্য ফ্রেঞ্চদের তরফ থেকে প্রচারণা চালানো হচ্ছে, এ অভিযান মহৎ এক উদ্দেশ্য পূরণের লক্ষ্যে—জেনোয়াকে স্বাধীন করে এর মূল শাসনভার বর্তমান শাসকের হাতে তুলে দেয়া।

যা হোক, বর্তমানে চলে আসি। আধবোজা চোখে গ্যালির টিবারনাকলে বসে আছে প্রসপেরো। এখান থেকেই জাহাজ নিয়ন্ত্রণ করে ও। প্রসপেরোর দৃষ্টি দেখে মনে হচ্ছে না, আদৌ কোন কিছু খেয়াল করছে। কিন্তু ধনুক আকৃতির খিলানের নিচ দিয়ে যা কিছু দেখা যাচ্ছে, কিছুই ওর দৃষ্টি এড়াচ্ছে না। টিবারনাকল থেকে একেবারে র‍্যামবেড পর্যন্ত জাহাজের পুরোটা দেখতে পাচ্ছে প্রসপেরো।

কোমরে শেকল বাঁধা অবস্থায় জাহাজের দু'পাশে, বেঞ্চে বসে ঢুলতে থাকা থাকা দাসদের ভিতর দিয়ে ধীর কদমে হেঁটে বেড়াচ্ছে দু'জন দাস নিয়ন্ত্রক ওয়ার্ডেন। দু'জনেরই কোমরে ঝুলছে চামড়ার তৈরি চাবুক। এই দাসেরাই জাহাজটার দাঁড়ি। ডেকের একটু নিচে ওদের প্রথম সারি। আর নিচের ডেকে রয়েছে দ্বিতীয় সারি। প্রতিটা বৈঠা বাইবার জন্য রয়েছে পাঁচজন করে দাঁড়ি। নানান জাতির লোক আছে ওই দলে। মুর, শক্ত-পোক্ত আরব, শক্তিশালী মুসলিম তুর্কি, আফ্রিকা থেকে ধরে আনা নিগ্রো, এমনকী ভিনদেশ থেকে আসা কিছু খ্রিস্টানও রয়েছে দাঁড়িদের এই দলে। ওভারশিয়ারের নির্মম চাবুক, অবিশ্রান্ত কঠোর পরিশ্রম আর পর্যাপ্ত খাবারের অভাবে ক্লিষ্ট তাদের শরীর। সিন্দাবাদের ভূতের মত ওদের কাঁধেও সওয়ার হয়ে আছে দুর্ভাগ্যের পাহাড়সম

বোঝা। ক্যাপ্টেনের কেবিন থেকে এই হতভাগাদের রোদে পোড়া, বৃষ্টিতে ভেজা গাঢ় বাদামি রঙের নগ্ন কাঁধ আর মাথাটাই কেবল দেখা যায়।

হঠাৎ বেজে উঠল ট্রাম্পেট। প্রসপেরোর চোখ থেকে উধাও হয়ে গেল ঢুলুঢুলু ভাব। কম্প্যানিয়ন ওয়ে দিয়ে ছুটে এল এক অফিসার। টিবারনাকলের প্রবেশপথে দাঁড়িয়ে বলল সে, 'স্যর ক্যাপ্টেন, ক্যাপ্টেন জেনারেলের বার্জ এসে ভিড়েছে আমাদের পাশে।'

উঠে দাঁড়াল প্রসপেরো। ওর অ্যাথলেটিক কাঠামো, চওড়া কাঁধ আর শক্তিশালী হাত-পা স্পষ্ট বুঝিয়ে দেয় সত্যিকারের কাজের মানুষ ও। এরকম এক জাহাজের ক্যাপ্টেন হওয়া সত্ত্বেও ভারী ছোরা বহন করার জন্য স্বর্ণখচিত একটা বেল্ট ছাড়া গহনার কোন বাহুল্য নেই ওর।

পুপ কেবিনের গোল জানালার পাশে দাঁড়িয়ে ক্যাপ্টেন জেনারেলের উঠে আসার অপেক্ষায় রইল প্রসপেরো। দেখতে পেল, ওদের জাহাজের পাশে দাঁড়ানো বার্জটার কাপড়ের সামিয়ানা সরে গেল, উদয় হলো তিনজন লোক। জাহাজের কয়েক ধাপবিশিষ্ট ছোট মই বেয়ে ডেকে উঠে এল ওরা। এদের মধ্যে দু'জন রীতিমত বিশালদেহী। তাদের একজনের উচ্চতা ছয় ফুটেরও বেশি। অপরজনের চেয়ে সে প্রায় এক মাথা উঁচু। তবে তৃতীয়জন ওদের মত নয়। মাঝারি উচ্চতা ও মাঝারি গড়নের লোক সে। তবে দৈহিক গড়ন যেমনই হোক, তার ব্যক্তিত্বের ছটা অন্য দু'জনকে রীতিমত ম্লান করে রেখেছে। এই তৃতীয় ব্যক্তিটিই ডোরিয়া। আর অস্থিরদর্শন বাকি দু'জন লোকটার দুই ভাতিজা জিয়ানেট্টিনো ও ফিলিপ্পিনো।

শান্ত থাকার অভ্যাস ডোরিয়া পরিবারের পুরুষদের চরিত্রে কখনোই ছিল না। তবে ওই দু'জন আপাতত শান্তই রয়েছে।

কারণ, ওদের সঙ্গে রয়েছে ডোরিয়া স্বয়ং। তার লালচে রঙের ভয়ানকদর্শন ভ্রূ, চওড়া নাসারন্ধ্র আর হাতপাখার মত দেখতে দাড়িতে ভীতি জাগানিয়া কিছু একটা আছে। দৃঢ় চোয়ালে শক্তির আভাস স্পষ্ট, আর চোখের তারায় ফুটে আছে তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তার ছাপ। বহু অভিজ্ঞতালব্ধ ষাট বছরের কর্মময় জীবন একটুও দুর্বল করতে পারেনি তাকে। উল্টো চল্লিশ বছরের একজন লোকের মতই কর্মঠ ও শক্তিশালী সে।

ডোরিয়ার ঠিক পিছনের লোকটি জিয়ানেট্টিনো। আক্ষরিক অর্থেই বিশাল তার শরীর। নাকটা লম্বা আর চোয়াল খাটো। কামানো, প্রায় গোলাকার মুখটাকে মেয়েলি না বলে উপায় নেই। ছোট-ছোট চোখ দুটোয় নীচ স্বভাব যেন জ্বলজ্বল করছে। সেইসঙ্গে পুরো মুখাবয়ব থেকে অদৃশ্য আভার মত ঠিকরে বেরোচ্ছে উগ্রতা। এতদিন ডোরিয়ার সঙ্গে থেকেও তার শীতল ব্যক্তিত্বের কেবল হিংস্রতাই সে অর্জন করতে পেরেছে, আর কিছুই নয়। পোশাক-আশাকও অদ্ভুত ওর। পায়ে চকচকে কালো রঙের মোজা, ঊর্ধ্বাঙ্গের পোশাকের হাতা কটকটে হলুদ রঙের। বাকিটা সাদা। সব মিলিয়ে রীতিমত দৃষ্টিকটু রুচির বহিঃপ্রকাশ।

চারদিকে হিংস্র দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে জিয়ানেট্টিনো। ওর হাঁটা দেখে মনে হচ্ছে, হেঁটে নয়, যেন গড়িয়ে-গড়িয়ে আসছে সে! লোকে জানে, ডোরিয়ার আপন ভাতিজা জিয়ানেট্টিনো। কিন্তু ও আসলে ডোরিয়ার অনেক দূর সম্পর্কের এক ভাইয়ের ছেলে।

ডোরিয়ার দুই ভাতিজার বয়সই তিরিশের ঘরে। দু'জনেরই মাথার চুল কালো আর গাত্রবর্ণ বাদামি। কিন্তু এর বাইরে আর কোন বিষয়ে মিল নেই তাদের।

তুলনায় ফিলিপ্পিনো যথেষ্ট সংযত। ভাইয়ের মত লোক দেখানো কিছু তার পোশাকে নেই। লোকটার ব্যক্তিত্বের বহিঃপ্রকাশও ভিন্ন। চলাফেরায় প্রকাশ পাচ্ছে ক্ষিপ্রতার আভাস।

বইঘর.কম

কোথাও মুহূর্তের বেশি থামছে না সে। ঈগলের ঠোঁটের মত নাক, কাদামাটির মত ঘোলা তার চোখের রং। সেইসঙ্গে সরু চিবুকটাকে আড়াল করেছে খাটো দাড়ি। এই মুহূর্তে ওর আচরণে একইসঙ্গে প্রকাশ পাচ্ছে গাম্ভীর্য আর কেমন একটা বিচলিত ভাব। চকচকে সিল্কের কাপড়ের একটা পোঁটলা হাতে নিয়ে আসছে ফিলিপ্পিনো।

প্রায় একসঙ্গেই কেবিনে ঢুকল ওরা তিনজন। কিন্তু ডোরিয়াকে কথা শুরু করার সুযোগ না দিয়ে সাপের মত বিষাক্ত হিসহিসে গলায় বলল ফিলিপ্পিনো, 'তোমার বাবার উপর আমরা বিশ্বাস রেখেছিলাম, প্রসপেরো, গতরাতে তার মাশুল গুনতে হয়েছে। প্রায় চারশ' লোক হারিয়েছি আমরা। সত্তরজন অকুস্থলেই মারা গেছে। আহত বাকিরা মরেছে পরে। আমাদের কাজিন এট্টোরি-ও মারাত্মক আহত হয়েছিল লড়াইয়ে। মারা গেছে সে-ও। ওর স্মৃতি হিসেবে নিয়ে এসেছি এটা।' পোঁটলায় রাখা ব্যাণ্ডেজ বাঁধা কাটা হাতটা দেখাল।

ফিলিপ্পিনো বলে চলল, কীভাবে তাদের উপর হঠাৎ করে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল বিপক্ষের সেনারা। 'সত্যি কথা হচ্ছে, তোমার বাবার উপর আমাদের যে বিশ্বাস ছিল, সেটাকেই ব্যবহার করা হয়েছে আমাদের বিরুদ্ধে। টেনে নিয়ে আমাদেরকে ফেলা হয়েছে একটা অ্যাম্বুশের মধ্যে। এই প্রতারণার জন্য পুরোপুরি দায়ী ডজ (১৫০০ শতকে ইউরোপে প্রচলিত ডিউকের সমমর্যাদার শাসকের পদবি ডজ। তবে পরবর্তীতে এ উপাধি আর ব্যবহৃত হয়নি।) অ্যাডর্নো।'

নিরুৎসুক দৃষ্টিতে ডোরিয়ার দুই ভাতিজাকে দেখল প্রসপেরো। ওদের হম্বিতম্বির জবাবে বলল, 'বলছ, তোমরা জোর করে সৈন্য নামাতে চেয়েছিলে, তখন রুখে দাঁড়িয়েছে ওরা। আর লড়াইয়ে হেরে যাওয়ার দোষ চাপাচ্ছ আমার বাবার উপর, তাই

তো?'

'জোর করে সৈন্য নামিয়েছি? হায়, খোদা!' ফিলিপ্পিনোর বিস্ময়োক্তি।

'তোমরা হয়তো যথেষ্ট সাবধান ছিলে না,' বলল প্রসপেরো। 'নয়তো এমনটা ঘটার কোন কারণ দেখছি না। তাছাড়া সামরিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এমন গুরুত্বপূর্ণ একটা জায়গা সম্বন্ধে স্প্যানিশরা নিশ্চয়ই উদাসীন থাকবে না?'

'ঠিক। কিন্তু কথা হচ্ছে আমাদের উপর হামলাকারীরা স্প্যানিশ ছিল না। গতরাতের ঘটনার সঙ্গে ওদের কোন সম্পর্কও নেই।'

'কেন? গতরাতে তোমরাই তো জানালে স্পেনের ইম্পিরিয়াল বাহিনীর সঙ্গে তোমাদের লড়াই হয়েছে, আর সংখ্যায় ওরা ছিল অনেক!'

এতক্ষণে মুখ খুলল ডোরিয়া। তার শান্ত, গম্ভীর ও দৃঢ় কণ্ঠ দুই ভাতিজার সম্পূর্ণ বিপরীত। কিন্তু তারপরও স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, রেগে আছে সে। ভীষণ রেগে আছে। বলল, 'কিন্তু আজ আমরা জানি, ঘটনা আসলে তেমন ছিল না। আমরা কিছু লোককে বন্দি করেছি। তাদের কাছ থেকেই জেনেছি, স্প্যানিশরা না, আমাদের উপর আক্রমণ করেছে জেনোয়ার সৈন্যরা। আর তাদের নেতৃত্ব দিয়েছেন স্বয়ং ডজ।'

বিস্মিত দৃষ্টিতে একবার এর, আরেক বার ওর দিকে তাকাল প্রসপেরো। তারপর হাসতে-হাসতে বলল, 'আমার বাবা আপনাদের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দিয়েছে, এটা বিশ্বাসযোগ্য নয়। কারণ, আমাদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ভালভাবেই জানা আছে তার।'

'তিনি কি আমাদের লক্ষ্যের সঙ্গে একমত?' জানতে চাইল জিয়ানেট্টিনো। 'আমার তো মনে হয়...'

মৃদু কণ্ঠে বাধা দিল তাকে প্রসপেরো। '...এরকম সন্দেহ করার অর্থ তাকে অপমান করা।'

'শান্ত হও,' সমঝোতার সুরে বলল ডোরিয়া। 'এট্টোরির মৃত্যু আমাদের সবাইকে গভীরভাবে ব্যথিত করেছে। আমাদের মনে রাখা উচিত বা আগেই ভাবা দরকার ছিল যে, ডজ অ্যাডর্নো এখানকার শাসক। এই উপাধিটা তিনি পেয়েছেন স্পেন সম্রাটের কাছ থেকে। তিনি হয়তো ভেবে থাকবেন, জেনোয়ার পতনের সঙ্গে ডিউকের মর্যাদা ও শাসন ক্ষমতাও চলে যাবে তাঁর হাত থেকে।'

'আমার তা মনে হয় না, স্যর। জেনোয়াবাসীদের সক্রিয় সমর্থন ছাড়া কাউকে জেনোয়ার শাসন ক্ষমতায় বসিয়ে রাখা সম্ভব নয়। একইভাবে, জনসমর্থন থাকলে ক্ষমতাচ্যুত করাও সম্ভব নয় তাকে। কাজেই বলতেই হচ্ছে, স্যর, আপনাদের তথ্য আর অনুমান–দুটোই ভুল।'

'আমাদের তথ্যে ভুল নেই,' বলল ফিলিপ্পিনো। 'কিন্তু তোমার বাবার জানা থাকার কথা, তাঁর এলাকায় পদাতিক সৈন্যের কমাণ্ডে আছে সিজার ফ্রেগোসো। তিনি নিশ্চয়ই ভুলে যাননি যে, সিজার ফ্রেগোসোকে হটিয়েই ডজশিপ দেয়া হয়েছিল তাঁকে।'

প্রসপেরো কিছু বলার আগেই থমথমে কণ্ঠে জিয়ানেট্টিনো বলল, 'আমাদের অবিশ্বাসের মূল কারণ হচ্ছে দলাদলি। অ্যাডর্নো, ফ্রেগোসো, স্পিনোলি, ফিয়েসি আর অন্যান্য বংশের মধ্যে বহু আগে থেকে চলে আসা এই দলাদলিই যত নষ্টের মূল। বহু শতক ধরে রিপাবলিকের জন্য একটা দুঃস্বপ্ন হয়ে আছে এই পারিবারিক কোন্দল। প্রতিটা পরিবারই ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য মুখিয়ে আছে। একসময় জেনোয়া ছিল ভেনিসের চেয়েও শক্তিশালী। কিন্তু আজ এই অভ্যন্তরীণ কোন্দলের কারণে শক্তি থাকা সত্ত্বেও তারা দুর্বল। বাইরের একটা দেশের অঙ্গুলি-হেলনে

চলতে হয় তাদের। আমরা এখানে এসেছি এই অভ্যন্তরীণ দলাদলি আর বাইরের কর্তাদের কর্তৃত্বের ইতি ঘটাতে। এসেছি জেনোয়িসদেরকে তাদের প্রকৃত স্বাধীনতা ফিরিয়ে দিতে...'

ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল প্রসপেরোর। 'হয়েছে, হয়েছে, আর বলার দরকার নেই। বাজারে বক্তৃতা দেয়ার জন্য বাকিটুকু তুলে রাখো। আমি জানি, জেনোয়াকে "ছেঁকে" বিশুদ্ধ করতেই এসেছ তোমরা। সেজন্যই তোমাদের সঙ্গে এসেছি আমি। নইলে আমিও এখানে থাকতাম না।'

আবার কথা বলল ডোরিয়া। 'কথাটা তোমার বাবারও বোঝা উচিত। আশা করি, তিনি ভুলে যাননি, আমিও এ দেশেরই সন্তান। আমার হাড়ে-মজ্জায় মিশে আছে জেনোয়ার মাটির ঘ্রাণ। দেশের ভাল ছাড়া খারাপ কখনো চাই না আমি।'

'বাবাকে আগেই চিঠি পাঠিয়েছিলাম যে, যৌথবাহিনীতে আমি যোগ দিয়েছি কেবল জেনোয়ার উন্নতির জন্য,' বলল প্রসপেরো। 'ফ্রান্সের রাজার তরফ থেকে দায়িত্ব পেয়ে আপনি আসছেন, সেটাও চিঠিতে জানিয়েছি। আমরা যে জেনোয়াকে স্বাধীন করতে চাই, বলেছি তাও। সম্ভবত চিঠিটা বাবার হাতে পৌঁছেনি।'

'একথা আমিও ভেবেছি,' বলল ডোরিয়া। প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠতে যাচ্ছিল তার ভাতিজারা। শান্ত কণ্ঠে তাদের বাধা দিল লোকটা। 'সম্ভবত এত দুর্ভোগ আর রক্তপাতের একমাত্র কারণ এটাই। মিলানের রাস্তাঘাটে গিজগিজ করছে ডি লেইভার স্প্যানিশরা। হয়তো তোমার পত্রবাহক ওদের হাতেই ধরা পড়ে গেছে। এখন করণীয় একটাই। তাঁকে আবার চিঠি লিখে বলো, জেনোয়ার দ্বার যেন আমাদের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয়। অযথা যেন আমাদেরকে আর রক্তপাতের শিকার হতে না হয়।'

'কিন্তু এখানে বসে থেকে বাবার কাছে চিঠি পাঠাব কীভাবে?'

ডোরিয়া বসে পড়ল। চিন্তিত ভঙ্গিতে দাড়ি হাতাতে হাতাতে

বলল, 'সাময়িক যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবের সঙ্গে খোলা চিঠি হিসেবে ব্যাপারটা জানাতে পারো তাঁকে।'

এক কোনায় সরে গেল প্রসপেরো। বলল, 'এ চিঠিটাও তো স্প্যানিশদের হাতে পড়ে যেতে পারে। তাহলে মহাবিপদে পড়ে যাবে বাবা।'

ঠিক তখন উপস্থিত হলো প্রসপেরোর এক লেফটেন্যান্ট। 'মাফ করবেন, ক্যাপ্টেন,' বলল সে। 'একটা জেলে-নৌকা আমাদের পাশে এসে ভিড়েছে। বলছে, ডজের কাছ থেকে একটা চিঠি এনেছে সে। কিন্তু সেটা আপনাকে ছাড়া আর কারো হাতে দেবে না।'

মুহূর্তের জন্য সবিস্ময়ে থমকে গেল সবাই। তারপরই হম্বিতম্বি শুরু করল জিয়ানেট্টিনো। প্রসপেরোর চারপাশে ঘুরতে ঘুরতে বলতে লাগল সে, 'তলে তলে ডজের সঙ্গে ঠিকই যোগাযোগ আছে আর জিজ্ঞেস করছ, কীভাবে তাঁর কাছে চিঠি পাঠাবে?'

ওর চাচা ওকে থামাল। বলল, 'যোগাযোগ আছে কিনা, এখনই জানা যাবে।'

জিয়ানেট্টিনোর দিকে একবার তাকিয়ে লেফটেন্যান্টকে বলল প্রসপেরো, 'লোকটাকে ভিতরে নিয়ে এসো।'

সে না আসা পর্যন্ত আর কোন কথা বলল না কেউ। লোকটা ঘরে এলে পরে দেখা গেল, অল্পবয়স্ক এক জেলে সে। কালো চোখে একে একে ঘরের চারজনকেই দেখল, তারপর জানতে চাইল, 'প্রসপেরো কে?'

এক কদম সামনে বেড়ে বলল প্রসপেরো, 'আমি।'

কাপড়ের ভাঁজ থেকে একটা সিল করা খাম বের করে তার দিকে বাড়িয়ে ধরল ছেলেটা। প্রসপেরো একবার খামটার দিকে তাকাল। সিল ভাঙতে গিয়ে রীতিমত হাত কাঁপতে লাগল ওর।

BG & MAH

মুখ কালো করে চিঠিটা পড়ল প্রসপেরো। তারপর চোখ তুলে কাগজটা বাড়িয়ে ধরল ডোরিয়ার দিকে। লেফটেন্যান্টকে বলল, 'নিয়ে যাও ওকে। নিচে অপেক্ষা করুক।'

চিঠিটা পড়ে ডোরিয়ার চোখে ফুটে উঠল স্বস্তির দৃষ্টি। বলল, 'বোঝা যাচ্ছে, প্রসপেরোর কথাই ঠিক।' তারপর দুই ভাতিজার দিকে ফিরে বলল, 'তোমরা দু'জন বিচার-বিবেচনা না করেই অভিযোগ করছিলে।'

'চিঠিটা ওদের দিন,' বলল প্রসপেরো। 'ওরাও পড়ে দেখুক।'

জিয়ানেট্টিনোর হাতে চিঠিটা দিল ডোরিয়া। 'দু'জনকেই সতর্ক করছি, না জেনে-বুঝে আর কখনো উল্টোপাল্টা কথা বলবে না। ডজ যা করেছেন, আমাদের উদ্দেশ্য না জেনে করেছেন।' তারপর প্রসপেরোকে বলল, 'খবর পাঠানোর উপায় তো পেয়েই গেছ। এবার সব জানানোর ব্যবস্থা করো ওঁকে। আশা করি, আবার আমাদের জেনোয়ার রোষের মুখে পড়তে হবে না।'

অ্যাডমিরাল ডোরিয়ার দুই ভাতিজা নীরবে চিঠিটা পড়ছে। ওতে লেখা:

'পোর্টোফিনোতে কয়েকজনকে বন্দি করেছি। ওদের কাছ থেকে জানতে পারলাম, আমাদের উপর আক্রমণকারী পোপের এই বাহিনীর নেতৃত্বে আছ তুমি! বিশ্বাস করতে পারছি না, তুমি তোমার নিজ দেশের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছ। তার চেয়ে বড় কথা, নিজের বাবার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এসেছ তুমি! এর কোন একটা গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা অবশ্যই আছে। তোমার স্বভাব যদি পুরোপুরি বদলে গিয়ে না থাকে, তাহলে আশা করি, এর একটা সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দেবে। এক জেলেকে দিয়ে তোমার কাছে পত্র পাঠাচ্ছি। উত্তরও ওর হাতেই পাঠাবে। অবশ্য যদি তোমার কোন উত্তর থাকে। যেন থাকে, তা-ই প্রার্থনা করি ঈশ্বরের কাছে।'

পড়া শেষ করে মুখ কালো করে ফিলিপ্পিনো তাকাল চাচার দিকে। বলল, 'চাচা, আমার কাছে চিঠিটার ভাষা আক্রমণাত্মক লাগছে।'

একমত হলো জিয়ানেট্টিনোও। প্রসপেরোর দিকে ফিরে বলল, 'একদম পরিষ্কার ভাষায় ডজকে জানিয়ে দাও যে, আমাদেরকে বাধা দেয়ার অর্থ হবে, নিজের পায়ে কুড়াল মারা। নিজের এর চেয়ে বড় ক্ষতি আর করা সম্ভব না। কারণ, শেষ পর্যন্ত ফ্রান্স জিতবেই। তখন অকারণ রক্তপাতের জন্য এককভাবে দায়ী করা হবে কেবলমাত্র ডজকে।'

শীতল চোখে দুই ভাইয়ের দিকে তাকাল প্রসপেরো। দৈহিক দিক থেকে বিশাল কিছু নয় ও। কিন্তু ওর দৃষ্টি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে নিজের মনোভাব প্রকাশ করছে। মুখে শুধু বলল ও, 'এটাই যদি তোমাদের বক্তব্য হয়, তো তোমরা নিজেরাই সেটা পৌঁছে দিতে পার। আরেকটা ব্যাপার, জিয়ানেট্টিনো, কেউ যদি তোমাকে বলে থাকে যে, আমার ধৈর্যের সীমা নেই, আমি বলব, সে মিথ্যা বলেছে।'

'চমৎকার' একটা ঝগড়ায় রূপ নিতে পারত কথাবার্তা। কিন্তু অ্যাডমিরালের হস্তক্ষেপে তা আর হলো না। 'তুমি যথেষ্ট ধৈর্য ধরেছ, প্রসপেরো,' বলল সে। 'যেহেতু সবকিছু পরিষ্কার হয়ে গেছে, তাই আর ধৈর্য ধরার দরকার নেই। আমরা থাকলে চিঠিটা লিখতে তোমার কেবল দেরিই হবে।'

দুই ভাতিজাকে প্রায় ঠেলতে ঠেলতেই বের করে নিয়ে চলে গেল সে।

দুই

দ্য ডজ

আগস্টের কড়া রোদে জ্বলজ্বল করছে জেনোয়ার শান বাঁধানো পথঘাট। প্রকৃতপক্ষেই মুক্তোর মত লাগছে দেখতে। ওদিকে মার্শাল ডি লট্রেসের অধীনে ফ্রান্সের পদাতিক বাহিনী আসছে জেনোয়া আক্রমণ করতে। তবে জেনোয়াকে প্রায় চারদিক থেকেই ঘিরে আছে সাগর থেকে উঠে আসা পাহাড়শ্রেণী। ফলে অ্যাম্ফিথিয়েটারের মত একটা প্রাকৃতিক নিরাপত্তা বলয়ের ভিতর গড়ে উঠেছে জেনোয়া। কেবলমাত্র সরু উপকূল ছাড়া আর কোনদিক থেকে সরাসরি এখানে আক্রমণ করা মোটেও সহজ নয়। তবে হ্যাঁ, কেউ যদি অমানুষিক পরিশ্রম করে পাহাড় বেয়ে এপারে আসে, তারা হয়তো আক্রমণে আসতে পারবে। কিন্তু বলার চেয়ে বাস্তবে কাজটা করা অনেক বেশি কঠিন।

ফ্রেঞ্চরাও জানে, এই দুঃসাধ্য প্রচেষ্টা তাদের দ্বারা সম্ভব না। তাই সবচেয়ে সহজ পথটাই বেছে নিয়েছে তারা। জেনোয়াকে চারদিক থেকে ঘিরে রেখে বাইরে থেকে রসদ আসার পথ রুদ্ধ করে দিয়েছে। ডোরিয়া আসার আগেই অবরুদ্ধ অবস্থায় এভাবে কেটে গেছে দশটি দিন।

অবরোধের কাজটা খুব ভালভাবে সম্পাদন করেছে মার্সেই থেকে আসা সাতটা ওঅর গ্যালি (যুদ্ধজাহাজ)। ওদিকে খিদের

যন্ত্রণায় জেনোয়াবাসীদের অবস্থা কাহিল। জানা কথা, ক্ষুধা অদম্য সাহসী লোকেরও মনোবল নষ্ট করে দেয়। কাজেই, শাসকের দিকে আসতে লাগল অভিযোগের তীর। কারণ, খাবারের সংস্থান করতে পারছেন না তিনি।

ওদিকে স্পেন সম্রাটের বিরুদ্ধে শোর তোলার সুযোগ পেয়ে গেছে সুযোগ সন্ধানী ফ্রেগোসিরা। খুব ভালভাবে সুযোগটা কাজে লাগাল তারা। স্পেন সম্রাটের বলা উন্নতির ফাঁপা বুলি মেনে নেয়ায় তীব্র সমালোচনা করতে থাকল ডজের। কারণ, স্পেন সম্রাটের প্রতিনিধি হিসেবে জেনোয়া শাসন করছেন ডজ। সবদিক থেকে শোর উঠতে শুরু করল যে: ফ্রান্সের রাজার বশ্যতা স্বীকার করে তাঁর ঘোষিত 'স্বর্ণযুগ' শুরুর সুযোগ গ্রহণ করা হোক। সমাজের উঁচু-নিচু নির্বিশেষে সবাই একই রব তুলতে লাগল। দাবি উঠল, ডজ যেন মিত্রশক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করেন। ছাত্র, দিনমজুর, নানান পেশার মানুষ–সবাই সোচ্চার হয়ে উঠল একই দাবিতে। সবাই-ই ভাবছে, স্পেনের শয়তান সম্রাটের জন্যই চূড়ান্ত বোকা ডজ তখনও জেনোয়া ধরে রেখেছেন।

মিলানে স্পেন সম্রাটের নিয়োজিত ইম্পিরিয়াল গভর্নর ডন অ্যান্টোনিও ডি লেইভার কাছ থেকে সংবাদ এল যে, ডজ চাইলে স্প্যানিশ সেনাদের ব্যবহার করতে পারেন। তাঁর সামনে এখন দুটো পথ খোলা আছে। এক, বিদ্রোহ দমন করার কাজে স্প্যানিশ সেনাদের ব্যবহার করা। আর দুই, ফ্রেঞ্চ রাজার প্রতিনিধির কাছে শহর সমর্পণ করা।

ঘনিষ্ঠ পারিষদবর্গ নিয়ে এই বিষয়েই আকাশ-পাতাল ভাবছেন ডজ, ঠিক তখনই তাঁর হাতে এল ছেলে প্রসপেরোর পাঠানো চিঠি।

চিঠিটা হাতে নিয়ে নিজ দুর্গ ক্যাস্টেলেট্টোয় বসে আছেন অ্যাডর্নো। তাঁর ঘরটা বেশ ছোট। তবে এই ঘরের জানালা দিয়ে

প্রায় পুরো শহর, হার্বার আর তার সামনের সাগরটাও চোখে পড়ে। নীল রঙের মখমলে ঢাকা বড় একটা চেয়ারে বসে আছেন তিনি। বাঁ হাতটা ব্যাণ্ডেজে ঢাকা। গতরাতে পোর্টোফিনোর লড়াইয়ে একটা বর্শা বিঁধেছিল হাতে।

তীব্র এই গরমেও ডজের গায়ে জড়ানো একটা চাদর। ক্ষত থেকে অনেক বেশি রক্তপাতের কারণে জ্বর উঠে গেছে। তাঁর পাশের টেবিলটার পিছনে দাঁড়িয়ে আছে স্ত্রী ডজারেসা (ডজারেসা নাম নয়, উপাধি। ডজের স্ত্রী-লিঙ্গ।)। এই মাঝবয়সেও মহিলার সৌন্দর্য দেখে স্পষ্ট বোঝা যায়, সময়কালে তার সৌন্দর্য ছিল রীতিমত কবিদের কবিতা আর চিত্রকরদের ছবির বিষয়বস্তু।

ডজারেসার সঙ্গেই দাঁড়িয়ে আছে মাঝবয়সী ক্যাপ্টেন অগাস্টিনো স্পিনোলা ও লাভাগনা-র কাউন্টের ছোট ভাই স্কিপিওনি ডি ফিয়েসি।

প্রসপেরোর চিঠিটা পড়ে লম্বা সময়ের জন্য আত্মমগ্ন হয়ে রইলেন অ্যাডর্নো। এমনকী তাঁর স্ত্রীও ধ্যান ভাঙাতে সাহস করছে না। কোন মন্তব্য করার আগে আবার চিঠিটা পড়লেন লর্ড।

'...জেনোয়ার উপকার না হলে আমি যৌথ বাহিনীর সঙ্গে কখনোই হাত মেলাতাম না। আমি ফ্রেঞ্চদের সমর্থন দেয়ার জন্য আসিনি, বরং ফ্রেঞ্চরাই আমাদের সমর্থন করতে এসেছে। ওদের স্বার্থ দেখতে নয়, বরং জেনোয়াকে স্বাধীন করতে এসেছে এই নৌ-সেনাদল। এজন্যই যৌথ নৌবাহিনীর একটা অংশের দায়িত্ব গ্রহণ করতে কুণ্ঠিত হইনি আমি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমাদের উদ্দেশ্য জানার পর তুমিও আর বাধা দেবে না। বরং বাড়িয়ে দেবে সহযোগিতার হাত।'

চোখ তুলে তাকালেন ডজ। চোখে বিভ্রান্ত দৃষ্টি। একে-একে তাকালেন তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকা সবার দিকে। ততক্ষণে ডজারেসার ধৈর্য শেষ। 'কী লিখেছে প্রসপেরো?' জানতে চাইল

বইঘর.কম

মহিলা।

চিঠিটা তার দিকে ঠেলে দিয়ে বললেন ডজ, 'নিজেই পড়ো। পড়ে শোনাও সবাইকে।'

থাবা দিয়ে চিঠিটা তুলে নিল ডজারেসা। জোরে-জোরে পড়ে শোনাল সবাইকে। পড়া শেষ হতেই বলল, 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। এখন তো তোমার সন্দেহ দূর হয়েছে?'

'কিন্তু এটা কতটুকু বিশ্বাসযোগ্য?' গোমড়া মুখে বললেন ডজ।

'বিশ্বাসযোগ্য না হলে ওই দলে প্রসপেরোর যোগদানকে কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন?' বলল স্কিপিওনি।

'নিজের সন্তানকে অবিশ্বাস করছ তুমি?' উত্তেজিত কণ্ঠে বলল ডজারেসা।

'না। আমি ওর বিশ্বাস নিয়ে প্রশ্ন তুলছি না। কিন্তু যারা এর পিছনে আছে, তাদের "আসল" ইচ্ছা নিয়ে প্রশ্ন তুলছি আমি। সবাই কি নিশ্চিত যে, কোথাও কোন ষড়যন্ত্র হচ্ছে না?'

ডোরিয়া রক্তের প্রতি মন বিষিয়ে আছে স্কিপিওনির। সঙ্গে সঙ্গেই প্রশ্নটা সমর্থন করল ও। কিন্তু ডজারেসা ও-কথায় কান দিল না।

'ফ্রেঞ্চরা নিজেদের স্বার্থের কথা একটুও ভাববে না, এ হতেই পারে না,' বললেন ডজ।

'কিন্তু প্রসপেরোকে অবিশ্বাস করে লাভটা হচ্ছে কোথায়? তাছাড়া ওর কথায় এটুকু অন্তত পরিষ্কার যে, ডোরিয়ার বিরুদ্ধে দাঁড়ালে আসলে দেশের সর্বোচ্চ স্বার্থকেই ক্ষুণ্ন করা হচ্ছে।'

'ভীষণ দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে গেছি আমি। কেবল একটা ব্যাপারই পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি; সেটা হচ্ছে সম্রাটের দেয়া ডিউকের মুকুটধারী শাসক আমি। তাহলে তাঁর প্রতি আমার কি কোন কর্তব্য নেই?'

উত্তর দিল ডজারেসা অরেলিয়া। বলল, ‘তোমার সর্বোচ্চ দায়িত্ব ও কর্তব্য কি জেনোয়ার প্রতি নয়? জনগণ, না সম্রাট–কার প্রতি তোমার কর্তব্য বেশি, তা বিচার করতে গিয়ে তুমি আসলে ফ্রেগোসোর কাজ সহজ করে দিচ্ছ।’

প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকালেন ডজ ওঁর ক্যাপ্টেন স্পিনোলার দিকে। উত্তর দেয়ার আগে সামরিক কায়দায় কাষ্ঠবৎ শক্ত হয়ে দাঁড়াল ক্যাপ্টেন। তারপর বলল, ‘আমার মনে হয়, ইয়োর হাইনেস, আপনার দায়িত্ব অবশ্যই সম্রাটের প্রতি। কিন্তু জেনোয়ার প্রশ্ন এলে বলতেই হবে, যে-কোন রাজা বা সম্রাটের চেয়ে জেনোয়াবাসীর প্রতি আপনার দায়িত্ব অনেক বেশি। প্রসপেরোও এ বিষয়ে একমত। আমার কাছে গোটা চিত্রটা এরকমই। তবে মহানুভব যদি অন্য কিছু চিন্তা করে থাকেন আর যৌথশক্তিকে বাধা দিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন, তাহলে আগে আপনাকে বিদ্রোহীদের দমন করতে হবে।’

ম্লান মুখে কথাটা বিবেচনা করে বললেন ডজ; ‘ভালই বলেছ, অগাস্টিনো। প্রসপেরোও এভাবেই বলত।’

চোখমুখ শক্ত করে বলল স্কিপিওনি, ‘প্রসপেরো এখানে থাকলে অবশ্যই আত্মসমর্পণের বিপক্ষে শক্তিশালী যুক্তি তুলে ধরত। ডোরিয়াকে অবিশ্বাস করতে বলত ও।’

‘ডোরিয়াকে কেন অবিশ্বাস করব, সেটা বলো।’

‘ওর অতি উচ্চাকাঙ্ক্ষার কারণে। জেনোয়ার প্রিন্স হওয়ার বাসনা থাকতে পারে ওর মনে।’

‘ওই বিপদ যদি আসেই, তখন দেখা যাবে। স্রেফ সন্দেহের বশে জেনোয়াবাসীর রক্ত বইতে দিতে পারি না আমি।’

‘তাহলে মহানুভবের সিদ্ধান্ত নিতে আর বাধা কোথায়?’ বলল স্পিনোলা।

টিটকারির সুরে বলল স্কিপিওনি, ‘শুধু একটা ব্যাপার ছাড়া,

বইঘর.কম

সেটা হলো প্রসপেরোর বিশ্বাস আর ডোরিয়ার ফাঁপা বুলি।'

তিন

আত্মসমর্পণ

সেদিন বিকেলেই ডোরিয়া আর সিজার ফ্রেগোসোর কাছে আত্মসমর্পণের প্রস্তাব নিয়ে গেল ডজের দূত। তাতে একটা মাত্র শর্ত আরোপ করা হয়েছে। স্পেন সম্রাটের সৈন্যবাহিনীকে তাদের অস্ত্রসহ শহর থেকে বেরিয়ে যেতে দিতে হবে। আক্রমণাত্মক কোন পদক্ষেপ নেয়া যাবে না তাদের বিরুদ্ধে।

শর্তটি মেনে নেয়া হলো।

পরদিন সকালেই নিজের রেজিমেন্ট নিয়ে শহর ত্যাগ করল ডন সাঞ্চো লোপেজ, যদিও স্প্যানিশদের কাছ থেকে এ সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধিতা এসেছিল। তারা বলছিল যে, ডি লেইভার সেনাদল যে-কোন সময়ে শহরে পদার্পণ করবে। কিন্তু ডজ তার সিদ্ধান্তে অটল রইলেন। ফলে শেষ পর্যন্ত শহর ছেড়ে চলে যায় স্প্যানিশরা।

ওরা শহর ছাড়া মাত্রই তিনশ' ফ্রেঞ্চ সৈন্য নিয়ে শহরে ঢুকে পড়ে ফ্রেগোসো। তবে তার সেনাবাহিনীর মূল অংশ রয়ে যায় ভেন্ট্রিতে, তাদের ক্যাম্পে। কারণ ক্ষুৎপিপাসায় কাতর একটা শহর এত সৈন্য ঠাঁই দিতে পারবে না। শহরের লণ্ঠন গেটে তাদের বীরোচিত সংবর্ধনা দেয় সাধারণ জনগণ। তাদের দৃষ্টিতে

ওরা হচ্ছে স্বাধীনতা আনয়নকারী মহান সেনা। এর দু'তিন ঘণ্টা পর যুদ্ধজাহাজগুলো বন্দরে ভিড়তে শুরু করে। ডোরিয়া তখন সঙ্গে করে নিয়ে আসে তার প্রভিন্সিয়াল ট্রুপের পাঁচশ' সৈন্য। একই সময় বন্দরে জাহাজ ভেড়ায় প্রসপেরোও। সঙ্গে তিনশ' সৈন্য।

এত সৈন্য জড়ো করার উদ্দেশ্য হচ্ছে মূলত শক্তি প্রদর্শন। কিন্তু শেষ মুহূর্তে এমন একটা পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যে সম্পূর্ণ ভিন্ন কাজে লাগাতে হয় ওই সেনাবাহিনীকে।

সম্ভবত সিজার ফ্রেগোসোর উর্বর মস্তিষ্কপ্রসূত আইডিয়া ছিল, জেনোয়াবাসীকে উৎপীড়ন-নিপীড়নের হাত থেকে মুক্তিদাতা হিসেবে নায়কোচিত ভূমিকা নেবে সে। কিন্তু তার মূল বাহিনীর দৃষ্টিভঙ্গি পুরোপুরি ভিন্ন। তারা মার্সেনারি, মানে ভাড়াটে সৈনিক। তাই তাদের দৃষ্টিভঙ্গিও ভিন্ন। তাদের চোখে জেনোয়া স্রেফ জিতে নেয়া একটা শহর। স্বভাবতই মার্সেনারিরা বিজিত শহরের উপর নিজেদের 'অধিকার' প্রতিষ্ঠা করতে চাইবে। এবং হলোও তাই। চেইন অভ কমাণ্ড ভেঙে তড়িৎ-গতিতে 'কাজে' নেমে পড়ল তারা। ফলে শহরে বেশ কিছু 'দুর্ঘটনা' ঘটে গেল। এতদিন যারা শহর সমর্পণের জন্য ডজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ চালিয়েছে তারাও বুঝল, ফ্রেঞ্চ সেনারা কতটা সাহায্য তাদেরকে করবে আর কতটা নিজেদের উদরপূর্তি করবে।

প্রথমদিকে ফ্রেঞ্চদের নজর ছিল খাবারের দিকে। তারা জোর করে শহরের ধনী ব্যবসায়ী ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের ঘর-বাড়িতে ঢুকে পড়ে। কিন্তু এক পর্যায়ে এটুকুতেই তাদের ক্ষুধা শান্ত থাকেনি। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা যায় খাবার-দাবারের সরবরাহ শেষ। তখন রীতিমত হিংস্র হয়ে ওঠে তারা। নেমে পড়ে নির্বিচার লুটপাটে। ততক্ষণে আরো সৈন্য হাজির হয়ে গেছে। ওদের দেখে লুটপাটকারীদের সাহস আরো বেড়ে যায়। দুর্ভাগ্যজনক হলেও

বইঘর.কম

সত্যি যে ওই সময় ফ্রেঞ্চ মার্সেনারি ও সেনাদের পাশাপাশি লুটপাটে অংশ নেয় অর্থলোলুপ কিছু জেনোয়াবাসী।

অবস্থাটা খুব ভালভাবে অনুধাবন করতে পারল প্রসপেরো। রাগে ওর মাথা খারাপ হওয়ার অবস্থা। ওদিকে একদল অফিসারের জটলার ভিতর দাঁড়িয়ে কিছু একটা নিয়ে জরুরি ভঙ্গিতে কথা বলছে ডোরিয়া। অফিসারদের জটলা ঠেলে ডোরিয়ার সামনে পৌঁছে গেল ও। কিন্তু তখন ডোরিয়ার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটাকে দেখে একটা অজানা শঙ্কা কাঁপিয়ে দিয়ে গেল ওকে। মুখের কথা মুখেই রয়ে গেল ওর।

ডোরিয়া বলল, 'এখন কোন কথা বোলো না, প্রসপেরো। এখন কথা নয়, কাজের সময়। যে-কোন মূল্যে বিশৃঙ্খলা থামাতে হবে। এবং এখনই,' বলে সে তাকাল তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা খাটো, দুবলা-পাতলা একজন মানুষের দিকে। লোকটার পরনে গাঢ় লাল রঙের ডাবলেটের (ডাবলেট: ১৪০০-১৬০০ খ্রিস্টাব্দে ইউরোপে প্রচলিত পুরুষদের আঁটো জামা বিশেষ) উপর কালো ধাতুর হালকা বর্ম। স্টিল হেলমেটের নিচে তার হাড়সর্বস্ব চেহারাটা কালো দাড়িতে ঢাকা। নাকের উপর কুৎসিতদর্শন আড়াআড়ি একটা ক্ষত বলে দিচ্ছে এই লোকই হচ্ছে সিজার ফ্রেগোসো।

রীতিমত গর্জন করে তাকে ডোরিয়া বলল, 'আপনার সেনাদের কেমন শৃঙ্খলা শিখিয়েছেন যে এমন ভয়াবহ একটা বিপর্যয় তৈরি হয়েছে?'

'কেমন শৃঙ্খলা? ওদের অপকর্মের দোষ কি আমাকে দিচ্ছেন?'

'তো কাকে দেব? এই দুর্বৃত্ত ফ্রেঞ্চদের কমাণ্ড কি আর কারো হাতে আছে?'

'হা, ঈশ্বর! একা একজন মানুষ কীভাবে তিনশ'জনকে

BG & MAH

সামলাতে পারে?'

'কমাণ্ড দেয়ার যোগ্যতা থাকলে তিনশ' সৈন্য কোন ব্যাপারই নয়,' শান্ত কণ্ঠে বলা কথাগুলো চূড়ান্ত অপমান করল তাকে।

নিজের দোষ ঢাকতে বিড়বিড় করে কিছু একটা বলল ফ্রেগোসো। কিন্তু তার কথা সবাই শোনেনি। তারপর সে বলল, 'দোষ যদি কাউকে দিতেই হয় তো আহাম্মক ডজকে দিন। স্পেন সম্রাটের পা চাটতে গিয়ে জনগণের জন্য সে কিছু তো করেইনি, উল্টো তাদের না খাইয়ে মারার জোগাড় করেছে।'

হঠাৎ করেই নিজের বক্তব্যের পক্ষে সমর্থক পেয়ে গেল সে। ফিলিপ্পিনো দাঁড়িয়ে ছিল তার চাচার পাশে। সে বলল, 'আমার বিশ্বাস ঠিক কথাই বলছেন স্যর সিজার। সব দোষ অ্যান্টোনিওট্রো অ্যাডর্নোর।'

রাগত স্বরে ফ্রেগোসো বলল, 'ঈশ্বরের শপথ, স্প্যানিশ সৈন্যরা চলে যাওয়ার পর এই ক্ষুধার্ত রাক্ষসদের সামলে রাখার কেউ ছিল না। তার উপর আগের দিন অ্যাডর্নোর তুচ্ছ প্রতিরোধ ওদেরকে আরো বেপরোয়া করে তুলেছে। ফলে ওরা জেনোয়াবাসীদের সাহায্য করার বদলে নিজেদের "সাহায্য" করতে লেগে গেছে...'

এ পর্যায়ে তাকে বাধা দিয়ে ডোরিয়া বলল, 'এটা কি বক্তৃতা দেবার সময়? এখন প্রথম কাজ হচ্ছে সৈন্যদের মধ্যে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা। কথা পরেও বলা যাবে।'

প্রসপেরো একটু সামনে ঝুঁকে ফ্রেগোসো আর ফিলিপ্পিনোর কাঁধ স্পর্শ করে বলল, 'তখন আমারও কিছু বলার থাকবে।'

ওকে থামিয়ে দিয়ে ডোরিয়া বলল, 'ঝগড়া বাদ দাও। কী করতে হবে তুমি জানো, প্রসপেরো। শুরু করে দাও। তুমি পুব দিক সামলাও, আমি পশ্চিম দেখছি। আর হ্যাঁ, কঠিন পদক্ষেপ নেবে।'

বইঘর.কম

কাজেই কঠোর পদক্ষেপ নিতে প্রসপেরো তলব করল ওর এক নিয়াপলিটান ক্যাপ্টেনকে। তার নাম ক্যাট্রানিও। তাকে বলল আরো দুইশ' সৈন্য মোতায়েন করতে। সব মিলিয়ে পাঁচশ' সৈন্য মাঠে নামাল প্রসপেরো।

লুটপাটকারীরা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে লুটতরাজ চালাচ্ছে। কাজেই প্রসপেরোও ওর সেনাবাহিনীকে ছোট ছোট দলে ভাগ করে নিল। প্রত্যেকটা দলে একজন করে নেতা নির্ধারণ করে দিল। যাতে স্বল্প সময়ে বেশি এলাকায় কাজ করা যায়। একটা দলের দায়িত্ব নিল ও নিজে। তারপর একমুহূর্তও সময় নষ্ট না করে কাজে লেগে পড়ল।

এক বয়স্ক ব্যবসায়ীর ঘরে চলছে অবাধ লুটপাট। ওখানে উচ্ছৃঙ্খল কিছু ফ্রেঞ্চ সেনাদের সঙ্গে মিলে লুটপাটে অংশ নিয়েছে স্থানীয় কিছু লোক। ব্যবসায়ী তার স্বর্ণ কোথায় রাখে জানার জন্য তার উপর অত্যাচার করছে ওরা। ওই অবস্থায়ই বদমাশগুলোকে পাকড়াও করল প্রসপেরো। ওদের দলনেতাকে ধরে ওখানেই ফাঁসিতে লটকে দিল ও। বর্শার হাতল দিয়ে বেধড়ক পেটাতে পেটাতে বাকিদের এলাকাছাড়া করল। দোষীদেরকে কোন দয়া দেখাল না প্রসপেরো। এক ভদ্রলোকের ওয়াইনের সেলারে নেতাসহ একটা লুটপাটকারী দলকে ধরল ও। মদের নেশায় প্রায় বেহুঁশ নেতাটাকে মদের বালতিতেই চুবাতে চুবাতে মেরে ফেলার জোগাড় করল। মনে মনে বলল, 'খা, কত ওয়াইন খাবি একবারে খা।' তবে বড় দলগুলোকে ধাওয়া করার সময় এমন কিছু করে মোটেও সময় নষ্ট করল না। যারাই ওর হাতে ধরা পড়েছে, হাত-পা ভাঙা অবস্থায় রাস্তায় পড়ে কাতরাতে হয়েছে তাদেরকে। কিন্তু উদ্ধারকৃতদের কাছ থেকে ধন্যবাদ নিতে কোথাও একমুহূর্তের জন্যও থামেনি প্রসপেরো।

পুব দিক থেকে ধাওয়া শুরু করে বিকাল নাগাদ অ্যাকেইশা

BG & MAH

ঘেরা ছোট্ট একটা চার্চ প্রাঙ্গণে চলে এল প্রসপেরো। চমৎকার জায়গা সেটা। ঠিক তখন চার্চের পিছনে কোথাও থেকে ভেসে এল নারীকণ্ঠের আর্তনাদ, সঙ্গে এক পুরুষের উচ্চকণ্ঠের কুৎসিত লোলুপ হাসি। দ্রুত দল নিয়ে সামনে এগিয়ে গেল প্রসপেরো।

চার্চের সীমানা দেয়ালের ভিতর দিয়ে চলে যাওয়া পথটা গাঢ় ছায়াঘেরা। তার উপর এক পাশের দেয়াল আইভি লতায় ছাওয়া। ফলে ওখানে অন্ধকার আরো বেশি। আরো বিশ গজমত এগিয়ে যাওয়ার পর অন্ধকার কাটতে শুরু করল। পথটার শেষ মাথায় দেখা গেল একটা ভাঙা দরজা; কব্জার সঙ্গে কোনরকমে লটকে আছে সেটা। দরজা পেরিয়ে আর্তনাদের উৎসের দিকে ছুট দিল সবাই। দূর থেকেই দেখতে পেল মাটিতে দুমড়ে পড়ে আছে এক ভৃত্যের নিথর দেহ। পাশেই মুখ ঢেকে বসে আছে আরেকজন। বয়স্ক লোক সে। তার হাত থেকে দরদর করে গড়িয়ে পড়ছে রক্তের স্রোত। তারপরই প্রসপেরোর চোখ পড়ল ক্রন্দনরতা এক মহিলার দিকে। তার ঊর্ধাঙ্গের পোশাক ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে। সম্ভ্রমহানি ও প্রাণনাশের ভয়ে আর্তনাদ করতে করতে ছুটছে সে। আর তার পেছন পেছন ছুটছে দুই ইবলিশ।

ওদিকে প্রসপেরোর বামপাশে বাগানের বেড়ার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে আরেকজন নারী। লম্বা, পাতলা ও সুশ্রী কাঠামোর অধিকারী সে। আতঙ্কে বিস্ফারিত হয়ে আছে তার চোখ।

পরে যতবারই প্রসপেরো ওই মহিলার কথা মনে করতে চেয়েছে, ওর শুধু মনে পড়েছে মহিলার পরনের সাদা পোশাক আর চুল ঢেকে রাখা অবগুণ্ঠনের জ্বলজ্বলে রত্নের কথা। এর কারণও অবশ্য রয়েছে। ওই সময় খুব দ্রুত কাজ সারার জন্য ছুটতে হয়েছে ওকে। বেশি কিছু লক্ষ করার সময় পায়নি ও। ফলে এক পলকে দেখা ওই দৃশ্যটাই কেবল স্মৃতিতে রয়ে গেছে।

লেফটেন্যান্টদের সংক্ষিপ্ত হুকুম দিল ও, 'দ্রুত কাজ সারো।'

বইঘর.কম

সঙ্গে সঙ্গেই দুই ধাওয়াকারীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ছ'জন সৈন্য। বর্শার হাতল দিয়ে পিটিয়ে লম্বা করে দেয়ার জোগাড় করল তাদের। অপরদিকে সাদা পোশাক পরিহিতা সম্ভ্রান্ত মহিলাটির পিছে লাগা আরেক বদমাশ পালাতে চাইল। এক কদম তুলেও ফেলল সে। কিন্তু এ পর্যন্তই, আর পারল না। ধরা পড়ে গেল সে। ছুরির কয়েক পোঁচে বদমাশটার গা থেকে খুলে নেয়া হলো বর্ম ও খাপসহ তলোয়ারের বেল্ট। তারপর বর্শার হাতল দিয়ে বেধড়ক পিটুনি দিতে শুরু করল সৈন্যরা। যন্ত্রণায় যখন প্রাণবায়ু বেরুবার জোগাড় তখন তীব্র আর্তনাদ করে উঠল সে। ওর দুই সঙ্গীও একইরকম সমাদর পাচ্ছে। এক পর্যায়ে একজনের মাথায় ডাণ্ডা পড়ল। সঙ্গে সঙ্গেই জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল সে। ওই ব্যাটাকে তখন পায়ে ধরে নির্মমভাবে ছেঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হলো পাথুরে সিঁড়ির উপর দিয়ে, সিঁড়ির ধাপে ধুম-ধাম বাড়ি খাচ্ছে তখন বদমাশটার মাথা। কিন্তু সেদিকে কেউ ফিরেও তাকাল না। অ্যাকেইশা গাছের নিচে ঘাসের চাদরের উপর ফেলে রাখা হলো ওকে। বাকিদেরও উপযুক্ত 'সমাদর' করে এলাকাছাড়া করা হলো।

প্রসপেরোর সৈন্যরা খুবই সুশৃঙ্খল, তারা ওর নীতিতেই বিশ্বাসী। কাজেই, জেনোয়িস বা মার্সেনারি কারো প্রতিই বিশেষ কোন পক্ষপাত করল না ওরা। লুটেরাদের সবাইকে মোটামুটি একইরকমভাবে শাস্তি দিয়ে তাড়িয়ে নিয়ে গেল। যে বাড়িতেই লুটেরাদের পেল মেরে তাড়াল তাদের সবাইকে। বেশিরভাগ জায়গাতেই পিছনে ফেলে গেল লুটেরাদের রক্তাক্ত দেহ।

পড়ন্ত বিকেলে গিয়ে শেষ হলো প্রসপেরোর কাজ। বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের দমন করা হয়েছে। ক্লান্ত পরিশ্রান্ত দেহে সেনাদল নিয়ে ডিউকের প্রাসাদের দিকে রওনা হয়েছে প্রসপেরো। বাবার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে ও। সার্জানোর সরু খাড়া রাস্তা দিয়ে

সান লরেঞ্জোর ডিউকাল প্রাসাদের দিকে এগুতে থাকল ওরা। পথে আর কোথাও লুটপাটের কোন চিহ্ন ওদের চোখে পড়ল না। কিন্তু তা-সত্ত্বেও ওই পথ লোকে লোকারণ্য হয়ে আছে। বাকিরাও ওদের মতই প্রাসাদের দিকে যাচ্ছে। পথে ওর সঙ্গে যোগ দিল বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা ওর অধীনস্থ সেনারাও। ওই দলগুলোর একটার নেতৃত্বে ছিল প্রসপেরোর ক্যাপ্টেন ক্যাট্রানিও। ততক্ষণে প্রসপেরোর সৈন্যসংখ্যা পুরো দেড়শ' হয়ে গেছে। তারা সুশৃঙ্খলভাবে প্রসপেরোকে ঘিরে একটা ব্যূহ তৈরি করে এগুচ্ছে। যারা একটু সমঝদার তারা ওদেরকে দেখছে প্রশংসার দৃষ্টিতে। কিন্তু বাকি সাধারণ জনতা ওদেরকে দেখছে রাগত চোখে। কারণ লুটেরাদের থামাতে ভীষণ বল প্রয়োগ করেছে ওরা।

ওদিকে লুটপাট থামাতে প্রসপেরোর চেয়ে অনেক নরম পদ্ধতি বেছে নিয়েছিল ডোরিয়া। প্রসপেরো ওর পাঁচশ' সৈন্যকে পঁচিশটা দলে ভাগ করে মাঠে নামিয়েছিল। কিন্তু ডোরিয়া নামিয়েছিল চারশ' সেনাকে চার ভাগ করে। তারা প্রায় পুরো শহর কর্ডন করে মানব-দেয়াল তৈরি করে অগ্রসর হয়। প্রতিটা দল ড্রাম পেটাতে পেটাতে আর ট্রাম্পেট বাজাতে বাজাতে এগুতে থাকে। স্পষ্টতই লুটেরাদের প্রতি এটা শেষ সাবধানবাণী যে এরপরই আসবে শক্তি প্রয়োগ। কালক্ষেপণ না করে জেনোয়িস লুটেরারা নিজেদের গর্তে গিয়ে ঢোকে। আর ফ্রেঞ্চ বদমাশের দলও চলে যায় তাদের ব্যারাকে। ফলে প্রসপেরোকে জনতার চোখ রাঙানি দেখতে হলেও ডোরিয়াকে তার কিছুই দেখতে হয়নি।

ডিউকের প্রাসাদের সামনে পৌঁছে প্রসপেরোর দল প্রচণ্ড ভিড়ের মুখে পড়ল। ভিড় এত বেশি যে এগুনো প্রায় অসম্ভব বলে মনে হলো। প্রাসাদের মূল ফটক আড়াল করে দুই সারিতে দাঁড়িয়ে আছে ডোরিয়ার বর্শাধারী প্রভিন্সিয়াল ট্রুপ। ঠিক তখন

প্রাসাদের একটা বারান্দা থেকে ভেসে এল রুক্ষ ও উচ্চকিত একটা কণ্ঠ।

বারান্দায় দাঁড়ানো ধূসর দাড়িওয়ালা, বিশালদেহী বয়স্ক লোকটা স্বয়ং ওট্টাভিও ফ্রেগোসো। জেনোয়া যখন ফ্রেঞ্চদের অধীনে ছিল তখন এই ওট্টাভিওই ছিল জেনোয়ার ডজ। স্বভাবতই এখন প্রতিশোধস্পৃহায় উন্মত্ত হয়ে আছে তার মন। লোকটার কাঁধে ঝোলানো ডিউকের আলখেল্লা দেখেই স্পষ্ট বোঝা গেল—ফ্রেঞ্চদের ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই ডিউকের পদ, দায়িত্ব ও ক্ষমতা হস্তগত করেছে সে। বারান্দায় ওট্টাভিওর বামপাশে দাঁড়িয়ে আছে তার কাজিন সিজার ফ্রেগোসো। ডানপাশে ডোরিয়া।

নিঃশ্বাস বন্ধ করে লোকটার কথা শুনছে প্রসপেরো। সে বলছে, জেনোয়ার নাগরিক ও 'জাতির পিতা' লর্ড ডোরিয়া স্বয়ং এখানে এসেছে জেনোয়ার অধিবাসীদেরকে তাদের অতি-কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা এনে দিতে। স্পেনের সেনাবাহিনীর খাবারের জোগান দিতে এ দেশের নাগরিকদেরকে আর ট্যাক্স দিতে হবে না। জেনোয়িসদের উপর স্প্যানিশদের ছড়ি ঘোরানোর দিন শেষ। ফ্রান্সের পরোপকারী রাজার নিরাপত্তার নিশ্চয়তায় আজ থেকে জেনোয়া পুরোপরি স্বাধীন। এবং এই জন্য একমাত্র ধন্যবাদ প্রাপ্য সাগরের সিংহ, লর্ড ডোরিয়ার।

এ পর্যন্ত বলে মঞ্চাভিনেতার মত হাততালির প্রত্যাশায় বক্তৃতায় বিরতি দিল সে। সঙ্গে সঙ্গেই গর্জে উঠল জনতা। বলতে লাগল, 'দীর্ঘজীবী হোক ডোরিয়া।'

লর্ড ডোরিয়া তখন হাত তুলে তাদেরকে শান্ত হতে ইশারা করল। এবং আবার বক্তৃতা শুরু করল ওট্টাভিও ফ্রেগোসো। জেনোয়াবাসীদের জন্য ফ্রেঞ্চ অভিযানের আরো 'মূল্যবান' উপকারিতার বর্ণনা শুরু করল সে।

ততক্ষণে বন্দরে শস্যবাহী জাহাজ থেকে মাল খালাস শুরু হয়ে গেছে। সবার জন্য যথেষ্ট পরিমাণে রুটির ব্যবস্থাও করা হয়েছে। মাংসের জন্য গবাদিপশুর পাল তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে সিজার ফ্রেগোসোর লোক। বাহ্যত জেনোয়ার দুর্ভিক্ষের অবসান হয়ে গেছে। সব মিলিয়ে খুব খুশি জেনোয়ার বাসিন্দারা। বজ্রধ্বনিতে তালি বাজাতে বাজাতে গর্জে উঠল জেনোয়াবাসীরা। এবার তারা রব তুলল, 'দীর্ঘজীবী হোক ডজ ফ্রেগোসো।'

এরপর ফ্রেগোসো ঘোষণা দিল, জনতাকে যে বা যারা কষ্ট ভোগ করতে বাধ্য করেছে তাদের কাউকে ছাড় দেয়া হবে না। জবাবদিহি করতে হবে সবাইকে। বিদেশি শাসকদের প্রভুত্ব বজায় রাখতে যারা জেনোয়াবাসীদের অকারণ ভোগান্তির মুখে ফেলেছে তাদেরকে অত্যন্ত দ্রুত বিচারের সম্মুখীন করা হবে।

সব দেশের জনতাই আসলে খুব দুর্বল স্মৃতিশক্তির অধিকারী। খুব দ্রুতই তারা পিছনের কথা ভুলে যায়। এখানেও তার ব্যতিক্রম হলো না। ক্রোধে ফেটে পড়া জনতা চিৎকার করে উঠল, 'অ্যাডর্নো নিপাত যাক, বেইমানদের শাস্তি মৃত্যু।'

বক্তৃতা শুনে একইসঙ্গে আতঙ্কে ও রাগে পাগল হওয়ার দশা হলো প্রসপেরোর। তখনই নিজের কাঁধে একটা শক্তিশালী হাতের স্পর্শ পেল ও। সেইসঙ্গে একটা ভারী কণ্ঠ কানের পাশে বলল, 'এতক্ষণে পেয়েছি। দুই ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে তোমাকে খুঁজছিলাম।'

কণ্ঠধারী আর কেউ নয়, স্কিপিওনি ডি ফিয়েসি, প্রসপেরোর বাবার বিশ্বস্ত মন্ত্রণাদাতা। প্রসপেরোর পাশে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে কথাগুলো বলল সে। একটু শ্বাস নিয়ে বলল, 'ওর কথার পুরোটাই তো শুনেছ। না শুনলে তোমার এতক্ষণ এখানে থাকার কথা না।'

প্রসপেরো বলল, 'প্রাসাদেই যাচ্ছিলাম, কিন্তু এই জটলায়

আটকে গেছি। নড়াচড়ারও সুযোগ পাইনি।'

'তোমার বাবাকে প্রাসাদে পাবে না। তাকে বন্দি করে ক্যাস্টেলেট্টোতে (দুর্গে) রাখা হয়েছে।'

'কী বলছেন?'

'অবাক হচ্ছ? নিজেদের অবস্থান মজবুত করতে বলির পাঁঠা হিসেবে তাকে জনতার হাতে তুলে দিতে চায় ফ্রেগোসিরা। পুরানো ডজকে সরিয়ে দেয়া মানে নতুন ডজের পথ সুগম করা। এবং তোমার বাবার সমর্থকদের একত্র হতে না দেয়ার নীতি অবলম্বন করছে এরা। অবশ্য এটাই যুক্তিসঙ্গত। অন্তত ওদের দৃষ্টিতে তো বটেই।' প্রসপেরোর সৈন্যদের একবার দেখল সে। বলল, 'তোমার লোকেরা বিশ্বস্ত? বিশ্বস্ত হলে বাবাকে বাঁচাতে এখনই কাজে নেমে পড়ো।'

হতাশ সুরে প্রশ্ন করল প্রসপেরো, 'আর মা? মা কোথায়?'

'একই কামরায় বন্দি হয়ে আছে দু'জনে।'

'তাহলে সামনে বাড়ুন। অ্যাডমিরালের সঙ্গে কথা বলব আমি। আমার লোকেরা জনতার মধ্য দিয়ে পথ বানিয়ে নেবে।'

'অ্যাডমিরাল? মানে ডোরিয়া?' প্রায় কৌতুকের সুরে প্রশ্ন করল স্কিপিওনি। 'নাকি ফ্রেগোসোর সঙ্গে কথা বলবে? ডোরিয়াই নিজ হাতে ডজের আসনে বসিয়েছে ফ্রেগোসোকে। কথা বলে লাভ হবে না। এখন কাজ দরকার। আর সেটা হতে হবে দ্রুত। দুর্গে পঞ্চাশজনের বেশি ফ্রেঞ্চ সৈন্য নেই। এটাই সুযোগ।'

ক্যাপ্টেন ক্যাট্টানিওকে কিছু একটা ইঙ্গিত করল প্রসপেরো। সঙ্গে সঙ্গেই সেটা ছড়িয়ে গেল তার অধীনস্থ সবার মাঝে। ঘুরে ফিরতি পথ ধরল প্রসপেরোর বাহিনী। দুর্গে সোজাসুজি যাওয়ার উপায় নেই। একমাত্র রাস্তা হচ্ছে পিছিয়ে গিয়ে ঘুরপথে দুর্গে ঢোকার চেষ্টা করা।

চার

ক্যাস্টেলেট্টো

ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে বাগাড়ম্বরপূর্ণ বক্তৃতা দিয়ে যাচ্ছে নতুন ডজ। ওদিকে প্রসপেরোর ট্রুপ ততক্ষণে ঘুরতে শুরু করেছে। ভিড়ের ভিতর জনতার জন্য ব্যাপারটা নিঃসন্দেহে ভীষণ অস্বস্তিকর। তারা ওদেরকে বাধাও দিত। কিন্তু সৈন্যদের গায়ের চকচকে বর্ম দেখে সেই সাহস আর কেউ করল না। তবে একেবারেই যে বিনা বাধায় ওরা বেরিয়েছে তাও না।

যা হোক, ক্যাথেড্রালের সামনে এসে পৌঁছুল ওরা। এখানে জনস্রোতের ভিড় ও গতি দুটোই মোটামুটি কম। ওরা উল্টো পথে আসায় জনস্রোতের অস্বস্তি অবশ্যই হয়েছে। কিন্তু বিকেলে ওদেরকে 'শৃঙ্খলা' আনার কাজ করতে দেখায় কেউ সরাসরি ওদের সঙ্গে ঝামেলা করতে এল না। কিন্তু যারা প্রসপেরোর লোকদের হাতে 'অবদমিত' হয়েছে, দূর থেকে ওদেরকে কটূক্তি করতে ছাড়েনি তারা।

কটূক্তি আর ব্যঙ্গের জবাব সৈন্যরাও ফিরিয়ে দিল ব্যঙ্গ, উপহাস আর বক্রোক্তি দিয়েই। সৈন্যদের পিছনের সারির সঙ্গে হাঁটছে প্রসপেরো আর স্কিপিওনি। ক্যাম্পেট্টোতে পৌঁছে প্রসপেরোর আরেক ক্যাপ্টেন ও তার অধীন ষাটজন সৈন্য পেয়ে গেল ওরা। ওই ক্যাপ্টেনও তার মূল বাহিনীকে খুঁজছিল। একত্র

হতে পেরে দুই দলই খুশি। শেষ পর্যন্ত ওরা যখন ক্যাস্টেলেট্টোর লাল রঙ করা দেয়ালের কাছে গিয়ে পৌঁছুল, প্রসপেরোর সৈন্যসংখ্যা ততক্ষণে পুরো দুইশ'।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। ডুবন্ত সূর্যের লাল আলোয় অপার্থিব দেখাচ্ছে সব। ওরা পৌঁছে দেখল দুর্গের মূল ফটক হাঁ করে খোলা। সন্ধ্যার লালচে আলোয় উন্মুক্ত ফটক দিয়ে স্রোতের মত ভিতরে ঢুকে পড়া সৈন্যদের দেখে মনে হলো, দুর্গে ঢুকল বুঝি রহস্যময় অশরীরী প্রেতাত্মার দল। কালবৈশাখী ঝড়ের মুখে পড়া শুকনো পাতার মত উড়ে গেল ওদেরকে বাধা দিতে আসা দু'জন প্রহরী। ভিতরে পাহারাদার সৈন্য যে ক'জন ছিল তারা ততক্ষণে প্রসপেরোর সেনাদের রুদ্রমূর্তি দেখে নিয়েছে। দুর্গ পাহারা দিচ্ছিল ডোরিয়ার প্রভিন্সিয়াল ফ্রেঞ্চ ট্রুপ। ওদের এক অফিসার তখন এগিয়ে এল প্রসপেরোর সঙ্গে কথা বলতে।

ফ্রেঞ্চদের সঙ্গে প্রসপেরোর মৈত্রী সম্বন্ধে সে পুরোপুরি ওয়াকিবহাল। ফলে তার কথাও পুরোপুরি যান্ত্রিক। অন্তত শুরুটা তো অবশ্যই। সে বলল, 'কী সেবা করতে পারি, স্যর ক্যাপ্টেন?'

প্রসপেরোর সংক্ষিপ্ত উত্তর, 'দুর্গের দায়িত্ব আমার হাতে সমর্পণ করুন।'

লোকটার চেহারায় ফুটে উঠল নিখাদ আতঙ্ক। পরবর্তী কথাটা বলার আগে তাই তাকে মুহূর্তখানেক চুপ থেকে সাহস সঞ্চয় করে নিতে হলো। তারপর সে বলল, 'এটা আমার এখতিয়ারের বাইরে, স্যর ক্যাপ্টেন। আমাকে এখানকার দায়িত্ব দিয়েছেন স্যর সিজার ফ্রেগোসো। উনি অনুমতি না দেয়া পর্যন্ত আমি এই দুর্গের দায়িত্ব ছাড়তে পারি না।'

প্রসপেরো বলল, 'হয় আপনি নিজের ইচ্ছায় চলে যাবেন, নয়তো আমি শক্তি খাটাব। একভাবে না একভাবে আপনাকে আমার কথা মানতেই হবে।'

অফিসারটি তখন হম্বিতম্বি শুরু করল। কিন্তু ততক্ষণে সুশৃঙ্খলভাবে প্রসপেরোর পিছনে দাঁড়িয়ে গেছে ওর বাহিনী।

অফিসারটি আবার বলল, 'না, এ হতে পারে না। আপনার হুকুম মানতে আমি বাধ্য নই...'

'কিন্তু হুকুম মানতে আপনি বাধ্য হবেন।'

মুখ কালো করে অফিসার বলল, 'ঈশ্বর! আপনি এভাবে কথা বললে আমার আর কী করার থাকে...'

'যা বলেছি করুন। এতে আপনার-আমার দু'জনেরই ঝামেলা কমবে।'

'আমার কমবে। কিন্তু আপনার ঝামেলা বাড়বে অবশ্যই।'

'আমারটা আমি সামলাব। ও নিয়ে আপনার মাথা ঘামানো লাগবে না।'

'আশা করি, ঝামেলাগুলো আপনার ভাল লাগবে,' বলে অধীনস্থদের দুর্গ ত্যাগ করতে হুকুম করল অফিসার। দশ মিনিটের মধ্যেই সৈন্যরা দুর্গ ত্যাগ করল। সেই অফিসারটি বের হলো সবার শেষে। বের হওয়ার সময় উপহাসের ভঙ্গিতে প্রসপেরোকে একবার বাউ করে চলে গেল সে।

স্কিপিওনিকে সঙ্গে নিয়ে দুর্গে ঢুকল প্রসপেরো। সে-ই ওকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কয়েক প্রস্থ সরু পাথুরে সিঁড়ি পার হওয়ার পর একটা দরজার সামনে এল ওরা। দু'জন রক্ষী দরজাটা পাহারা দিচ্ছে। ওদেরকে এক কথায় ডিসমিস করে দিল প্রসপেরো। নিজেই দরজার তালা খুলে অ্যান্টিচেম্বার হয়ে ঢুকল মূল ঘরে। এই ঘরটাকেই ব্যবহার করা হচ্ছে বন্দিশালা হিসেবে। সরু একটা জানালার পাশে বসানো হয়েছে ছোট একটা খাট। জানালাটা সরু হলেও ওটা দিয়ে প্রায় পুরো শহরই চোখে পড়ে। সেইসঙ্গে চোখে পড়ে বন্দর ও সাগরের নীলাভ সবুজ পানি।

জানালার পাশে হতাশ চোখে বসে আছেন অ্যান্টোনিওত্তো

বইঘর.কম

অ্যাডর্নো। আগস্টের কাঠ-ফাটা গরমেও তাঁর গায়ে জড়ানো ভারী একটা পশমী ওভারকোট। পাশের একটা চেয়ারে বসে আছে সাবেক ডজারেসা। তার পরনে স্বর্ণের সুতোয় কারুকাজ করা হালকা বেগুনি রঙের গাউন। পাশে টেবিলের উপর রাখা আছে অতি সাধারণ কিছু খাবার। অর্ধেকটা পনির, রাই-এর রুটি, কিছু পিচ আর আঙুর সহ এক বাটি ফল, সঙ্গে একটা রুপালী জারে খানিকটা ওয়াইন আর কয়েকটা গ্লাস।

দরজার কব্জার ক্যাঁচকোঁচ শব্দে রাগত দৃষ্টিতে ওদিকে তাকাল ডজারেসা অরেলিয়া। কিন্তু দরজায় প্রসপেরোকে দেখে ফ্যাকাসে হয়ে গেল তার চেহারা। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সে। আবেগের আতিশয্যে চোখে পানি চলে এসেছে। তার কান্নাভেজা কণ্ঠ শুনে অবসাদে ভারী হয়ে থাকা চোখ তুলে তাকালেন অ্যান্টোনিওত্তো অ্যাডর্নো। প্রসপেরোকে দেখে তাঁর চোখের কোণ একটু প্রসারিত হলো কেবল। এর বেশি আর কোন অনুভূতি বা ভাবাবেগ প্রকাশ পেল না। এমনকী যখন কথা বললেন তখনও আবেগহীন হয়ে রইল তাঁর চেহারা। 'ওহ্, প্রসপেরো, এসেছ। দেখতেই পাচ্ছ, খুব খারাপ একটা সময়ে এসেছ তুমি।'

জবাবে প্রসপেরো বলল, 'আমি যে আসতে পেরেছি, এতেই তো তোমার যথেষ্ট অবাক হওয়ার কথা।'

'না, তা কেন হবে? আমি জানতাম তুমি আসবেই। কারণ তোমার কিছু না কিছু বলার থাকবেই।'

তিক্ত কণ্ঠে প্রসপেরো বলল, 'হ্যাঁ, অনেক কিছুই বলার আছে। তবে এখন কেবল এটাই বলব যে আমি তোমার সন্তান নামের কলঙ্ক, একটা আহাম্মক। কিন্তু সেটা তো আর তোমার কাছে নতুন কিছু না। আমার এই বদগুণের কারণে তোমার নামে যুক্ত হয়েছে প্রতারকের তকমা। রাস্কেল ডোরিয়ার ফাঁদে একটা আহাম্মকের মত ধরা দিয়েছি আমি।'

BG & MAH

তখন ওকে বাধা ও সান্ত্বনা দিয়ে অ্যান্টোনিওট্টো বলল, 'আমার বেলায়ও একই কথা। আমাকেও ধোঁকা দিয়েছে সে। যাক, যেমন পিতা তেমন পুত্র।' বলে মাথা নিচু করে বসে রইলেন তিনি।

শহরে যদি কোন আক্রমণ হত, তাতে হেরে বন্দি হলে হয়তো এতটা লজ্জা পেতেন না অ্যান্টোনিওট্টো। তাঁর হাত ধরে বসে আছে অরেলিয়া। প্রসপেরো ছুটে গেল তার কাছে। মা'র হাত দুটো তুলে ধরে শ্রদ্ধাভরে হাতের পিঠে চুমু খেল ও।

অরেলিয়া বলল, 'অন্তত এই একটিবার তোমার বাবা ঠিক কথা বলেছে। তার দোষ কোন অংশে তোমার চেয়ে কম নয়। সবকিছুর জন্যই দায়ী তার একগুঁয়েমি।' কথাগুলো বলার সময় কঠিন হয়ে গেল তার কণ্ঠ। 'তার উচিত ছিল জনসাধারণের ইচ্ছার মূল্য দেয়া। সাধারণ জনগণ যখন চেয়েছিল তখনই ডোরিয়াদের হাতে শহর সমর্পণ করলে আজ তারা তোমার বাবাকেই সমর্থন দিত। তা না করে তিনি ওদেরকে ক্ষুধার্ত রেখেছেন। শহরে নামিয়ে এনেছেন প্রায় দুর্ভিক্ষের মত একটা অবস্থা। ঠিক তখনই ফ্রেগোসোর নির্দেশে শুরু হয় বিদ্রোহ। এজন্যই বলছি, আজকের পরিস্থিতির জন্য তোমার বাবার দোষও কোন অংশে কম নয়।'

প্রসপেরো নিজেকে দোষ দিতে থাকল আর ওর মা দোষ দিতে থাকল প্রসপেরোর বাবাকে। হতাশ দৃষ্টিতে ওদের দেখতে লাগলেন অ্যাডর্নো। ঠিক তখন এগিয়ে এল স্কিপিওনি। সে মনে করিয়ে দিল, কীভাবে এ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে তা বিচার করা দরকার বটে, কিন্তু তার চেয়ে বেশি জরুরি বর্তমান অবস্থা থেকে উত্তরণের পথ খোঁজা।

প্রসপেরো বলল, 'একটা সমাধান আমার হাতে আছে। আমার হাতে এখনো যথেষ্ট শক্তি আছে। ইচ্ছে করলেই এখান

বইঘর.কম

থেকে চলে যাওয়া যায়।'

শুনেই রীতিমত আর্তনাদ করে উঠল ওর মা। 'এটা তোমার সমাধান? সব ফেলে চোরের মত পালিয়ে যাব? এতে উপকার হবে কেবল ফ্রেগোসো আর তার ক্ষমতার খুঁটি ডোরিয়ার। তাদের জয়ভেরীই বাজবে এতে।'

তখন স্কিপিওনি বলল, 'প্রসপেরোর প্রস্তাব মন্দ নয়। অন্তত আপনাদের নিরাপদে এখান থেকে বেরিয়ে যেতে দেখলে খুশি মনে মরতে পারব। কিন্তু, প্রসপেরো, তুমি কি নিশ্চিত যে গ্যালি পর্যন্ত তোমাদেরকে নিয়ে যাওয়ার মত যথেষ্ট সৈন্য তোমার হাতে আছে? তাছাড়া জাহাজে পৌঁছলেও ডোরিয়া তোমাকে যেতে দেবে তা নিশ্চিত হচ্ছ কীভাবে?'

প্রসপেরোর বাবাও তখন গলা উঁচু করলেন। 'অথবা ফ্রেগোসোই কি সেই অনুমতি দেবে? ওরাই এখন এই এলাকার আসল প্রভু। ওরা অবশ্যই নিশ্চিত হতে চাইবে যে, কোন অ্যাডর্নো যেন বেঁচে না থাকে, যাতে পরে ওদের অনৈতিক ক্ষমতা দখল নিয়ে কেউ প্রশ্ন তুলতে না পারে।'

প্রসপেরো আরেকটা পরিকল্পনার কথা বলা শুরু করেছিল, 'যতক্ষণ এই দুর্গের দখল আমি ধরে রাখছি...'

ওর মুখের কথা কেড়ে নিলেন অ্যান্টোনিওট্টো। 'দুর্গের দখল ধরে রাখার চিন্তা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলো। একদিনও এর দখল ধরে রাখতে পারবে না। কারণ তোমার সৈন্যদের খাওয়াতে হবে। কিন্তু আমাদের কাছে কোন রসদ নেই।'

নির্মম সত্যটা প্রসপেরোর আশার পিঠে ছুরি বসিয়ে দিল। হতাশা ফুটে উঠল ওর চেহারায়। 'তাহলে উপায়? কী করা যায় এখন?'

'যেহেতু আমাদের পাখির মত ডানা নেই বা সেইন্ট এঞ্জেলোর টাওয়ার থেকে লাফিয়ে পড়া আহাম্মক ইকারাসের মত

কোন উড়ে যাওয়ার যন্ত্রও নেই, তাই মনে হয় স্রষ্টার কাছে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই।'

অ্যান্টোনিওট্টো যখন আশা ছেড়ে দেবার কথা বলছিলেন, তখনই বুদ্ধি দিল স্কিপিওনি। 'শক্তি খাটিয়ে এখান থেকে বের হতে পারবেন না। তবে একজন দু'জন করে চেষ্টা করলে সাধারণের মধ্যে মিশে অনায়াসে বেরিয়ে যেতে পারবেন।'

সবার চোখে প্রশ্নবোধক দৃষ্টি দেখে ব্যাখ্যা দিল সে। 'দুর্গের পূর্ব দিকের প্রান্ত শহরের চেয়েও উঁচু। দুর্গের সর্বোচ্চ চূড়া থেকে নিচ পর্যন্ত দৈর্ঘ্য সত্তর ফিট। সেইন্ট পল যেভাবে দামেস্ক ত্যাগ করেছিলেন আপনিও সেভাবে জেনোয়া ত্যাগ করবেন। ওইটুকু উচ্চতা পাড়ি দেয়ার জন্য একটা দোলনা আমরা অনায়াসে বানিয়ে নিতে পারব। তারপর রশি বেঁধে নামিয়ে দিলেই হবে।'

অ্যান্টোনিওট্টোর চোখ দুটো তখনও নির্বিকার। নিজের শারীরিক অবস্থার কথা সবাইকে মনে করিয়ে দিয়ে বললেন, এই অবস্থায় অমন দৌড়ঝাঁপ করতে সমর্থ নন তিনি। বর্শার আঘাতে তৈরি হওয়া ক্ষত তাঁর সমস্ত শক্তি নিঃশেষ করে দিয়েছে। তাছাড়া সবই হারিয়েছেন তিনি। এমন অবস্থায় পালিয়ে গেলেই কী আর আর পড়ে থেকে মরলেই বা কী। তার চেয়ে বরং প্রসপেরো আর ওর মা পালানোর চেষ্টা করুক। তাহলে একজন অথর্বকে বইতে গিয়ে তাদের সময় নষ্ট হবে না।

বলাই বাহুল্য, প্রসপেরো বা ওর মা, কেউই ডন অ্যাডর্নোর কথায় কর্ণপাত করল না। সোজা জানিয়ে দিল, হয় সবাই যাবে নয়তো কেউই যাবে না। শুনেই চেঁচামেচি জুড়ে দিলেন ডন। কিন্তু কথা শেষ পর্যন্ত একখানেই গিয়ে শেষ হলো। পালাতে হবে।

ভোর নাগাদ প্রস্তুত হয়ে গেল সব। বড় একটা ঝুড়িতে করে ওদের তিনজনকেই একসঙ্গে নিচে নামিয়ে দেয়া হলো। উপর থেকে পুরো কার্যক্রম পরিচালনা করল স্কিপিওনি।

বইঘর.কম

এভাবেই সবার অলক্ষে জেনোয়া থেকে শেষ হলো অ্যাডর্নো শাসন যুগ। ওদের এই লজ্জাস্কর পলায়ন ও পতনের জন্য প্রসপেরোর মা যুগ্মভাবে দায়ী করে ডোরিয়া ও ফ্রেগোসিদের। আর প্রসপেরো নিজেকে দায়ী করে বোকার মত ডোরিয়া আর ফ্রেগোসিদের পাতা ফাঁদে পা দেয়ায়।

পাঁচ

আমালফির যুদ্ধ

১৫২৭ সালের পহেলা আগস্টে ফ্রান্সের রাজার হয়ে জেনোয়া দখল করে ডোরিয়া। এবং একই দিন পোপের নেভির কমাণ্ড ত্যাগ করে প্রসপেরো। এর প্রায় এক বছর পরের কথা। ১৫২৮-এর মে মাসে আবার প্রসপেরোর দেখা মিলল নেপলসে।

শেষ পর্যন্ত আর সেরে উঠতে পারেননি অ্যান্টোনিওট্টো। বর্শার আঘাতের কারণে এমনিতেই ছিলেন শারীরিকভাবে দুর্বল। তাছাড়া জেনোয়া থেকে পালিয়ে আসায় মানসিক সম্মতিও ছিল না তাঁর। ফলে দুইয়ের সম্মিলিত ধাক্কা তাঁর শরীর আর সহ্য করতে পারেনি। ওঁরা যখন মিলানে এসে পৌঁছন ততক্ষণে মুমূর্ষু অবস্থায় পৌঁছে গেছেন অ্যাডর্নো। মিলানে তাঁরা আশ্রয় নেন ইম্পিরিয়াল গভর্নর অ্যান্টোনিও ডি লেইভার কাছে। এর তিন দিনের মাথায় মৃত্যু হয় ডন অ্যাডর্নোর।

সেদিন মায়ের কান্না দেখে নিজেও প্রায় ভেঙে পড়ে

প্রসপেরো। সেদিনই ও বুঝতে পারে, মায়ের বাইরের শক্ত রূপটার ভিতরে নরম মনের একজন মহিলা আছে, যে তার স্বামীর কাছে বিশ্বাস ও ভরসার জায়গা আর সন্তানের জন্য ভালবাসার আধার স্নেহময়ী এক মা।

ডন অ্যান্টোনিওট্টোর মৃত্যু যেদিন হলো সেই পুরো দিন আর পুরো রাত শোকে অবসন্ন হয়ে রইল প্রসপেরোর মা। পুরো ত্রিশ ঘণ্টা পার হওয়ার পর ঘর থেকে বেরিয়ে এল সে। তখন তার পরনে মখমলের কালো রঙের পোশাক, শোকের পোশাক। সে এসে দাঁড়াল তার প্রয়াত স্বামী অ্যান্টোনিওট্টোর কফিনের সামনে। প্রসপেরোকে বলল, 'এখানে তোমার বাবা শুয়ে আছে, প্রসপেরো। তাকে হত্যা করা হয়েছে। কে তার খুনি তা তুমিও জানো। লোভী, বেইমান, বিশ্বাসঘাতক, বিবেকহীন ডোরিয়ারা খুন করেছে তাকে। সবসময় কথাগুলো মনে রেখো।'

'মনে থাকবে, মা, কখনো ভুলব না।'

ওর মা তখন প্রসপেরোর হাত স্পর্শ করে বলল, 'বসো, হাত রাখো তোমার বাবার বুকের উপর। দেখো, বুকটা কেমন শীতল হয়ে আছে। কিন্তু একসময় এই বুকটাই তোমার জন্য স্নেহে উষ্ণ হয়ে ছিল। শপথ নাও, প্রসপেরো, অ্যান্টোনিওট্টোকে যেভাবে টেনে নিচে নামানো হয়েছে, যন্ত্রণা দিয়ে তার মৃত্যু নিশ্চিত করা হয়েছে, তার প্রতিশোধ তুমি নেবে। শপথ করো। তোমার শপথই পারবে তোমার বাবার আত্মাকে শান্তি দিতে।'

হাঁটু মুড়ে বসে শপথ নিল প্রসপেরো। শপথ বাক্য উচ্চারণের সময় মনে পড়ে গেল ওর বাবাকে ধ্বংস করার হাতিয়ার হিসেবে কীভাবে ব্যবহার করা হয়েছে ওকে। ওর চোখে আর উচ্চারিত প্রতিটা শব্দে ঝরে পড়ল তীব্র ঘৃণা আর প্রতিশোধের ইচ্ছা।

সম্রাটের বাহিনীতে প্রসপেরোকে কাজের প্রস্তাব দিল ডি লেইভা। সঙ্গে সঙ্গেই প্রস্তাবটা লুফে নিল প্রসপেরো। কারণ ও

বইঘর.কম

স্পষ্ট বুঝেছে প্রতিশোধ নেয়ার পথে ওটাই হবে প্রথম পদক্ষেপ।

প্রসপেরো শপথ নেয়ার পর এক বছর যেন চোখের পলকে পার হয়ে গেল। তখনো চলছে স্পেনের সম্রাটের বিরুদ্ধে নেতিবাচক প্রচারণা। প্রায় দুই মাস ধরে ত্রিশ হাজার সৈন্য নিয়ে নেপলস অবরুদ্ধ করে বসে আছে মার্শাল ডি লট্রেস। ফলে দুর্ভিক্ষের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেছে নেপলস। সেইসঙ্গে শুরু হয়েছে প্লেগ। লট্রেসের হুকুমে নেপলস অবরুদ্ধ করতে পাঠানো হয়েছে ডোরিয়ার গ্যালিগুলো। তবে ওই ফ্লিটের কমাণ্ডে ডোরিয়ার পরিবর্তে এসেছে তার ভাতিজা ফিলিপ্পিনো। জেনোয়াতেই রয়ে গেছে ডোরিয়া। কেন সে নিজে জেনোয়ায় রয়ে গেছে প্রথমে তা কেউ অনুমান করতে পারেনি। পরে জেনোয়া থেকে পরিস্থিতির সবিস্তার ব্যাখ্যা সহ স্কিপিওনির চিঠি আসে প্রসপেরোর হাতে। তখনই খোলসা হয় আসল ব্যাপার।

চিঠিতে স্কিপিওনি লিখেছে, জেনোয়াতে শাসক বিরোধী তীব্র আন্দোলন শুরু হয়েছে। কারণ রাজনীতিবিদরা কেউ তাদের দেয়া কথা রাখেনি। জেনোয়ার রাজনীতিতে ডোরিয়ার অবস্থান নড়বড়ে হয়ে গেছে। তার মাথা থেকে মুছে গেছে উদ্ধারকর্তার প্রভা। ওদিকে ফ্রেঞ্চদের আশ্রয়ে লিগুরিয়ান রিপাবলিক (রিপাবলিক অভ জেনোয়ার আরেক নাম) স্বাধীনতা ফিরে পাবে, একথাও মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়েছে। ডোরিয়া নিজেই অবতীর্ণ হয়েছে স্বৈরশাসকের ভূমিকায়। এবং জেনোয়াকে গুডবুক থেকে বাদ দেয়ার পরিকল্পনা নিয়েছে ফ্রান্স। সাভোনাতে নতুন সমুদ্র বন্দর তৈরির চেষ্টা করছে তারা। ফ্রান্সের এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন মানে তাঁদের কাছে জেনোয়ার আর কোন গুরুত্ব নেই। এর অর্থ যে জেনোয়ার নিশ্চিত ধ্বংস তা ওখানকার সাধারণ জনগণও এখন স্পষ্ট বুঝতে পারছে। এর জন্য সবাই এককভাবে দায়ী করছে ডোরিয়াকে। কারণ তার কথাতে উদ্বুদ্ধ হয়েই স্পেনের সম্রাটের আশ্রয় ত্যাগ করেছিল

তারা। এমনকী যে ফ্রেগোসিকে হাতে ধরে ক্ষমতায় বসিয়েছিল, সেই ফ্রেগোসিও এখন সব দোষ ডোরিয়ার ঘাড়েই ঠেলে দিচ্ছে। এখন জনসমর্থন হারানোর ভয়ে আরেক কৌশলের আশ্রয় নিয়েছে ডোরিয়া। ঘোষণা দিয়েছে, ফ্রেঞ্চরাই বিশ্বাস ভঙ্গ করছে। এবং এই ভুল শোধরাতে না পারলে ফ্রান্সের রাজার সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করবে সে।

খবরগুলো স্কিপিওনি লিখেছে যথেষ্ট বিদ্বেষপূর্ণ ভাষায়। তবে খবরগুলোর বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে সন্দেহ নেই।

চিঠি পাওয়ার পর প্রসপেরো ভাবল, এবার বোঝা যাচ্ছে, কেন ডোরিয়া নিজে না এসে তার ভাতিজাকে ফ্লিটের কমাণ্ড দিয়ে পাঠিয়েছে। এই সঙ্কটময় মুহূর্তে জেনোয়া ত্যাগ করা তার পক্ষে কোনমতেই সম্ভব না। তাহলে জেনোয়ার প্রতি তার দায়িত্ববোধ ও সততা নিয়ে বিশাল প্রশ্ন উঠবে। কাজেই নিজের যতটুকু সুনাম এখনও রয়েছে তা বাঁচাতে হলে জেনোয়াতেই থাকতে হবে তাকে। স্কিপিওনির মতানুসারে, নিজের সম্মান বাঁচাতে হলে ডোরিয়াকে ফ্রেঞ্চ আনুকূল্য ত্যাগ করতেই হবে। তার উপর হাওয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছে নানারকম গুজব। যেমন ফ্রেঞ্চ রাজের কাছ থেকে আর টাকাপয়সা আসছে না। সৈন্যদের খোরপোষের জন্য যে স্বর্ণ আসার কথা ছিল সেগুলোও চলে গেছে রাজার স্ত্রীদের গহনা তৈরির পিছনে। ওদিকে ডোরিয়ার পকেটও একদমই খালি। আর যাদের কাছ থেকে সে ধারকর্য করেছে তারাও ঋণ ফেরত দেয়ার জন্য চাপ দিচ্ছে তাকে। ওদিকে ভাড়াটে সৈন্যরাও তাদের পাওনা চাইছে।

এটাই স্বাভাবিক। কারণ নিয়মিত সৈন্যদের মত কোন দেশপ্রেম বা নীতিবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে মার্সেনারিরা কাজ করে না। তারা অস্ত্র ধারণ করে কেবলমাত্র পয়সার জন্য।

স্কিপিওনির মতে ডোরিয়ার জন্য সময়টা খুবই সঙ্কটপূর্ণ।

কাজেই স্পেন সম্রাটের জন্য দাঁও মারার এটাই মোক্ষম সময়। বর্তমান করুণ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য যে-কোন শর্ত পূরণে রাজি হবে ডোরিয়া।

স্কিপিওনির বক্তব্য স্পষ্টভাবে বুঝতে পেরেছে প্রসপেরো। এখন যে-কোন শর্তে ডোরিয়াকে বেঁধে ফেললে তাতে এখনকার মত সে উদ্ধার পাবে বটে, কিন্তু ভবিষ্যতে সে অবশ্যই ফেঁসে যাবে। কারণ এখন বাঁচতে হলে প্রচুর টাকা নিতে হবে তাকে। অর্থাৎ ভাঙতে হবে ফ্রান্সের রাজা ফ্রান্সিসের সঙ্গে তার চলমান চুক্তি। অর্থাৎ বর্তমানে তার রক্ষা পাওয়ার সুদূরপ্রসারী ফল হচ্ছে বিশ্ব নেতৃবৃন্দের ঘৃণা কিনে নেয়া। কারণ বাকি সব বাদ দিলেও নিজের স্বার্থের জন্য চুক্তি ভঙ্গকারীকে কেউ পছন্দ করে না। এবং কিছুদিনের মধ্যে এ খবর জেনোয়াবাসীরাও জেনে যাবে। তখন রিপাবলিকের কাউন্সিলে জবাবদিহিতার মুখে পড়তে হবে ডোরিয়াকে। ডোরিয়ার অবস্থার খবর আর এ সমস্ত বুদ্ধি-পরামর্শ সবই ছিল স্কিপিওনির চিঠিতে।

খবর নিয়ে মারকুইস ডেল ভাস্টো-কে খুঁজতে ছুটে গেল প্রসপেরো।

মারকুইস বাস করে রাজকীয় দুর্গ নওভো-তে। তরুণ মারকুইসের বয়স আটাশ। চমৎকার দেখতে মানুষটার সৌজন্যবোধও চমৎকার। প্রসপেরোকে সে আন্তরিকতার সঙ্গে স্বাগত জানাল। কোন ভূমিকা না করে সরাসরি কাজের কথায় চলে গেল প্রসপেরো। বলল, 'মাই লর্ড, অবরোধের বিরুদ্ধে কঠিন পদক্ষেপ নিতে ভাইসরয় অনিচ্ছুক। কিন্তু এ ব্যাপারে আমার মতামত আপনার অজানা নেই।'

হেসে ডেল ভাস্টো বলল, 'আমিও আপনার সঙ্গে একমত।'

চিঠিটা ডেল ভাস্টোর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে ও বলে, 'তাহলে এই নিন তাকে উদ্বুদ্ধ করার মন্ত্র।'

মেঘলা দিনের স্বল্পালোকের কারণে চিঠিটা হাতে নিয়ে জানালার দিকে এগিয়ে গেল ডেল ভাস্টো। সময় নিয়ে চিঠিটা পড়ল সে। তারপর অনেকক্ষণ নীরব রইল। জানালার কাঁচে বৃষ্টির ফোঁটা পড়ার শব্দ শোনা যাচ্ছে। অনেকক্ষণ পর ফিরে তাকাল সে। তার চোখে-মুখে জ্বলজ্বল করছে এক অদ্ভুত দীপ্তি।

ডেল ভাস্টো প্রশ্ন করল, 'চিঠির লেখক কি বিশ্বস্ত? তার মতামতের উপর নির্ভর করা যায়?'

'শুধু যদি তার মতামতের কথা বলেন, তাহলে আপনাকে বিরক্ত করতে আসতামই না। কারণ অনুমান তো আমরা নিজেরাও করতে পারি। কিন্তু জেনোয়ায় যা হচ্ছে বলে সে লিখেছে সেগুলো অবশ্যই সত্য। এর সঙ্গে ডোরিয়ার উচ্চাকাঙ্ক্ষার বিষয়টিও যোগ করা যায়। আমরা সবাই খুব ভাল করেই জানি সে কতটা উচ্চাকাঙ্ক্ষী মানুষ। সে এখন এমন একটা অবস্থার মধ্যে আছে যে, যে-কোন মূল্যে তাকে এই পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। নইলে জেনোয়ায় তার দিন শেষ।'

'বুঝতে পেরেছি। কিন্তু এমনটাও তো হতে পারে যে, ফ্রান্সের রাজা সত্যিই বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। কারণ সবাই জানে, পিচ্ছিল প্রকৃতির মানুষ ফ্রেঞ্চ রাজা। কাউকে কথা দিতে কুণ্ঠা বোধ করে না সে। কিন্তু কথা দিয়ে কথা রাখার সুনাম তার কম।'

একটু বিরক্ত হলো প্রসপেরো। বলল, 'সেটা কোন ব্যাপার নয়। মোদ্দা কথা, ডোরিয়াকে এখন আমরা কিনতে পারি। কারণ বাঁচতে হলে তার এই মুহূর্তে টাকা দরকার। এবং এই পরিস্থিতিকে ফ্রান্সের রাজার সততা বা অসততা কোনভাবে প্রভাবিত করছে বলে আমার মনে হচ্ছে না।'

'করছে। কারণ ডোরিয়াও যদি ফ্রেঞ্চ রাজের মত পিচ্ছিল হয়, কথা দিয়ে তার মূল্য না দেয়, তাহলে তার সঙ্গে কোন চুক্তিতে আমি যাব না।'

কথাগুলো বলে একটা উত্তরের আশায় প্রসপেরোর মুখের দিকে তাকাল সে। কিন্তু নিজেকে দমিয়ে রাখল প্রসপেরো। অবশ্য স্কিপিওনির মতামতের সঙ্গে ও যে একমত হবে তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। ব্যাপারটা ডেল ভাস্টোও বুঝতে পারছে। তবে কিনা, প্রসপেরোর প্রস্তাবটা আসলেই ভাল। অবশ্য প্রস্তাবটা আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যকর বা বাতিল করা মারকুইসের একার কাজ না।

প্রসপেরোকে চুপ থাকতে দেখে আবার কথা বলল ডেল ভাস্টো। 'মানলাম, ডোরিয়ার উপর শোধ নেয়ার হাজারটা কারণ আপনার আছে। কিন্তু চিঠির তথ্য এখনও যাচাইকৃত নয়।'

প্রসপেরো নিজেকে আর ধরে রাখতে পারল না। ও মন্তব্য করল, 'বাবার মৃত্যু বৃথা যেতে দেব না।'

ধীর কদমে এগিয়ে এল ডেল ভাস্টো। প্রসপেরোর কাঁধে হাত রেখে সে বলল, 'বুঝি আমি, তবে এই চিন্তাটাকে আপনার সমস্ত সত্তা আচ্ছন্ন করতে দেবেন না। একটা কাজ করা যাক। যে লোক আপনার কাছে চিঠিটা নিয়ে এসেছে তাকে আমরা কাজে লাগাতে পারি। ডোরিয়ার কাছে সংবাদ পাঠাতে পারি। এতে আপনার স্কিপিওনি ডি ফিয়েসির প্রস্তাবের যৌক্তিকতাও বিচার করা হয়ে যাবে।'

'ডোরিয়াকে প্রস্তাব পাঠানোর কথা ভাবছেন, মাই লর্ড?'

'দরকার পড়লে আরো বড় পদক্ষেপও নিতে পারি। ওকে নিয়ে সম্রাটের চিন্তাভাবনা আমার খুব ভালভাবে জানা আছে। ডোরিয়াকে তিনি এ সময়ের সবচেয়ে বড় ও কুশলী নৌ-কমাণ্ডার বলে মানেন। সম্রাট মনে করেন ডোরিয়া যার জন্য কাজ করবে সে-ই নিয়ন্ত্রণ করবে ভূমধ্যসাগর। যা হোক, আমার প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে ডোরিয়ার সঙ্গে আলাপ-আলোচনাও শুরু করা সম্ভব হতে পারে। আপনার লোকের পাঠানো তথ্য যদি সঠিক হয়

BG & MAH

তাহলে ডোরিয়াকে সম্রাটের সেবায় আনার এটাই সুযোগ। এই সুযোগ হারালে সম্রাট কখনো আমাকে ক্ষমা করবে না। এখনই আমি মাদ্রিদে লোক পাঠাচ্ছি। এ খবর মাদ্রিদে পৌঁছতে পৌঁছতে ডোরিয়ার সঙ্গে আলোচনাও শুরু করে দেব।' উষ্ণ কণ্ঠে সে বলল, 'চিঠিটা আমার নজরে আনায় আপনার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। সম্রাটের কাছে আপনার কথা আমি অবশ্যই বলব।'

'আমাদের উপর থেকে অবরোধ তুলে নিতেও ওদের বাধ্য করার একটা সুযোগ পেয়ে গেছি বলা যায়।'

মন্তব্যটা খুব সহজে করা গেলেও ভাইসরয়ের কাউন্সিলে যখন প্রস্তাবটা তোলা হলো, দেখা গেল ব্যাপারটা অতটা সহজ না। ভাইসরয় হিউগো ডি মনকাডা তার ক্যাপ্টেনদের নিয়ে বসেছে বেভারেলো টাওয়ারের চেম্বার অভ এঞ্জেলসে। চেম্বারটার এই নামকরণ করার কারণ, ওখানকার দেয়ালে স্থান পেয়েছে বিখ্যাত চিত্রকর বিকাজোর আঁকা ফেরেশতাদের অনেকগুলো ছবি।

সভায় উপস্থিত ক্যাপ্টেনদের সবাই বিখ্যাত নৌ যোদ্ধা। সিজার ফিয়েরামোসা, অ্যাসকানিয় কলনা, গ্র্যাণ্ড মাস্টার অভ আর্টিলারি জিরোলামো ডা ট্রানি, সেসময়কার অন্যতম সফল ও কুশলী নৌ-কমাণ্ডার কুঁজো গুইস্টিনিয়ানি। এছাড়াও ফিলিবার্ট অভ ক্যালনস আর আছে প্রিন্স অভ অরেঞ্জ। প্রিন্সের বয়স এখনও ত্রিশ হয়নি। কিন্তু এই বয়সেই যথেষ্ট নামডাক ও সফলতা অর্জন করেছে সে।

কাউন্সিলে এল প্রসপেরো। সবার সামনে স্কিপিওনির চিঠির বক্তব্য তুলে ধরে তা বিবেচনার প্রস্তাব রাখল ও।

প্রসপেরোর পড়া শেষ হলে চিঠিটা থেকে এক লাইন কোট করল ডেল ভাস্টো। তারপর বলল, '"আলাপ-আলোচনায় সময় নষ্ট না করে এই সুযোগ নিতে হবে সম্রাটকে। যে-কোন শর্তেই সে এখন ডোরিয়াকে কিনে নিতে পারবে।" আপনাদের আশ্বস্ত

বইঘর.কম

করছি, কোন সময় নষ্ট হয়নি। এই সংবাদ হাতে আসা মাত্রই সম্রাটের নামে একটি প্রস্তাব দিয়ে ডোরিয়ার কাছে দূত পাঠানো হয়েছে।'

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অরেঞ্জের প্রিন্স প্রতিক্রিয়া দেখাল। বলল, 'এত তাড়াহুড়া করা ঠিক হচ্ছে না। সম্রাটের প্রত্যক্ষ মতামত নিয়ে নিলে ভাল হ'ত। তাছাড়া ডোরিয়াও এই চিঠিকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে নেবে।'

উত্তরে ডেল ভাস্টো বলে, 'ঘটনা হচ্ছে ডোরিয়াকে আমাদের পক্ষে আনার সুযোগটা স্বয়ং ঈশ্বর আমাদের কোলে এনে ফেলেছেন। এটা অবশ্যই আমাদের বন্দরে আরোপিত অবরোধ তুলতে বাধ্য করার একটা বড় সুযোগ। কাজেই অন্য ব্যাপারে আরো ক'টা দিন আমরা অপেক্ষা করতেই পারি।'

কুঁজো গুইস্টিনিয়ানি স্বস্তির সঙ্গে চেয়ারে গা এলিয়ে দিল। বলল, 'ঈশ্বরকে অনেক ধন্যবাদ। অবরোধটা রীতিমত আমাদের গলার কাঁটা হয়ে গেছে। যে-কোন মূল্যে অবরোধ সরানো দরকার।'

সবাই লক্ষ করল, টেবিলের মাথায় বসা ভাইসরয় তখনও নির্বিকার ও নিশ্চুপ। তার চেহারায় প্রস্তাবটাকে অনুমোদন দেয়ার কোন নমুনা নেই। সে বলল, 'আপনাদের কি মনে আছে যে নেপলসে সবাই না খেয়ে আছে? মহামারী ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে? এমন সময় পত্রবাহকের আসা-যাওয়া আর প্রস্তাবের শর্ত নির্ধারণ হওয়া পর্যন্ত সবাই হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকব?' তারপর টেবিলে কয়েকবার তবলার মত তাল ঠুকে সে বলল, 'ডোরিয়াকে কেনা যেতে পারে, আবার না-ও পারে। ব্যাপারটা এখনও অনিশ্চিত। কিন্তু একটা বিষয় স্পষ্ট যে ডোরিয়াকে আজ-কাল তো নয়ই, আগামী এক সপ্তাহের মধ্যেও পাওয়া যাচ্ছে না। ব্যাপারটা অবশ্যই সময় সাপেক্ষ। লর্ড মারকুইসের সংবাদের জন্য

BG & MAH

আমি বসে থাকতে পারছি না। নেপলসবাসীর জন্য আমাকে খাবার আনতেই হবে। কিন্তু ফিলিপ্পিনো ডোরিয়াকে আমাদের গালফ থেকে তাড়ানোর আগ পর্যন্ত তা করা যাচ্ছে না।'

তখন কথা বলল গুইস্টিনিয়ানি। সে বলল, 'আমি আগেই বলেছি, আমাদের হাতে এই মুহূর্তে এতটা লোকবল নেই যে ওদের সঙ্গে লড়াই করব।'

কিন্তু ভাইসরয় মনকাডা এতে দমবার পাত্র নয়। সিজার বর্জিয়া ও মহান গনসালভা ডি কর্ডোবার অধীনে লড়াই করেছে সে। ওই সময়ে এই এলাকায় তার মত লড়াকু নৌ-কমাণ্ডার আর একজনও ছিল না। মুরদের সঙ্গে লড়াইয়ের অভিজ্ঞতাও আছে তার। একসময় ইম্পিরিয়াল নেভির অ্যাডমিরালও ছিল সে। কাজেই সে দমে যাবার পাত্র নয়। ডক ইয়ার্ড আর আর্সেনাল থেকে ইতিমধ্যেই কিছু নৌযান বের করেছে সে। সেগুলোর মধ্যে ছয়টা সাধারণ যাত্রীবাহী গ্যালি, চারটা ফেলুকা (দাঁড়টানা বা পাল তোলা এক ধরনের ছোট নৌকা। সাধারণত ব্যবহৃত হয় নীল নদ ও আশপাশের ভূমধ্যসাগর এলাকায়), দুটি ব্রিগেন্টাইন আর কিছু সাধারণ মাছ ধরা নৌকা। ভাইসরয় প্রস্তাব করল যে তার এই 'শক্তিশালী' ফ্লিট নিয়ে ফিলিপ্পিনোর আটটা রণসজ্জিত শক্তিশালী যুদ্ধজাহাজের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করা হবে। আর বাকি অভাবটা পূরণ করা হবে এক হাজার আরাকুইবাসিয়ারকে দিয়ে (আরাকুইবাস: প্রাচীন স্প্যানিশ বন্দুকবিশেষ। আরাকুইবাসিয়ার: আরাকুইবাস বহনকারী যোদ্ধা)। অবশ্য সে স্বীকার করল যে এতে মারাত্মক ঝুঁকি রয়েছে। কিন্তু পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, এখন মরিয়া পদক্ষেপ নিতেই হবে। এবং তার ক্যাপ্টেনদের সে মনে করিয়ে দিল যে প্রায় দুর্ভিক্ষের মুখে পড়ে গেছে নেপলস।

ভাইসরয়ের এই কঠিন কিন্তু বাস্তব বক্তব্যের বিরোধিতা করার সাহস দেখাল কেবল ডেল ভাস্টো। সে এতই আত্মবিশ্বাসী যে

করছি, কোন সময় নষ্ট হয়নি। এই সংবাদ হাতে আসা মাত্রই সম্রাটের নামে একটি প্রস্তাব দিয়ে ডোরিয়ার কাছে দূত পাঠানো হয়েছে।'

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অরেঞ্জের প্রিন্স প্রতিক্রিয়া দেখাল। বলল, 'এত তাড়াহুড়া করা ঠিক হচ্ছে না। সম্রাটের প্রত্যক্ষ মতামত নিয়ে নিলে ভাল হ'ত। তাছাড়া ডোরিয়াও এই চিঠিকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে নেবে।'

উত্তরে ডেল ভাস্টো বলে, 'ঘটনা হচ্ছে ডোরিয়াকে আমাদের পক্ষে আনার সুযোগটা স্বয়ং ঈশ্বর আমাদের কোলে এনে ফেলেছেন। এটা অবশ্যই আমাদের বন্দরে আরোপিত অবরোধ তুলতে বাধ্য করার একটা বড় সুযোগ। কাজেই অন্য ব্যাপারে আরো ক'টা দিন আমরা অপেক্ষা করতেই পারি।'

কুঁজো গুইস্টিনিয়ানি স্বস্তির সঙ্গে চেয়ারে গা এলিয়ে দিল। বলল, 'ঈশ্বরকে অনেক ধন্যবাদ। অবরোধটা রীতিমত আমাদের গলার কাঁটা হয়ে গেছে। যে-কোন মূল্যে অবরোধ সরানো দরকার।'

সবাই লক্ষ করল, টেবিলের মাথায় বসা ভাইসরয় তখনও নির্বিকার ও নিশ্চুপ। তার চেহারায় প্রস্তাবটাকে অনুমোদন দেয়ার কোন নমুনা নেই। সে বলল, 'আপনাদের কি মনে আছে যে নেপলসে সবাই না খেয়ে আছে? মহামারী ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে? এমন সময় পত্রবাহকের আসা-যাওয়া আর প্রস্তাবের শর্ত নির্ধারণ হওয়া পর্যন্ত সবাই হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকব?' তারপর টেবিলে কয়েকবার তবলার মত তাল ঠুকে সে বলল, 'ডোরিয়াকে কেনা যেতে পারে, আবার না-ও পারে। ব্যাপারটা এখনও অনিশ্চিত। কিন্তু একটা বিষয় স্পষ্ট যে ডোরিয়াকে আজ-কাল তো নয়ই, আগামী এক সপ্তাহের মধ্যেও পাওয়া যাচ্ছে না। ব্যাপারটা অবশ্যই সময় সাপেক্ষ। লর্ড মারকুইসের সংবাদের জন্য

BG & MAH

আমি বসে থাকতে পারছি না। নেপলসবাসীর জন্য আমাকে খাবার আনতেই হবে। কিন্তু ফিলিপ্পিনো ডোরিয়াকে আমাদের গালফ থেকে তাড়ানোর আগ পর্যন্ত তা করা যাচ্ছে না।'

তখন কথা বলল গুইস্টিনিয়ানি। সে বলল, 'আমি আগেই বলেছি, আমাদের হাতে এই মুহূর্তে এতটা লোকবল নেই যে ওদের সঙ্গে লড়াই করব।'

কিন্তু ভাইসরয় মনকাডা এতে দমবার পাত্র নয়। সিজার বর্জিয়া ও মহান গনসালভা ডি কর্ডোবার অধীনে লড়াই করেছে সে। ওই সময়ে এই এলাকায় তার মত লড়াকু নৌ-কমাণ্ডার আর একজনও ছিল না। মুরদের সঙ্গে লড়াইয়ের অভিজ্ঞতাও আছে তার। একসময় ইম্পিরিয়াল নেভির অ্যাডমিরালও ছিল সে। কাজেই সে দমে যাবার পাত্র নয়। ডক ইয়ার্ড আর আর্সেনাল থেকে ইতিমধ্যেই কিছু নৌযান বের করেছে সে। সেগুলোর মধ্যে ছয়টা সাধারণ যাত্রীবাহী গ্যালি, চারটা ফেলুকা (দাঁড়টানা বা পাল তোলা এক ধরনের ছোট নৌকা। সাধারণত ব্যবহৃত হয় নীল নদ ও আশপাশের ভূমধ্যসাগর এলাকায়), দুটি ব্রিগেন্টাইন আর কিছু সাধারণ মাছ ধরা নৌকা। ভাইসরয় প্রস্তাব করল যে তার এই 'শক্তিশালী' ফ্লিট নিয়ে ফিলিপ্পিনোর আটটা রণসজ্জিত শক্তিশালী যুদ্ধজাহাজের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করা হবে। আর বাকি অভাবটা পূরণ করা হবে এক হাজার আরাকুইবাসিয়ারকে দিয়ে (আরাকুইবাস: প্রাচীন স্প্যানিশ বন্দুকবিশেষ। আরাকুইবাসিয়ার: আরাকুইবাস বহনকারী যোদ্ধা)। অবশ্য সে স্বীকার করল যে এতে মারাত্মক ঝুঁকি রয়েছে। কিন্তু পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, এখন মরিয়া পদক্ষেপ নিতেই হবে। এবং তার ক্যাপ্টেনদের সে মনে করিয়ে দিল যে প্রায় দুর্ভিক্ষের মুখে পড়ে গেছে নেপলস।

ভাইসরয়ের এই কঠিন কিন্তু বাস্তব বক্তব্যের বিরোধিতা করার সাহস দেখাল কেবল ডেল ভাস্টো। সে এতই আত্মবিশ্বাসী যে

নেপলসবাসীকে আরো দিন কয়েক ক্ষুধা আর মহামারীর সঙ্গে লড়াই করতে দিতেও তার আপত্তি নেই। সে চাইছে নিজে জেনোয়া গিয়ে সম্রাটের নামে ডোরিয়ার সঙ্গে সরাসরি কথা বলতে।

কিন্তু তার কথা শুনল না ভাইসরয়। এমনকী একটা পলকও ফেলল না সে। তার জানা আছে ফিলিপ্পিনোকে সহায়তা করতে এগিয়ে আসছে ল্যানডোর নেতৃত্বাধীন আরেকটি নৌবহর। ওই বহর পৌঁছে গেলে নেপলসের আর অবরোধ ভাঙার সামান্যতম সম্ভাবনাও থাকবে না। কাজেই দেরি করার কোন উপায় ভাইসরয়ের নেই। সুতরাং আগের সিদ্ধান্তই বহাল রইল। ক্যাপ্টেনরা বেরিয়ে গেল যার-যার মত লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিতে।

মে মাসের শেষ দিকের একটা দিন। আর দশটা দিনের মতই রাত শেষ হয়ে ভোর হতে চলেছে। ভাইসরয়ের নেতৃত্বে রওনা হলো তার ফ্লিট। ইচ্ছে, রাতের আঁধারে ক্যাপরি থেকে রওনা হয়ে শত্রুর অলক্ষে তাদের কাছাকাছি পৌঁছে তাদেরকে চমকে দেবে।

অথচ পরিকল্পনার বারোটা বাজিয়ে এমনভাবে ভাইসরয় রওনা হলো যেন যুদ্ধ নয় বিয়ের বরযাত্রী যাচ্ছে। সৈন্যদের জন্য বিশাল ভোজের আয়োজন করল সে। তারপর এক ফ্রায়ারকে দিয়ে সারমন শোনাল সবাইকে। ফলে আরো দেরি হয়ে গেল। এরপর যখন রওনা হলো ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। ভোরের আলো ফুটে গেছে। রাতের আঁধারে প্রতিপক্ষকে চমকে দেয়ার সুযোগ হারাল তারা। ট্রাম্পেট বাজিয়ে এমনভাবে রওনা হলো যেন ভেনেশিয়ানদের জল উৎসবে অংশ নিতে যাচ্ছে মনকাডা। এত ঢাকঢোল শোনার পরও কী হতে যাচ্ছে তা না বোঝার মত বোকা ফিলিপ্পিনো নয়। ফলে সুবিধামত অবস্থান নিয়ে ফেলল সে।

যে-কোন বড় শক্তির বিরুদ্ধে ছোট শক্তিকে জিততে হলে

BG & MAH

আচম্বিতে আক্রমণ করে তাদের হতভম্ব করে দিতে হয় ও তারা হুঁশ ফিরে পাওয়ার আগেই কাজ হাসিল করতে হয়। সুযোগটা মনকাডাও পেয়েছিল। কিন্তু সেটা নিজ হাতে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

প্রসপেরোকে দেয়া হয়েছে সিকামা নামে একটা গ্যালির কমাণ্ড। এটা নিয়াপলিটানদের অন্যতম সেরা যুদ্ধজাহাজ। মনে তীব্র শঙ্কা নিয়ে ভাইসরয়ের কাণ্ডকারখানা খেয়াল করছে ও। ভাইসরয়ের ছয়টা গ্যালিই দক্ষিণ দিকে মুখ করে পাশাপাশি এগিয়ে চলছে। দাঁড়িদের পিঠে ওভারশিয়ারের নির্দয় চাবুকের আঘাতে প্রতি মুহূর্তেই বাড়ছে গ্যালিগুলোর গতি।

আমালফির পাশে পৌঁছে ওরা দেখল খোলা সাগরের দিকে রওনা হয়েছে ফিলিপ্পিনোর তিনটা গ্যালি। ভাইসরয় ধরে নিল রণে ভঙ্গ দিয়ে লেজ তুলে পালাচ্ছে ফিলিপ্পিনোর জাহাজ তিনটা। উৎসাহের আতিশয্যে যন্ত্রণাকাতর দাঁড়িদের পিঠে আরো জোরে চাবুক কষাতে থাকল ওভারশিয়াররা।

যে যা-ই ভাবুক, প্রসপেরোর অভিজ্ঞ চোখে জাহাজ তিনটির গতিপথ পরিবর্তনের আসল কারণ ঠিকই ধরা পড়ল। কথাটা সে ডেল ভাস্টোকেও জানাল। সিকামার পুপ কেবিনে প্রসপেরোর সঙ্গেই দাঁড়িয়ে আছে সে। নৌযুদ্ধে প্রসপেরোর খ্যাতির কথা মারকুইস ডেল ভাস্টোর ভালই জানা আছে। অবশ্য তার নিজের নৌযুদ্ধের কোন অভিজ্ঞতা নেই। তাই লেফটেন্যান্ট হিসেবে প্রসপেরোর সঙ্গে জাহাজে উঠেছে সে অভিজ্ঞতা অর্জন করার জন্য।

তখন ফিলিপ্পিনোর জাহাজগুলোর একটার মাথায় পতাকা টানানোর লাঠিটা মাঝখান থেকে ভাঙা অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখল প্রসপেরো। সেদিকে ডেল ভাস্টোর দৃষ্টি আকর্ষণ করল ও। বলল, 'ওই তিনটা গ্যালি পালিয়ে যাচ্ছে না। ওরা একটা কৌশল অবলম্বন করছে। আর যে জাহাজটা থেকে ওদেরকে সঙ্কেত দেয়া

হচ্ছে সেটাই হচ্ছে ক্যাপিটানা। মানে যুদ্ধের সর্বাধিনায়কের জাহাজ। ক্যাপিটানার অবস্থান দেখেই ওদের কৌশল আন্দাজ করা যাচ্ছে। ওই তিনটা জাহাজকে পিছনে পাঠানো হয়েছে রিজার্ভ হিসেবে অপেক্ষা করার জন্য। দরকার হলে হুকুম করা মাত্রই ওরা ঝাঁপিয়ে পড়বে।'

ওদিকে মনকাডা ভেবে বসে আছে যে তার ছয়টা গ্যালিকে ফিলিপ্পিনোর পাঁচটা গ্যালির মুখোমুখি হতে হবে। এই ভুল ধারণা নিয়েই পূর্ণ গতিতে শত্রু লাইনের দিকে এগুল সে। উদ্দেশ্য, দ্রুত সম্মুখ সমরে জড়িয়ে পড়া যাতে শত্রুপক্ষ তাদের দূর পাল্লার কামান ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করতে না পারে।

মনকাডার ফ্ল্যাগশিপেই আছে আরেক ক্যাপ্টেন ট্রানি। সে পরামর্শ দিল ফিলিপ্পিনোর গ্যালিগুলোর উপর গোলাবর্ষণ করতে। কিন্তু মনকাডা এতই আত্মবিশ্বাসী যে ট্রানির পরামর্শকে সে পাত্তাই দিল না। উল্টো ট্রানিকে সে বলল, 'আমরা গোলা ছুঁড়লে ওরাও গোলাবর্ষণ শুরু করবে। তারচেয়ে এই লড়াইটা তলোয়ার দিয়েই নিষ্পত্তি করব।'

অপরদিকে অস্ত্রশস্ত্রে স্প্যানিশদের চেয়ে অনেক এগিয়ে ফিলিপ্পিনো। তাই অবধারিতভাবে গোলাবারুদের উপরই আস্থা রাখল সে। ঝলসে উঠল বারুদ আর আগুনের কুণ্ডলী। মনকাডার ক্যাপিটানার দিকে ছুটে এল দুইশ' পাউণ্ড ওজনের দানবীয় এক গোলা। দানবীয়ভাবেই ধ্বংসযজ্ঞ চালাল সেটা। মনকাডার ক্যাপিটানার আগাপাশতলা চুরমার করে দিয়ে গিয়ে পড়ল ওপাশের পানিতে। পিছনে রেখে গেল মৃত আর তীব্র যন্ত্রণায় আর্তনাদরত মারাত্মক আহত সৈনিক ও দাসদের রক্তাক্ত দেহ।

গোলার আঘাতে ভেঙে গেল অনেকগুলো দাঁড়। ঘটনার আকস্মিকতায় হতচকিত দাঁড়িরা দাঁড় বাওয়া থামিয়ে দিল। আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল তারা। উঠে দাঁড়াল দুই ওয়ার্ডেন।

BG & MAH

তারাও অর্ধ উন্মাদ হয়ে গেছে বলা চলে। অনড় জাহাজকে আবার সচল করার জন্য দাসদের পিঠে উন্মত্তের মত চাবুক কষা শুরু করে তারা। সেইসঙ্গে মৃতদেহগুলো সরাতে সাহায্য করতে ডাক দিল সৈন্যদেরকে।

গোলার আঘাতে গানাররা কে কোথায় ছিটকে পড়েছে কে জানে। সর্বাগ্রে সংবিৎ ফিরে পেল জিরোলামো ডা ট্রানি। লাফিয়ে গিয়ে সে দাঁড়াল এক গানারের জায়গায়। মৃতপ্রায় এক সৈনিকের হাতে কামানের গোলায় আগুন দেয়ার একটা অগ্নিকুণ্ড দেখে টান দিয়ে নিয়ে নিল সেটা। একমুহূর্তও দেরি না করে আগুন দিল কামানে। গর্জে উঠল কামান। কিন্তু জাহাজটা তখন আর আগের জায়গায় নেই। দাঁড় বাওয়া বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে ওটার মুখ ঘোরা শুরু হয়ে গেছে। ফলে ট্রানির গোলা লক্ষ্যের অনেক দূর দিয়ে গিয়ে পানিতে আছড়ে পড়ল। বিফল হলো গোলা নিক্ষেপ। তখন একজন অফিসার কঠোর কণ্ঠে তার আরাকুইবাসিয়ারদের হুকুম করল ভাঙাচোরা র‍্যামবেডের পিছনে অবস্থান নিতে। আর ট্রানি খুঁজতে থাকল বেঁচে থাকা গোলন্দাজদের।

ওদিকে ফিলিপ্পিনোর জাহাজ থেকে ছুটে এল আরেকটা গোলা। সেটা মনকাডার ক্যাপিটানার প্রথম ডেককে প্রায় ধ্বংস করে দিয়ে গেল। থেমে গেল দাঁড় বাওয়া।

গোলাবর্ষণ দেখে মনকাডা অনুমান করল সম্মুখ সমর এড়াতে চাইছে ফিলিপ্পিনো। এই অনুমানের উপর ভরসা রেখে দাসদের ওয়ার্ডেনদের উপর হুঙ্কার দিয়ে অগ্রসর হওয়ার হুকুম করল মনকাডা। ইচ্ছে, দ্রুত জেনোয়ার গ্যালিতে চড়ে তলোয়ার লড়াই শুরু করা।

দুই পক্ষের দুই ফ্ল্যাগশিপের গোলাবর্ষণের পর অন্য গ্যালিগুলোও শুরু করল পরস্পরের উপর গোলাবর্ষণ। কিন্তু ব্যাপক গোলাবর্ষণ সত্ত্বেও কোন পক্ষই উল্লেখযোগ্য কোন সাফল্য

অর্জন করতে পারল না। এদিকে গোলাগুলির মাঝেই জেনোয়ার নেতৃত্বদানকারী গ্যালিটি প্রায় অর্ধেক পথ এগিয়ে এসেছে। মনকাডার গ্যালির উপর প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ শুরু করল ফিলিপ্পিনো। উদ্দেশ্য মনকাডার যাতে সামান্যতম প্রতিরোধ ক্ষমতাও অবশিষ্ট না থাকে।

অবস্থা দেখে মনকাডার সহায়তায় সামনে এগুনোর সিদ্ধান্ত নিল প্রসপেরো। সিকামাকে ঘুরিয়ে নিল ও। সেইসঙ্গে পাশের জাহাজ ভিলা মেরিনাকেও ইশারা করল ওর সঙ্গে যোগ দিতে। প্রসপেরোর জাহাজের পার্শ্বদেশ উন্মুক্ত হয়ে গেছে, যে-কোন সময় গোলা ছুঁড়তে পারে বিপক্ষ। সাবধানতা হিসেবে প্রসপেরো নিজের লোকদের নির্দেশ দিল যেন মাথা নিচু রাখে তারা। তাতে অন্তত কিছু গুলি ওদের ক্ষতি না করে ডেকের উপর দিয়ে চলে যাবে। প্রসপেরোর উদ্দেশ্য বিপক্ষের নেতৃত্বদানকারী জাহাজকে থামিয়ে ও দমিয়ে দেয়া। যাতে তারা লড়াই থামানো বা চালিয়ে যাওয়া নিয়ে দ্রুত একটা সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়।

ভিলা মেরিনার কমাণ্ডে আছে ক্যাপ্টেন সিজার ফিয়েরামোসা। প্রসপেরোর উদ্দেশ্য সে ধরতে পেরেছে। ফলে ওর ডাকে সঙ্গে সঙ্গেই সাড়া দিল। ওদিকে প্রসপেরোর উদ্দেশ্য ফিলিপ্পিনোও ধরতে পেরেছে। ফলে সঙ্গে সঙ্গেই তার বামপাশের দুই গ্যালিকে এগিয়ে আসার সঙ্কেত দিল সে।

ব্যাপারটা এখন সময়ের সঙ্গে পাল্লা হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্প্যানিশরা চাইছে আগে জেনোয়ার ক্যাপিটানা দখল করতে। একইসঙ্গে জেনোয়িসরাও চাইছে স্প্যানিশ ক্যাপিটানার দখল নিতে। প্রসপেরো ওর ওয়ার্ডেনদের হুকুম করল দাঁড়িদের উপর চাবুক কষাতে। দুই জেনোয়িস গ্যালির গোলাবর্ষণের লাইন থেকে দ্রুত নিজেকে সরিয়ে নিতে চাইছে ও। কিন্তু তা আর সম্ভব হলো না। ফলে বাধ্য হয়ে ওই দুই গ্যালির উপর গোলাবর্ষণ শুরু করতে

BG & MAH

হলো ওকে। দ্রুতই চারটা গ্যালি পরস্পরের সঙ্গে কামান-যুদ্ধে মত্ত হয়ে গেল। ওদিকে মনকাডার ভগ্নপ্রায় গ্যালির উপর চড়াও হওয়ার সুযোগ পেয়ে গেছে ফিলিপ্পিনো। সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে দেরি করল না সে।

এদিকে প্রসপেরোর তুলনামূলক দুর্বল অবস্থান স্পষ্ট বুঝতে পারছে গব্বার ক্যাপ্টেন গুইস্টিনিয়ানি। সঙ্গে সঙ্গেই ওকে সাহায্য করতে রওনা হয়ে গেল সে। আর বাকি দুই গ্যালিকে রেখে গেল ফিলিপ্পিনোর অপর দুই গ্যালি সামলানোর জন্য। ওই সময় মনকাডার আনা মাছ ধরার বড় নৌকা আর ফেলুকাগুলো গোলাবর্ষণ এলাকা থেকে সম্মানজনক দূরত্বেই দাঁড়িয়ে রইল। কারণ ওগুলোতে অস্ত্রশস্ত্র তেমন কিছুই নেই। তারচেয়ে বড় কথা, ওগুলোকে নেতৃত্ব দেয়ার মত যোগ্য লোকও ওখানে নেই।

ওদিকে গায়ে বর্ম চড়িয়ে বিরাট এক দু'ধারী তলোয়ার নিয়ে বিপক্ষের গ্যালি পেলিগ্রিনায় চার্জ করেছে প্রসপেরো। ফিয়েরামোসা তখন ফিলিপ্পিনোর আরেক গ্যালি ডনাজেলার আক্রমণ সামলাতে ব্যস্ত। পেলিগ্রিনার প্রতিরোধকারী বাহিনী বেপরোয়াভাবে প্রসপেরোর সৈন্যদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। একই সময় ফিয়েরামোসার সেনারা একদিকে পেলিগ্রিনার আরাকুইবাসিয়ারদের গুলির মুখে পড়েছে, অপরদিকে সামলাতে হচ্ছে তলোয়ার হাতে অর্ধনগ্ন, বেপরোয়া ও উন্মত্ত দাস বাহিনীর হিংস্র আক্রমণ। ওই দাসদেরকে শেকলমুক্ত করে লড়াইয়ে নামিয়ে দিয়েছে ফিলিপ্পিনো। হয়তো ও শপথ করে ওদের বলেছে লড়াইয়ে দাসেরা জিততে পারলে ওদেরকে সে স্বাধীন করে দেবে। কাজেই দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্তির আশায় ওরা এক-একজন লড়ছে খোদ শয়তানের মত। বারবার ভয়াবহ আঘাত হানছে ওরা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দু'দিক থেকে আক্রমণ চালিয়ে ওদেরকে দমিয়ে দিল স্প্যানিশরা, ওই লড়াইয়ে জয়ী হলো তারা।

বইঘর.কম

রক্ত, ঘাম আর নোংরায় মাখামাখি হয়ে ডনাজেলার পুপ কেবিনে উঠে এল প্রসপেরো। কিন্তু জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়েই ও বুঝতে পারল, জয় ওরা পেয়েছে বটে, কিন্তু অনেক দেরিতে।

প্রসপেরোর আশঙ্কা সত্য করে জোর গতিতে ছুটে আসছে ফিলিপ্পিনোর রিজার্ভ ফোর্স। প্রসপেরোর আশা ওর দখলে থাকা জাহাজগুলোকে মুক্ত করতে আসবে রিজার্ভ ফোর্স।

কিন্তু ওই তিন জাহাজের কমাণ্ডে আছে ক্যাপ্টেন লোমেলিনো। তার কৌশল ভিন্ন। সরাসরি মাথায় আঘাত হানতে যাচ্ছে সে। টার্গেট করেছে মনকাডার ক্যাপিটানাকে। সেটা তখন ফিলিপ্পিনোর গ্যালির সঙ্গে লড়ছে। মনকাডার ক্যাপিটানার অবস্থা খারাপ হলেও সমান তালে লড়ে যাচ্ছে ওটা।

লোমেলিনোর তিন গ্যালি ছুটে এসে প্রায় একসঙ্গে হামলে পড়ল মনকাডার ক্যাপিটানার উপর। একটা আছড়ে পড়ল রাডারের উপর, একটা গিয়ে নিজের পেট দিয়ে জোর ধাক্কা মারল মনকাডার ক্যাপিটানার পেটে। মড়মড় করে ভেঙে গেল ক্যাপিটানার বিশাল দাঁড়গুলো। সেইসঙ্গে ভাঙল দাঁড় হাতে বসা দাঁড়িদের পাঁজর, হাত-পা। আহতদের আর্তনাদ-আহাজারিতে কেঁপে উঠল আকাশ-বাতাস। ওই ধাক্কায় ভেঙে পড়ল ক্যাপিটানার মূল মাস্তুল, ডেকে আছড়ে পড়ে প্রাণ নিল অনেকের, আহতও হলো অনেক। মাস্তুলের আঘাতে নিহতদের তালিকায় আছে জিরোলামো ডা ট্রানিও। সে কামানগুলোর গোলাবর্ষণ নিয়ন্ত্রণ করছিল। সবশেষে এল তৃতীয় গ্যালিটা। সেটা ক্যাপিটানার গায়ে গা ঠেকিয়ে দাঁড়াল অপর পাশে।

তিন দিক থেকে একসঙ্গে লোমেলিনোর সেনারা ক্যাপিটানায় চলে আসছে। অবস্থা দেখে বিরাট একটা তলোয়ার হাতে ডেকে নেমে এল মনকাডা। তার সৈন্যদের সাহস আর উৎসাহ জোগাতে চেঁচিয়ে উঠল সে। ঠিক তখনই আরাকুইবাসের একটা গুলি

গুঁড়িয়ে দিল তার ডানকাঁধ। প্রায় একই সময় বামউরুতে গভীর গর্ত করে বেরিয়ে গেল আরেকটা গুলি। ডেকের উপর আহত-নিহতদের রক্তের পুকুরে পড়ে গেল সে। শত্রুপক্ষের ল্যাণ্ড করার শব্দে আরেকবার মাথা তুলতে চাইল মনকাডা। কিন্তু তার ভিতর আর কোন শক্তি অবশিষ্ট নেই। অচেতন হয়ে পড়ল সে। সেখান থেকেই চলে গেল না ফেরার দেশে।

মনকাডাকে পড়ে যেতে দেখেছে অ্যাসকানিয় কলনা। সাহায্য করতে ছুটে আসতে চাইল সে। কিন্তু সে-ও আছড়ে পড়ে গেল। লোমেলিনোর এক আরাকুইবাসিয়ারের গুলি লেগেছে তার হেলমেটে। হেলমেটের দফারফা হয়ে গেলেও তখনও অচেতন হয়ে যায়নি সে।

ওদিকে মনকাডার ক্যাপিটানার একদল আরাকুইবাসিয়ার তখনও ব্যাপক গুলিবর্ষণ করে ডেকের একটা অংশের দখল ধরে রেখেছে। কিন্তু বিপক্ষ দলের বন্দুক ও তলোয়ারধারীরা ঘেরের ভিতর ফেলে দিয়েছে ওদেরকেও। চারদিকে শোনা যাচ্ছে কেবল আরাকুইবাসের গুলি, তলোয়ারে তলোয়ারে ঠোকাঠুকির ঝনঝন শব্দ আর কাঠ ফাটার বিকট আওয়াজ। আর সৈন্যদের তীব্র আর্তনাদ।

কীভাবে যেন ওই ঘেরের ভিতর চলে এসেছে অ্যাসকানিয় কলনা। তখন ক্যাপিটানার স্টারবোর্ড সাইডে নেমে এসেছে শত্রুপক্ষের আরেকদল সেনা। ওই দলে ভিতর কলনা আবিষ্কার করল স্বয়ং ফিলিপ্পিনো ডোরিয়াকে।

সামনে এগিয়ে গিয়ে গলা চড়িয়ে ফিলিপ্পিনোকে সে বলল, 'চলে এসেছেন তাহলে...'

ওর কণ্ঠে তিক্ততা থাকলেও তলোয়ার ধরে রাখার ভঙ্গিই বলে দিচ্ছে আত্মসমর্পণ করেছে সে। সঙ্গে সঙ্গে নিজের তলোয়ার আর কণ্ঠ উঁচু করে আগ্রাসন থামানোর হুকুম করল ফিলিপ্পিনো।

বইঘর.কম

আত্মসমর্পণ করল স্প্যানিশ ক্যাপিটানা।

তবে এই আত্মসমর্পণেও সত্যিকার অর্থে খুব একটা খুশি হতে পারেনি ফিলিপ্পিনো। কারণ কামানের গোলা আর আরাকুইবাসের গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে ওর দুটো গ্যালি। একটায় আগুন ধরে গেছে, নামে মাত্র ভেসে আছে আরেকটা। আরো দুটো গেছে প্রসপেরোর সেনাদের দখলে। ওই দুটোয় উড়ছে মনকাডার পতাকা। ফিলিপ্পিনোর অনেক ক্রুকে বন্দি করে রেখেছে ওরা।

আরেকবার লড়াই শুরু করার মানসে দুই গ্যালি ভিলামেরিনা ও গব্বাকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে গেল প্রসপেরোর গ্যালি সিকামা। কিন্তু জেনোয়িসদের গ্যালির সামরিক সক্ষমতা ওদের চেয়ে অনেক বেশি। নির্মম গোলাবর্ষণ করে অল্প সময়েই ওরা চূর্ণ করে ফেলল ভিলামেরিনাকে। আর আরাকুইবাসের একটা 'বল' গুলি নিকেশ করে এটার ক্যাপ্টেন সিজার ফিয়েরামোসার প্রাণ। সময়মত ওটাকে কেউ নেতৃত্ব না দেয়ায় পিছিয়ে পড়ল গ্যালিটা।

কিন্তু গোলাগুলির পরোয়া না করে লোমেলিনোর তিন জাহাজের সঙ্গে লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়ল সিকামা ও গব্বা। ওদের হাতে সেনাসংখ্যা কম। কারণ ফিলিপ্পিনোর গ্যালিগুলো থেকে বন্দি করা সেনাদের পাহারা দিতে একটা বড় সংখ্যক সেনাদল নিয়োজিত করে রাখতে হয়েছে।

ওদিকে প্রসপেরো তখনও আত্মরক্ষামূলক লড়াই করছে। কারণ স্প্যানিশদের দুই গ্যালি পারপিগানা ও ওরিয়াকে দেখতে পাচ্ছিল ও। ভাবছিল ওই দুটোর যে-কোন একটা বা দুটোই হয়তো ওর সাহায্যে এগিয়ে আসবে। এমনটা হলে সৌভাগ্যের পাল্লা অবশ্যই স্প্যানিশদের দিকেই ঝুঁকে পড়ত। খোলা সাগরের দিকে ছুট দেয়া ছাড়া ফিলিপ্পিনোর আর কিছুই করার থাকত না। নেপলসের উপর থেকে অবরোধও উঠে যেত। কিন্তু

পরিতাপের বিষয় এসব কিছুই হলো না। ওদিকে জেনোয়িস সেনারা ততক্ষণে প্রসপেরোর গ্যালির বো-তে চলে এসেছে। প্রচণ্ড রাগ-ক্ষোভ নিয়ে প্রসপেরো দেখল ওর সঙ্কেতে সাড়া না দিয়ে স্প্যানিশ দুই গ্যালি যার যার জায়গায় পাথরের মত দাঁড়িয়েই রইল। আসলে মনকাডার পতাকা নেমে যেতে দেখে ওরা ভেবেছে স্প্যানিশরা হেরে গেছে। তাই নিজেদের প্রাণ বাঁচাতে তখন পালাবার তালে ছিল ওরা।

সত্যিই পালিয়ে গেল পারপিগানা। বন্দরে নোঙর করে গ্যালির ক্যাপ্টেন জবাবদিহি করতে গেল অরেঞ্জ কাউণ্টির প্রিন্সের কাছে। মনকাডার অনুপস্থিতিতে ভাইসরয়ের অফিস সামলানোর দায়িত্ব এখন তার কাঁধে গিয়ে পড়েছে।

প্রিন্সকে পারপিগানার ক্যাপ্টেন বলল যে, লড়াইয়ের ওই অবস্থায় হার অনিবার্য। তাই সে মনে করে সম্রাটের এই গ্যালিটা বাঁচিয়ে রাখা তার দায়িত্ব। শুনে সঙ্গে সঙ্গে তাকে লড়াইয়ের ময়দান থেকে পালানো ও কর্তব্যে অবহেলার অপরাধে মৃত্যুদণ্ড দিল প্রিন্স। অপর গ্যালি ওরিয়ার ক্যাপ্টেন আরেকটু বেশি বুদ্ধি রাখে। বন্দরে ফিরে গেলে কী হবে সেটা সে ভালই আন্দাজ করতে পেরেছে। তাই সবচেয়ে যুক্তিগ্রাহ্য কাজটাই করল সে। আত্মসমর্পণ করল ফিলিপ্পিনো ডোরিয়ার হাতে।

যা হোক, আবার যুদ্ধে ফিরে যাই।

পারপিগানা আর ওরিয়ার ক্যাপ্টেনদের চরম কাপুরুষতায় চূর্ণ হয়ে গেল প্রসপেরোর সব আশা। ও স্পষ্ট বুঝতে পারল, এখন যা-ই ও করুক, কোনভাবেই আর পরাজয় রুখতে পারবে না। ওদিকে ফিলিপ্পিনোর চতুর্থ গ্যালি ততক্ষণে এগিয়ে এসেছে লোমেলিনোর তিন গ্যালিকে সহায়তা করতে।

মারকুইস ডেল ভাস্টো বলে, 'লড়াই শেষ, বন্ধু। ওই দুই কাপুরুষের কারণে আজ ফিলিপ্পিনো বদমাশটা তোমার বিজয় চুরি

বইঘর.কম

করল। কিন্তু এখন তুমি মারা পড়লে তাতে তোমার বা সম্রাটের–কারো কোন লাভ হবে না।'

প্রসপেরোও বুঝতে পারছে আত্মসমর্পণ না করে উপায় নেই। নিজেকেই যেন সান্ত্বনা দিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, আজ বেঁচে থাকি। কাল হয়তো আরো বড় কিছু করার সুযোগ পাওয়া যাবে।'

লট্রেসের সেনারা ততক্ষণে মূল ডেকে চলে এসেছে। ওখানেই প্রসপেরোর শেষ প্রতিরক্ষা ব্যূহ দাঁড়িয়ে ছিল। কিন্তু বিপক্ষের হাতে অযথা প্রাণ হারাবার কোন অর্থ নেই। তাই প্রসপেরো ওর পতাকা নামিয়ে নিল। আত্মসমর্পণ করল প্রসপেরো।

ছয়

বন্দি

দাসত্বের শেকল পড়েছে প্রসপেরোর গলায়। কোমর পর্যন্ত অনাবৃত অবস্থায় সে বসে আছে দাস-মাল্লাদের সঙ্গে। ছেঁটে ছোট করে ফেলা হয়েছে ওর লালচে বাদামি চুল। বেঞ্চের সঙ্গে শেকল দিয়ে পা বাঁধা হয়েছে ওর। মধ্য গ্রীষ্মের প্রখর রোদে উদোম শরীরে দাসদের বেঞ্চে বসে আছে ও। সঙ্গের মাল্লাদের সঙ্গে সমান তালে ওকেও বৈঠা বেয়ে যেতে হচ্ছে। নয়তো বাকি সবার মত ওর পিঠেও আছড়ে পড়বে ওয়ার্ডেনের নির্মম চাবুক।

প্রসপেরোর শোবার জায়গাটা ওর শরীরের চেয়েও কম চওড়া। একটা কাঠের তক্তার উপর বিছানো একটা চামড়া মাত্র। সেটাও আবার অসংখ্য ছারপোকার ঘরবাড়ি। খাবার হিসেবে ওর

BG & MAH

জন্য প্রতিদিনের বরাদ্দ ত্রিশ আউন্সের মত বিস্কিট আর এক পাত্র পানি। এই দিয়েই ওকে ক্ষুৎপিপাসা মেটাতে হয়।

এই অবস্থার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেয়া একজন ন্যূনতম রুচিবোধ সম্পন্ন মানুষের পক্ষেও ভয়াবহ কঠিন কাজ। কিন্তু তারপরও মানিয়ে নিতেই হয়। তখন নিজের চারদিকে গড়ে ওঠে নির্লিপ্ততার অদৃশ্য এক প্রাচীর।

প্রসপেরোকেও তা-ই করতে হয়েছে। এখন প্রসপেরোর পরিচয়, ও স্রেফ একজন দাস। আর দাসদের দুনিয়ায় মানবিকতা শব্দটার কোন স্থান নেই। ওটা স্রেফ বিলাসিতা। কথাটা মেনে নিতে হয়েছে প্রসপেরোকেও।

প্রসপেরোকে বসানো হয়েছে নিকোলো লোমেলিনোর ছাপ্পান্ন দাঁড়ের গ্যালি মোরা-তে। আত্মসমর্পণ করার পর বন্দি করে দাস হিসেবে দাঁড়ির আসনে বসানো হয় ওকে। যার পাশে ওকে স্থান দেয়া হয়েছে সে বাদামি গাত্রবর্ণের চমৎকার শরীর-স্বাস্থ্যের অধিকারী একজন মানুষ। প্রথম যখন ওকে ওই লোকটার পাশে বসানো হয়, লোকটার কালো চোখ জোড়া বিস্ফারিত হয়ে ওঠে। তারপর তার চোখে খেলে যায় কৌতুক। অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে সে। তার দিকে তাকায় প্রসপেরো। লোকটার কালো চোখ, বাদামি শরীর, মুখ ভরা দাড়ি আর চওড়া হাসি চোখে পড়ে ওর। তখন তাকে চিনতে পারে সে। সে আর কেউ নয়, খায়ের-আদ-দীনের প্রথম সারির কমাণ্ডারদের একজন, মহান কোর্সেয়ার নৌ-কমাণ্ডার দ্রাগুত।

এই দ্রাগুতকেই গোইয়ালাতার যুদ্ধে হারিয়ে বন্দি করেছিল খোদ প্রসপেরো। আর আজ শেকলে বাঁধা অবস্থায় তারই পাশে দাঁড় টানা দাস হিসেবে বসতে হয়েছে প্রসপেরোকে। দু'জনেরই মনে হচ্ছে এ স্রেফ কোন কাকতালীয় ঘটনা নয়। বরং তার চেয়েও অনেক বেশি কিছু। দু'জনেরই মনে হচ্ছে যেন স্বয়ং

বইঘর.কম

ঈশ্বরের অঙ্গুলি-হেলনে ঘটনাগুলো ঘটেছে।

বিহ্বলতা কাটিয়ে দ্রাগুত বলল, 'সকল প্রশংসা কেবল এক আল্লাহর। নিশ্চয়ই তাঁর যা ইচ্ছা তিনি করেন এবং তিনি কী করবেন তা কেবল তিনি ছাড়া আর কেউই জানে না,' বলেই হা-হা করে হেসে উঠল সে। তারপর স্প্যানিশ আর ইটালিয়ানের মিশ্র টানে বলল, 'যুদ্ধভাগ্য, কী বলেন, ডন প্রসপেরো?'

বিস্মিত দৃষ্টিতে ওদের দিকে তাকিয়ে রইল লোমেলিনো। তবে প্রসপেরো নিজের দুর্ভাগ্য নিয়ে চিন্তিত হলেও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিল না। ও-ও হেসে ফেলল। কাষ্ঠ হাসি যদিও। হাসি মুখেই বলল, 'যুদ্ধভাগ্য, সেইসঙ্গে আমাদের ভাগ্যের লিখন, সিনর দ্রাগুত।'

ওদের কথোপকথন লোমেলিনোর কানেও যাচ্ছে। কথাগুলো তার কপালের ভাঁজ আরেকটু গভীর করে তুলল।

দ্রাগুত বলছে, 'বাহ! গাছের ডাল থেকে কুঠারের হাতল তৈরি হলো, এখন কুঠার তোলা হয়েছে সেই গাছকেই কাটতে। বেশ, বেশ! আমার "বেঞ্চের" রাজত্বে স্বাগতম, মেসার প্রসপেরো। একজন অবিশ্বাসীকে (বোঝাতে চাইছে, অমুসলিম) যদি আমার সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে খাটতে হয়, তাহলে সেই লোক আপনি হওয়াই ভাল। কিন্তু বলতেই হচ্ছে, আল্লাহর মহিমা বোঝা বড় দায়।'

ওদিকে প্রসপেরোকে টুলের সঙ্গে শেকল দিয়ে বাঁধা দেখে বিমলানন্দ পাচ্ছে ফিলিপ্পিনো ডোরিয়া। তাকে ওভাবে খুশি হতে দেখে দ্রাগুতকে উদ্দেশ্য করে প্রসপেরো মন্তব্য করল, 'আপাতত আমাদেরকে মানুষের কুটিল চিন্তার ধাক্কা সামলাতে হবে। খোদারটা পরে ভাবলেও সমস্যা নেই।'

একটু পিছনে ফিরে যাই।

আমালফির যুদ্ধে প্রায় দুই হাজার লোক প্রাণ হারিয়েছে। আর জেনোয়িস কমাণ্ডারের হাতে বন্দি হয়েছে অনেক ফ্রেঞ্চ অফিসার। বন্দিদের এনে কাতারবদ্ধ করে দাঁড় করানো হয়েছে জাহাজের ডেকে। টিবারনাকলের ধনুকাকৃতির খিলানের নিচে দাঁড়িয়ে ওদেরকে দেখছে ফিলিপ্পিনো। বন্দিদের সারিতে প্রসপেরোকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে খুশিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল তার মন। ধীরে ধীরে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এসে দাঁড়াল প্রসপেরোর সামনে।

চোখে-মুখে কুটিল একটা হাসি ফুটিয়ে প্রসপেরোকে বলল, 'স্বাগতম, আমার যতটুকু মনে পড়ে শেষবার যখন আমরা একত্রিত হয়েছিলাম তখন বড় বড় কথা বলেছিলে তুমি। দেখব এবার, মুরোদ কত্ত তোমার,' বলে লোমেলিনোকে ডাক দিল সে। হুকুম করল, লোমেলিনোর জাহাজে দাঁড় বাইবার দাস হিসেবে প্রসপেরোকে বন্দি করে রাখতে।

সঙ্গে সঙ্গেই প্রসপেরোর সহবন্দিদের ভিতর থেকে উঠল ঘৃণা মিশ্রিত ক্রোধান্বিত প্রতিবাদ। সবাই দুয়ো দিতে থাকল ফিলিপ্পিনোকে। আর এদের মধ্যে সবচেয়ে উঁচু ছিল অ্যাভালস-এর আলফোন্সো ডেল ভাস্টোর কণ্ঠ। সে বলল, 'স্যর, আপনি প্রসপেরোকে অপমান করতে চাইলেও প্রকৃতপক্ষে অপমানিত হচ্ছেন আপনি নিজে।'

জবাবে বিদ্রূপাত্মক দৃষ্টি ফিরিয়ে দিল ফিলিপ্পিনো।

প্রসপেরোর অপমানকে নিজের অপমান ভেবে নিয়ে প্রসপেরোর সঙ্গে দাঁড় বাইবার বেঞ্চে যেতে চাইল মারকুইস ডেল ভাস্টো। তবে ফিলিপ্পিনোর মনে আছে যে এই মারকুইস স্পেন সম্রাট পঞ্চম চার্লসের খুবই ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি। তাকে অবশ্যই সম্মান দিয়ে কথা বলতে হবে। কাজেই নিজের উগ্র মানসিকতাকে লাগাম পড়াতে বাধ্য হলো ফিলিপ্পিনো। এবং প্রসপেরোর ব্যাপারটার

বইঘর.কম

একটা ব্যাখ্যা দিতে চাইল। বলল, 'মাই লর্ড মারকুইস, যদি ভেবে থাকেন আমি আমার ব্যক্তিগত ঘৃণা চরিতার্থ করার জন্য এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছি, তাহলে ভুল করবেন। এই লোকটা সাধারণ কোন যুদ্ধবন্দি নয়। পোপের মিত্রবাহিনীতে খুব বড় ও দায়িত্বশীল পদে নিয়োজিত ছিল ওই প্রসপেরো। সে ছিল ন্যাভাল ফ্লিটের কমাণ্ডার। কিন্তু জাহাজ ও জাহাজের দায়িত্ব ফেলে পালিয়ে তার পদের অমর্যাদা করেছে সে। এ কারণেই তাকে এই শাস্তি দিয়েছি। প্রসপেরোকে অবশ্যই ফ্রেঞ্চ আদালতে বিচারের মুখে দাঁড়াতে হবে। ফ্রান্সের রাজার প্রতি তার দায়িত্ব ছিল। এবং রাজা যেহেতু পোপের সঙ্গে মৈত্রী করেছে তাই পোপের হুকুমের প্রতিও তার দায়িত্ব ছিল। কিন্তু সবকিছুকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে পিঠটান দিয়েছে ও। কাজেই ফ্রেঞ্চ কর্তৃপক্ষের হাতে হস্তান্তর করার আগ পর্যন্ত ওকে পলাতক আসামি হিসেবে বিবেচনা করা ও বন্দি করে রাখা আমার দায়িত্ব। বুঝতেই পাচ্ছেন, লর্ড মারকুইস, আমার আসলে কিছু করার নেই। দায়িত্বের শেকলে আমার হাত পা বাঁধা।'

বয়সে তরুণ হলেও অভিজ্ঞ লোক মারকুইস। ফিলিপ্পিনোর মিষ্টি কথায় ভুলবার লোক সে নয়। সে-ই উল্টো ফিলিপ্পিনোকে অপমান করে বলল, 'বেশ বলেছেন। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, মিথ্যার উপর রঙ চড়িয়ে প্রায় সত্য হিসেবে উপস্থাপনে আপনি অসম্ভব দক্ষ। অথবা "দায়িত্ব" সম্বন্ধে আপনার ধারণা সঠিক নয়। ভুল ধারণার উপর ভিত্তি করে কাউকে অপমান করা বা শাস্তি দেয়া মোটেও ভদ্রোচিত নয়, মেসার ডোরিয়া।'

মারকুইসের কথা শুনে প্রচণ্ড রাগে কেঁপে উঠল ফিলিপ্পিনো। বলল, 'আমার হাতে যেহেতু বন্দি আছেন সেহেতু কেবল নিজের ভালমন্দ নিয়েই ভাবুন।' বলার মত এতটুকু কথাই খুঁজে পেল সে। তারপর ঘুরে ডাক দিল লোমেলিনোকে। বলল বন্দিকে

(প্রসপেরোকে) যেন তার জাহাজে নিয়ে যাওয়া হয়।

আরেকবার প্রশ্ন করে নিশ্চিত হতে চাইল লোমেলিনো। কারণ তার কাছেই আত্মসমর্পণ করেছে প্রসপেরো। আর প্রচলিত রীতি হচ্ছে, কাউকে যুদ্ধবন্দি করা হলে যার কাছে সে আত্মসমর্পণ করবে বন্দির মুক্তিপণের দাবিদার সে-ই। এবং বন্দিকে সাধারণত তার হেফাজতে রাখা হয় না। তাই প্রসপেরোর দায়িত্ব অন্য কারো হাতে সমর্পণের পূর্ণ অধিকার আছে তার। কিন্তু নিশ্চিত হবার জন্য ফিলিপ্পিনোকে আবার প্রশ্ন করতেই সে খেঁকিয়ে উঠে বলল, 'শোনোনি, আমি কী বলেছি? বলেছি প্রসপেরো কোন সাধারণ যুদ্ধবন্দি নয়। ও একজন পলাতক সামরিক কয়েদি। ওকে আদালতে বিচারের মুখোমুখি করা আমার দায়িত্ব। কয়েকটা দুর্বৃত্তের কথায় আমাকে দায়িত্ব থেকে পিছু হঠতে বলছ না নিশ্চয়ই?'

ফিলিপ্পিনোর কূটচাল আর হঠকারিতা স্পষ্ট বুঝতে পারছে লোমেলিনো। কিন্তু আর কিছু বলার সাহস ওর নেই। কারণ একচোখা ফ্রেঞ্চ দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রসপেরোকে দোষী না বলে তার উপায় নেই। নয়তো নিজের গর্দান নিয়ে টানাটানি পড়ে যাবে।

ওদিকে বন্ধুর স্বপক্ষে যা-যা বলা সম্ভব তার সবই মারকুইস ডেল ভাস্টো ইতিমধ্যেই বলে ফেলেছে। অন্যান্য বন্দি অফিসারদেরকে তাদের পদমর্যাদা অনুযায়ীই রাখা হলো। তবে মারকুইসকে নিয়ে যাওয়া হলো ফিলিপ্পিনোর গ্যালিতে। বলা চলে তার একরকম প্যারোল মঞ্জুর করা হয়েছে। সেখানে বসেই মার্শাল ডি লট্রেসকে কড়া ভাষায় লেখা লম্বা একটা চিঠি পাঠাল মারকুইস, যার মূল বক্তব্য, ফ্রেঞ্চ নৌবাহিনীর কমাণ্ডার এই এলাকায় মূল ফ্রেঞ্চ প্রতিনিধি হিসেবে এই যুদ্ধের বন্দিদেরকে উদ্ধারে যেন দৃঢ় পদক্ষেপ নেন। মারকুইসকে খুশি করতে মার্শাল ডি লট্রেস যুদ্ধবন্দিদেরকে তার হাতে তুলে দেয়ার দাবি জানাল।

বইঘর.কম

কিন্তু ধূর্ত ফিলিপ্পিনো তাতে রাজি নয়। ডোরিয়া পরিবারের বাকি সবার মত সে-ও নিজের লাভটা খুব ভাল দেখতে পায়। কাজেই মার্শালের দাবির জবাবে সে জানাল আমালফির যুদ্ধে আটককৃত যুদ্ধবন্দিরা লর্ড ডোরিয়ার বন্দি। এবং তার হয়েই লড়াইয়ে নেমেছে ফিলিপ্পিনো।

মার্শাল তখন ফিলিপ্পিনোকে আরো চাপ দিল। চিঠিতে বলল, ডোরিয়া ফ্রান্সের রাজার প্রতিনিধি। এবং এখানে ফ্রান্সের রাজার প্রধান প্রতিনিধি হচ্ছে মার্শাল লট্রেস নিজে। সেই ক্ষমতাবলে সে জোর দাবি জানাল যেন বন্দিদেরকে তার হাতে তুলে দেয়া হয়।

এই চিঠি পেয়ে ফিলিপ্পিনোর আত্মা কেঁপে গেলেও মার্শালের দাবি সে মেনে নেয়নি। বরং সে পাল্টা চিঠি দিয়ে জানায়, ডোরিয়ার হুকুম অনুযায়ী এই যুদ্ধের বন্দিরা সবাই ডোরিয়ার বন্দি। এবং তাদের মুক্তির বিনিময়ে প্রাপ্য মুক্তিপণেরও বৈধ হকদার ডোরিয়া নিজে। তবে মার্শাল যেহেতু বন্দিদেরকে নিজের দায়িত্বে নিতে চাইছে তাই ডোরিয়ার কাছে স্পষ্ট নির্দেশ ও নির্দেশনা চেয়ে চিঠি লিখবে ফিলিপ্পিনো। এবং চিঠির জবাব পেলে সেই অনুযায়ীই পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

সুতরাং ওভাবেই ঝুলে রইল ব্যাপারটা। পুরো ঘটনাটায় রেগে গিয়ে থাকলেও অস্বস্তির সঙ্গে ব্যাপারটা চেপে থাকতে বাধ্য হলো ফিলিপ্পিনো। আসলে বন্দিদেরকে ধরে রাখা বা মুক্তিপণ আদায় করা ফিলিপ্পিনোর কাছে কোন বড় বিষয় না। লট্রেসকে খেপানোর বদলে বন্দিদেরকে খুশি মনে তার হাতে তুলে দিতেও আপত্তি ছিল না ওর। কিন্তু সমস্যা অন্য জায়গায়। বন্দিদেরকে তুলে দিলে ওদের সঙ্গে প্রসপেরোকেও যে দিয়ে দিতে হয়! এখানেই ওর যত আপত্তি। ও প্রসপেরোকে কেবল ঘৃণাই করে না, ভয়ও পায়। কারণ সুযোগ পেলেই প্রসপেরো যে ওদের অপকর্মের প্রতিশোধ নেবে তাতে ওর মনে কোন সন্দেহ নেই। এবং প্রতিশোধের সঙ্গে

লিগুরিয়াদের শাসন ক্ষমতা ডোরিয়া পরিবারের হাত থেকে অ্যাডর্নো পরিবারের হাতে চলে যাবে, এটাও ছিল ফিলিপ্পিনোর গাত্রদাহের আরেকটা বড় কারণ।

আবার বর্তমানে ফিরে আসছি।

লোমেলিনো আর একজন ওয়ার্ডেনকে সঙ্গে নিয়ে গ্যাং ডেকে নেমে এল ফিলিপ্পিনো। এই ডেকেই দ্রাগুতের সঙ্গে এক টুলে শেকলে বাঁধা হয়েছে প্রসপেরোকে। দ্রাগুতকে উদ্দেশ্য করে অর্থপূর্ণভাবে শীতল কণ্ঠে ফিলিপ্পিনো বলল, 'সঙ্গীকে নিশ্চয়ই পছন্দ হয়েছে, মেসার দ্রাগুত? যে আপনাকে বন্দি করেছিল আজ সে-ই আপনার পাশে বন্দি হিসেবে বসে দাঁড় টানছে। আপনার প্রতিশোধের ইচ্ছা নিশ্চয়ই একটু হলেও পূর্ণ হয়েছে, কি বলেন, মেসার দ্রাগুত?'

মুখ তুলে ফিলিপ্পিনোর দিকে নির্ভীক দৃষ্টিতে চাইল সে। বলল, 'মধু মাখা কথাগুলো দিয়ে কাকে পরিহাস করছেন?'

ফিলিপ্পিনোর চোখের পাতা কুঁচকে গেল। 'আলাদা আলাদাভাবে আপনাদের দু'জনকেই আমার বিরক্ত লাগে। তবে দু'জন একত্রে দাঁড় বাইতে বসলে সেটা দেখার মত দৃশ্য বটে। আপনাদেরকে এভাবে দেখে লর্ড ডোরিয়া ভীষণ মজা পাবে।'

প্রসপেরো বলল, 'হ্যাঁ, মজা তো পাবেই। সে আর তার মত বাকি সব নির্লজ্জই মজা পাবে।'

কথাটা হেসেই উড়িয়ে দিতে চাইল ফিলিপ্পিনো। বলল, 'হাহ্, আপনি লজ্জার কথা বলছেন?'

জবাবে প্রসপেরো বলল, 'না, নির্লজ্জতার কথা বলেছি। এটা অবশ্য আমার চেয়ে তোমার ভাল বোঝার কথা। মেসার দ্রাগুত আর আমাকে একসঙ্গে দেখে তোমার শিক্ষা নেয়া উচিত যে, গোইয়ালাতার যুদ্ধে কীভাবে আমি ডোরিয়ার চামড়া বাঁচিয়েছিলাম। বিনিময়ে আজ আমি কী পেয়েছি? সেদিন তাকে

বাঁচানোয় আজ তুমি আমাকে বলতে পারো বোকার হদ্দ। তবে তখন তরুণ ছিলাম, স্বার্থপর দুনিয়াটাকে তখনও চিনতে শিখিনি। অনেকবার অনেকের কাছে ঠকেছি। তারপরও বলছি, এখনও আমি বিশ্বাস করি মহত্ত্ব, দয়া, ক্ষমা এখনও হারিয়ে যায়নি। অবশ্য এসবের সঙ্গে তুমি পরিচিত কিনা তাতে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে।'

সঙ্গে সঙ্গে প্রতিক্রিয়া দেখাল ফিলিপ্পিনো। ঘুরেই ওয়ার্ডেনকে হুকুম করল, 'চাবুকটা দাও।'

ক্যাপ্টেন লোমেলিনো আগে থেকেই যথেষ্ট বিব্রত। প্রসপেরোকে যখন তার জাহাজেই দাঁড়ে বসানো হয় তখন থেকেই সে ভীষণ অসন্তুষ্ট। কিন্তু এবার আর তার সহ্য হলো না। প্রতিবাদ করল সে। অথবা হয়তো তার ভিতরের ভদ্রলোকের সত্তাটি মাথা তুলল। বা হয়তো তার মনে পড়ে গিয়েছিল, জেনোয়ায় অ্যাডর্নো পরিবারের মর্যাদা কোথায়। আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে দৃশ্যত জেনোয়াতে ডোরিয়া পরিবারের শাসনের অন্তিম কাল চলে এসেছে প্রায়। কাজেই লোমেলিনোর ভয়, সত্যি সত্যি তেমন কিছু হয়ে গেলে ফ্রেগোসি পরিবারও রেহাই পাবে না। কারণ ডোরিয়াদেরকে সমর্থন দিয়েছিল তারা। ডোরিয়ারা সরতে বাধ্য হলে নিশ্চিতভাবে জেনোয়ার ক্ষমতায় আসবে অ্যাডর্নো পরিবার। তখন, যারা তাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছে বা তাদের দুঃসময়ের ফায়দা লুটেছে, অ্যাডর্নোরা নিশ্চয়ই তাদের ছেড়ে কথা কইবে না। শেষ কথা হচ্ছে, সে যে চিন্তাই করে থাকুক, ফিলিপ্পিনোর কাজের প্রতিবাদ করল সে। বলল, 'চাবুক দিয়ে কী করবেন?'

ফিলিপ্পিনো বলল, 'কী করব? চাবুকটা আমার হাতে আসুক, নিজেই দেখতে পাবে কী করি।'

ওয়ার্ডেনকে পিছিয়ে যেতে ইশারা করল লোমেলিনো। আর ফিলিপ্পিনোকে বলল, 'প্রসপেরো আমার কাছে আত্মসমর্পণ

BG & MAH

করেছে। কিন্তু ওর মুক্তিপণ আপনি নেবেন সেটাই তো যথেষ্ট। এমনকী তাকে দাঁড়ে মাল্লাদের সঙ্গে বসাতেও আমার আপত্তি ছিল। কিন্তু আপনি তা-ই করতে আমাকে বাধ্য করেছেন। এটাই তো আমাদের দু'জনের জন্য যথেষ্ট লজ্জাজনক। আর এখন তার গায়ে হাত তুলতে চাইছেন?'

শুনে রীতিমত খেঁকিয়ে উঠে ফিলিপ্পিনো বলল, 'নিকোলো, শুনেছ এই কুত্তাটা কী বলছে?'

লোমেলিনোও বলল, 'ওকে যা বললেন, সেটাও আমি শুনেছি।'

কয়েকটা লম্বা মুহূর্ত লোমেলিনোর দিকে তাকিয়ে রইল ফিলিপ্পিনো। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে হেসে বলল, 'প্রসপেরোকে তোমার গ্যালিতে বন্দি করে রাখাটা তোমার পছন্দ না হলে ব্যাপারটা নিয়ে অবশ্যই লর্ড ডোরিয়ার সঙ্গে কথা বলতে পারো। দুয়েকটা জরুরি ব্যাপার জেনে রাখো...' বলে কনুই ধরে তাকে টেনে নিয়ে গেল পুপ কেরিনের আছে। ওখানে তার সঙ্গে নিচু গলায় কিছু কথা বলে চলে গেল ফিলিপ্পিনো।

অভিশাপ দিয়ে দ্রাগুত বলে উঠল, 'ওর আর ওর মালিক ডোরিয়ার কবর দুটোকে যেন বুনো কুকুর আঁচড়ে খায়। ওদের কারণে আজ আমি এই জাহান্নামে পচে মরছি,' কে শুনল আর কে শুনল না তার পরোয়া না করে কথাগুলো বলে ফেলল দ্রাগুত। তারপর প্রসপেরোর দিকে ফিরে হেসে বলল, 'আন্দ্রের ভাতিজা চাইছে আমি যেন আপনার উপর প্রতিশোধ নিই। একটা ধূর্ত শয়তান ও।'

মৃদু একটু হাসি খেলে গেল প্রসপেরোর ঠোঁটে। বলল, 'হ্যাঁ, জানি। কিন্তু আমার কাছে এখনও বেঁচে থাকাটা জরুরি। মারা যাওয়ার আগে আমাকে তিনটা কাজ করে যেতেই হবে।'

দ্রাগুত তখন বলল, 'হ্যাঁ, বেঁচে থাকলে হয়তো করবেন। কিন্তু

বইঘর.কম

মারা গেলে কী করেছেন আর কী করেননি তাতে কী আসে যায়?'

'আমার কিছু আসে যায় না বটে, কিন্তু অন্যদের আসে যায়।'

'আপনার যা ইচ্ছা তা-ই করতে পারবেন না। বরং আল্লাহ্ যা লিখে রেখেছেন তাই করবেন। তাঁর ইচ্ছাতেই চলে সবাই। অনেক আগেই আমাদের ভাগ্য লেখা হয়ে গেছে।'

জবাবে প্রসপেরো বলল, 'আমার মনে হয় আল্লাহতায়ালা আমার ভাগ্যে ইতিমধ্যে ওই তিনটা ব্যাপারে সফল হওয়া লিখে দিয়েছেন। নইলে আজ জীবিত অবস্থায় এই দাঁড়ে বসে থাকতে পারতাম না।'

এরপরের প্রায় মাসখানেক ধরে ওরা নিয়াপলিটান জলসীমায় ঘুরে বেড়াল। ওই সময় দাঁড়ে বসা সবাইকে গাধার মত খাটতে হলো। সেই দিনগুলোর অসম্ভব পরিশ্রম এমনকী প্রসপেরোর মত অত্যন্ত শক্তিশালী মানুষকেও তলানীতে নামিয়ে আনে। অন্য সময় লোমেলিনো নিজের ক্ষমতা খাটিয়ে ওকে চাবুক মারা থেকে রক্ষা করলেও কখনো কখনো তা সম্ভব হত না। কখনো অতিরিক্ত গতির দরকার হয়ে পড়লে বাকি সব দাঁড়ির মত ওর পিঠেও নেমে আসত ওয়ার্ডেনের নির্মম চাবুক।

এভাবে এক মাস বা তার কিছু বেশি চলার পর উপস্থিত হয় ল্যাণ্ডোর ভেনেশিয়ান গ্যালিগুলো। মূলত ওগুলো এসেছে জেনোয়িসদের শক্তি বৃদ্ধি করতে। সেই দিনই ফিলিপ্পিনোর জন্য একটা জরুরি চিঠি নিয়ে আসে একটা দ্রুতগামী ফেলুকা। চিঠিতে বলা আছে ওকে তক্ষুণি ফিরে যেতে হবে। ফিলিপ্পিনোও খুশি মনে রাজি হয়ে যায়। কারণ জেনোয়িসরা ভেনেশিয়ানদের পছন্দ করে না। আর ওদের ঘাড়ে ভেনেশিয়ানদের চাপিয়ে দেয়ার ফ্রান্স রাজের সিদ্ধান্তও ও পছন্দ বা সমর্থন করে না। ওই চিঠিটায় আরো একটা হুকুম আছে যে, মারকুইস ডেল ভাস্টোকে তার ক্যাপিটানার টিবারনাকলে থাকতে দিতে হবে। এই হুকুমটা প্রবল

অনিচ্ছার সঙ্গে পালন করল ফিলিপ্পিনো। কারণ মারকুইসের সঙ্গে তার সম্পর্ক শুরুই হয়েছে অপমান দিয়ে। পরেও আর তাদের সম্পর্ক উষ্ণ হয়নি। কিন্তু ফিলিপ্পিনোর কিছু করার নেই কারণ চিঠিটা ডোরিয়ার স্পষ্ট নির্দেশ নিয়ে এসেছে।

ডাক পেয়ে সঙ্গে সঙ্গেই টিবারনাকলে চলে আসে ডেল ভাস্টো। টেবিলে ছড়ানো কাগজপত্র দেখিয়ে ফিলিপ্পিনো তাকে বলল, 'এই মুহূর্তে আমাকে জেনোয়ায় ফিরে যাওয়ার হুকুম করা হয়েছে।'

ডেল ভাস্টোর প্রতিক্রিয়া, 'অবরোধের কী হবে?'

ড্যাম কেয়ার গলায় ফিলিপ্পিনো বলল, 'ওটা ভেনেশিয়ানদের মাথাব্যথা। অবরোধ খুব বেশিদিন থাকরে বলে আমার মনে হয় না। দুর্ভিক্ষ আর মহামারী যদি আর কিছুদিন চলে তাহলে লট্রেসকেও পাততাড়ি গোটাতে হবে। শুনেছি, তার ক্যাম্পেও ঢুকে পড়েছে প্লেগের জীবাণু। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, পুরো ইটালিতেই ছড়িয়ে পড়বে এই প্লেগ। জেনোয়াতেও শুরু হয়ে গেছে বলে শুনেছি। লট্রেস যখন ক্যাম্প করে তখনই তাকে সাবধান করে দিয়েছিলাম যে, কোন জলাধারের সঙ্গে যেন সংযোগ না রাখে। কিন্তু আমার কথা সে শোনেনি। নিজের কথাই সে ঠিক মনে করেছে। ফ্রেঞ্চম্যানদের যা বৈশিষ্ট্য হয় আরকী।'

ফ্রেঞ্চদের প্রতি বিরূপ মন্তব্য শুনে ডেল ভাস্টোর ভ্রূ দুটো একবার উঁচু হয়েছে কেবল। কিন্তু কোন মন্তব্য করা থেকে বিরত রইল সে।

ফিলিপ্পিনো বলে চলেছে, 'হয়তো এখন সে বুঝতে পারছে, আমি মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছিলাম। পানির সঙ্গে মহামারীর জীবাণু চারিদিকে ছড়াচ্ছে। সেইসঙ্গে ওই পানি পচে দূষিত আর বিষাক্ত করে তুলছে বাতাস। লট্রেসকে বলেছিলাম, নিয়াপলিটান এলাকায় গ্রীষ্মে ক্যাম্প না করতে। কিন্তু কে শোনে কার কথা।

বইঘর.কম

আসলে ফ্রেঞ্চদের আপনি কখনোই কিছু শেখাতে পারবেন না। স্রষ্টাকে ধন্যবাদ, সময় থাকতেই আমার চাচাও ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছে।'

ডেল ভাস্টো তখন বলে বসে, 'আহ, তাই? আমি বসতে পারি?' বলে একটু সরে একটা চেয়ারে বসে পড়ল সে। ডেল ভাস্টোর কাছে কোন অস্ত্র নেই। তার পরনের সিল্কের পোশাকটার রঙ হলুদাভ সাদা আর তার কোমরের বেল্টে শোভা পাচ্ছে ক্যাবোকন এমারেল্ড। নেপলস থেকে পোশাক-আশাক কেনার অনুমতি পেয়েছে সে। খরচ আসে তার জন্য আসা চিঠির দৌলতে। যা হোক, ফিলিপ্পিনোর কথার জবাবে সে বলল, 'মেসার আন্দ্রে তাহলে বুঝতে পেরেছে যে সে এতদিন ভুল প্রভুর আনুগত্য করে এসেছে?'

সঙ্গে সঙ্গেই সতর্ক হয়ে গেল ফিলিপ্পিনো। বলল, 'চিঠিতে অমন কিছু বলা নেই।'

'তাই? তবুও আশা করি ব্যাপারটা যেন সে বুঝতে পারে।'

'বোঝাবুঝি অনেক কিছুর উপর নির্ভর করছে।'

'তাই? তা সেই বিষয়গুলো কী?'

'আপনার জন্য একটা চিঠি এসেছে। সেটা দিয়েই বিষয়গুলো জানা শুরু করতে পারেন।'

চিঠিটা নিয়ে সেটার সিল ভেঙে পড়তে শুরু করল মারকুইস। পড়া শেষে মুখ তুলে বলল, 'এখানে এমন কিছু নেই যেটা আমাদের সম্রাটের নামে আমি দিতে পারব না।'

'সম্রাটের নামে!? আরেকটু বুঝতে দিন। সম্রাটের নামে চাচার কাছে যে প্রস্তাব আপনি পাঠিয়েছেন, সেটা বাস্তবায়নের পূর্ণ ক্ষমতা আপনার আছে?'

তখন শার্টের বুক পকেটের ভাঁজ থেকে একটা চিঠি বের করল মারকুইস। সেটা দেখিয়ে বলল, 'এটা হিজ ম্যাজেস্টির নিজের

হাতে লেখা। এক সপ্তাহ আগে চিঠিটা আমার হাতে এসেছে। দেখতেই পাচ্ছেন, চিঠিটায় আমাকে পূর্ণ ক্ষমতা দেয়া হয়েছে।'

চিঠিটা ফেরত দিতে দিতে ফিলিপ্পিনো বলল, 'আপনি তাহলে সম্রাটের তরফ থেকে চুক্তি করার ক্ষমতা পেয়েছেন। জানেনই তো, আমার চাচার কিছু চাহিদা আছে। যেমন প্রথমেই আছে প্রস্তাবিত ভাতা ও অন্যান্য টাকার প্রসঙ্গ। চিঠিটা তো আপনি নিজেই পড়ে দেখেছেন।'

জবাবে ডেল ভাস্টো বলল, 'হ্যাঁ, পড়েছি। অনেক দাবি-দাওয়া। তবে আমাদের সম্রাটের হাত খাট নয়। ফ্রান্সের মহান রাজার মত তিনি তার ক্যাপ্টেনদের অকূল সাগরে ভাসিয়ে দেন না। চিন্তা করবেন না, দাবিগুলো পূরণযোগ্য।'

ফিলিপ্পিনো বলল, 'তাহলে এবার মুক্তিপণ ও গণিমতের মালের প্রসঙ্গ তোলা যায়। ফ্রান্সের রাজা মুক্তিপণের অংশ আর গণিমতের পুরোটাই দাবি করেছেন।'

'আমাদের সম্রাট দুটোই পরিশোধ করতে রাজি আছেন।'

মুখটা গম্ভীর করে ফিলিপ্পিনো বলল, 'খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রসঙ্গ তুলতেই হচ্ছে। সেটা জেনোয়ার স্বাধীনতা নিয়ে।'

ডেল ভাস্টো একগাল হেসে বলল, 'হ্যাঁ, আসলেই এটা গুরুত্বপূর্ণ। ভেবেছিলাম, প্রথমেই এই প্রসঙ্গটা তুলবেন।'

ডেল ভাস্টোর সকৌতুক মন্তব্য ফিলিপ্পিনোর মোটেও পছন্দ হয়নি। প্রথমে গাম্ভীর্য, তারপর কৌতুক ফিলিপ্পিনোর সন্দেহ জাগিয়ে তুলছে। ও ভাবছে, আসলেই কতটা জানে এই ডেল ভাস্টো। যা-ই জানুক, এখনই কথাবার্তা শেষ হবে।

ডেল ভাস্টো বলে চলেছে, 'আমি ভাল করেই জানি, ফ্রান্সের রাজার তরফ থেকে আপনার চাচা যে কথা দিয়েছিলেন তা রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে না। ফ্রেঞ্চ রাজের স্বভাব সম্বন্ধেও আমি ভালভাবেই অবগত। মহামান্য পোপের দেয়া কথাও রক্ষা হয়নি।

বইঘর.কম

এমনকী জেনোয়ায় আপনার চাচার বর্তমান নড়বড়ে অবস্থান সম্বন্ধেও আমি জানি। আমার জানাশোনা দেখে অবাক হচ্ছেন? অবাক হবেন না। জানাই আমার কাজ। আর, এসব না জানলে নিশ্চয়ই মেসার ডোরিয়ার কাছে আলাপ-আলোচনার প্রস্তাব পাঠাতাম না? জেনোয়াবাসীর প্রতি তার প্রতিজ্ঞাগুলো তো রাখতে হবে। সেটাই আমাকে বেশি আগ্রহী করে তুলেছিল। যতদিন মেসার ডোরিয়া ফ্রেঞ্চ রাজের আনুগত্য করছে ততদিন ওই প্রতিজ্ঞা পূরণ করার আশা দুরাশা হয়েই রইবে।'

বেশ বিরক্ত গলায় ফিলিপ্পিনো বলল, 'অত বেশি অনুমান করতে যাবেন না। একটা ব্যাপার আপনাকে নিশ্চিত করছি, জেনোয়ার স্বাধীনতার নিশ্চয়তা যে না দেবে, আমার চাচা তার সঙ্গে কখনোই হাত মেলাবে না।'

'অবশ্যই, অবশ্যই...'

ডেল ভাস্টোর গলায় এমন একটা সুর ফুটল যে তার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল ফিলিপ্পিনো। বুঝতে চাইল, লোকটা তাকে নিয়ে মস্করা করছে কিনা। তারপর জোর গলায় বলল, 'আপনারা নিশ্চয়ই এটা মানতে রাজি আছেন যে, লিগুরিয়ান রিপাবলিকের (জেনোয়ার আরেক নাম) শাসন ও পরিচালনায় কোন বিদেশি রাষ্ট্র কখনো হস্তক্ষেপ করতে পারবে না?'

'বুঝতে পেরেছি। তবে এই ঘোষণা দেয়ার ক্ষমতা এককভাবে সংরক্ষণ করেন কেবলমাত্র সম্রাট।'

'তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে, সম্রাট কি লিগুরিয়াদের স্বাধীনতার ঘোষণা দেবেন? মনে রাখবেন, এই কথার উপরই নির্ভর করছে স্প্যানিশ সম্রাটের সঙ্গে লর্ড ডোরিয়ার চুক্তি। ব্যক্তিগতভাবে আমি আপনাকে নিশ্চিত করছি, সম্রাট এই ঘোষণা না দিলে আমাদের মধ্যে কোন চুক্তিই হবে না।'

জবাবে ডেল ভাস্টো বলল, 'আমাদের সম্রাটের কাছে

জেনোয়া একটা সেতুর অপর প্রান্ত। জেনোয়ার পোর্ট ব্যবহার করার সুবিধা দেয়া হলে, জেনোয়িসরা তাদের ইচ্ছামত শাসক বেছে নিতে পারবে। এ বিষয়ে সম্রাট কোন হস্তক্ষেপ করবেন না। আর বাইরের কেউ যেন হস্তক্ষেপ করতে না পারে সেটাও তিনি দেখবেন।'

ফিলিপ্পিনো তখন বলল, 'আমরা এমনকী ইটালির সামরিক সরকারকেও ট্যাক্স দিতে পারব না।'

'আমি তো আগেই বলেছি, জেনোয়ার নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেবেন সম্রাট। কিন্তু, বিনিময়ে চান জেনোয়ার বন্দর ব্যবহারের অধিকার। আর কোন দাবি তাঁর নেই।'

মোটামুটি সন্তুষ্ট হলো ফিলিপ্পিনো। বলল, 'আপনি যেহেতু আপনার সম্রাটের পক্ষে এতকিছুর নিশ্চয়তা দিচ্ছেন, তাই লর্ড ডোরিয়ার পক্ষ থেকে বলছি, ধরে নিতে পারেন আমাদের সমঝোতা হয়ে গেছে। শুধু আনুষ্ঠানিক সই-স্বাক্ষর বাকি রইল।'

'দারুণ। আমাদের কাজ মোটামুটি শেষ। এখন তাহলে বলা যায়, আমালফির যুদ্ধে আপনার বন্দি করা স্প্যানিশ সৈন্য ও অফিসারদের জন্য আর কোন মুক্তিপণের ব্যাপার থাকছে না।'

কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই ফিলিপ্পিনোর চেহারা থেকে সন্তুষ্টির ছাপ গায়েব হয়ে গেল। ও বলল, 'এই ব্যাপারটা লর্ড ডোরিয়ার হাতে ছেড়ে দেয়াই ভাল। যুদ্ধ থেকে প্রাপ্ত সমস্ত সম্পদ তার প্রাপ্য।'

ডেল ভাস্টোর মুখে ফুটে উঠল চতুর হাসি। সে বলল, 'স্যর ফিলিপ্পিনো, এই প্রশ্ন তুলবে মসিয়ে ডি লট্রেস। আপনি নন। কারণ ইতিমধ্যেই লর্ড ডোরিয়া আপনার মাধ্যমেই ঘোষণা দিয়েছেন তিনি স্পেন সম্রাটের সেবক। কাজেই সম্রাটের এক সেবক আরেক সেবককে আটকে রেখে তার জন্য মুক্তিপণ চাইতে পারে না।'

ডেল ভাস্টোর চেহারায় এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র ছাড় দেয়ার আভাসও নেই। তাই দেখে ফিলিপ্পিনো বলল, 'ঠিকই বলেছেন। কথা দিচ্ছি, চুক্তি স্বাক্ষর হলেই এরা সবাই মুক্তি পাবে।'

'আপনার বন্দিদের ব্যাপারে আমার কিছু বলার আছে। বিশেষভাবে মেসার প্রসপেরোর ব্যাপারে। তার মুক্তির জন্য আমি চুক্তি স্বাক্ষর হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারছি না। তার বর্তমান অপমানজনক অবস্থান থেকে এখনি মুক্তি চাইছি। এবং তার যা পদমর্যাদা, সেই অনুযায়ী তার সঙ্গে আচরণ দাবি করছি।'

ফিলিপ্পিনোর চিকন মুখটা অন্ধকার হয়ে গেল। উত্তর দেবার আগে একমুহূর্ত থেমে কথা গুছিয়ে নিল সে। তারপর বলল, 'মাই লর্ড, কী বলছেন আপনি নিজেই বুঝতে পারছেন না। প্রসপেরো সাধারণ যুদ্ধবন্দি নয়। সে একজন সামরিক অপরাধী...'

সঙ্গে সঙ্গে তাকে বাধা দিয়ে ডেল ভাস্টো বলল, 'ওসব আগেও শুনেছি। আবার নতুন করে বলার দরকার নেই।' বলে এক কদম এগিয়ে টেবিলের পাশে গিয়ে দাঁড়াল ডেল ভাস্টো। তারপর ফিলিপ্পিনোর চোখে চোখ রেখে বলল, 'আপনার ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য সম্রাটের মূল্যবান ও অনুগত একজন অফিসারকে মাল্লাদের দাঁড়ে পচতে দেয়া সম্ভব না।'

ফিলিপ্পিনোর ভিতর ধিকিধিকি জ্বলতে থাকা আগুনে ঘি ঢেলে দিল ডেল ভাস্টোর কথাগুলো। ফুঁসে উঠল ফিলিপ্পিনো। সম্রাটের মুখ থেকে এমন কথা ও মানতে পারে। কিন্তু তার নিচের কারো কাছ থেকে অমন তিরস্কার কোনভাবেই মানতে রাজি না সে। বলল, 'আমরা ডোরিয়ারা কিন্তু সম্রাটের সেবায় এখনও যোগ দিইনি।'

সমান তেজে জবাব দিল মারকুইস, 'যদি আমার এই দাবি উপেক্ষা করা হয় তাহলে সম্রাটের সেবায় আপনাদের যোগ দেয়া হবেও না। তার আগে বলুন, সম্রাট আপনাদেরকে তাঁর আশ্রয়ে

BG & MAH

নিচ্ছেন, নাকি আপনারা সম্রাটকে আপনাদের আশ্রয়ে নিচ্ছেন? আপনার সব কথাই আমি শুনেছি। আপনাদের এই দাবি আছে, ওই দাবি আছে, সেই দাবি আছে। আমি শুনেছি, মেনেছিও। আমার দাবিও আপনি শুনেছেন। এবং আমাদের মাঝে চুক্তি হতে হলে এই দাবি বাস্তবায়ন হতেই হবে।'

ফিলিপ্পিনো খুব ভাল করেই জানে জেনোয়ার শাসন-ক্ষমতা ডোরিয়া পরিবারের হাতে ধরে রাখতে হলে স্পেন রাজের সাহায্য তাকে পেতেই হবে। তাছাড়া আলোচনায় ব্যর্থ হলে ওর নিজের কোন কৃতিত্ব তো থাকবেই না, সঙ্গে চামড়াও যেতে পারে। কাজেই তার রাগে পানি ঢেলে দিল ডেল ভাস্টোর কথাগুলো। তখন ফিলিপ্পিনো বলল, 'কিন্তু এটা তো বিবেচনা করবেন, যে এই লোকটা সাধারণ কোন বন্দি নয়। অন্য সবাই সম্মানিত ও সম্ভ্রান্ত বংশের লোক। আর ও...'

ওর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে ডেল ভাস্টো বলল, 'প্রসপেরো আমার বন্ধু।'

একবার বাউ করে ফিলিপ্পিনো বলল, 'তারপরও, মাই লর্ড। আমার দায়িত্বের একটা প্রশ্ন তো রয়েই যায়। এক বছর আগে পোপের সেবায় কার্যরত থাকতে, ও নিজের দায়িত্ব ছেড়ে পালায়...'

'সেটা পোপের মাথাব্যথা, আপনার না।'

'আমাকে একটু বলতে দিন। আমরা ফ্রান্সের আনুগত্য করি। আর পোপের মৈত্রী ফ্রান্স রাজের সঙ্গে। কাজেই এটা আমারও দায়িত্ব।'

'শুনেছি, আর আমার বক্তব্যও বলেছি। কটু কথাগুলো আবার বলতে চাইছি না। একটু আগে না আপনিই বলেছেন আমাদের মধ্যে সমঝোতা হয়ে গেছে, এখন শুধু চুক্তিতে সই বাকি?'

'কিন্তু ওই অপরাধটা হয়েছে যখন ও ছিল ফ্রান্সের সঙ্গে...'

‘এখন আর সেই মৈত্রী নেই।’ ফিলিপ্পিনোর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে ডেল ভাস্টো বলল। ‘যে কথা বলে আপনি ওকে অপমানিত করতে চাইছেন তাতে তো আপনার নিজেরই লজ্জিত হওয়া উচিত। কেন প্রসপেরো ওর দায়িত্ব ছেড়ে চলে এসেছিল তা আমি জানি না ভেবেছেন? আপনাদের অসততা ওকে তেমনটা করতে বাধ্য করেছিল।’

‘আমাকে আপনি অপমান করছেন, মাই লর্ড।’

‘আপনার কারণেই কথাটা বলতে বাধ্য হয়েছি,’ বলল ডেল ভাস্টো।

‘তাই বলে অসততা!’

‘আপনার খুব বেশি খারাপ লাগলে আপনাদের অপকর্মের অন্য একটা নামও বের করতে পারি।’

ভীষণ রেগে গিয়ে ডেল ভাস্টোর দিকে তাকিয়ে রইল ফিলিপ্পিনো। রাগে ওর নাকের পাটা ফুলে উঠেছে। বেশ কতগুলো গভীর শ্বাস নিয়ে নিজেকে খানিকটা সামলাতে পারল ও। তারপর বলল, ‘আমাকে ভুল বুঝছেন, লর্ড। আমার কাছে এটা স্রেফ একটা দায়িত্ব। এর বেশি কিছু নয়।’

‘তাহলে বলতে হচ্ছে, এখন সেগুলো মূল্যহীন,’ নিচু কণ্ঠে বলল ডেল ভাস্টো। সে খুব ভাল করেই জানে যে, হাতে চাবুক থাকলেই সেটা দিয়ে সবসময় পেটাতে হয় না। তাই কণ্ঠ নরম করে ফেলল সে। বিনীত কণ্ঠে বলল, ‘আরেহ্, এই তুচ্ছ একটা ব্যাপার নিয়ে আমরা এত সময় নষ্ট করছি কেন! সত্য তো সত্যই। আর এটা ভুললেও চলবে না যে প্রসপেরোর বাবার দিকে আততায়ীর তলোয়ার উঠতে যাচ্ছিল স্পেন সম্রাটের প্রতি আনুগত্যের কারণে। কাজেই তার না পালিয়ে উপায় ছিল না। আপনার কি ধারণা সম্রাট এ বিষয়ে অবগত নন? প্রসপেরোর ঘটনার দিকে নতুন করে সম্রাটের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে আমাকে

বাধ্য করবেন না, মেসার ফিলিপ্পিনো। সেটা কারো জন্যই ভাল হবে না। সেটা হয়তো ওই ঘটনার জন্য দায়ীদের প্রতি সম্রাটের রাগ জাগিয়ে তুলবে।'

কথাগুলো ফিলিপ্পিনোর আত্মা কাঁপিয়ে দিয়েছে। সম্রাটের প্রতিনিধির বক্তব্য ভালভাবে বিবেচনা করে দেখল সে। বাস্তবতা বুঝতে পেরে শেষ পর্যন্ত নিজের অবস্থান থেকে পিছিয়ে গেল। তারপরও অপমানটা হজম করতে রীতিমত নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হচ্ছে ওকে। বলল, 'নিজের কথা বলতে পারি, ব্যাপারটা ভুলে যাব আমি...

'হ্যাঁ, ভুলে যাওয়াই ভাল,' পরামর্শ দিল ডেল ভাস্টো।

মাল্লাদের বেঞ্চ থেকে মুক্তি পেল প্রসপেরো।

সাত

লেরিকি

পিওমবিনোর খাল নামের সরু সাগর দিয়ে এক সারিতে এগিয়ে চলছে নয়টা গ্যালি। এলবা দ্বীপ আর মূল ভূখণ্ডের মাঝ দিয়ে বয়ে চলা সাগরের ওই অংশটা বেশ সরু হওয়ায় একে খাল বলা হয়।

পূর্ব-দক্ষিণ থেকে আসা মৃদুমন্দ বাতাস পালে নিয়ে মসৃণ গতিতে এগিয়ে চলছে জেনোয়িস গ্যালিগুলো। দাঁড়িরা তাদের দাঁড়গুলো তুলে গুটিয়ে রেখেছে। মাঝে মাঝে এই পুব-দক্ষিণা বাতাস এমন দুরন্ত গতিতে বয় যে তখন সেটা ইটালিয়ান

নাবিকদের কাছে রীতিমত আতঙ্কের অপর নাম হয়ে দাঁড়ায়। ওই বাতাস তাদের কাছে পরিচিত লিব্বেচিও নামে।

পশ্চিমে মণ্টে গ্রসো পাহাড়ের পিছনে ডুবতে বসেছে সূর্যটা। ডুবন্ত সূর্যের লালচে আলোয় দেখা যাচ্ছে অ্যাসনসেল্লো আর টাসকানের সবুজ পাহাড়।

জাহাজের সারিতে আট নাম্বার গ্যালি সিগনোরা। ওটাতেই বসে আছে ডেল ভাস্টো সহ আমালফি যুদ্ধের আরো তিন বন্দি। সারির সবশেষে আসছে লোমেলিনোর গ্যালি মোরা। মোরা থেকে সেদিন সকালেই প্রসপেরোকে প্যারোল দেয়া হয়েছে। মুক্তি দেয়া হয়েছে দাসত্বের শেকল থেকেও। ডেকের নিচে একটা ছোট্ট কেবিনও বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ওর জন্য। ডেল ভাস্টোর ওয়ারড্রোবে নিজের মাপের অনেক কাপড় পেয়েছে ও। কাজেই কাপড় বদলানো কোন সমস্যা হয়নি।

ফিলিপ্পিনোর সঙ্গে আলাপ-আলোচনার পর সেদিন বিকেলেই প্রসপেরোকে দাঁড়ির আসন থেকে উদ্ধার করতে আসে ডেল ভাস্টো। তখনই ডেল ভাস্টোর সঙ্গে ফিলিপ্পিনোর দর কষা ও নিজের আপাত মুক্তির ব্যাপারটা জানতে পারে প্রসপেরো। সব শুনে ডেল ভাস্টোকে ও বলল, 'সত্যিই আমাকে আপনি বন্ধু বলে মনে করেন, আমি কৃতজ্ঞ।'

'নাহ্। আমি শুধু আপনার ন্যায্য প্রাপ্য আদায়ের চেষ্টা করেছি,' ডেল ভাস্টোর বিনীত মন্তব্য।

দাসদের সারি থেকে প্রসপেরোকে নিয়ে ওপরে প্রথম ডেকে উঠে এসে ডেল ভাস্টো বলল, 'এখানে বিশুদ্ধ বাতাস পাওয়া যাবে।' আসলে দাসদের ঘামের দুর্গন্ধ থেকে বাঁচতে রীতিমত ছুটে ওপরে চলে এসেছে সে। রেলিঙের পাশে দাঁড়িয়ে তাজা বাতাসে বুক ভরে নিল ডেল ভাস্টো। তারপর বলল, 'আসলে আমিই আপনার কাছে ঋণী। সময়মত আপনি যদি ডোরিয়ার দুরবস্থার

খবর না আনতেন তাহলে কোন কিছুই হত না। আমি জানতাম, সম্রাটের ইচ্ছা ডোরিয়াকে তাঁর মুঠোয় রাখা। কারণ সম্রাট খুব ভালভাবেই জানেন যে ইটালির উপর কর্তৃত্ব করতে হলে আগে তাকে ভূমধ্যসাগরের কর্তৃত্ব পেতে হবে। ডোরিয়া ইতিমধ্যেই প্রমাণ করেছে যে, ওই এলাকায় তার ফ্লিটই সবচেয়ে শক্তিশালী। এবং সে যার অধীনে থাকে সে-ও শক্তিশালী হয়ে ওঠে।'

রেলিঙে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে প্রসপেরো। এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সাদা ফেনার মুকুট মাথায় নিয়ে ধেয়ে আসা ঢেউগুলোর দিকে। দেখছে, জাহাজের প্লাউয়ে একের পর এক আছড়ে পড়ছে ঢেউগুলো। ডেল ভাস্টোর কথা শুনে হালকা একটু হাসল ও। বলল, 'এবার পৃথিবী দেখবে ডোরিয়ার আসল চরিত্র। লোভের বশে স্পেন রাজের কাছে আনুগত্য বিক্রি করেছে সে। ডোরিয়ার অপকর্মের দুর্গন্ধ পাবে সবাই।'

কপাল কুঁচকে গেল ডেল ভাস্টোর। প্রশ্ন করল, 'আপনার কাছে এটাই কি আসল ব্যাপার?'

'আমি বরং এভাবে বলব, চুক্তিটা হওয়ায় আমি সন্তুষ্ট,' জবাব দিল প্রসপেরো।

'আমার মনে হয় টাকাপয়সার লোভের চেয়ে জেনোয়ার স্বাধীনতাই ডোরিয়ার কাছে মুখ্য ছিল। সে খুব ভালভাবে বুঝিয়ে দিয়েছিল যে, জেনোয়ার স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দেয়া না হলে যা-ই আমরা প্রস্তাব করি না কেন সে তাতে আগ্রহী নয়,' বলল ভাস্টো।

'অবশ্যই, অন্য কিছুর তার কাছে আসলেও মূল্য নেই। কারণ স্বাধীনতা ছাড়া সে তো আর জেনোয়ার শাসন ক্ষমতায় থাকতে পারছে না। এমনকী ফ্রান্সের রাজার কাছেও একই শর্তে আনুগত্য বিক্রি করেছিল সে। এভাবেই সে নিজের কাজকর্ম জায়েজ করে নেয়।'

'কিন্তু সে তো কপটতা করার লোক না, কী বলেন? তাছাড়া,

ফ্রান্সের রাজা তার সঙ্গে বেইমানি করেছে বলেই তো সে দল বদল করল, তাই না?'

'ডোরিয়া তেমনটাই দাবি করবে। কিন্তু বিশ্ব ওর বক্তব্যে বিভ্রান্ত হবে না। এখন থেকে ডোরিয়ার পরিবারের নতুন নীতি হবে "টাকা যার আনুগত্য তার",' প্রসপেরোর কণ্ঠে প্রকাশ পেল ডোরিয়ার প্রতি স্পষ্ট ঘৃণা।

দ্বিধান্বিত দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে রইল ডেল ভাস্টো। বলল, 'এ কি শুধু প্রতিশোধ নেয়ার ইচ্ছা থেকে বলছেন, নাকি এর পিছনে আরো কোন বাস্তবতা আছে?'

প্রসপেরো বলল, 'ডোরিয়ার এখন যে-কোন মূল্যে টাকা দরকার। কে টাকা দিল তাতে কিছুই আসে যায় না। সেজন্যই ফ্রেঞ্চ আনুগত্য ত্যাগ করেছে সে। আর, প্রতিশোধ নেয়ার কথা বলছেন? পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে না চাইলে আমি মানুষ হওয়ারই যোগ্য না। ডোরিয়াই বাবার উপর তার শত্রুদের লেলিয়ে দিয়েছিল। সে-ই আমার বাবার খুনি।'

'কিন্তু শুধু ডোরিয়ার একার ক্ষমতা ছিল না অমন কিছু করার। ফ্রেগোসিরা প্রকাশ্যে ফ্রেঞ্চদের সমর্থন করেছিল তখন,' বলল ভাস্টো।

'হ্যাঁ, কারণ ফ্রেগোসিদেরকে সুতোয় বেঁধে পুতুল নাচ নাচানো খুব সহজ। তাই ওদের দিয়ে ফ্রেঞ্চদের সমর্থন দেয়ানো হয়েছে। কিন্তু আমরা অত সহজে ভুলবার পাত্র নই। তাই সবাই চেয়েছে আমাদেরকে সবার আগে সরাতে। সময় আর সুযোগ পেলে আমাদের সবাইকেই নিশ্চিহ্ন করে ফেলত ডোরিয়া।'

'এ নিছকই আপনার অনুমান,' বলল ডেল ভাস্টো।

'ফিলিপ্পিনো একটা ঘৃণ্য কয়েদির মত দাসদের সঙ্গে শেকলে বেঁধে রেখেছিল আমাকে। চেয়েছিল পোপের হাতে তুলে দিতে। এটাও কি অনুমান?'

‘কিন্তু ফিলিপ্পিনো তো তার চাচা না। সে যা করেছে তার নিজের আগ্রহের আতিশয্যে করেছে।’

‘ডোরিয়াকে নিয়ে চিন্তায় পড়ে গেছেন?’ প্রশ্ন করল প্রসপেরো।

জবাবে একবার কাঁধ ঝাঁকিয়ে ডেল ভাস্টো বলল, ‘আমি ভাবতেও চাই না যে সম্রাটের জন্য এমন এক লোককে কাজে নিয়েছি, যে বেশি টাকার জন্য যে-কোন সময় দল বদল করবে।’

‘চিন্তা করবেন না। সম্রাটের ধনভাণ্ডার ছোট নয়। অমন কিছু যাতে না হয় সেদিকে সম্রাট নিজেই দৃষ্টি রাখবে,’ বলল প্রসপেরো।

‘অন্য কোনভাবে এটা আমাকেই নিশ্চিত করতে হবে,’ বলল ডেল ভাস্টো।

প্রসপেরো বলল, ‘আরেকটা ব্যাপারে ভাবছি। বিচারের নাম করে আমাকে শাস্তি দেয়ার সুযোগ এখন আর ডোরিয়াদের নেই। এমনকী দাসদের সঙ্গে আমৃত্যু দাঁড়ে বেঁধে রাখার সুযোগও হারিয়েছে। কাজেই একটা মাত্র ব্যাপারই ঘটতে পারে। কোন এক অন্ধকার রাতে হঠাৎ আমার পিঠে বিঁধে যাবে ছুরির ফলা। কোন না কোনভাবে আমার চামড়া ওদের চাই-ই চাই।’

শুনে ফুঁসে উঠে ডেল ভাস্টো বলল, ‘তেমন কিছু ঘটলে ভয়ানকভাবে এর মূল্য চুকাতে হবে ওদের।’

‘আহ, তখন প্রতিশোধের ফুল সুবাস ছড়াবে আমার কবরের উপর। আপনার কথা শুনে ভাল লাগল,’ মন্তব্য করল প্রসপেরো।

প্রসপেরোর কাঁধে আন্তরিকতার সঙ্গে হাত রেখে ডেল ভাস্টো বলল, ‘আমার মনে হয় অত সাহস ওরা দেখাবে না। প্রতিশোধের শপথে আমার বিশ্বাস নেই। তবে এটা বলতে পারি, সম্রাটের হাত আপনার মাথার উপর সবসময় ছায়া হয়ে থাকবে। আপনি সম্রাটের একজন সম্মানিত ক্যাপ্টেন। সময়মত ব্যাপারটা

বইঘর.কম

ডোরিয়াদেরও স্মরণ করিয়ে দেব।'

প্রসপেরোর কাছে ডেল ভাস্টোর কথা অবশ্যই মূল্যবান। কিন্তু তাই বলে নিজের নিরাপত্তার প্রশ্নে একটুও ঢিল দেয়ার বান্দা না ও। কারণ সত্যি বলতে এখনো ওরা ফিলিপ্পিনোর বন্দি। কাজেই নিজের নিরাপত্তা নিয়ে প্রসপেরোর শঙ্কা থাকাটাই স্বাভাবিক। ও ভাবছে, চাইলেই সাগরে ঝাঁপিয়ে পড়ে পালানোর চেষ্টা করা যায়। কিন্তু তা সম্ভবত সফল হবে না। কারণ প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ধরা পড়ে যাবে। তবে পালানোর চিন্তা একেবারে বাদ দিল না প্রসপেরো। ভেবে রাখল, গ্যালিগুলো বন্দরে নোঙর করে রাখা অবস্থায় ঘোর অন্ধকার কোন এক রাতে পালিয়ে যাবে। লোমেলিনোর জন্য অবশ্য একটা নোট রেখে যাবে ও। তাতে বলা থাকবে, ওর বিনিময়ে প্রাপ্য মুক্তিপণ লোমেলিনো অবশ্যই পাবে।

বেশ চিন্তা-ভাবনার করে প্রসপেরো শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল, ও পালাবেই। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এরপরই গ্যালিগুলো জেনোয়ার পরিবর্তে চলে গেল গালফ অভ স্পেজিয়ায়।

বিস্তৃত সবুজ সমভূমির উপর দাঁড়িয়ে আছে লেরিকি দুর্গ। বিকেলের মৃদু আলোয় সবুজের পটভূমিতে দুর্গের লালচে দেয়াল দারুণ এক দৃষ্টিনন্দন দৃশ্যের অবতারণা করেছে। ওই দুর্গেই অপেক্ষা করছে ভবিষ্যৎ পুনর্নির্মাণের স্বপ্নে বিভোর ডোরিয়া।

সন্ধ্যা নাগাদ বন্দরে নোঙর করল গ্যালিগুলো। ক্যাপিটানা থেকে ক্যাপ্টেনদের কাছে নির্দেশ গেল যে, বন্দিদের সঙ্গে নিয়ে বন্দরে অপেক্ষা করবে তারা। বাকি সবার মত লোমেলিনোর কাছেও খবরটা পৌঁছুল। খবরটা প্রসপেরোকেও জানানো হলো। এই ঘটনা ওর পরিকল্পনায় একটা অনাকাঙ্ক্ষিত মোড় এনে দিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গেই করণীয় বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল প্রসপেরো। ওদিকে ছয় দাঁড়ির একটা ছোট নৌকা প্রস্তুত করার হুকুম দিয়েছে লোমেলিনো।

সন্ধ্যা থেকেই ঠাণ্ডা বাতাস ছেড়েছে। লোমেলিনোর ঠাণ্ডা বাতাস একদম সহ্য হয় না। তাই কাঁধে একটা ক্লোক চড়িয়েছে সে। টিবারনাকলে জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে বড় তিনটা লণ্ঠন। সোনালি আভায় উজ্জ্বল হয়ে আছে টিবারনাকলের ভিতরটা। তবে বাইরে সেই আলো পৌঁছয়নি। অন্ধকার লোয়ার ডেকের উপর দেখা গেল ততোধিক অন্ধকার দুটো মূর্তি। প্রসপেরো আর লোমেলিনোর মূর্তি।

খুবই নিচু স্বরে লোমেলিনোকে বলল প্রসপেরো, 'লেরিকিতে যেতে আমার বাধছে।'

লোমেলিনো বলল, 'তা কেন? ওখানে তো গ্যালির চেয়ে অনেক আরামে ঘুমাতে পারবেন।'

'হ্যাঁ, তাহলেই হয়েছে। পিঠে ছুরি খাওয়ার জন্য ডোরিয়াদের বিছানায় ঘুমাবে একজন অ্যাডর্নো।'

লোমেলিনো বিরক্ত হলো। তবে অন্ধকারে তার চেহারার বিরক্তিটা দেখা গেল না। সে বলল, 'ধারণাটা ঠিক না। তাছাড়া কথাটায় অহঙ্কার আর অতি কল্পনা প্রকাশ পাচ্ছে।'

'অহঙ্কার, হয়তো। কিন্তু অতি কল্পনা? না, মোটেও না। চরম লাঞ্ছনা করে দাসদের সঙ্গে আমাকে দাঁড়ে বেঁধে রাখার কথা কি ভুলে যাব?'

'মানি, আপনার রাগার অনেক কারণ আছে। কিন্তু তারপরও বলব ডোরিয়ারা আততায়ী নয়।'

'এখনও নয়। তবে আগামীকাল হয়ে যাবে না, তার নিশ্চয়তা কে দেবে? ওদের চেয়ে আমি বরং আপনাকে অনেক বেশি বিশ্বাস করি। তাছাড়া আমি আপনার বন্দি, ফিলিপ্পিনোর না। তাহলে আমার জন্য মুক্তিপণ চাইতে আপনি ভয় করছেন কেন?'

'ভয়?' রীতিমত গর্জে উঠল লোমেলিনো।

'ভয় যদি না-ই পান তাহলে বলুন আমার মুক্তিপণ হিসেবে

কী প্রত্যাশা করেন? নাকি আমি বলব? আচ্ছা, দুই হাজার ডাকাট হলে আপনি সন্তুষ্ট হবেন?'

'দুই হাজার ডাকাট! ঈশ্বর! বুঝলাম, আপনি দর কষেন না।'

'নিজের মুক্তি নিয়ে কে-ই বা দর কষে? প্রস্তাবটা গ্রহণ করছেন?'

'ধীরে, বন্ধু, ধীরে। টাকাটা কে দেবে?'

'ব্যাঙ্ক অভ সেইন্ট জর্জিয়া। আমার নিজ হাতে লেখা একটা হ্যাণ্ড নোট পাবেন আপনি।'

লম্বা একটা শ্বাস ফেলে কাষ্ঠ হাসি হাসল লোমেলিনো। বলল, 'বিশ্বাস করুন, আয়োজনটা করতে পারলে আমি সত্যিই খুব খুশি হতাম। কিন্তু কথা হচ্ছে, ডোরিয়ার মুখোমুখি দাঁড়ানো আমার দ্বারা সম্ভব নয়।'

'বলতে চাইছেন, আমার প্রস্তাবটা গ্রহণ করছেন না। আমাকে লেরিকিতে যেতেই হবে, তাই তো?' বলল প্রসপেরো।

'আর তো কোন উপায় দেখছি না।'

'বেশ। তা-ই হোক। এক মিনিট, আসছি...' বলে কেবিনে ঢুকে গেল প্রসপেরো। যেন কিছু একটা ভুলে ফেলে এসেছে। পরমুহূর্তেই ভিতর থেকে ভেসে এল ওর ডাক। যেন কিছু একটা ওখানে ছিল, কিন্তু এখন পাচ্ছে না। জবাবে লোমেলিনো ভিতরে ঢুকতে ঢুকতে বলল, 'দাঁড়ান, আলো জ্বালছি।'

প্রসপেরোর ফাঁদে পা দিল লোমেলিনো।

লোমেলিনো কেবিনে ঢুকতেই নিঃশব্দে তার পিছনে পৌঁছে গেছে প্রসপেরো। আচমকা লোমেলিনোর গলা নিজের কনুইয়ের ভাঁজে আটকে ফেলল ও। ফলে মস্তিষ্কে রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে গেল। একই সময় লোমেলিনোর পিঠে হাঁটু তুলে তাকে পুরোপুরি অচল করে ফেলল ও। বলল, 'দুঃখিত, মেসার লোমেলিনো। কিন্তু এমনটা না করে আমার উপায় নেই। কোন কিছুর বিনিময়েই

BG & MAH

আমি লেরিকিতে যাচ্ছি না। মুক্তিপণের প্রস্তাবটা গ্রহণ করলেই ভাল করতেন।'

বলতে বলতেই লোমেলিনোর কোমর হাতড়ে তার ড্যাগারটা নিয়ে নিল প্রসপেরো। ওকে বাধা দিতে চাইলেও সেই উপায় লোমেলিনোর নেই। এরপর হাতের আরেকটা জোরালো চাপে লোমেলিনোকে অজ্ঞান করে ফেলল প্রসপেরো। টেনে নিয়ে গেল কেবিনের ভিতরের সিঁড়ির পাশে। তাকে বাঁধতে হলে অনেক সময়ের দরকার, তাই ওই ঝামেলায় প্রসপেরো গেল না। প্রতিটা মুহূর্ত এখন মহামূল্যবান। লোমেলিনোকে সিঁড়ির প্রথম ধাপে শুইয়ে দিল প্রসপেরো, বাকি কয়েক ধাপ পিছলে নেমে গেল অচেতন লোমেলিনো। একমুহূর্ত থেমে দেখে নিল লোকটা জীবিত আছে কিনা। নিশ্চিত হয়ে তুলে নিল লোমেলিনোর হ্যাট, স্কারলেট ক্লোক ও তার তলোয়ারের বেল্ট। ওসব নিজেই পরে নিল। কেবিন থেকে যখন প্রসপেরো বেরিয়ে এল দেখা গেল ক্লোক গায়ে হ্যাট মাথায় বেরিয়ে এসেছে একটা মূর্তি। কেউই সন্দেহ করল না যে লোকটা লোমেলিনো নয়।

মইয়ের পাশে অপেক্ষা করছে ওয়ার্ডেন। একবার কেবল সে প্রশ্ন করল, 'মেসার অ্যাডর্নো আসেনি?'

জবাবে কণ্ঠ গম্ভীর করে ও বলল, 'না।'

লোকটা তখন প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকাতেই ও হুকুম করল, 'পথ ছাড়ো।'

ওয়ার্ডেন খানিকটা অবাক হলেও আর কিছু বলল না। কারণ তার কাজ হুকুম পালন করা, ক্যাপ্টেনকে প্রশ্ন করা নয়। ওয়ার্ডেন লোকটা তখন নিচে নেমে বার্জের হাল ধরে দাঁড়াল। আর প্রসপেরো বসল তার পাশে।

তীরের দিকে মোটামুটি অর্ধেক পথ পার হয়ে গেছে ওদের বার্জ। ওখান থেকে গ্যালির টিবারনাকলে জ্বলতে থাকা

আলোটাকে টিমটিমে কুপির মত দেখাচ্ছে। উঠে দাঁড়াল প্রসপেরো। ওয়ার্ডেনকে হুকুম করল, 'টিলার ছাড়ো।'

নিশ্চিত হতে চাইল ওয়ার্ডেন। প্রশ্ন করল, 'জী?'

'টিলার ছাড়তে বলেছি,' বলতে বলতে কাঁধ ঝাঁকিয়ে ক্লোকটা ফেলে দিল ও। প্রথমেই ওয়ার্ডেনের চোখে পড়ল দাড়িহীন মুখ। ভাল করে দেখতে টিলার থেকে হাত সরিয়ে আরেকটু এগিয়ে এল সে। ঘটনা বুঝতে গিয়ে অজান্তেই প্রসপেরোর জন্য সুবিধা করে দিয়েছে। তার ভারসাম্য নষ্ট করা প্রসপেরোর জন্য এখন আরো সহজ। লণ্ঠনের অল্প আলোয় প্রসপেরোর চেহারাটা দেখাচ্ছে ধূসর, বিবর্ণ। কিন্তু তাতে ফুটে থাকা কাঠিন্য ওয়ার্ডেনের দৃষ্টি এড়াল না। আঁতকে উঠে পিছিয়ে গেল সে। কিন্তু তারপর আর একটা শব্দও উচ্চারণ করতে পারল না। প্রসপেরোর ধাক্কা খেয়ে রেইলিং টপকে ঝপাৎ করে ঠাণ্ডা পানিতে পড়ল সে। বার্জের নিয়ন্ত্রণ এখন প্রসপেরোর হাতে।

ওদিকে ঘটনার আকস্মিকতায় মাল্লারা হতভম্ব হয়ে দাঁড় বাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। তাদেরকে উৎসাহ দিয়ে প্রসপেরো বলল, 'টানো সবাই, সর্বশক্তিতে দাঁড় টানো। আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে স্বাধীনতার মধুর স্বাদ। মনে রেখো, কিছুক্ষণের মধ্যেই ওরা আমাদের ধাওয়া করা শুরু করবে। ধরা পড়লে আর রক্ষা নেই, জাহান্নাম দেখিয়ে ছাড়বে। সুতরাং এমনভাবে দাঁড় বাও যেন খোদ শয়তান তোমাদের ধাওয়া করেছে।'

আর কিছু বলার দরকার নেই। স্বাধীনতার সুবাস পেতে শুরু করেছে ওরা। কাজেই শুরু করল সর্বশক্তিতে দাঁড় বাওয়া। ওদিকে হিমশীতল পানিতে পড়ে ঠাণ্ডায় কাতর ওয়ার্ডেন আশ্রয় চাইল। জবাবে তার হাতে অত্যাচারিত মাল্লারা ফিরিয়ে দিল শাপশাপান্ত আর উপর্যুপরি গালাগাল। সঙ্গে মুফতে 'পরামর্শ' দিল যেন কাপড় খুলে সাঁতার কাটে। 'মাত্র' আধ মাইল গেলেই

জাহাজে উঠতে পারবে সে।

পেছন ফিরে একবার তাকাল প্রসপেরো। দেখতে পেল, লোমেলিনোর গ্যালি মোরার ডেকে তখনও একই তালে দুলে চলেছে লণ্ঠনগুলো। তবে এখান থেকে ওগুলোকে এখন দেখাচ্ছে ছোট ছোট বিন্দুর মত।

আট

সিটি অভ ডেথ

রাতভর দাঁড় বাইল দাঁড়িরা। বলা বাহুল্য, আর কখনো এভাবে ওরা দাঁড় বায়নি। এমনকী ওয়ার্ডেনের চাবুকের ভয়ও এভাবে ওদের দাঁড় বাইতে বাধ্য করতে পারেনি কখনো।

তীর থেকে আন্দাজ এক মাইল দূরে সরে বার্জের মুখ পশ্চিমে ঘুরিয়ে নিল প্রসপেরো। তীরের সমান্তরালে এগিয়ে চলেছে ওরা। উদ্দেশ্য জেনোয়ায় পৌঁছনো। জেনোয়ায় ওর কী বিপদ হতে পারে সে সম্বন্ধে প্রসপেরো অজ্ঞ নয়। কিন্তু আসলে ওখানে না গিয়ে ওর উপায়ও নেই। কারণ ধারে-কাছে রসদ জোগাড় করার মত জায়গা কেবল এক জেনোয়া ছাড়া আর কোথাও নেই। লোমেলিনোর কাছ থেকে কেড়ে নেয়া তলোয়ার ঝোলানোর বেল্টটায় তলোয়ারের সঙ্গে একটা ড্যাগারও আছে। আর আছে ছোট একটা স্বর্ণের বাক্স, একটা নোট বুক, আর ছয় ডাকাট (ডাকাট: বিংশ শতকের আগ পর্যন্ত ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ব্যবহৃত স্বর্ণ বা

রৌপ্য নির্মিত মুদ্রা বিশেষ)। ওগুলো ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নিল প্রসপেরো। ওর ইচ্ছা ফ্লোরেন্স হয়ে অরেঞ্জের প্রিন্সের সঙ্গে যোগ দেবে। তাহলে পথে মায়ের সঙ্গেও দেখা করে যেতে পারবে।

ভোরের আলো ফুটতে ফুটতে পাহাড়ী এলাকা লাভান্তোর কাছে পৌঁছে গেল ওরা। ওদিকে ধাওয়াকারীদের কোন চিহ্ন কোথাও দেখা যাচ্ছে না। পুব দিগন্তে ভেসে উঠতে শুরু করেছে উদীয়মান সূর্যের আলোক ছটা।

লাভান্তোর ঘাটে বার্জ ভেড়াল প্রসপেরো। পুরো গ্রাম এখনও ঘুমিয়ে আছে বা এক-দু'জন করে জাগতে শুরু করেছে। প্রসপেরো সোজা চলে গেল সবচেয়ে কাছের সরাইখানায়। ওখান থেকে নিয়ে এল রাই-এর রুটি, ওয়াইন, ছয়টা শার্ট আর সবার জন্য হ্যাট। সঙ্গে অবশ্য কয়েকটা ফাইলও নিয়ে এসেছে ও। ওগুলো দিয়ে পায়ের শিকলগুলো ভাঙবে মাল্লারা।

আবার রওনা হলো প্রসপেরোর বার্জ। মেইনল্যাণ্ড দৃষ্টির আড়াল হওয়া মাত্রই প্রসপেরোকে ডাক দিল একজন। দিগন্তে একটা মাস্তুলের ডগা দেখতে পেয়েছে সে। পুব থেকে ধেয়ে আসা বাতাসে অল্প সময়ের মধ্যেই সেটা পরিণত হলো অগ্রসরমাণ একটা গ্যালির ফুলে ওঠা পালে। কোন সন্দেহ নেই, ওটা ওদের ধাওয়াকারী গ্যালি।

জোরালো পশ্চিমমুখী বাতাস দেয়ায় মনে মনে স্রষ্টাকে একবার ধন্যবাদ দিয়ে প্রসপেরো হুকুম দিল তিন কোনা পাল তুলে দিতে। পাল তোলায় ক্লান্ত লোকগুলো বিশ্রাম নেয়ার সুযোগ পেল। খাওয়া-দাওয়া করে নিজেদেরকে শেকলমুক্ত করার প্রয়াস পেল ওরা। দ্রুতই পৌঁছে গেল বোনাসোলা গ্রামের পাশে। জলপাই গাছে ছাওয়া গ্রামে সবুজের পটভূমিতে সাদা বাড়িগুলো ছবির মত সুন্দর দেখাচ্ছে।

ওদিকে ধাওয়ারত গ্যালিটা ওদের থেকে তিন মাইলের মধ্যে

পৌঁছে গেছে। দ্রুত আরো কাছিয়ে আসছে। এই গতিতে চললে এক ঘণ্টার ভিতরই ধরা পড়ে যাবে ওরা। আর ওই গ্যালিটা সত্যিই ধাওয়াকারী হলে ওখানেই খতম ওদের এই পলায়ন অভিযান। দাসদের সবাইকে চাবকেই মেরে ফেলা হবে। আর প্রসপেরোকে এমন কোথাও আটকে ফেলা হবে যে ডেল ভাস্টোর শত ক্ষমতা দিয়েও ওকে আর মুক্ত করা সম্ভব হবে না। এসব ভেবে প্রসপেরো সিদ্ধান্ত নিল ওরা মাটিতে নেমে পড়বে। কথাটা শুনে বিরাট স্বস্তি পেল মাল্লারা।

বোনাসোলার সোনালি বালুকাবেলায় নিজের সঙ্গে অতি সামান্য যা ছিল সেগুলোই সবার মধ্যে ভাগ করে দিল ও। প্রত্যেকের ভাগে পড়ল আধ ডাকাট করে। এটুকু পেয়েই খুব খুশি হলো সবাই। অন্তর থেকে ওকে আশীর্বাদ করল ওরা। তারপর হারিয়ে গেল যার-যার পথে। ওরা চলে যেতেই গ্রামে গিয়ে উঠল প্রসপেরো। আধ ডাকাট দিয়ে ভাড়া করল একটা গাধা। ওটায় করে উপকূলের পাশ দিয়ে বিশ মাইল পথ পাড়ি দিয়ে পৌঁছল কিয়াভারি-তে। ওখান থেকে ডাক অফিসের একটা ঘোড়ার সঙ্গে নিজের গাধাটা বদলে নিল ও। তারপর প্রায় সন্ধ্যা নাগাদ পৌঁছে গেল জেনোয়ার দেয়ালের কাছে।

গির্জাগুলোয় ততক্ষণে সীমানা প্রাচীরের ফটক বন্ধ করার ঘণ্টা বাজানো শুরু হয়ে গেছে। ঘণ্টার আওয়াজ শুনে দ্রুত এগিয়ে গেল ও। প্রসপেরো ফটক পার হবার সঙ্গে সঙ্গে ফটক বন্ধ করা শুরু করল প্রহরীরা। তখন পেছন থেকে ভেসে এল আরেকটা ঘণ্টা বাজানোর আওয়াজ। গাধা-টানা একটা গাড়ি নিয়ে দ্রুত এগিয়ে আসছে এক লোক। সে-ই একটু দূর থেকে ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে আসছিল। ওই গাড়ির পিছনে আসছে আরো দু'জন লোক। তাদের কাঁধে ঝুলছে লোহার গ্রাপলিং হুক। অসন্তুষ্ট দৃষ্টিতে আড়চোখে প্রসপেরোর দিকে চাইল তারা। একজন তো বলেই

ফেলল, 'ঘণ্টা বাজাচ্ছিলাম শুনতে পাওনি?' বলে ওর উত্তরের অপেক্ষা না করেই চলে গেল তারা। পাহারার ঘর থেকে সেন্ট্রি বেরিয়ে এসে ওর দিকে একবার তাকাল বটে। তবে তার দৃষ্টিতে বিন্দুমাত্র কৌতূহল নেই।

সারা ইটালিতে যুদ্ধের আগুন জ্বলছে। তবে জেনোয়ায় এখনও এর আভাস আসেনি। ক্যাম্পেট্টোর ভিতর দিয়ে সান সিরোর দিকে চলেছে প্রসপেরো। ওখানেই স্কিপিওনি ডি ফিয়েসির বাড়ি। জেনোয়ায় স্কিপিওনিই এখন প্রসপেরোর একমাত্র ভরসা। পথে যেতে যেতে ওর একটা অদ্ভুত অনুভূতি হতে থাকে। মনে হয় যেন পরিত্যক্ত শহরে ঢুকেছে। এমন না যে শহরের নীরব রাস্তা ও কখনো দেখেনি। কিন্তু নীরব রাস্তায় যে দুয়েকজন চোখে পড়ছে তারা শিকারির তাড়া খাওয়া বন্য জন্তুর মত ছুটে পালাচ্ছে। ভরা গ্রীষ্মের তাপদগ্ধ সন্ধ্যা এখন। রাস্তায় এখন থাকার কথা গল্প-গুজবরত লোকের জটলা, দুলকি চালে ছুটে চলা ঘোড়সওয়ার ইত্যাদি। কিন্তু লোকজনের নাম-নিশানাও নেই কোথাও। পথের ধারের বাড়িগুলোর দেয়ালে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে কেবল ওর ঘোড়ার খুরের শব্দ। অন্ধকার আরো ঘনিয়ে এলে একটা-দুটো বাড়িতেই কেবল আলো জ্বলে উঠল। সান ডমিনিকোর একটা ছাড়া বাকি সরাইগুলোকে মনে হচ্ছে মৃত! ওই একটা জায়গাতেই কেবল যা একটু লোকজনের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। জায়গাটা ছাড়িয়ে আসতেই আবার জেঁকে বসল নীরবতা।

একটু এগুতেই ওর ঘোড়াটা হঠাৎ হ্রেষা করে থেমে গেল। সামনে ঝুঁকে প্রসপেরো দেখল রাস্তার উপর পড়ে আছে এক লোক। তাড়াতাড়ি নেমে লোকটাকে দেখতে এগিয়ে গেল ও। গায়ে হাত দিয়ে বুঝল অনেক আগেই মারা গেছে সে।

রাস্তার অপর পাশ দিয়ে দ্রুত পায়ে চলে যাচ্ছিল এক লোক। পথের একমাত্র জীবিত প্রাণী সে। তাকেই ডাক দিল প্রসপেরো।

BG & MAH

বলল, 'এই যে, ভাই, এখানে একজন লোক মরে পড়ে আছে।'

গতি না কমিয়েই লোকটা বলল, 'সকাল হওয়া পর্যন্ত ওকে ওখানেই পড়ে থাকতে হবে। সরাই চলে গেছে,' বলে চলে গেল সে।

প্রসপেরোর মনে হলো, লোকটা কোন কারণে ভয় পাচ্ছে। তারপরও দ্বিধাগ্রস্তভাবে ওখানেই দাঁড়িয়ে রইল সে। ভাবছে ফ্রেঞ্চ শাসনে কি রাতে কোন পাহারা রাখা হয় না? তখন মনে হলো ও নিজে মৃতদেহটা নিয়ে কিছু করতে গেলে নানা প্রশ্ন উঠবে। তাতে নিজের অসুবিধাই হবে কেবল। কাজেই লোকটাকে ছেড়ে নিজেও ঘোড়ায় চড়ে বসল প্রসপেরো।

শেষ পর্যন্ত সান সিরোতে ফিয়েসি প্রাসাদে পৌঁছে গেল ও। পৌঁছে অবাক হয়ে দেখল ঘোর অন্ধকারে ডুবে আছে পুরো প্রাসাদ। সাধারণত প্রাসাদের ভারী সদর দরজার পাল্লাগুলো সবসময় খোলা থাকে। কিন্তু আজ সেগুলোও বন্ধ।

বিশেষ একটা জায়গার উপর পাথর ঠুকল ও। আঘাতটা প্রাসাদের ভিতর একটা ফাঁপা প্রতিধ্বনি তোলে। ফলে ওখান থেকেই লোকজন বুঝতে পারে মূল ফটকে কেউ আছে। বেশ কিছুক্ষণের নীরব অপেক্ষার পর আবার পাথর ঠুকল ও। তারও বেশ কিছু সময় পর পদশব্দ শোনা গেল। পিনপতন নীরবতার মাঝে পাল্লার বোল্ট সরানোর আওয়াজ গুলির মত শোনাল প্রসপেরোর কানে। ফটকের বিরাট পাল্লার গায়ে ছোট্ট একটা জানালা খুলল, দেখা দিল লণ্ঠন হাতে একজন বৃদ্ধ লোক। বিরক্ত কণ্ঠে সে জিজ্ঞেস করল, 'কে আপনি? নক করেছেন কেন? কী চাই?'

'আমি মেসার স্কিপিওনির সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। তিনি ভিতরে আছেন?'

'ভিতরে? মেসার স্কিপিওনি? সে কেন এখন এখানে থাকবে!

বইঘর.কম

তাছাড়া এ প্রশ্ন করছেন কেন?'

'তার খবরটা জানতে পারলে খুবই উপকৃত হব।'

তখন বৃদ্ধ বলল, 'বাকি সবার মত মেসার স্কিপিওনিও গত সপ্তাহে জেনোয়া ছেড়ে চলে গেছে।'

'চলে গেছে! কোথায় গেছে বলতে পারেন?'

'জানি না, কোথায়। লাভাঙ্গায় যেতে পারে। অথবা আকুই-এ তার কান্ট্রি হাউসেও যেতে পারে। অথবা হয়তো আরো দূরে কোথাও। তাকে এখানে পাবেন ভেবেছেন কেন, স্যর?'

'খোদা! সবার হয়েছেটা কী? সবাইকে কি ভূতে পেল!'

'ভূত?' বয়স্ক লোকটার মুখের কাষ্ঠ হাসিটা আসলেই ভূতের মত দেখাল তখন। ছোট্ট একটা দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এল সে। বলল, 'আপনি নির্ঘাত জেনোয়ার বাইরে থেকে এসেছেন। তা কখন নেমেছেন?' বলতে বলতে রাস্তার অপর পাড়ে একদিকে হাত তুলে ইঙ্গিত করে বলল, 'ওটা দেখেছেন?'

প্রসপেরোর চোখে কিছুই পড়েনি। সে পাল্টা প্রশ্ন করল, 'কী দেখব?'

আবার ভূতের মত হেসে লোকটা বলল, 'ক্রুশ, নোবেল স্যর, ক্রুশ।'

এবার খুব ভালভাবে দেখার চেষ্টা করল প্রসপেরো। তখন আবছাভাবে দেখতে পেল রাস্তার ওপারে একটা বাড়ির দরজায় লাল রঙে ক্রুশ আঁকা আছে। বলল, 'দেখেছি, একটা ক্রুশ আঁকা। কিন্তু তাতে কী?'

'তাতে কী! ও, যিশু আর মেরি, ওটা প্লেগ আক্রান্ত বাড়ি। প্লেগের প্রকোপে ওই বাড়ির সবাই মারা গেছে।'

এবার টনক নড়ল প্রসপেরোর। ভয়ার্ত কণ্ঠে বলল, 'প্লেগ? এখানেও প্লেগ চলে এসেছে?'

'হ্যাঁ। মানুষের দুরাচার আর অনৈতিকতার শাস্তি হিসেবে

খোদা প্লেগের অভিশাপ ফেলেছেন আমাদের উপর। *সডোম* আর *গমরাহ*-এর উপর যেভাবে আগুন এসে পড়েছিল [পবিত্র কুরআনে বর্ণিত নবী লুত (আঃ)-এর দুটি সম্প্রদায় সডোম ও গমরাহ। অহঙ্কার, ব্যাপক অন্যায়, অনাচার, জিনা, ব্যভিচারের কারণে মাটি উল্টে দিয়ে এদেরকে ধ্বংস করে দেন আল্লাহতায়ালা। সে স্থানে এখন ডেড সি বিদ্যমান। এ ঘটনার কথা বাইবেলেও উল্লেখ আছে।], আমাদের উপরও সেভাবে এসে পড়েছে প্লেগ। সবাই বলে অভিশাপ প্রথমে পড়েছিল নেপলসের উপর। পোপ আর রোমের উপর লোভের থাবা ফেলতে চাওয়ার শাস্তি হিসেবে অভিশাপ প্রথমে পড়ে ওদের উপর। অন্য অনেকের মত মেসার স্কিপিওনিও পালিয়ে গেছে। হাহ্, যেন খোদার অভিশাপ থেকে কেউ পালিয়ে বাঁচতে পারে! মেসার ট্রিভুলজিয়ো আর তার ফ্রেঞ্চ সাঙ্গপাঙ্গরা ক্যাস্টেলেট্টোর ভিতর নিজেদেরকে গৃহবন্দি করে রেখেছে। যেন দুর্গের দেয়াল ওদেরকে প্রভুর রোষ থেকে বাঁচাতে পারবে! খুব খারাপ একটা সময়ে জেনোয়ায় ঢুকেছেন, স্যর। এখানে এখন কেবল পাবেন রাস্তার পাশে বা বাড়িঘরে পড়ে থাকা মৃতদেহ আর পাবেন আমার মত গরীব লোকদের, যাদের কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই,' বলে হালকা একটু হাসতে হাসতে ফিরে গেল। তার হাসিটা শুনে প্রসপেরোর মনে হলো যেন নিজেকেই উপহাস করছে সে। যেতে যেতে বলে গেল, 'যান, এখান থেকে চলে যান, স্যর। খোদা আপনার সহায় হোন।'

কিন্তু প্রসপেরো চলে গেল না। জায়গায় দাঁড়িয়েই শুনল বৃদ্ধ লোকটার চলে যাওয়ার শব্দ। তারপর আবার ঘোড়ায় চড়ল ও। সরু খাড়া পথ বেয়ে চলল নিচের দিকে। জেনোয়ায় একটা পোস্ট অফিস আছে। ওখানেই ওর ঘোড়াটা ফেরত দিতে হবে।

ভাবছে, স্কিপিওনির মত লোকই যেহেতু চলে গেছে তাহলে ওর পরিচিত আর কাউকেই জেনোয়ায় পাওয়া যাবে না। সিদ্ধান্ত

বইঘর.কম

নিল মার্চেণ্টির ওই সরাইখানাতেই রাত কাটাবে। সকাল হলে পরবর্তী করণীয় বের করা যাবে।

খুব ধীরে ও সাবধানে পথ চলছে প্রসপেরো। ভয় পাচ্ছে, পাছে আবার রাস্তায় পড়ে থাকা কাউকে মাড়িয়ে না দেয় বা শত্রুপক্ষের কারো সঙ্গে দেখা হয়ে না যায়। কিন্তু কারো সঙ্গেই দেখা হলো না ওর। একসময় অন্ধকারাচ্ছন্ন সরু পথ ছেড়ে তুলনামূলক আলোকিত এলাকায় পৌঁছল ও। পুব আকাশে উঠছে সরু এক ফালি চাঁদ। পানিতে সেই চাঁদ প্রতিফলিত হয়ে তৈরি হয়েছে একটা অসাধারণ দৃশ্য। এখানে এসে খানিকটা জনমানবের সাড়া পেল প্রসপেরো। এমনকী দু'জন পথচারী ওকে স্বাগতও জানাল। সামনের চত্বরে এসে পড়ছে সরাইখানা মার্চেণ্টি থেকে আসা আলোর আভা। শোনা যাচ্ছে সরাই থেকে ভেসে আসা হেঁড়ে গলার 'কথোপকথন', ধুমাধুম ড্রাম পেটানোর আওয়াজ, কোন ধরনের বাদ্যযন্ত্রের সুর, সঙ্গে বেসুরো গলার গান। সব মিলিয়ে জায়গাটায় নরক গুলজার চলছে বলে মনে হলো প্রসপেরোর। যেন একদল মড়াখেকো পিশাচ এসে জড়ো হয়েছে এক জায়গায়, চলছে শয়তানকে খুশি করার উন্মাতাল আয়োজন।

অথচ প্রসপেরো জানে এই সরাইখানায় সাধারণত সম্ভ্রান্ত লোকেরাই ওঠে। বড় ব্যবসায়ী, জাহাজের মালিক, প্রথম শ্রেণীর ন্যাভাল অফিসার আর বাইরে থেকে আসা অভিজাত ঘরের সম্ভ্রান্ত অতিথিরাই এই সরাইয়ের গ্রাহক। কিছু সাধারণ লোকও এখানে আসে বটে, তবে সেটা নিখাদ বিনোদন পাওয়ার উদ্দেশ্যে। এই সরাইয়ে মহিলাদের উপস্থিতি ছিল না। বিশেষ করে সরাইয়ের আবাসিক সুবিধা সংবলিত এলাকায় মহিলাদের প্রকাশ্য উপস্থিতি তো কল্পনাই করা যেত না। অথচ প্রসপেরো দেখতে পাচ্ছে এখন ওখানে ওঠা বেশিরভাগ লোকই গ্যালি বা ব্যাগিনো থেকে আসা

দাসের ওয়ার্ডেন, জাহাজের বেয়ারা, সাধারণ নাবিক আর ভবঘুরে। অন্য সময় হলে এরা এই সরাইয়ের চৌকাঠ মাড়ানোর সাহসও করত না।

লোকগুলো উচ্চকণ্ঠে হাসছে বটে কিন্তু ওদের ভিতরের আতঙ্ক তাতে লুকানো থাকছে না। ওদিকে মঞ্চে বসা দু'জন মহিলা গলাগলি করে বেসুরো গলায় কী একটা গান গাইছে। গান শেষ হলে শুরু হলো হল্লা আর হাসাহাসি। তখনই একজন, দু'জন করে ওর দিকে তাকাতে শুরু করল। ওই লোকগুলোর মধ্যে ওকে লাগছে ভিন গ্রহের কোন প্রাণীর মত। কারণ ওর পরনে তখনও ডেল ভাস্টোর কাছ থেকে ধার নেয়া চমৎকার পোশাক আর লোমেলিনোর কাছ থেকে নেয়া স্কারলেট ক্লোক।

কয়েক মুহূর্তের পিনপতন নীরবতার পর হঠাৎ আবার হৈ চৈ করে উঠল সরাইয়ে বসে থাকা প্রায় মাতাল লোকগুলো। এবার এমনকী আগের চেয়েও বেশি কানে লাগল ওদের হৈ হল্লা। সবাই একসঙ্গে এগিয়ে এল ওকে দেখতে, কপট স্বাগত জানাতে আর ওকে ওদের মধ্যে ভিড়িয়ে নিতে। ধমকে উঠল প্রসপেরো, 'পথ ছাড়ো। এ কোন্ নরকের মধ্যে এসে পড়লাম!'

ওর মন্তব্য শুনে কেউ হাসল, কেউ গর্জে উঠল আর যাদের তখনো হুঁশ ছিল তারা জায়গায় বসে রইল তামাশা দেখার আশায়। ঠিক তখন তাদের তামাশা দেখার আশায় পানি ঢেলে দিয়ে বেরসিকের মত ভিড় ঠেলে এগিয়ে এল সরাইয়ের মালিক মার্কেন্টোনিয়ো। তার ভিতর তখনও ভদ্রতাবোধ আছে। প্রসপেরোকে স্বাগত জানাল সে, 'স্বাগত, লর্ড প্রসপেরো!'

'এ কী দেখছি, মার্কেন্টোনিয়ো! মার্চেন্টিতে যে শয়তানের উপাসনা শুরু করেছ!'

একটু নিচু কণ্ঠে জবাব দিল মার্কেন্টোনিয়ো, 'সময় এই হাল করেছে, লর্ড। খদ্দের বলতে এখন কেবল এরাই বাকি। খুব

খারাপ একটা সময়ে এসেছেন, মাই লর্ড। আসুন, ওপরে পরিষ্কার কামরা আছে। তাছাড়া আপনার পদধূলি পড়লে সম্মানিত হবে আমার বাড়ি, সম্মানিত হব আমিও। আসুন।'

মার্কেন্টোনিয়োর কনুইয়ের গুঁতো আর বকাবকির ঠেলায় সরে গিয়ে ওদেরকে পথ করে দিল বাকিরা। তবে কটু মন্তব্য, কৌতুক আর তির্যক বাক্য বর্ষণ করতে ছাড়ল না কেউ। প্রসপেরো ভাবছে প্লেগের কথা। কী এক জিনিস! ধনী-দরিদ্র, উঁচু-নিচু সবাইকে এক কাতারে দাঁড়াতে বাধ্য করেছে এই মহামারী।

যা হোক, মার্কেন্টোনিয়োর 'খদ্দেরদের' কাছ থেকে সরে আসতে পেরে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল প্রসপেরো। একটা পেঁচানো সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠল ওরা। ওদের সামনে আলো হাতে পথ দেখাল পনেরো-ষোলো বছর বয়সের একটা মেয়ে। সুসজ্জিত একটা কক্ষে ঢুকল ওরা। সুসজ্জিত হলেও বাতাসে ভাসছে বদ্ধ ঘরের সোঁদা গন্ধ। ঘরটা খুব গরম হয়ে আছে। জানালাগুলো কতদিন ধরে বন্ধ খোদা মালুম। মেয়েটা ততক্ষণে বাতিগুলোয় আলো দেয়া শুরু করেছে।

ঘর্মাক্ত মুখ মুছে দুঃখিত চেহারায় প্রসপেরোর দিকে তাকাল মার্কেন্টোনিয়ো। বলল, 'খোদা, রহম করো। মহামারীটা আমাদের একদম ধসিয়ে দিয়েছে, লর্ড। পরিস্থিতি খুবই খারাপ।'

'হ্যাঁ। মৃত্যুর পরশে বেরিয়ে এসেছে জেনোয়ার মানুষদের নীচ চেহারা। "যৌক্তিক"-ই বটে।'

'যৌক্তিকতার দিন বহু আগেই চলে গেছে, মাই লর্ড।'

'হ্যাঁ, তা তো দেখতেই পাচ্ছি। শূকরের পালে নাম লিখিয়েছে সবাই।'

'ওদের প্রতি একটু সহানুভূতি দেখান, লর্ড। ভয়ে, আতঙ্কে ওদের পাগল হবার দশা। মাতাল হয়ে মহামারীর আতঙ্ক ভুলতে চাইছে সবাই। জেনোয়া শাসনের জন্য যখন থেকে মেসার

ডোরিয়া ওই লোভী ফ্রেঞ্চদের এনেছে তখন থেকেই কঠিন সময় শুরু হয়ে গিয়েছিল। যারাই ফ্রেঞ্চদের সমর্থন দিয়েছে, সাহায্য করেছে, এখন আফসোস করছে তারা সবাই। হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছে, কত বড় ভুল তারা করেছে। পারলে তারা আবার আপনার বাবার শাসনামলে ফিরে যেত। ঈশ্বর তার আত্মাকে শান্তি দিন।' বলে নিজের বুকে ক্রুশ আঁকল মার্কেণ্টোনিয়ো। 'আমাদের কথা আর কী বলব। নিশ্চয়ই আমাদের পাপের কারণেই এখানে মহামারীর অভিশাপ নেমে এসেছে। যাক, এখন বলুন, লর্ড, কীভাবে আপনার সেবা করতে পারি। কী আনব আপনার জন্য?'

প্রসপেরোর কেবল দরকার খাবার আর ঘুম। পরের দিন কী করবে সেটা পরের দিনই ভাবা যাবে। জানালা খুলে দিল প্রসপেরো। যদিও প্রচলিত ধারণা বাতাসের সঙ্গে জীবাণু ছড়াচ্ছে। তাই জানালা খোলা মানে মহামারীর জীবাণুকে দাওয়াত দিয়ে ঘরে আনা। তবে ওসব প্রসপেরোকে বিচলিত করতে পারল না। খাবার পরিবেশন করা হলো। তবে খাবারের মানের জন্য বিনীতভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করল সরাই মালিক। কারণ এই দুঃসময়ে এর চেয়ে ভাল কিছু পরিবেশন করা সম্ভব নয়।

আলো হাতে পথ দেখিয়ে এনেছিল যে মেয়েটি তার নাম ইউফেমিয়া। প্রসপেরোর কখন কী লাগে দেখার জন্য তাকে রেখে গেছে মার্কেণ্টোনিয়ো। এক মাথা কালো চুল মেয়েটার। গরমের কারণে মৃদু ঘর্মাক্ত হয়ে আছে লালচে চেহারা। আর মুখে ফুটে আছে কেমন অদ্ভুত হাসি! সেটাকে প্রশ্রয়ের হাসি বললেও ভুল হবে না। তবে যত্নের সঙ্গে কাজ করছে মেয়েটি। প্রসপেরোর হাত-মুখ ধোয়ার জন্য বেসিনে পানি ঢেলে দিল। তাতে পর্যাপ্ত সিরকাও মেশাল। মেয়েটার মতে জীবাণুর বিরুদ্ধে সিরকা খুবই কার্যকর। আর ও যেহেতু বাইরে থেকে এসেছে তাই ওর উচিত

বইঘর.কম

সিরকা মেশানো পানিতে হাত-মুখ ভাল করে ধুয়ে যতটা সম্ভব পরিষ্কার হয়ে নেয়া। বলতে বলতে একটা তামার পাত্রে কিছুটা জ্বলন্ত কয়লা ঢেলে দিল সে। তারপর ঘরের দুর্গন্ধ তাড়ানোর জন্য কয়লার পাত্রে ঢেলে দিল কিছুটা সুগন্ধির গুঁড়ো। ইউফেমিয়া বলল, মহামারীকে সে মোটেও ভয় পায় না। কারণ সেইন্ট লরেন্স চার্চের সেইন্ট জনের কফিন থেকে আনা কাপড়ের টুকরো দিয়ে বানানো স্ক্যাপুলারি পড়ে আছে সে (স্ক্যাপুলারি: বুক-কাঁধ জড়িয়ে থাকা ব্যাণ্ডেজের মত আবরণ)। পৃথিবীর সমস্ত স্বর্ণের বিনিময়েও ওটা সে খুলবে না। তবে এটা ছাড়া যা-ই তাকে করতে বলা হোক, প্রসপেরোর 'সেবায়' সে হাজির। মুখে নিমন্ত্রণের হাসি নিয়ে কথাগুলো বলল মেয়েটা।

ইঙ্গিতটা একদম স্পষ্ট। ওর কথার অন্য অর্থ করার কোন সুযোগই নেই। টেবিলে খাবার সাজিয়ে প্রসপেরোর জন্য অপেক্ষা করছে সে। এবং বারবার করে মার্কেন্টোনিয়োর হয়ে খাবারের ব্যাপারে বিনীত ক্ষমা প্রার্থনা করছে। বলছে যে প্রচুর ভিনেগার ব্যবহার করে খাবারের উপাদানগুলো জীবাণুমুক্ত করা হয়েছে। প্রসপেরোর খাওয়া শেষ হলে পরে তাকে বেশি করে ওয়াইন খেতে পরামর্শ দিল ইউফেমিয়া। বলল, ওয়াইন জিনিসটা অ্যাসিডিক হওয়ায় প্লেগের বিরুদ্ধে কার্যকর। বলতে বলতে নিজের জন্যও ওয়াইন ঢেলে নিল সে।

নয়

গার্ডেন অভ লাইফ

জেনোয়ায় আসার পরের দিনের কথা। পথঘাটে পলায়নরত দুয়েকজন ভীত লোক ছাড়া আর কেউ নেই। পথের দু'পাশের দরজাগুলো সবই বন্ধ। আর বেশিরভাগ দরজার উপরই লাল রঙে আঁকা ক্রুশ ঘোষণা করছে এই বাড়ি সংক্রামিত। আর কোথাও থেকে সাহায্য পাওয়ার আশা না থাকায় শেষ পর্যন্ত প্রসপেরো সিদ্ধান্ত নিল ব্যাঙ্ক অভ সেইন্ট জর্জেই যাবে।

পুরো ইউরোপে এর সমতুল্য আরেকটা আর্থিক প্রতিষ্ঠান তখন ছিল না।

ব্যাঙ্কে ঢুকে একজন গভর্নরকে পেয়ে গেল ও। তার নাম মেসার তাদ্দিও ডেল ক্যাম্পো। জেনোয়ায় মহামারী অমন মারাত্মক আকারে ছড়িয়ে পড়ার পরও লোকটা নিজের দায়িত্ব ছেড়ে চলে যায়নি। প্রসপেরোর নিজ হাতে লেখা হ্যাণ্ড নোটের বিপরীতে ওকে পঞ্চাশ ডাকাট ঋণ দিল ব্যাঙ্ক। তাৎক্ষণিক খরচ মেটানো ও অবিলম্বে নেপলসের পথে রওনা হয়ে যাওয়ার জন্য ওই টাকাই যথেষ্ট।

ওদিকে প্রসপেরো যখন ব্যাঙ্কে ব্যস্ত তখন একটা গাধা টানা গাড়ি নিয়ে মার্চেন্টিতে ঢুকল তিনজন লোক। তাদের গড়ন আর আচার-আচরণে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে ওরা সৈন্য না হয়েই যায়

না। নেমেই ওরা রুক্ষ কণ্ঠে জানতে চাইল প্রসপেরো কোথায়। ওরা বোনাসোলা থেকে চিয়াভেরি হয়ে ডাকের ঘোড়ার ট্র্যাক অনুসরণ করে জেনোয়ায় এসে পৌঁছেছে। আর যেহেতু ডাকের অফিস মার্চেণ্টির পাশে তাই সহজেই অনুমান করে নিয়েছে, ওখানেই পাওয়া যাবে প্রসপেরোকে। কাজেই সরাসরি ওখানে চলে এসেছে তারা।

ওদের প্রশ্নের উত্তরে কোন চিন্তাভাবনা না করেই মার্কেণ্টোনিয়ো স্বীকার করে নিল যে গতরাতে প্রসপেরো এখানেই উঠেছে। সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারল বড় একটা ভুল করে ফেলেছে সে। সৈন্যরা হাসতে হাসতে ঘোড়া থেকে নামল। জানতে চাইল এখন সে কোথায়। উত্তরে মার্কেণ্টোনিয়ো বলল, 'এখন সে কোথায় তা আমি কেমন করে জানব?'

'বলতে চাইছ, প্রসপেরো চলে গেছে?' প্রশ্ন করল একজন।

জবাবে মার্কেণ্টোনিয়ো বলল, 'অনেকটা তেমনই।'

ঠিক তখন ওর পেছন থেকে ইউফেমিয়া বলে বসল, 'হ্যাঁ, চলে গেছে। তবে ফিরে আসবে। সে আপাতত এখানেই থাকছে।'

'বেশ বেশ, এখানেই থাকছে তাহলে,' বলতে বলতে দাঁত বের করে স্বস্তির হাসি দিল অনুসন্ধানকারীদের একজন। জ্বলন্ত চোখে ইউফেমিয়ার দিকে চাইল মার্কেণ্টোনিয়ো। বুঝিয়ে দিল, আজ রাত ওর জীবনের সবচেয়ে খারাপ রাত হতে যাচ্ছে। কড়া পিটুনি আছে ওর কপালে।

ইউফেমিয়া তখন ওই সৈন্যদের ডেকে বলল, 'আপনারা নামবেন না? আমাদের ওয়াইন খুব সুস্বাদু।'

সুরা আর নারীসঙ্গ ওদেরকে তখন এমনভাবে পেয়ে বসেছে যে মার্কেণ্টোনিয়ো কোথায় যাচ্ছে সেদিকে বিন্দুমাত্র নজর রইল না। তবে ইউফেমিয়া সরাইওয়ালার দিকে একটা চোখ রেখেছিল।

BG & MAH

তাকে চুপিচুপি বেরোতে দেখে সে ধারণা করে নিল, প্রসপেরোকে সাবধান করে দিতে যাচ্ছে মার্কেন্টোনিয়ো।

আসলেও তা-ই করতে যাচ্ছে সে। এবং তাকে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতেও হলো না। মুহূর্তখানেক পরই ব্যাঙ্ক থেকে প্রসপেরোকে বের হতে দেখা গেল। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গিয়ে ধাক্কা দিয়ে তাকে ভিতরে ঢুকিয়ে দিল মার্কেন্টোনিয়ো। ক্ষমা চেয়ে বলল, এর অর্থ নিশ্চয়ই তাকে বুঝিয়ে দিতে হবে না। প্রসপেরোও স্পষ্ট বুঝতে পারল মার্কেন্টোনিয়োর ওই আচরণের অর্থ। তাকে ধন্যবাদ দিতে যাচ্ছিল ও। কিন্তু সে ওকে থামিয়ে দিয়ে বলল যে শয়তান ইউফেমিয়া সৈন্যদেরকে প্রসপেরোর এখানে থাকার কথা বলে দিয়েছে। হাতে সময় নেই, প্রসপেরো যেন পালায়। শেষে বলল, 'খোদা আপনার সহায় হোন।'

কিন্তু যেই প্রসপেরো বাইরে পা দিয়েছে ওর প্রায় গায়ের উপর উঠে গেল একটা গাধা টানা গাড়ি। ওটা অনুসন্ধানকারীদেরই গাড়ি। স্রেফ রিফ্লেক্সের বশে লাফিয়ে সরে গেল ও। তারপর বিল্ডিংটার দূরের কোণ দিয়ে গায়েব হয়ে গেল গলির ভিতর। কিন্তু ওই এক পলকেই ওরা প্রসপেরোকে চিনে ফেলল। শিকারের পিছনে ধাওয়ারত একপাল হাউণ্ডের মত প্রসপেরোর পিছু নিল ওরা।

দীর্ঘ সময় ঘোড়ার পিঠে বসে থেকে অনেকটা আড়ষ্ট হয়ে আছে ওরা। অন্যদিকে প্রসপেরো ঝাড়া হাত পা। এই গলি ওই গলি হয়ে দু'পায়ে ছুটে চলল ও। খুঁজতে থাকল লড়াইয়ের উপযুক্ত একটা জায়গা। কারণ ধাওয়াকারীরা সংখ্যায় তিনজন। উপযুক্ত জায়গা না পেলে লড়াইয়ে ওর কোন সুযোগই নেই বলা চলে।

ধাওয়াকারীদের ধোঁকায় ফেলতে ও ছুটতে থাকে প্রায় গোলকধাঁধার মত গলি-ঘুঁচি সমৃদ্ধ ক্যারিগানো এলাকার পথ ধরে।

বইঘর.কম

ওখানে একটা চার রাস্তার সংযোগস্থলে এসে ক্যাথেড্রালের পথ ধরল প্রসপেরো। চার রাস্তার মুখে এসে ধাওয়াকারীরা দ্বিধায় পড়ে গেল যে কোন্ পথ ধরে ওরা যাবে। নষ্ট হলো মূল্যবান কয়েকটা মুহূর্ত। প্রসপেরো ততক্ষণে ছুটে চলে এসেছে চার্চের কাছে।

এটা সেই চার্চ যেখানে ঠিক এক বছর আগে লুটেরাদের হাত থেকে দু'জন মহিলাকে উদ্ধার করেছিল ও।

ধাওয়াকারীরাও ওখানে পৌঁছে গেছে প্রায়। চার্চের সামনের স্কয়ার থেকে ভেসে আসা ওদের দ্বিধাগ্রস্ত কণ্ঠ শুনতে পাচ্ছে প্রসপেরো। ধরা পড়ার কোন ইচ্ছা ওর নেই। তাই হাঁপাতে হাঁপাতে চার্চের পাশের দেয়াল থেকে ঝুলে থাকা আইভি লতা বেয়ে উঠতে শুরু করল ও। দেয়ালে উঠে একমুহূর্ত বিশ্রাম নিয়ে পিছনের প্রায় অন্ধকার গলিতে ফিরে তাকিয়ে দেখল ধাওয়াকারীরা তখনও ওখানে পৌঁছয়নি। তবে ওদের আগুয়ান পদশব্দ বলে দিচ্ছে এ পথেই আসছে ওরা। দেয়াল টপকে ওপাশে নেমে পড়ল প্রসপেরো।

কাপড় থেকে ধুলো-ময়লা ঝেড়ে তলোয়ারের বেল্ট আর ডাবলেট ঠিক করে নিয়ে তাকিয়ে দেখল আশপাশটা। খুব অস্পষ্ট কিছু স্মৃতি যেন ওর মনে পড়ছে। মনে হলো যেন দূর অতীতে কখনো এই বাগানের পথে হেঁটেছিল ও। সাদা ও কালো মার্বেল দিয়ে সাজানো বাড়িটায় পার্টিশান ছাপ স্পষ্ট। বাগানের সাজসজ্জা অত্যন্ত মনোরম। বাগান ঘিরে বানানো আছে পাথর বিছানো হাঁটাপথ। পথের দু'পাশে সমান দূরত্বে দাঁড়িয়ে আছে বক্সউড আর হেজের ঝাড়। কিছুদূর পরপর বিশাল বর্শার মত উর্ধ্বপানে মাথা তুলে আছে সাইপ্রেস গাছ। মাঝারি আকারের একটা পুল ঘিরে আছে লিলি আর গোলাপের ঝাড়। পাশেই আরেকটা বড় পুল। সেটার পাড় বাঁধানো হয়েছে আয়নার মত চকচকে সাদা মার্বেল পাথর দিয়ে। পুলের প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে সাদা মার্বেল পাথরে

গড়া চকচকে মৎস্যকুমারীর মূর্তি। পাশেই সাদা মার্বেলে বানানো গম্বুজ সমৃদ্ধ ছোট্ট একটা গির্জা। গির্জাটার চারদিক ছেয়ে আছে সবুজ ঝোপঝাড়, ডালিমগাছ আর ছোট ছোট কিছু গাছে। ঝোপগুলোয় ফুটে আছে নানান রঙের ফুল।

চারদিকে এত সৌন্দর্য, সবুজের সমারোহ, কিন্তু তবুও প্রসপেরোর মনে হচ্ছে জায়গাটা যেন নিষ্প্রাণ, পরিত্যক্ত। হেজের ঝাড়গুলো অনেক দিন ধরে ছাঁটা হয় না। হাঁটাপথের প্রায় সর্বত্র পড়ে আছে শুকনো মরা পাতা। ঠিক তখন পেছন থেকে আসা একটা শব্দ ওর ধ্যান ভঙ্গ করল। খানিকটা বিরক্ত হলো প্রসপেরো। কিন্তু পিছনে ফিরে তাকিয়ে দেখতে পেল বাগানের সবচেয়ে সুন্দর দৃশ্যটা।

ওর দিকে হেঁটে আসছে একটা মেয়ে। মেয়েটার চেহারাটা বেশ মলিন। তবে সেই মলিন চেহারার সৌন্দর্যও অতুলনীয়। তবে মেয়েটার চেহারায় কোন ধরনের আবেগের চিহ্ন মাত্রও নেই। ভয়, দ্বিধা, রাগ–কিছুই না। তার চেহারায় একমাত্র যে ভাবটা প্রকাশ পাচ্ছে তা হচ্ছে নিবিড় প্রশান্তির ছাপ। তবে গভীর চোখ দুটোর অভিব্যক্তিকে অনুবাদ করা যায় রাশ টেনে রাখা দুঃখ বলে।

এক বছর আগে এই মেয়েকেই উদ্ধার করেছিল কিনা, নিশ্চিত করে তা বলতে পারবে না প্রসপেরো। কারণ এই মেয়েটি মোটেও ভুলে যাবার পাত্রী নয়। কিন্তু যাকে ও উদ্ধার করেছিল তার কোন স্মৃতিই ওর মনে নেই। এই মেয়েটির পেছন পেছন একজন কালো মহিলাও এসেছে। তবে বেশ খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে আছে সে। যেন মেয়েটাকে পাহারা দিচ্ছে।

কাছাকাছি এসে মেয়েটি প্রসপেরোকে বলল, 'পথ ভুল করে ঢুকেছেন, নাকি বলব স্বর্গ থেকে নেমেছেন?'

গভীর করে শ্বাস নিয়ে প্রসপেরো বলল, 'আপাতত স্বর্গে

নেমেছি বলেই তো মনে হচ্ছে।'

'স্বর্গ না, তবে স্বর্গে যাওয়ার পথে নেমেছেন হয়তো।' মেয়েটার ঠোঁটের কোণে মৃদু একটু হাসির আভাস ফুটে উঠেই আবার মিলিয়ে গেল। সে বলে চলেছে, 'না দেখে ওভাবে লাফিয়ে পড়া ঠিক না। যা হোক, কী চান বলুন।'

সরাসরি জবাব দিল প্রসপেরো। বলল, 'আশ্রয় চাই। সাক্ষাৎ মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচতে এখানে ঢুকতে হয়েছে।'

মেয়েটি বলল, 'হায় রে, মৃত্যুর এক হাত থেকে বাঁচতে সরাসরি মৃত্যুর আরেক হাতে এসে পড়েছেন। এই বাড়ি সংক্রামিত হয়েছে।'

'সংক্রামিত?' আঁতকে উঠল ও। তবে পরমুহূর্তেই সামলে নিয়ে বলল, 'আপনি নিশ্চয়ই সংক্রামিত নন? না, তা হতেই পারে না।'

'আমাকেও রোগটা ধরেছিল। তবে এখন সেরে উঠেছি। তবে আমার ধারে-কাছে আসা এখনও নিরাপদ বলে মনে করি না। এখানকার সবকিছুই সংক্রামিত, বিষাক্ত। বাহ্যিক সৌন্দর্যের আড়ালেই ঘুরে বেড়াচ্ছে জীবাণুরূপী মৃত্যুর ফেরেশতা।'

'ঘুরুক। এখানে ঢুকে পড়ায় আমি মোটেও দুঃখিত নই।'

'আশ্রয় খুঁজতে এলে আপনার দুঃখিতই হওয়া উচিত।'

'কিন্তু আমার যেন মনে হচ্ছে, এখানে জীবন খুঁজে পেয়েছি আমি।'

একটু হেসে মেয়েটি বলল, 'সম্ভবত আগামীকাল মারা যাওয়ার জন্য পেয়েছেন।'

'সেটা ব্যাপার না। আমার ত্রিশ বছরের জীবনে অন্তত একদিন হলেও আমি প্রাণবন্ত হয়ে বাঁচলাম, সেটাই বা কম কী?'

'আমরা শব্দের পিঠে শব্দ বসিয়ে খেলছি,' শান্ত কণ্ঠে বলল মেয়েটি। 'সম্ভবত আপনি ভাবছেন আপনার অনুপ্রবেশ নিয়ে

BG & MAH

কৌতুক করছি আমি। বা আপনাকে মিথ্যে বলছি।'

'না, তেমন কিছু আমি ভাবিনি।'

'যা হোক, এ জায়গাটা আসলেই কোন সুস্থ পরিবেশ নয়। এখান থেকে চলে যাওয়াই নিরাপদ,' মেয়েটি মন্তব্য করল।

'ওসব নিয়ে আমার চিন্তা নেই,' তাকে আশ্বস্ত করতে চাইল প্রসপেরো। কিন্তু মেয়েটি ওর কথায় কান না দিয়ে তাকিয়ে রইল ওর মুখের দিকে। বুঝতে চাইছিল কথাটা কতটুকু সত্য। এবং তখনই ওর চেহারা থেকে নিরাবেগ শান্ত ভাবটা চলে গেল। বলল, 'আপনাকে চেনা চেনা লাগছে।'

কথাটা প্রসপেরোকেও নাড়া দিল। ভাবল, তাহলে কি এ-ই সেই মেয়ে যাকে ও উদ্ধার করেছিল?

মেয়েটি প্রশ্ন করল, 'আপনার নাম কী?'

কোন ভণিতা না করে সরাসরি উত্তর দিল প্রসপেরো, 'প্রসপেরো।'

'আপনার সম্বন্ধে শুনেছি আমি।'

'খারাপ কিছু শোনেননি আশা করি।'

'খারাপই শুনেছি। পোপের ফ্লিটের দায়িত্ব ফেলে পালিয়েছেন আপনি।'

জবাবে প্রসপেরো বলল, 'আমি বরং বলব, আততায়ীর হাত থেকে প্রাণ বাঁচিয়েছি।'

'আততায়ী?'

'আজ যারা আমার পিছনে লেগেছে তারাই। ডোরিয়াদের নিযুক্ত আততায়ী।'

মেয়েটির বিস্মিত প্রশ্ন, 'ডোরিয়াদের পাঠানো আততায়ী? সত্যি বলছেন?'

'হ্যাঁ, সত্যি। আমার বেঁচে থাকা ওদের পছন্দ না। আমাকে সরিয়ে দিতে পারলে ওদের ক্ষমতায় থাকার পথ নিষ্কণ্টক হয়।'

বইঘর.কম

কয়েক মুহূর্ত মেয়েটা বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। তারপর বলল, 'এবার আপনাকে চিনেছি! এক বছর আগে ফ্রেঞ্চ দুর্বৃত্তদের হাত থেকে আপনিই আমাকে রক্ষা করেছিলেন। এখানে, এই বাগানেই।'

'আমারও একবার তেমনটা মনে হয়েছিল। কিন্তু নিশ্চিত হতে পারছিলাম না। তাই তো বলি, বাগানটা এত পরিচিত মনে হচ্ছে কেন?'

'তেমনটাই মনে হয়েছে? কেন আপনার মনে নেই, যেদিন ফ্রেঞ্চরা প্রথম এদেশে পা রেখেছিল, সেদিন দু'জন মহিলাকে আপনি অপমান আর লাঞ্ছনার হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন?'

'মনে পড়েছে। হ্যাঁ, তাই তো! এখানে এক লোক এক মহিলাকে ধাওয়া করেছিল, ওই যে, ওখানে বসে আরেকজন বয়স্ক আহত লোকের মাথার ক্ষতের পরিচর্যা করছিল আরেকজন। আর সম্ভবত আপনি...' এই মেয়েটির চেহারা সে ভুলে গেছে সেটা স্বীকার করা তো আর সম্ভব না। কাজেই থেমে গেল ও।

ঠিক তখন দেয়ালের ওপাশে গির্জার দিক থেকে ভেসে এল অতি সন্তর্পণে দরজা খোলার মৃদু ক্যাঁচকোঁচ শব্দ। সেইসঙ্গে এল ছুটোছুটি আর উত্তেজিত কণ্ঠে কথা বলার আওয়াজ।

সকৌতুকে প্রসপেরো তখন বলল, 'ওই শুনুন। স্বর্গীয় সাধু-সন্ন্যাসীরা কীভাবে আমাকে পথ দেখায়। যে আইভি লতাটা বেয়ে আমি দেয়াল টপকে এসেছি, সেটা বেয়ে ওরাও আসবে ভাবছে। সেইন্ট লরেন্সের বেদিতে একটা সোনার লকেট দেব যদি ওই শয়তানটাকে তিনি ঘাড় মটকে মেরে ফেলেন।'

ওদিকে মেয়েটার মুখ থেকে শান্তভাব ততক্ষণে পুরোপুরি গায়েব হয়ে গেছে। আইভি লতায় ছাওয়া দেয়ালটার দিকে একবার তাকিয়ে আঁতকে উঠল সে। মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, 'যিশু, মেরি! জলদি আমার সঙ্গে আসুন। বাড়িতে আপনাকে নেয়া

যাবে না। বাড়ি এখনও সংক্রামিত। তবে প্যাভিলিয়নটা মনে হয় নিরাপদ। আপনার দুর্ভাগ্য আপনাকে এখানে টেনে এনেছে। কাজেই এতটুকু ঝুঁকি মেনে নিতেই হবে। চলুন। খোদা আপনার সহায় হোন।'

'লেডি, ওসব ভাগ্য-টাগ্যে আমার মোটেও বিশ্বাস নেই।'

'আসুন তো, কথা বলার সময় নেই এখন।'

তার পাশে ছুটে চলল প্রসপেরো। ইঙ্গিত পেয়ে ওই বয়স্ক মহিলা কাম প্রহরীও চলল ওদের পেছন পেছন। তবে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে। এক ছুটে মোটামুটি একশ' গজ পার হয়ে গেল ওরা। ততক্ষণে একটা কাঠের দরজার উপর শিলাবৃষ্টির মত ধুমাধুম করাঘাত পড়তে শুরু করেছে। ভেসে এল, 'বাড়িতে কে আছ, দরজা খোলো, দরজা খোলো।'

সকৌতুকে একটা মন্তব্য করে প্রসপেরো জিজ্ঞেস করল, 'দরজাটা কি মজবুত?'

বিষণ্ন কণ্ঠে সে বলল, 'না, প্যাভিলিয়ন পর্যন্ত আপনি পৌঁছনোর আগেই ওই দরজা ভেঙে পড়বে।' তারপর হেজের একটা ঝোপ দেখিয়ে প্রসপেরোকে বলল ওটায় লুকিয়ে পড়তে।

তখন প্রসপেরো জিজ্ঞেস করে, 'কতক্ষণ ওটা আমাকে লুকিয়ে রাখতে পারবে? বাড়িতে আর কোন পুরুষ মানুষ নেই?'

'আপনি ছাড়া আরো দু'জন আছে। কিন্তু তাদের একজন এত বয়স্ক যে তাকে গোনায় না ধরাই ভাল। আর আরেকজন অসুস্থ হয়ে বিছানায় পড়ে আছে।'

'অর্থাৎ সাহায্যকারী কেউ নেই। ওদিকে ওরা তিনজন।' বলতে বলতে এক হাতে খাপ থেকে বের করল তলোয়ারটা। কোমর থেকে বের করে আরেক হাতে নিল ড্যাগার। তারপর হাসতে হাসতে বলল, 'একটু আনন্দ দেয়া যাক আপনাদের।'

প্রসপেরোর হাত ধরে ফেলল মেয়েটি। বলল, 'ধরা পড়ে

গেলে লড়াই করার সময় পাবেন। তার আগ পর্যন্ত লুকিয়ে থাকুন।' হেজের ঝাড়ের দিকে ইঙ্গিত করে বলল সে।

ঠিক তখন দরজার উপর করাঘাতের শব্দ থেমে গেল। ভেসে এল ওদের উত্তেজিত কথাবার্তার আওয়াজ। সঙ্গে কসম কাটা বা এই জাতীয় কিছু কথাবার্তা। ভীত কণ্ঠে আবার কথা বলে উঠল তারা। এবং দ্রুত ওদের পদশব্দ ও কণ্ঠ দূরে সরে গেল। ওদের চলে যাওয়া নিশ্চিত হওয়ার জন্য চুপ রইল প্রসপেরোরা। মৃদু হাসি ভেসে উঠল মেয়েটির মুখে। ওদের ভয় পাওয়ার কারণ বুঝতে পেরেছে সে। বলল, 'বুঝেছি। দরজায় গায়ে লাল ক্রুশ দেখেছে ওরা। সংক্রামিত হওয়ার ভয়ে পালিয়েছে। এই চিহ্ন দেখে খুব কম লোকই স্থির থাকতে পারে।' তারপর প্রসপেরোর চোখে যখন সে তাকাল, তার চোখে ফুটে উঠেছে বেদনার্ত দৃষ্টি। বলল, 'আমি আপনার কাছে ঋণী ছিলাম। হয়তো তার খানিকটা শোধ হলো। সুযোগটা দেয়ার জন্য ধন্যবাদ।'

'ওসব কিছু না। এ পথে পালাতে হচ্ছিল। ভাগ্য টেনে এনেছে এখানে, আপনার ঘাড়ে।' তারপর হাসতে হাসতে বলল, 'আর এসে যখন পড়েছি, তো পাওনাটা নিয়েই গেলাম।'

'আবেকটু বেশি কিছু দিতে পারলে সত্যি খুব খুশি হতাম। কিন্তু এই বাড়িটা সংক্রামিত। এর বাতাসও মনে হয় বিষাক্ত। এখানে শ্বাস নেয়াও নিরাপদ না।'

'নিরাপত্তাটাই কি সবকিছু?'

জবাবে মেয়েটি বলল, 'যখন এখানে এসেছিলেন আপনি কিন্তু নিরাপত্তার খোঁজেই এসেছিলেন?'

'হ্যাঁ। কিন্তু তারপর পুনর্জন্ম হয়েছে আমার। পিছনের জীবনের কথা ভুলে গেছি।'

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলেও এতটা অন্ধকার হয়নি যে মেয়েটার মুখে ফুটে ওঠা বিরক্তি চাপা থাকবে। সে বলল, 'আমার বাড়িতে

আপনাকে আতিথেয়তা দিতে পারছি না। তাই আপনাকে আর আটকেও রাখতে চাই না।'

'বুঝতে পারছি। কিন্তু এখন বের হলেই আবার ওদের হাতে পড়ে যাব। আমাকে যে বাঁচালেন তার কোন মূল্যই আর থাকবে না। জেনোয়া আমার জন্য মোটেও নিরাপদ না।'

'তাহলে জেনোয়া ছেড়ে চলে যাচ্ছেন না কেন?'

ঠিক সেই সময় বাজতে শুরু করল জেনোয়ার সীমানা প্রাচীরের মূল ফটক বন্ধ হওয়ার ঘণ্টা। প্রসপেরো বলল, 'ওই শুনুন, আপনার প্রশ্নের জবাব। অন্তত আজ রাতের মত, জেনোয়ায় আটকে গেছি আমি।'

ঘণ্টাধ্বনি শুনে ক্রুশ আঁকল সে। বিড়বিড় করে উচ্চারণ করল প্রার্থনা বাক্য। প্রসপেরোও যোগ দিল তার সঙ্গে। তারপর ধীরে ধীরে পরিস্থিতির ব্যাখ্যা দিল সে। বলল যে, বাড়িতে প্রসপেরোকে আশ্রয় দেয়ার সাহস সে করতে পারছে না। কারণ জীবাণু ঝাঁপিয়ে পড়বে ওর উপর। ইতিমধ্যেই তার এক ভৃত্য মৃতপ্রায়। বাড়ির ভিতর পড়ে আছে সে। থাকার মত একমাত্র জায়গা বাড়ির প্যাভিলিয়ন। সে নিজে সুস্থ হতে শুরু করার পর থেকে ওখানেই থাকছে। এবং লেডির ধারণা ওখানকার বাতাসও জীবাণুমুক্ত নয়। এসব জানার পরও যদি প্রসপেরো এখানে আশ্রয় চায় তাহলে সে আর ওকে মানা করবে না। তবে প্রসপেরোর জন্য ভাল হবে অন্য কোথাও আশ্রয় খোঁজ করা।

জবাবে প্রসপেরো বলল, 'ম্যাডাম, পুরো জেনোয়ার কোন জায়গাই জীবাণুর আক্রমণ থেকে মুক্ত বা নিরাপদ নয়। কাজেই আমি আসলে অন্য সব জায়গার চেয়ে বেশি ঝুঁকি নিচ্ছি না।'

'বেশ। আসুন তাহলে।' বলে এগিয়ে নিয়ে চলল সে। বড় পুলটার পাশে পৌঁছুতেই ওখানকার কতগুলো কবুতর ঘিরে ধরল ওদের। স্নেহসিক্ত কণ্ঠে ওগুলোর সঙ্গে কথা বলতে লাগল

বইঘর.কম

মেয়েটি। বলল, 'আহা রে, তোদের কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। এই যে খাবার নিয়ে এসছি।' বলতে বলতে একটা বাক্স খুলে তা থেকে মুঠো মুঠো গম ছড়িয়ে দিল কবুতরগুলোর খাওয়ার জন্য। তারপর প্রসপেরোকে বলল, 'কবুতরগুলো আপনার চেয়ে ভাগ্যবান। কারণ আপনাকে উপযুক্ত ডিনার দিতে পারছি না। ওয়াইন আর ডিম দিতে পারব শুধু। আপনার নিজের নিরাপত্তার জন্যই ডিম আপনার নিজ হাতে ভেঙে খেতে হবে। জানেনই তো এই বাড়ির সবকিছু সংক্রামিত।'

বলতে বলতে তার অ্যাটেনডেন্ট মহিলাটিকে আগে গিয়ে ঘরে আলো জ্বালতে বলল। আলো জ্বালানো হলে পরে ভিতরে ঢুকল ওরা। ভিতরে পৌঁছে প্রসপেরো দেখল প্যাভিলিয়নটা বিশাল একটা গোলাকার কক্ষ। মেঝের কিনারা জুড়ে বসানো হয়েছে নানা রঙের মার্বেল পাথর। পারস্যের তুলোয় বোনা কার্পেট দিয়ে ঢাকা হয়েছে পুরো মেঝে। ঘরের মাঝখানে রাখা আছে ব্রোঞ্জ দিয়ে বানানো একটা টেবিল। প্রতিটা চেয়ারের গদি আর ব্যাক রেস্ট মহামূল্য রেশমে মোড়া। ফুলদানিতে শোভা পাচ্ছে নানা রঙের ফুল। এগুলো সহ আরো নানারকম বহুমূল্য দ্রব্য দিয়ে ঘরটা সাজানো। ঘরের এমন ধারা সাজসজ্জা দেখা যায় কেবল পুবের দেশগুলোয়।

প্রহরী মহিলাটির নাম বোনা। তার হাতের লণ্ঠনের মৃদু আলোয় এসব দেখতে পেল প্রসপেরো। ও ভাবল স্বর্গের হুর-পরীর ঘরও মনে হয় এরকমই হবে। ওদিকে বোনাকে ডিম আর ওয়াইনের ব্যাপারে সতর্ক করে দিল সে। বলল অ্যামব্রোজিয়ো যেন কিছু বুঝতে না পারে।

প্রসপেরোকে আরাম করে বসতে বলল সে। প্রসপেরো মন্তব্য করল, 'আশ্রয় পেয়েছি, এমনকী একটা মন্দিরও পেয়ে গেছি। আর কী চাই...'

বাক্কুস (রোমান দেবতা)-এর মূর্তিটার দিকে এক পলক তাকিয়ে হেসে মেয়েটি বলল, 'ওই মূর্তিটার জন্য মন্দিরের কথা বলছেন নিশ্চয়ই? ওটা এখানে এনেছি ঘর সাজানোর জন্য। আর আশ্রয়ের কথা বলছেন? আমি বলব এক শয়তানের হাত থেকে বাঁচার জন্য এসে আরেক শয়তানের পাল্লায় পড়ে গেছেন।' প্রসপেরোর মন্তব্যের অপেক্ষা না করে কথা বলে চলেছে সে। তার কথায় জানা গেল যে, সে ছাড়া এখানে আছে তার বিশ্বস্ত ভৃত্য বোনা। সেইসঙ্গে আরো দু'জন পুরুষ ভৃত্য, যাদের কথা আগেই বলেছে সে। একজন মৃত্যুপথযাত্রী আর অপরজন অত্যন্ত বয়স্ক লোক। এই এলাকায় মহামারী শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তার ভিতরও সেটা সংক্রামিত হয়েছে। কিন্তু বোনার রাতদিন পরিশ্রম আর অক্লান্ত সেবায় ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে ওঠে সে। ছোট বেলায়ও একবার এই রোগে সে আক্রান্ত হয়েছিল। সম্ভবত তখনই কোনভাবে তার ভিতর রোগটার কোন প্রতিরোধক তৈরি হয়ে গিয়েছিল। সেটাও খুব ভালভাবে কাজ করেছে।

এই বাড়ির মালিক মারকুইস অভ ফেনারো। মেয়েটি তার ভাতিজি। বাবা-মা মারা যাওয়ার পর থেকে এখানে চাচার কাছে আছে সে। মেয়েটি মহামারীতে আক্রান্ত হওয়ার কিছুদিন আগে তার চাচা পাদুয়া-তে থাকাবস্থায় অসুস্থ হয়ে পড়ে। ওই খবর শুনে ছুটে যায় তার চাচী। তার পরপরই জেনোয়ায় ছড়িয়ে পড়ে মহামারী। আক্রান্ত হওয়ার ভয়ে সে আর জেনোয়ায় পা রাখার সাহস করেনি।

এসব বলতে বলতেই একটা ঝুড়ি হাতে নিয়ে উপস্থিত হয় বোনা। তাকে দেখে উঠে দাঁড়াল লেডি। উঠল প্রসপেরোও। পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। মেয়েটি বলল, 'এখন আমাকে যেতে হচ্ছে। আপনার কিছু দরকার পড়লে বলবেন, যতটুকু ভাল আছে তা থেকে যা-যা পারা যায় পৌঁছে

বইঘর.কম

দেব। কাল আপনি চলে যাওয়ার আগে অবশ্যই আপনার সঙ্গে দেখা করব।'

'তখনই চেষ্টা করব আপনাকে ধন্যবাদ দিতে,' বলল প্রসপেরো।

'না, ধন্যবাদ দেয়ার প্রয়োজন নেই। ভুলে যাচ্ছেন কেন, আমিও তো আপনার ঋণ শোধ করছি। শুভ রাত্রি।'

চলে গেল সে। পেছন পেছন এগিয়ে গেল প্রসপেরোও। পেরিস্টাইলে গিয়ে বিদায় দিল তাকে (পেরিস্টাইল: সমান দূরত্বে দাঁড় করানো কলাম ঘেরা জায়গা)। ভিতরে এসে কথা বলল বোনা। ফল রাখার ঝুড়িতে করে একটা বাটি, একটা গ্লাস, ওয়াইন, কয়েকটা ডিম আর খানিকটা মধু নিয়ে এসেছে সে। বলল, 'আমি ছাড়া আর কেউ এগুলো স্পর্শ করেনি। তারপরও গ্লাস, বাটি ভিনেগার (সিরকা) দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করে এনেছি। ডিমটা আপনাকে নিজ হাতেই ভেঙে খেতে হবে। আর এই অসুখটার বিরুদ্ধে মধু খুব কার্যকর। তাই এনেছি। নিশ্চিন্তে খেতে পারেন। আর কিছু আপনার দরকার পড়বে কি?'

একটু হেসে মাথা নেড়ে লাগবে না জানাল প্রসপেরো। তারপর তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় দিল ও। লণ্ঠন নিয়ে চলে গেল বোনা। অন্ধকারে চোখ সয়ে আসতেই দেখতে পেল বল্লমের ফলার মত মাথা উচু করে দাঁড়িয়ে আছে সাইপ্রেস গাছ। চোখে পড়ল বড় পুল, পাড়ে দাঁড়িয়ে থাকা মৎস্যকুমারীর মূর্তি আর সেটার পিছনেই দাঁড়িয়ে থাকা ক্যারেটো প্রাসাদ। প্যাভিলিয়নের ভিতর ফিরে এল ও। ক্লান্তি সত্ত্বেও দু'চোখের পাতা এক হচ্ছে না। জ্বরে পড়তে যাওয়া রোগীর মত চকচক করছে প্রসপেরোর দুই চোখ। ঘরে একটা আবলুশ কাঠের ক্যাবিনেট আছে। কাগজ আর কলম পেয়ে গেল ওটার ভিতর। প্রসপেরোর কলমে ঝর্নাধারার মত স্বচ্ছন্দে চলে এল একটা কবিতা।

দশ

লিথ সাগরে

রাতে গভীর ঘুম হলো প্রসপেরোর। ঘুম ভাঙার পর মনে পড়ল যে ভোরে একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছিল ও। স্বপ্নে দেখেছিল, প্রচণ্ড মাথা ব্যথা। ব্যথার চোটে বালিশ থেকে মাথাই তুলতে পারছে না ও। মনে হচ্ছিল মাথাটার যেন অচিন্তনীয় ওজন হয়ে গেছে। সেই ওজন বালিশের সঙ্গে ঠেসে ধরে রেখেছে ওকে। আর বিছানায় ওর বালিশের পাশে আঁকা ছিল লাল একটা চিহ্ন। বুঝতে পারছিল যে মহামারীর বীজ ওর মধ্যেও ঢুকে গেছে। এর পরে আরো কিছু স্বপ্ন ও দেখেছিল, কিন্তু সেগুলোর স্মৃতি খুবই অস্পষ্ট।

ঘুম ভেঙে আশপাশের দৃশ্যগুলো প্রথমে অপরিচিত লাগল। তারপর স্ট্যাণ্ডের উপর বাক্কুসের হাস্যময় মূর্তি দেখে মনে পড়ে গেল গতকালের কথা। বুঝতে পারল কোথায় আছে। কিন্তু বিছানার দিকে চোখ পড়তেই হতভম্ব হয়ে গেল ও। কোথায় সেই সিল্ক আর লিনিনের নিভাঁজ বিছানা। সব এলোমেলো হয়ে যাচ্ছেতাই অবস্থা। এমনকী চাদরের নিচে ওর নিজের গায়েও পোশাক নেই। রীতিমত ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল ও। হুড়মুড় করে উঠে বসল। তখনই চোখে পড়ল ওর বিছানার পায়ের কাছে বসা এক লোকের দিকে। তার মাথা টাক, কিন্তু মুখে একগাল ধূসর দাড়ি। ছোটখাট গড়নের মানুষটার মুখে লেগে আছে শয়তানী

মার্কা হাসি।

আঁতকে উঠে তাকে প্রশ্ন করল প্রসপেরো, 'ঈশ্বর! বাজে কয়টা? তুমি কে?' নিজের কণ্ঠ শুনে নিজেই হতবাক হয়ে গেল ও। এত দুর্বল!

ঘুরে ওর মাথার কাছে চলে এল লোকটা। বলল, 'শ্‌শ্‌, কথা বলবেন না। সেইন্টদের ধন্যবাদ, আপনি ফিরে এসেছেন। তবে এখনও আপনি দুর্বল। শুয়ে থাকুন,' বলে মৃদু ধাক্কা দিয়ে প্রসপেরোকে আবার শুইয়ে দিল সে। ঠাণ্ডা হাতে ওর গায়ের উত্তাপ একবার পরখ করে বলল, 'জ্বর চলে গেছে। দ্রুতই সুস্থ হয়ে উঠবেন, লর্ড। সাহস রাখুন।'

তখন আবার প্রশ্ন করল প্রসপেরো, 'কী হয়েছে আমার? আর কয়টা বাজে?'

লোকটা হেসে বলল, 'বিকেল হয়ে এসেছে প্রায়। আজ সেইন্ট লরেন্সের ভোজের দিন। আগস্টের দশ তারিখ।'

খবরটা হজম করতে সময় লাগল ওর। তারপর কৌতুক করে বলল, 'কোন্ বছর সেটা বলতে মনে হয় ভুলে গেছ।'

একগাল হেসে লোকটা বলল, 'বাহ্, হাসতে পারছেন। খুবই ভাল লক্ষণ। নিশ্চিতভাবে বলতে পারি আপনি সুস্থ হয়ে গেছেন।'

'কিন্তু কী থেকে সুস্থ হলাম সেটা তো বলবে!'

'বুঝতে পারছেন না? প্লেগ থেকে সুস্থ হয়েছেন। পুরো পনেরো দিন বিছানায় পড়ে ছিলেন আপনি। এই ক'দিন আপনি ভীষণ ঘামছিলেন। একসময় তো আমাদের ভয় হচ্ছিল যে ঘামের সঙ্গে আপনার প্রাণটাও না বেরিয়ে যায়। তবে আপনি বড় বেহায়া মানুষ। কথাটার জন্য ক্ষমা চাইছি, লর্ড। তবে সত্যি হচ্ছে, যমদূতকেও ফিরিয়ে দিয়েছেন আপনি।'

'প্লেগ! পনেরো দিন ধরে এখানে পড়ে ছিলাম আমি? পনেরো দিন? কী ভীষণ অবিচার!' চোখ বন্ধ করে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে

তারপর লোকটাকে আবার প্রশ্ন করল, 'তুমি কে?'

'সবাই আমাকে অ্যামব্রোজিয়ো বলে ডাকে। আমি ম্যাডোনার ভৃত্য।'

'ম্যাডোনা? কোন্ ম্যাডোনা?'

দরজায় একটা ছায়া পড়তে দেখল প্রসপেরো। তারপর গাউনের খসখস ও সঙ্গে সঙ্গেই ঘরে প্রবেশ করল সেই মেয়েটি।

'আহ্, জ্ঞান ফিরেছে তার,' হাত কচলাতে কচলাতে হে-হে করে হেসে অ্যামব্রোজিয়ো বলে চলল, 'আমি তো আগেই বলেছিলাম যে উনি সুস্থ হচ্ছেন। অ্যামব্রোজিয়োকে বিশ্বাস করুন, লেডি। খোদাকে ধন্যবাদ, সত্তর বছর ধরে বেঁচে আছি। এত লম্বা আয়ু পেলে কোন কিছু শেখার আর বাকি থাকে না, মাই লেডি।'

ওদিকে তাকে দেখে প্রসপেরোও প্রথমে ভাষা হারিয়ে ফেলল। পরমুহূর্তেই সামলে নিয়ে বলল, 'আপনার আতিথেয়তার অসদ্ব্যবহার করেছি আমি। এক রাতের জন্য আশ্রয় নিয়ে পনেরো দিন কাটিয়ে দিয়েছি...'

প্রসপেরোর দুর্বল কণ্ঠ শুনে মেয়েটা বলল, 'বিশ্রাম নিন। আপনি সুস্থ হলে ওসব নিয়ে কথা বলা যাবে।'

বোনা আর অ্যামব্রোজিয়োর সেবায় দ্রুতই সুস্থ হতে থাকল প্রসপেরো। প্রতিদিন একবার করে এসে প্রসপেরোকে দেখে যায় মেয়েটি। কয়েকবার প্রসপেরো চেয়েছে তার সঙ্গে কথা বলতে। কিন্তু সবিনয় ভদ্রতার সঙ্গে এড়িয়ে গেছে সে। বলেছে ও সুস্থ হলে তারপর কথা বলা যাবে। তবে প্রসপেরোকে দেখতে আসতে ভুল হত না তার। প্রতিদিনই একবার এসে ঘরে তাজা ফুল রেখে ওকে দেখে যায় সে। মেয়েটি ঘরে এলেই দারুণ আনন্দ হয় প্রসপেরোর। নির্বাক কিন্তু আবেগময় দৃষ্টিতে প্রসপেরো তাকিয়ে দেখে তার প্রতিটা পদক্ষেপ। কিন্তু এই চেয়ে চেয়ে দেখাটা প্রসপেরোর আর সহ্য হচ্ছে না।

বইঘর.কম

পরের দিনের কথা। প্রতিদিনের মত সেদিনও ফুল হাতে ঘরে প্রবেশ করল লেডি। এবং অবাক হয়ে দেখল, তার দিকে তাকিয়ে আছে পনেরো দিন আগে দেয়াল টপকে নামা সেই মানুষটি। অ্যামব্রোজিয়ো তার দাড়ির দঙ্গল পরিষ্কার করে দিয়েছে। পরিয়ে দিয়েছে কালো ব্রোকেডটাও। প্রসপেরোকে ম্লান দেখাচ্ছে বটে, কিন্তু হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে আছে ওর মুখ। লেডিকে একবার বাউ করে হাসিমুখে তার দিকে তাকিয়ে রইল প্রসপেরো।

কুশন পেতে দিয়ে প্রসপেরোকে বসতে বলল লেডি। বলল, 'অনেক ঝড়-ঝাপ্টা গেছে আপনার উপর দিয়ে।'

'হ্যাঁ, তা গেছে। কিন্তু ঝড়ো বাতাস আমাকে সোজা এনে ফেলেছে স্বর্গের বাগানে।'

'স্বর্গে যেতে হলে আগে মৃত্যুর দরজা পার হতে হয়। অবশ্য মৃত্যুর খুব কাছে চলে গিয়েছিলেন আপনি,' বলল লেডি।

'আরে নাহ। মৃত্যুনদীর পারাপারের মাঝি স্টিক্স যখন আমাকে ওপাশে যেতে বলল তখন দেখলাম এখানেই আমি সুস্থ হয়ে উঠতে পারব।'

'এই আপনার ধন্যবাদ জানানোর ভাষা?'

'আরো সুন্দর ভাষা যদি আপনি শেখাতে চান, বিনা আপত্তিতে আপনার অনুগত ছাত্র হব আমি।'

লেডি একমুহূর্ত তাকিয়ে থেকে বলল, 'আমি আর কী বলব, আপনি নিজেই যথেষ্ট কথা জানেন। আর মজা করার জন্য সেগুলোকে ইচ্ছা মত সাজিয়ে কথার মালা গাঁথেন আপনি।'

'ম্যাডোনা...' একমুহূর্ত থেমে প্রসপেরো বলল, '...আমি অনেকদিক থেকে আপনার কাছে ঋণী। অথচ আপনার নামটাই এখনও জানি না।'

'আমার নাম? বন্ধুরা আমাকে ডাকে জিয়ান্না বলে।'

'অনুমতি দিলে আমিও আপনাকে জিয়ান্না নামেই ডাকব।

BG & MAH

আমার দৃষ্টিতে আপনি বন্ধুর চেয়েও বেশি। দুই বার আমার প্রাণ বাঁচিয়েছেন আপনি।'

সেদিন অন্যান্য দিনের চেয়ে একটু বেশি থাকল জিয়ান্না। এবং পরের দিন প্রসপেরোকে বিরাট আনন্দের উপলক্ষ দিয়ে ওর সঙ্গে ডিনার করল লেডি। ওদেরকে খাবার সার্ভ করা ও অন্যান্য কাজে সহায়তার জন্য দাঁড়িয়ে রইল বোনা আর অ্যামব্রোজিয়ো। তারপর বাগানে কিছুক্ষণ সময় কাটাল ওরা। দিন-দিন প্রসপেরো শক্তি ফিরে পাচ্ছে। সেইসঙ্গে বাড়ছে প্রসপেরোর জন্য লেডি জিয়ান্নার বরাদ্দ দেয়া সময়। এরমধ্যেই একদিন তাকে নিজের ঘটনা খুলে বলল প্রসপেরো।

প্রসপেরো জ্ঞান ফিরে পাওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত সাত দিন কেটে গেছে। প্রসপেরোর মনে হচ্ছে কোন রোগাক্রান্ত বাড়ি নয়, বরং এক স্বর্গসম মরূদ্যানে রয়েছে ও। বাড়িতে বাইরের খবরাখবর একটু কমই ঢুকছে। আর খবর যা আসছে, আসছে অ্যামব্রোজিয়োর হাত ধরে। ফলে সেগুলো পরিবেশিতও হচ্ছে ওর মনমত। সুতরাং জেনোয়ার প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে ওরা কমই শুনত। একবার অ্যামব্রোজিয়ো খবর নিয়ে আসে যে যুদ্ধের মোড় ঘুরে গেছে। ফ্রেঞ্চদের অবস্থা এখন নাজুক। ওদিকে ডোরিয়া ফ্রেঞ্চদের সঙ্গে তার চুক্তি বাতিল করেছে। লেরিকিতে বসে তার গ্যালিগুলোর জন্য লোক নিচ্ছে সে, সেগুলোকে রণসাজে সজ্জিত করছে। আর ইতালি চুপচাপ ঘটনাপ্রবাহ দেখছে। বিবেচনা করছে পানি শেষ পর্যন্ত কোন্ দিকে গড়ায়।

শুনে হেসে উঠল প্রসপেরো। বলল, 'অনুমান করতে পারছি ঘটনা কোন্‌দিকে গড়াবে। টাকা হাতে নিয়ে ডোরিয়া প্রথমেই আসবে জেনোয়ায়। তারপর আমার বাবাকে যেভাবে বিদায় করেছিল সেভাবে তাড়াবে ফ্রেঞ্চদের।'

জিয়ান্নার মন্তব্য, 'ডোরিয়াদের প্রতি তোমার ঘৃণা খুব বেশি।'

'জানি। কিন্তু আমার সঙ্গে যা ঘটেছে তা তো তুমিও জানো। তাহলে আমাকে কি আদৌ দোষ দিতে পারো?'

'না, দোষ দিচ্ছি না। বলছি ব্যাপারটা হয়তো তোমার বিবেচনাবোধকে প্রভাবিত করছে।'

'না, তা করছে না,' বলল প্রসপেরো।

শুনে জিয়ান্না মন্তব্য করল, 'কিন্তু তারপরও লর্ড ডোরিয়ার পরিবর্তনের অন্যান্য কারণগুলো তুমি দেখতে পাচ্ছ না। জেনোয়াকে নিয়ে কিং ফ্রান্সিস তার দেয়া কথা রাখেননি।'

'এটা তো ডোরিয়ার বক্তব্য। তুমি তার কথা বিশ্বাস করো?' প্রশ্ন করল প্রসপেরো।

'আমি তো বিশ্বাস না করার কারণ দেখছি না,' লেডি জিয়ান্নার জবাব। তারপর বলল, 'ফ্রেঞ্চদের এখান থেকে বের করে দিলে ডোরিয়ার অনেকগুলো ভুল শুধরে যাবে।'

'হ্যাঁ, ঠিক তা-ই করবে সে। এবং ফিরে পাবে নিজের সাম্রাজ্য। সেইসঙ্গে আবার একবার সে হয়ে উঠবে জেনোয়ার মহান উদ্ধারকর্তা।'

একটা শ্বাস ফেলে লেডি বলল, 'ডোরিয়ার প্রতি তুমি খুবই বিরূপ।'

'তিক্ততার কোন কারণ কি নেই? ডোরিয়াকে এর চেয়ে ভাল আর কী ভাবব আমি? ও আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। ওর কূটচালের কারণে আমার বাবা ভেবেছে বেইমানি করে আমি তাকে অপসারণ করিয়েছি। এই বিশ্বাস নিয়েই মারা গেছে সে,' বলল প্রসপেরো।

'কিন্তু এটা তো ফ্রেগোসিরা করেছে,' বলল জিয়ান্না।

উত্তরে প্রসপেরো বলল, 'ডোরিয়াকে ছাড়া ফ্রেগোসিরা অচল। ওরা কিছু করতেও পারত না। আর আছে আমাদের ডজ অট্টাভিও। নিঃসন্দেহে দারুণ এক ডজ সে। জেনোয়ায় প্লেগ

ছড়িয়ে পড়তেই নিজের চামড়া বাঁচাতে লেজ তুলে পালিয়েছে। ভুলে গেছে ডজ হিসেবে জেনোয়াবাসীর প্রতি তার দায়িত্বের কথা।'

প্রসপেরোর হাতে হাত রেখে মুহূর্তখানেক থমকে রইল লেডি জিয়ান্না। তারপর বলল, 'বুঝতে পেরেছি। কিন্তু...' একমুহূর্ত থেমে তারপর একটু উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, 'কিন্তু তাই বলে তুমি প্রতিশোধ নেয়াকেই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য করে নেবে? কী পাবে এর থেকে? প্রতিশোধস্পৃহা স্রেফ আত্মার উপর জেঁকে বসা কঠিন এক রোগ ছাড়া কিছু নয়।'

অনড় বসে রইল প্রসপেরো। ওর কাছে এই ভাবাবেগ প্রশ্রয় দেয়ার সুযোগ কম। মন বেঁকে যেতে চাইলেও ওর মুখে তৎক্ষণাৎ কোন কথা এল না। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ও বলল, 'এটা আমার কর্তব্য। ওদের কারণে অ্যাডর্নো পরিবার নিশ্চিহ্ন হতে বসেছে।'

'কিন্তু ওরাও তো এখন ফ্রেঞ্চদের বিপক্ষে। তাহলে কোন সমঝোতা কি হতে পারে না?'

'সমঝোতা?' উত্তেজনায় প্রসপেরোর চেহারা লাল হয়ে উঠেছে। নিজেকে সামলে নিল ও। বলল, 'সমঝোতা পরে। আগে ওদের শাস্তি পেতে হবে।'

গম্ভীর আর ভীষণ দুঃখিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল জিয়ান্না। দেখে প্রসপেরো বলল, 'আমার ঝামেলা নিয়ে ভেবে মন খারাপ কোরো না। এসব আমার কাছে তেমন কোন চিন্তার বিষয় নয়।'

কিন্তু প্রসপেরো জানে কথাটা সত্যি নয়। তাছাড়া এই কথোপকথন ওকে মনে করিয়ে দিল ওর নিজের অতীত, ভবিষ্যৎ আর দায়িত্বের কথা। মনে পড়ে গেল, ইম্পিরিয়াল অফিসার হিসেবে ওর দায়িত্ব অনতিবিলম্বে অরেঞ্জ কাউন্টির প্রিন্সের সঙ্গে যোগ দেয়া। একইসঙ্গে মায়ের সঙ্গে দেখা করাও জরুরি। ব্যাপারগুলো পরদিন সকালে ম্যাডোনাকে বলল ও।

বইঘর.কম

সঙ্গে সঙ্গেই প্রসপেরোকে কোন জবাব দিল না সে। কিছুক্ষণের নিশ্চুপ নীরবতার পর তুলে নিল পাশে রাখা ধনুকাকৃতির লিউট (এক ধরনের বাদ্যযন্ত্র)। লিউটের তারের উপর খেলে বেড়াতে শুরু করল তার আঙুলগুলো। গেয়ে উঠল একটা গান।

গানের কথাগুলো শুনে আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে প্রসপেরোর মন। কারণ গানটা ছিল এই বাড়িতে প্রবেশের প্রথম রাতে ওরই লেখা সেই কবিতা।

জিয়ান্না নিজেই বলল, 'শব্দের রত্নে গাঁথা অপূর্ব এক মণিহার।'

মাথা নেড়ে প্রসপেরো বলল, 'না, ম্যাডোনা, রত্ন নয়, মুক্তো। কারণ মুক্তো আমাদের দুঃখের প্রতীক। এবং মুক্তো সৃষ্টিও হয় পরতে পরতে ঝিনুকের কান্না জমে। কিন্তু এই লেখাটা পেলে কোথায়?'

'যে সকালে তুমি অসুস্থ হয়ে পড়ো, সেদিনই ওই টেবিলটার উপর কাগজটা পড়ে থাকতে দেখে হাতে তুলে নিই। দেখি To My Lady in Silver শিরোনামে কবিতাটা লেখা। প্রথমে ভেবেছিলাম, আমার জন্য কোন নোট লিখে রেখেছিলে তুমি।'

'ধরো, তা-ই ছিল। তাহলে?'

'লেখাটা আমার জন্য ভেবে পড়েছি। আর আশা করেছি এটা যদি সত্যি আমার জন্য হত...'

'আশা করেছ! সত্যিই আশা করেছ?' মেয়েটার চোখের দিকে তাকাল প্রসপেরো। উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে ওর চেহারা। ওই দৃষ্টি দেখেই জিয়ান্না বুঝতে পারল প্রসপেরো কী প্রত্যাশা করছে। একটু যেন ভয় পেয়ে গেল সে।

মৃদু কণ্ঠে তার নাম ধরে ডেকে প্রসপেরো বলল, 'আমার প্রার্থনা সত্যি সত্যি পূরণ হলে কথামালা গাঁথতে শব্দের অভাব

BG & MAH

হবে না, এমনকী তার দরকারও হবে না। দেয়াল টপকে এখানে নামার দিন থেকেই প্রার্থনা করেছি এমনটা হোক।'

প্রসপেরোর দিকে না তাকিয়েই জিয়ান্না বলল, 'আমার ভয় ছিল কবিতাটা হয়তো আমার জন্য নয়। এমনকী তুমি মৃত্যুর হাত থেকে পালিয়ে আবার ধরা দিয়েছ খোদ মৃত্যুরই হাতে। তুমি সুস্থ হতে শুরু করার পর ভয় আরো বেড়ে গিয়েছিল। মনে হচ্ছিল কবিতাটা হয়তো স্রেফ খেয়ালের বশে লিখেছ তুমি। তোমাকে কি চলে যেতেই হবে?'

'থাকার সুযোগ আমার নেই। আমার কিছু অবশ্য পালনীয় কর্তব্য আছে। ওই কাজগুলো করার আগে আমি এমনকী আমার নিজের উপরই অধিকার রাখি না। কাজগুলো শেষ হলেই আমি ফিরে আসব। আমার জন্য অপেক্ষা করতে পারবে তুমি?'

খুব ধীরে ধীরে মুখ তুলে তাকাল লেডি জিয়ান্না। বলল, 'অপেক্ষা?' তখন লেডির চেহারায় একইসঙ্গে ফুটে উঠল গাম্ভীর্য ও সৌন্দর্য। সে বলল, 'আমি অপেক্ষায় থাকব আর তুমি ছুটে বেড়াবে প্রতিশোধ নামের মরীচিকার পিছনে। যখন তুমি ফিরে আসবে, তোমার হাতে লেগে থাকবে ওদের রক্ত। তখনও আমি তোমার অপেক্ষায় থাকব, এই তো তুমি চাও, তাই না?'

শীতল হয়ে গেল প্রসপেরোর রক্ত। বলল, 'ফিরে আসতে যদি পারি, হ্যাঁ, হয়তো এমনটাই হবে।'

উত্তর দেয়ার আগে লম্বা একটা বিরতি নিল লেডি। অনড় বসে থেকে বলল, 'বললে, আমায় তুমি ভালবাসো, প্রসপেরো।

'হ্যাঁ, অনেক ভালবাসি।'

'বুঝতে পারি। যে কেউই পারবে। তুমি আগেও বলেছ, তোমার উপর আমার কিছু দাবি আছে। কথাটা বলেছিলে কারণ, দুইবার তোমার প্রাণ বাঁচিয়েছি আমি।'

'হ্যাঁ, তাই এই জীবন তোমার হাতে। যা ইচ্ছা করতে পারো।'

মুখ তুলে তাকাল লেডি। বলল, 'ঠিক তো? কথার কথা বলোনি তো? ঠিক আছে তাহলে, আমি চাই প্রতিশোধ নেয়ার ইচ্ছা বাদ দাও।'

'বাবার আত্মা যে সারা জীবন আমাকে তাড়িয়ে বেড়াবে।'

'ভুল। তার আত্মা আছে শান্তির দেশে। আমাদের করা ভুল বা বোকামি তাকে বিরক্ত করতে পারবে না।'

'কিন্তু অন্যরা তো আছে। আছে অ্যাডর্নো পরিবারের সদস্যরা। প্রতিশোধ না নিয়ে ফিরে গেলে ওদের কাছে মুখ দেখাতে পারব না, অস্পৃশ্য হয়ে পড়ব আমি। এমন একটা মানুষকে তুমি গ্রহণ করতে পারবে?'

'গর্বের সঙ্গে গ্রহণ করব। কারণ সে হবে একজন সাহসী মানুষ। আর প্রতিশোধ তো এমনকী ঈশ্বরের দৃষ্টিতেও অপছন্দনীয়। তাহলে স্রষ্টার অপছন্দের একজনকে কীভাবে মেনে নেব?'

জিয়ান্নার পাশ থেকে একটু সরে বসল প্রসপেরো। মাথা নিচু করে বলল, 'আমার মন ভেঙে যাচ্ছে, জিয়ান্না। ভেবেছিলাম আজীবন তোমার সঙ্গে তোমার পাশে থাকব। কিন্তু তোমার প্রথম অনুরোধটাই তো রাখা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াচ্ছে।'

উত্তরে জিয়ান্না বলল, 'অনেক কম মূল্যবান জিনিস চেয়েছি আমি।'

'না, অনেক বড় কিছু চেয়েছ। চেয়েছ আমার সম্মানের বলিদান,' বলল প্রসপেরো।

'ভুল ভাবছ তুমি। প্রতিশোধের ভিতর কী সম্মান আছে? চার্চ থেকে শেখোনি, প্রতিশোধের চিন্তাই তো পাপ।'

'হতে পারে। কিন্তু বাবার মৃতদেহ ছুঁয়ে আমি শপথ করেছি।'

'যিশু তোমাকে ক্ষমা করবেন।'

'কিন্তু আমি কি নিজেকে ক্ষমা করতে পারব কখনো,

জিয়ান্না?'

জিয়ান্নার ঠোঁটদুটো কেঁপে উঠল। কম্পিত কণ্ঠে সে বলল, 'এভাবে বোলো না। আর তুমি যদি প্রতিশোধের সিদ্ধান্তে অটল থাকো তাহলে বলব, আমরা কাছে এসেছিই দূরে সরে যাবার জন্য।'

'তা হতে পারে না। তুমি বলছ যে কাকতালীয়ভাবে আমাদের দেখা হয়েছে। না, এটা আমাদের ভাগ্যের লিখন।'

'ভাগ্যের লিখন কেউ খণ্ডাতে পারে না। আর ভাগ্য বদলায় যার-যার কর্মানুসারে,' বলল জিয়ান্না।

'কিন্তু প্রায় অসম্ভব একটা কাজ করতে বলছ তুমি,' রীতিমত আর্তনাদ করে উঠল প্রসপেরো।

'প্রার্থনা করি, তুমি যেন সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পার,' বলে উঠে দাঁড়াল জিয়ান্না। সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল প্রসপেরোও। চাইল লেডিকে আলিঙ্গনে বাঁধতে। বিনীত ভদ্রতার সঙ্গে প্রসপেরোকে বাধা দিল সে। বলল, 'এখনই না, প্রিয়। প্রথমে তোমার মন থেকে প্রতিশোধের আগুন নিভিয়ে ফেলো। তারপর যখন ইচ্ছা আমার উপর তোমার দাবি প্রতিষ্ঠা করতে পারবে।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে কষ্টমাখা দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইল প্রসপেরো। তারপর বলল, 'মহামারীতে আমাকে মরে যেতে দিলেই সবচেয়ে ভাল হত।'

'তাহলে বলব, ওই রোগে আমরা দু'জনেই মারা গেলে বেশি ভাল হত। আমাকে এখন যেতে হবে। চলে যাওয়ার আগে যদি মনস্থির করতে পারো তো খবর পাঠিয়ো। আর যদি না পারো...প্রার্থনা করি ঈশ্বর যেন আমাদের ধৈর্য দেন। তাঁর সাহায্য এখন আমাদের খুব দরকার,' বলে রওনা হয়ে গেল সে।

প্রসপেরো আবার এগিয়ে গেল। লেডিকে ডেকে সে বলল, 'রওনা হওয়ার আগে একবার অন্তত তোমার সঙ্গে দেখা করে

বইঘর.কম

যেতে চাই।'

একমুহূর্ত ভাবল সে। লেডির চোখে টলটল করছে অশ্রু। সে বলল, 'আমার কথা যদি মানতে না পারো তাহলে দেখা করে আমার কষ্ট আরো বাড়িয়ে দেয়ার কী দরকার?'

আর বাধা দিল না প্রসপেরো। ধীরে ধীরে অন্ধকারের ভিতর গায়েব হয়ে গেল লেডি জিয়ান্না। প্রথম দিন যখন প্যাভিলিয়নে ওকে থাকতে দিয়েছিল, সেদিনও এভাবেই সে চলে গিয়েছিল। সেদিন ওর বুকের ভিতর নাচছিল আশার তুফান। আর আজ এক বুক কষ্ট নিয়ে তার চলে যাওয়া দেখল প্রসপেরো। ভেঙে চুরচুর হয়ে গেছে প্রসপেরোর সুখস্বপ্ন। কারণ অনেক উচ্চমূল্য দাবি করেছে লেডি জিয়ান্না। এই দাবি মেটানোর সামর্থ্য ওর নেই।

হতাশাভরে মনে মনে প্রশ্ন করল কেন লেডির সঙ্গে ওর দেখা করিয়ে দিল ঈশ্বর। তখন ওর ভিতর থেকেই উঠে এল ওর প্রশ্নের জবাব। প্রথমত, ডোরিয়াদের শাস্তি দিতে, যাতে হৃত সম্মান ফিরে পায় অ্যাডর্নো পরিবার। দ্বিতীয়ত, দ্য লিগুরিয়াদ লেখা শেষ করতে, যাতে অমরত্বের কাছাকাছি চলে যায় ও। নিয়তির নিষ্ঠুর কৌতুক নিয়ে হা-হা করে হেসে উঠল ও। হাসতেই থাকল যতক্ষণ না ওর হাসি কান্নায় পরিণত হলো।

এগারো

প্রসিডা

রওনা হওয়ার আগে লেডি জিয়ান্নার সঙ্গে প্রসপেরোর আর দেখা

BG & MAH

হলো না। ওকে এগিয়ে দিতে এসেছে লেডির ভৃত্য অ্যামব্রোজিয়ো। প্রসপেরোর জন্য একটা ঘোড়া কিনে এনেছে সে। সেটার দাম আর টিপস হিসেবে অ্যামব্রোজিয়োর হাতে পাঁচ ডাকাট তুলে দিল ও। সঙ্গে দিল লেডির সঙ্গে ওর বিচ্ছেদ নিয়ে সদ্য লেখা একটা সনেট। তবে সেটা কোন হতাশার গান নয়।

ভারাক্রান্ত মন নিয়ে রওনা হয়ে গেল প্রসপেরো। পিছনে ফেলে গেল ওর রিক্ত হৃদয়ের বড় একটা টুকরো। মনের গভীরে অনুভব করল ডোরিয়াকে এখন যে-কোন সময়ের চেয়ে অনেক বেশি ঘৃণা করছে ও। কারণ, আজ প্রসপেরোকে ব্যথিত হৃদয়ে এখান থেকে বিদায় নিতে হচ্ছে, সেটার কারণও পক্ষান্তরে ডোরিয়াই।

জিয়ান্নাকে প্রসপেরো দোষ দেয় না। কারণ সে একজন নারী। সহজাতভাবেই নারীসুলভ কোমল মন তাকে রক্তপাত আর প্রতিশোধের বিরুদ্ধে কথা বলিয়েছে। এটাই তার জন্য স্বাভাবিক। যা হোক, প্রসপেরোর এবারের যাত্রায় কোন উত্তেজনা নেই। আগস্টের এক উষ্ণ বিকেলে ফ্লোরেন্সে পৌঁছুল ও। ফ্লোরেন্সের লং আর্নো অঞ্চলে স্ট্রোজ্জিদের বাড়িতে উঠেছে প্রসপেরোর মা। সে ওই পরিবারেরই মেয়ে। এখন ওখানে আছেও কন্যাস্নেহে।

ওখানে পৌঁছুতেই স্বাগত জানিয়ে প্রসপেরোকে ঘরে নিয়ে গেল ওর মা। সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে প্রসপেরোর খবরের অপেক্ষায় উদ্বেগাকুল হয়ে বসে ছিল সে। প্রসপেরোর পলায়নের কথা চিঠি লিখে জানিয়েছে ডেল ভাস্টো। সময় গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে প্রসপেরোর নিরাপত্তার কথা ভেবে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে ওর মা। একসময় নিজেকেই এর জন্য দায়ী ভাবতে শুরু করে। স্বামীকে হারিয়েছে আর ছেলে যে থেকেও নেই। প্রসপেরোর বাবা ছিল দুর্ভাগ্যের শিকার। এখন প্রসপেরোকেও পদে পদে ওর বাবার মতই দুর্ভাগ্যের বোঝা বইতে হচ্ছে, ইত্যাদি।

বইঘর.কম

নিজের ব্যাপারে কোন জবাব দিল না ও। কিন্তু বাবার কথা উঠতেই প্রতিবাদ করে বলল যে, তাকে নিয়ে কোন আজেবাজে কথা বলবে না ও। তখন ওর মা বলে যে, সে যা দেখেছে, যা ভাল মনে করেছে তা-ই বলেছে।

দুঃখিত কণ্ঠে প্রসপেরো তখন বলল, যারাই বলে যে, 'যা ভাল মনে করেছি, বলেছি', তারা আসলে সঠিক চিন্তা করতে পারে না। কথাটা বলেই ফ্যাকাসে হয়ে গেল ওর চেহারা।

সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিক্রিয়া দেখাল ওর মা। ডোরিয়াদের উপর প্রসপেরো এখনো কেন প্রতিশোধ নেয়নি সেই কথা বলে ধমকাধমকি করতে থাকল ওকে। যতই ও বোঝানোর চেষ্টা করে যে কোন সুযোগ ও পায়নি, কিন্তু কে শোনে কার কথা। প্রসপেরোকে দোষারোপ করতে করতে মহিলা বলল, প্রসপেরোর মত জোয়ান একটা ছেলের উচিত সুযোগ তৈরি করে নেয়া, সুযোগের অপেক্ষায় বসে থাকা নয়। তারপর প্রসপেরোকে খোঁচা দিয়ে বলল, যেহেতু প্রসপেরো অতি কোমল হৃদয়ের মানুষ, তাই ও মোটেও অনুভব করে না যে, পতি বিয়োগব্যথায় ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে পা বাড়াচ্ছে ওর মা।

তবে প্রসপেরো চলে আসার সময় ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে থাকে মহিলা। কিন্তু আরো কয়েকদিন থেকে যাওয়ার জন্য একবারও অনুরোধ করেনি সে।

ফ্লোরেন্সে মাত্র দুই দিন থেকেই আবার রওনা হলো প্রসপেরো। এখন ওর উদ্যম আগের চেয়েও কম। প্রসপেরো খুব ভালভাবে জানে ওর মায়ের কথাবার্তা আপাত দৃষ্টিতে স্বার্থপর মনে হলেও তা অসত্য নয়। মায়ের দুঃখ খানিকটা হলেও লাঘব করতে চাইছে ও। কিন্তু কোন উপায় দেখতে না পেয়ে দিশেহারা বোধ করছে প্রসপেরো।

লেগহর্নে পৌঁছে একটা জাহাজ পেয়ে গেল ও। রাতের

আঁধারে অবরোধ পার হয়ে নেপলসে ঢুকবে জাহাজটা। অবরোধকারীদের ফাঁকি দেয়াটা আসলে কোন কঠিন কাজ না। দিনে দিনে অবরোধের জোর কমে যাচ্ছে। লট্রেস হয়তো চাইছে যত বেশিদিন সম্ভব অবরোধ ধরে রাখতে। কিন্তু তার সেনাদলের মধ্যেও মহামারী ছড়িয়ে গেছে। ফলে চাইলেও এখন আর আগের মত কঠিন অবরোধ বজায় রাখা সম্ভব না। ওদিকে ল্যাণ্ডোর ভেনেশিয়ান গ্যালিগুলো দিয়ে উপকূল প্রহরা দেয়া এখন আর ফ্রেঞ্চ কমাণ্ডারের কাছে ততটা উপকারী বলেও মনে হচ্ছে না। ফলে ওদের কাজের দিকেও তেমন নজর দিচ্ছে না কেউ। মোদ্দা কথা, সহজেই নেপলসে পৌঁছে গেছে প্রসপেরো।

নওভো দুর্গে বিস্ময়ের সঙ্গে প্রসপেরোকে স্বাগত জানাল অরেঞ্জ কাউণ্টির প্রিন্স। আগেই বলেছি, বর্তমান ভাইসরয় সে। স্বস্তির শ্বাস ফেলে সে বলল, বিরাট সৌভাগ্যবশত তাদের এই দুঃসময়ে হাজির হয়েছে প্রসপেরো। পিওমবিনোতে কতগুলো সাপ্লাই শিপ দাঁড়িয়ে আছে। ডন র‍্যামন ভারগাস নামের এক স্প্যানিশ ইম্পিরিয়াল ক্যাপ্টেন খুব গোপনে অল্প কিছু গ্যালি আর ওগুলোর জন্য লোক জড়ো করছে। দাস পাওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ায় বোনেভোগলে ভাড়া করা হয়েছে (ভাড়ায় আনা মাল্লাদেরকে বলা হয় বোনেভোগলে)। এমন পাঁচটা গ্যালি ইতিমধ্যেই প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করছে। কিন্তু সমুদ্র যাত্রায় অভিজ্ঞ কমাণ্ডারের অভাবে সেগুলো রওনা হতে পারছে না। আর ঠিক তখনই হাজির হয়েছে প্রসপেরো। কাজেই দায়িত্বটা তাকেই দিল প্রিন্স।

প্রসপেরোকে সে বলল, 'আপনি যদি অবরোধ ফাঁকি দিয়ে নেপলসে ওই সাপ্লাই পৌঁছে দিতে পারেন তাহলে নতুন করে চাঙ্গা হয়ে উঠবে আমাদের সেনারা। একইসঙ্গে হয়তো ডোরিয়াকেও পুরোপুরি আমাদের দলে নিয়ে আসা যাবে। ফ্রেঞ্চদের তাড়ানো

বইঘর.কম

তখন সময়ের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে।'

আর কিছু বলার দরকার ছিল না। কাজ পেয়ে বরং খুশিই হয়েছে প্রসপেরো। এতে ওর মনের উপর চেপে বসা দুঃখগুলোকে ভুলে থাকার সুযোগ পাবে ও।

দুই দিন পর পিওমবিনোতে পৌঁছে ক্যাপ্টেন ভারগাসের সঙ্গে দেখা করল প্রসপেরো। সবকিছুই তৈরি, কেবল ওর জন্য অপেক্ষা করছে সবাই। প্রিন্স বলেছিল পাঁচটা গ্যালির কথা। কিন্তু একদম শেষ মুহূর্তে আরো একটা গ্যালি যোগ করতে পেরেছে ভারগাস। উপযুক্ত সাজ-সরঞ্জাম আর লোকজন দিয়ে ভালমত এই জাহাজটাও প্রস্তুত করা হয়েছে। সঙ্গে খাবার-দাবারের জাহাজ ছয়টা। দুটো ব্রিগেন্টাইন আর একটা ফেলুকায় নেয়া হয়েছে শস্যদানা। বিভিন্ন রসদের ভারে প্রায় উপচে পড়ছে আরো তিনটা পাল তোলা গ্যালিয়ন।

এসব নিয়ে বন্দর ছাড়ল প্রসপেরো। পালে বাতাস পেয়ে বেশ দ্রুতই ও পৌঁছে গেল প্রসিডা দ্বীপের উত্তর দিকের একটা নিরাপদ জায়গায়। নেপলস থেকে রওনা হওয়ার পর সপ্তম দিনের কথা। এখানে পৌঁছুতে পৌঁছুতে রাত হয়ে গেছে, বাতাসও থেমে গেছে। ফলে গ্যালিয়নগুলোকে রশি দিয়ে বেঁধে টেনে আনতে হয়েছে বেশ খানিকটা পথ। প্রসপেরো অবশ্য আগেই পরিকল্পনা করে রেখেছিল যে, রাতের অন্ধকারে ওই জায়গায় পৌঁছুবে ওরা। তখন ভেনেশিয়ান গ্যালিগুলো ওদের উপস্থিতি আর টের পাবে না।

প্রসিডা দ্বীপের অবস্থানের কারণেও এই পরিকল্পনা করেছে প্রসপেরো। প্রসিডার পুবে মেইনল্যাণ্ড আর পশ্চিমে বড় আরেক দ্বীপ ইসিচা। ফলে প্রসিডার পূর্ব আর পশ্চিম দু'দিকের সাগরেই তৈরি হয়েছে প্রাকৃতিক দুই চ্যানেল বা প্রণালী। দুটো চ্যানেলই দুই মাইল চওড়া। ফলে এখানে ভেনেশিয়ান গ্যালিগুলোকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরানোর সুন্দর সুযোগ রয়েছে ওর।

প্রসিডার চ্যানেলে লুকানোর পর জাহাজের দাঁড়িদের ঘুমানোর জন্য পাঁচ ঘণ্টা সময় দিল ও, যাতে দরকারের সময় ওরা সর্বশক্তি কাজে লাগতে পারে। সূর্য ওঠার পর প্রসপেরো নিজে চলে গেল দ্বীপের উপর। ওখান থেকে চারপাশের বিস্তীর্ণ সাগর ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করল ও।

এখান থেকে দেখা যাচ্ছে মেইনল্যাণ্ডের পসিলিপো। এটার কারণেই ওর দৃষ্টিসীমার বাইরে রয়ে যাচ্ছে নেপলস। আরো দূরবর্তী প্রান্তে নীল আকাশের পটভূমিতে দেখা যাচ্ছে ভিসুভিয়াস থেকে ওঠা ধোঁয়ার মেঘ। দ্বীপের যে পাহাড়টার উপর ও দাঁড়িয়ে আছে তার ডানে দেখা যাচ্ছে দুর্গের দিকে চলে যাওয়া পথ। আর দেখা যাচ্ছে পাহাড়ের পাদদেশে সদ্য ঘুমভাঙা প্রসিডার আঙুর বাগান।

পশ্চিম দিকে কয়েক মাইল দূরে দেখা যাচ্ছে ইসিচা দ্বীপের প্রায় গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকা আরেকটা ছোট দ্বীপ ইপিওমা। ওই দ্বীপটা ওর বন্ধু ডেল ভাস্টোর জন্মভূমি। প্রসপেরোর আগ্রহ অবশ্য ইসিচা আর প্রসিডার মাঝ দিয়ে বয়ে যাওয়া প্রণালীর উপর। ভেনেশিয়ানদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলার জায়গা পেয়ে গেছে ও।

পাহাড়ের উপর থেকে খোলা পানিতে চোখ পড়ল ওর। দেখতে পেল পসিলিপোর মেইনল্যাণ্ড ঘুরে এক সারিতে বেরিয়ে আসছে ভেনেশিয়ানদের দশটা গ্যালি। ভালমত দেখে ও অনুমান করল ওগুলোর গতি ঘণ্টায় দুই মাইলের সামান্য বেশি হতে পারে। পর্যবেক্ষণ শেষ হতেই দ্রুত নিচে নেমে এল প্রসপেরো। গ্যালি আর অন্যান্য জাহাজগুলো একটা গুহামত জায়গায় লতা-পাতা দিয়ে ঢেকে ভালভাবে লুকিয়ে রাখা আছে। যা হোক, নিচে নেমেই ভারগাসকে ডাকল ও। তার হাতে তিনটা গ্যালির দায়িত্ব দিয়ে স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিল ওগুলো নিয়ে তাকে কী করতে হবে।

ঘণ্টাখানেক পরের কথা। অবাক বিস্ময়ে ভেনেশিয়ান ফ্লিটের

বইঘর.কম

এক ক্যাপ্টেন দেখল, প্রসিডার তিন মাইল সামনে তিনটা গ্যালির পাহারায় এগিয়ে চলেছে এক ব্রিগেন্টাইন। ক্যাপ্টেন মন্তব্য করল, 'ওগুলো নেপলসগামী স্প্যানিশ জাহাজ হলে বলতেই হবে ওদের সাহস আছে।'

ফ্লিটের কমাণ্ডার ল্যাণ্ডোর মনেও তখন সম্ভবত একই ভাবনা চলছিল। ক্যাপিটানা থেকে তখন ট্র্যাম্পেট বাজিয়ে অন্য জাহাজগুলোকে সঙ্কেত দেয়া হলো, 'এগিয়ে যাও।'

শত্রুকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলার জন্য বাঁকা চাঁদের মত ঘেরাটোপের আকারে এগুতে শুরু করল ভেনেশিয়ান ফ্লিট।

ওদিকে ব্রিগেন্টাইনের ক্যাপ্টেনের ভাল করেই জানা আছে তাকে কী করতে হবে। দৃশ্যত সে ফাঁদে পড়তে চলেছে। কিন্তু আসলে প্রসপেরো তাকে ব্যবহার করেছে ভেনেশিয়ানদের ধোঁকা দেয়ার জন্য। ব্রিগেন্টাইনটাকে সোজা পশ্চিমে না চালিয়ে সামান্য উত্তরমুখো করে নিল ক্যাপ্টেন। ফলে পালে আরো খানিকটা বেশি বাতাস পাচ্ছে সে। তবে তারপরও তার গতি সামান্যই। আর ওটার পাহারাদার গ্যালিগুলো তখন ভাব দেখাল যে করণীয় নিয়ে ভীষণ দ্বিধাগ্রস্ত তারা। যথেষ্ট দ্বিধাদ্বন্দ্ব প্রদর্শন করে ব্রিগেন্টাইনের রিয়ার গার্ড হিসেবে সেটার পিছনে অবস্থান নিল গ্যালিগুলো।

ওদের আচরণে ভেনেশিয়ানদের মনে হলো যে ছোট্ট বহরটা চাইছে ইসিচার পাশ ঘেঁষে পালিয়ে যেতে। ওদেরকে ওভাবে যেতে দেখে ভেনেশিয়ান কমাণ্ডার ল্যাণ্ডো প্রথমে চাইল ওদের ধাওয়া করতে। কিন্তু পরে কোন ট্রিক করা হয়ে থাকতে পারে ভেবে তার এক ক্যাপ্টেন ফেলিসিয়ানির কমাণ্ডে চারটা গ্যালিকে পাহারায় রেখে বাকি ছয়টা নিয়ে নিজেই ধাওয়া করা শুরু করল।

ল্যাণ্ডো ধারণা করেছে ওগুলো ইসিচা ঘুরে সামনে যেতে যেতে ওগুলোর আরো সামনে চলে যেতে পারবে সে। তখন সামনে থেকেই ওগুলোকে অনায়াসে বাধা দিতে পারবে। বিপক্ষের

পরিকল্পনা আন্দাজ করার আনন্দে নিজের উপরই খুশি হয়ে উঠল ল্যাণ্ডো। এবং খুশি মনেই রওনা হলো শিকার ধরতে।

ওদিকে দ্বীপ ঘুরে ব্রিগেন্টাইনটা দুই দ্বীপের মাঝের সরু চ্যানেলে ঢুকে পড়েছে। পালে শক্তিশালী হাওয়ার ধাক্কা নিয়ে পাখির মত ছুট দিয়েছে সামনে। গ্যালি তিনটাও সমান তালে এগিয়ে যাচ্ছে ওটার পেছন পেছন।

ওদিকে ল্যাণ্ডো তার বহর নিয়ে চ্যানেলে পৌঁছতে পৌঁছতে প্রসপেরোর জাহাজগুলো হাওয়া হয়ে গেছে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই ল্যাণ্ডো ধরে নিল, দ্বীপটাকে চক্কর দিয়ে পালাবার মতলব করেছে জাহাজগুলো। মনে মনে হেসে উঠল সে। আগেই বুদ্ধি করে পিছনে চারটা গ্যালি রেখে আসায় মনে মনে নিজের পিঠ চাপড়ে দিল। ভাবল ওগুলোর হাতেই ধরা পড়বে স্প্যানিশ জাহাজগুলো। তাই এদিক থেকে নতুন উদ্যমে ধাওয়া করা শুরু করল ল্যাণ্ডো।

ওদিকে চারটা গ্যালি নিয়ে পুব দিক দিয়ে চ্যানেলে ঢুকে পড়েছে ভেনেশিয়ান ক্যাপ্টেন ফেলিসিয়ানি। উদ্দেশ্য এদিক দিয়ে ঢোকার রাস্তা বন্ধ করে পলায়নপর জাহাজগুলোকে আটকে ফেলা। ঠিক তখনই যেন সাগর ছেদ করে উদয় হলো তিনটা গ্যালি। প্রায় গায়ে উঠে পড়ার আগে ফেলিসিয়ানিরা ওগুলো দেখতেই পায়নি। আবার পলায়নরত জাহাজগুলোর পক্ষেও এত দ্রুত এদিকে আসা সম্ভব না। সে বুঝতে পারল তার অ্যাডমিরাল যা ধারণা করেছিল বিপক্ষের কমাণ্ডার তার চেয়েও জটিল পরিকল্পনা করে এগিয়েছে। ওদিকে ফেলিসিয়ানি তখনও আশা করছিল সে ল্যাণ্ডোর সাহায্য পাবে বা পলায়নপর জাহাজগুলোকে ধরতে পারবে। কিন্তু সেই সুযোগ সে আর পেল না। অপরদিকে বিপক্ষের জাহাজ তিনটা এমনভাবে পাশাপাশি দাঁড়িয়েছে যে ভারি কামানগুলো ব্যবহার করাও এখন প্রায় অসম্ভব। অনেক দ্বিধাদ্বন্দ্বের

বইঘর.কম

পর চারটা জাহাজের মুখই তীরের দিকে ঘুরিয়ে নিল সে।

ভেনেশিয়ানদের মন্থর গতির দ্বিধাগ্রস্ত নড়াচড়া প্রসপেরোর জেতার সুযোগ আরো বাড়িয়ে দিল। প্রসপেরোর হুকুমে প্রায় একইসঙ্গে ওর তিন জাহাজ থেকে গর্জে উঠল সবগুলো কামান। মাত্র তিনশ' গজ দূর থেকে ছোঁড়া কামানের গোলায় ফেলিসিয়ানির জাহাজের অবস্থা শোচনীয়। একটা গোলা গিয়ে পড়েছে ঠিক ওয়াটার লাইনের নিচে। আরেকটা পড়েছে আরাকুইবাসিয়ারদের ভিড়ের উপর।

ওদিকে আরেকটা গ্যালিতে সরাসরি হামলা চালিয়েছে প্রসপেরোর লোকেরা। ওরা এমনভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছে যে অল্পক্ষণের মধ্যেই সেটা স্তব্ধ হয়ে গেল। বাকি দুই গ্যালি তখনও অক্ষত। ইতিমধ্যেই সেদিকে এগুতে শুরু করেছে ওরা। জাহাজের পেট দিয়ে ধাক্কা দিয়ে ভেঙে দিয়েছে ভেনেশিয়ান গ্যালির দাঁড়। ফলে জায়গায় জমে গেছে জাহাজগুলো। এরপর প্রসপেরোর আরাকুইবাসিয়ারদের নেতৃত্বে বিপক্ষের জাহাজে উঠে যায় ওর সেনারা। একই সময় দাঁড় ফেলে অস্ত্র তুলে নেয় ওর জাহাজের বোনেভোগলেরাও।

বেশ সময় ধরে চলতে থাকে লড়াই। দ্বীপবাসীরা ততক্ষণে মুফতে লড়াই দেখার মজা লুটতে দ্বীপের পাড়ে এসে দাঁড়িয়েছে। তখন ভেনেশিয়ান গ্যালিগুলোর পেছন থেকে বেরিয়ে এল প্রসপেরোর পাঠানো গ্যালিগুলো। কিন্তু ওদের দিকে নজর দেয়ার সময় ফেলিসিয়ানির নেই। নিজের পিঠ বাঁচাতে ব্যস্ত সে। ফলে নির্বিঘ্নে নেপলসের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেল সবগুলো রসদবাহী জাহাজ।

ডুবন্ত জাহাজটাকে রক্ষার শেষ চেষ্টা হিসেবে ভারী কামানগুলো পানিতে ফেলার হুকুম করল ফেলিসিয়ানি। কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। ডুবতে শুরু করেছে তার

BG & MAH

জাহাজ।

ওদিকে আগের সেই তিন গ্যালি আর একটা ব্রিগেন্টাইনের পিছু ধাওয়া করে এগিয়ে আসছে ল্যাণ্ডোর ছয়টা গ্যালি। কিন্তু ততক্ষণে প্রসপেরোর সঙ্গেও যোগ দিয়েছে আরো দুই গ্যালি। ফলে বলা চলে লড়াইয়ের পাল্লা আগেই ওর দিকে হেলে গেছে। ল্যাণ্ডো তার ছয় জাহাজের বহর নিয়ে আসছে বটে; কিন্তু তখনও সে অকুস্থল থেকে দুই মাইল দূরে ও দ্বীপের পিছনে। তবে কামান-বন্দুকের শব্দ তার কানেও পৌঁছেছে। ওই শব্দ কানে যেতেই তার মুখ থেকে মুছে গেছে আত্মতুষ্টির হাসি। স্পষ্ট বুঝতে পারছে কোনভাবে তাকে ফাঁদে ফেলা হয়েছে। সর্বশক্তিতে দাঁড় টানিয়ে হলেও দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছতে চাইল সে। দাঁড়িদের পিঠের মাংস কেটে বসে যাচ্ছে ওভারশিয়ারের চাবুক। দ্বীপের কোণ ঘুরে বেরিয়ে এল ল্যাণ্ডো। দেখল ছয় স্প্যানিশ গ্যালি পাশাপাশি দাঁড়িয়ে তার জন্য অপেক্ষা করছে।

ফেলিসিয়ানির চার গ্যালির মধ্যে তিনটা তখনও দেখা যাচ্ছে। কিন্তু সেগুলো অনড় দাঁড়িয়ে আছে। বোঝাই যাচ্ছে পরাজিত হয়ে স্প্যানিশদের হাতে বন্দি হয়েছে ওগুলো। আরো পিছনে দেখা যাচ্ছে বিনা বাধায় নেপলসের দিকে ছুটে যাচ্ছে তিনটা গ্যালিয়ন আর তিনটা অপেক্ষাকৃত ছোট জাহাজ।

ল্যাণ্ডো হুকুম জারি করল, 'পিছিয়ে যাও।' একই হুকুম উচ্চারিত হলো ল্যাণ্ডোর বাকি গ্যালিগুলোতেও। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই জাহাজগুলো নড়তে পারল না। কারণ দাঁড়িরা এতই ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছে যে আবার দাঁড়ে হাত দেয়ার শক্তি তাদের নেই। জিভ বের করে হাঁপাচ্ছে সবাই। আর ওদের মধ্যে যারা আরেকটু বেশি শক্তিশালী তাদের কয়েকজনই কেবল দুই কদম এগিয়ে খাবার পানির বালতি তুলে গলায় ঢালতে পারল।

পরবর্তী হুকুমের জন্য ক্যাপ্টেনের দিকে অসহায় দৃষ্টিতে

তাকিয়ে রইল দাসদের ওয়ার্ডেনরা। আর ক্যাপ্টেনরা তাকিয়ে রইল তাদের কমাণ্ডার ল্যাণ্ডোর জাহাজের দিকে। ওদিকে নরকের আগুনের জ্বালা বুকে নিয়ে গম্ভীর দৃষ্টিতে সামনে তাকিয়ে আছে ল্যাণ্ডো। দেখছে পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের আদৌ কোন উপায় আছে কিনা। এদিকে দাঁড় বেয়ে এগুনোর একটুও ক্ষমতা তার দাসদের আর নেই। মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা হিসেবে বাতাসও বইছে উল্টো দিক থেকে। ফলে পালও কোন কাজে আসছে না। ওদিকে তার ছয় গ্যালির বিপক্ষে প্রতিপক্ষও দাঁড় করিয়েছে ছয়টা গ্যালি। কাজেই বিনা লড়াইয়ে ওরা যে তাকে এক কদমও ছাড় দেবে না সেটা একেবারে স্পষ্ট। আর যতক্ষণে সে এদের সঙ্গে লড়াই করে সময় নষ্ট করবে ততক্ষণে রসদবাহী ওই ছয় জাহাজ নিশ্চিতভাবে নেপলস বন্দরে পৌঁছে যাবে। কিন্তু ল্যাণ্ডোর মাথায় এখন শোধ নেয়া ছাড়া আর কিছুই নেই। কারণ স্প্যানিশ ক্যাপ্টেন মুহূর্তেই তার সমরশক্তি অর্ধেকে নামিয়ে দিয়েছে। কিন্তু আক্রমণ করার আগে তাকে এটাও চিন্তা করতে হচ্ছে যে বিশ্রাম না নিয়ে আর এক গজ এগুবার ক্ষমতাও তার দাস বাহিনীর নেই। এবং এটাও সে বুঝতে পারছে যে বিপক্ষ দল আক্রমণ করলে লড়তে তাকে হবেই। তখন সে হুকুম করল দাসদেরকে ওয়াইন খেতে দিতে। সঙ্গে সঙ্গে দাসদের জন্য ওয়ার্ডেন আর তাদের সহকারীরা ওয়াইন নিয়ে গেল।

কিন্তু প্রসপেরোর দিক থেকে আক্রমণের কোন নমুনা দেখা যাচ্ছে না। রসদবাহী জাহাজগুলো পসিলিপোর পিছনে চলে গেছে। ওর উদ্দেশ্য পূরণ তো হয়েছেই। সঙ্গে বাড়তি লাভ হিসেবে দখল করেছে তিনটা গ্যালি। কাজেই লড়াইয়ের ময়দান ছাড়তে প্রসপেরোর কোন আপত্তি নেই। অবশ্যই বিজয় হয়েছে প্রসপেরোর। কাজেই ও হুকুম করল জাহাজের মুখ ঘুরিয়ে নেপলসের পথ ধরতে। সঙ্গে নিয়ে নিল দখলকৃত তিন গ্যালি।

সেগুলোতে পর্যাপ্ত সেনা মোতায়েন করল ও। আর দাসদের চালানোর জন্য দিল ওয়ার্ডেন।

একবার পিছু ধাওয়া করার চিন্তা করলেও পরিস্থিতি বিবেচনায় সেই চিন্তা থেকে সরে এল ল্যাণ্ডো। বিকেল নাগাদ বহর নিয়ে বন্দরে পৌঁছে গেল প্রসপেরো। বন্দরে ও এমন জাঁকাল সংবর্ধনা পেল যা খুব কম নৌ-কমাণ্ডারের ভাগ্যেই জোটে। প্রিন্স অভ অরেঞ্জ বুকে জড়িয়ে ধরে স্বাগত জানাল ওকে। কারণ মাত্র ছয়টা জাহাজ নিয়ে দশটা জাহাজের বিরুদ্ধে লড়ে জিতে আসা কোন সাধারণ ব্যাপার নয়। আর জিতেছে তো বটেই, সঙ্গে দখল করে এনেছে বিপক্ষের তিন-তিনটা গ্যালি। প্রসপেরোর এই মহান কীর্তির কথা সে সম্রাটের কাছে অবশ্যই বলবে বলে কথা দিল প্রিন্স। রসিকতা করে সে আরো বলল, প্রসপেরোর এই বিজয়ে সে নিজেও খানিকটা কৃতিত্বের দাবিদার। কারণ কাজটা সারার জন্য সে-ই প্রসপেরোকে বেছে নিয়েছিল।

এদিকে সাধারণ জনতার কাছে নায়কে পরিণত হয়েছে প্রসপেরো। কারণ ওর এই জয়ের মাধ্যমে তাদের দীর্ঘদিনের অনাহার-অর্ধাহারের অবসান হতে চলেছে।

বারো

ভুল সংশোধন

সেপ্টেম্বর পার হওয়ার আগেই চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল প্রসপেরোর

বইঘর.কম

অনন্য কীর্তিগাথা। ছোট্ট একটা নৌযুদ্ধে এত বড় বিজয় চাট্টিখানি কথা নয়। কাজেই সারা ইটালিময় ছড়িয়ে পড়ল এই গল্প। শেষ পর্যন্ত মাদ্রিদে সম্রাটের কানেও পৌঁছল এই গল্প। নানামুখী খারাপ খবরের ভিতর এমন একটা খবর শুনে যারপরনাই খুশি হলেন সম্রাট।

ফ্লোরেন্সে বসে প্রসপেরোর মাও গল্পটা শুনেছে। পুত্রগর্বে উদ্ভাসিত হলো সে-ও। গল্পটা জেনোয়ায় পৌঁছুতেও বেশি সময় লাগল না। ঘরের ছেলের অনন্য গৌরবে গর্বিত হলো তারাও। অ্যাড়র্নো পরিবারের নাম আবার চলে এল সবার মুখে মুখে। বিশেষ করে ডোরিয়াদের 'শাসনে' যারা ক্ষিপ্ত তারা প্রকাশ্যেই বলতে থাকল যে অ্যাডর্নো পরিবারকে আবার ক্ষমতায় আনা দরকার।

প্রসপেরোর বিজয়ের খবর ডেল ভাস্টোর কানেও গেছে। বন্ধুর এমন কৃতিত্বে ভীষণ খুশি হয়েছে সে। খবরটা অবশ্য লেরিকিতে ফিলিপ্পিনো আর ডোরিয়ার কানেও পৌঁছুল। ওরা খুব ভালভাবেই বুঝতে পারল এর ফলে ওদের ঋণের বোঝা আরো ভারী হয়েছে। কারণ যাদেরকে প্রসপেরো বন্দি করেছে তাদের ছাড়াতে হলে মুক্তিপণ ডোরিয়াদেরকেই পরিশোধ করতে হবে।

একটু পিছনে যাই।

প্রসপেরোকে বন্দি করে ফিলিপ্পিনো তাকে দাসদের সঙ্গে দাঁড় বাইতে বসিয়েছে শুনে ভাতিজার উপর ভীষণ রেগে গিয়েছিল ডোরিয়া। শাসিয়েছিল, 'আহাম্মক, কবে বুঝতে শিখবে, শত্রুতা বাড়িয়ে কোন লাভ হয় না? শত্রুতার বিনিময়ে কেবল শত্রুতাই পাওয়া যায়। খুবই জঘন্য ও নীচ কাজ করেছ তুমি।'

জবাবে ফিলিপ্পিনো বলেছিল, 'দ্রাগুতকে দাঁড়ে বসিয়ে আপনিও কিন্তু একই কাজ করেছিলেন। আমি শুধু ওদেরকে পাশাপাশি বসিয়ে দিয়েছি।'

‘হা, ঈশ্বর! তোমার চোখে এ দুইয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই? দ্রাগুতের সঙ্গে আমাদের জাতিগত, ধর্মগত শত্রুতা। ও ভিন্ন ধর্মে বিশ্বাস করে।’

জবাবে ফিলিপ্পিনো বলে, ‘জাতি-ধর্মের ব্যাপারটা বাদ দিলে প্রসপেরোর বেলায়ও তো একই ব্যাপার। ও-ও আমাদের শত্রু। তাই না?’

‘না, ভাতিজা। ওকে আমাদের লাভের জন্য অনায়াসে ব্যবহার করা যেত। কিন্তু তার সঙ্গে কঠিন শত্রুতা দাঁড় করিয়ে দিয়েছ তুমি। মনে রেখ, তোমার কৃতকর্মের ফল তোমাকেই ভোগ করতে হবে।’

তখন ফিলিপ্পিনো প্রসিডার কথা তুলে চাচার সামনে গজগজ করতে থাকে। কিন্তু তাকে কোন সহমর্মিতা দেখায়নি ডোরিয়া।

বর্তমানে ফিরে আসি।

নিজের গাঁটের পয়সা খরচ করে তার গ্যালিগুলোতে লোকবল ও অন্যান্য সাজ-সরঞ্জাম তুলছে ডোরিয়া। কারণ ফ্রান্সের রাজা তার জন্য আর খরচ করতে রাজি না। ফলে তার কাছে থাকা মূল্যবান বন্দিদের মুক্তিপণের টাকা আদায় করে কাজটা করতে হচ্ছে। এই মূল্যবান বন্দিদের ভিতর দ্রাগুতও আছে। তার মুক্তির বিনিময়ে তিন হাজার ডাকাট মুক্তিপণ দিতে রাজি হয়েছে খায়ের-আদ-দীন।

খবরটা প্রসপেরোর কানেও গেছে। ডোরিয়ার মানসিকতা নিয়ে খুব একচোট হাসল ও। কারণ দ্রাগুতকে বন্দি করেছিল ও। সুতরাং দ্রাগুতের মুক্তিপণের টাকা ওর পাওনা। উপরন্তু আগে একবার দ্রাগুতের মুক্তিপণের প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছিল আন্দ্রে। অছিলা দিয়েছিল যে খ্রিস্টান জাতির এমন এক শত্রুকে আর কখনোই সাগরে নামতে দেয়া উচিত হবে না। কিন্তু নিজের লেজে পা পড়তেই সবার আগে ডোরিয়ার মনে পড়েছে দ্রাগুতের

বইঘর.কম

মুক্তিপণের কথা। কাজেই প্রসপেরোর কৌতুক বোধ করাটা মোটেও অস্বাভাবিক নয়।

প্রসিডার যুদ্ধে প্রসপেরোর জয় স্প্যানিশদের জন্য বিরাট সুযোগ নিয়ে এসেছে। বলতে গেলে নেপলসের উপর থেকে ফ্রেঞ্চ অবরোধ ভেঙেই দিয়েছে ওই লড়াই। ল্যাণ্ডোও অবরোধ তুলে নেয়ার পক্ষে। কারণ প্রসপেরোর দখল করা গ্যালিগুলো মেরামত করিয়ে যদি ওর বিরুদ্ধেই নামিয়ে দেয়া হয় তাহলে ল্যাণ্ডোর টেকার কোন সম্ভাবনাই থাকে না। এখন হারবার আর অস্ত্রাগারের দায়িত্বে আছে প্রসপেরো। সুযোগ পেলে সে যে একমুহূর্তও সময় নষ্ট করার বান্দা না, সেটা ল্যাণ্ডোও খুব ভাল করে জানে।

অর্থাৎ প্রসিডার লড়াইয়ে প্রসপেরো জেতায় ফ্রেঞ্চ-স্পেন দ্বৈরথের পুরো সমীকরণটাই উল্টে গেছে। স্পেন সম্রাটের লোকেরা রসদ নিয়ে আসতে শুরু করেছে। সেইসঙ্গে আসছে প্রচুর সামরিক সাহায্য। ফলে অবরোধকারীরা আর ওখানে টিকতেই পারল না। ওদিকে মহামারীর প্রকোপে ফ্রেঞ্চদেরও ভীষণ ভুগতে হয়েছে। এমনকী মার্শাল ডি লট্রেসও আশা ছেড়ে দিয়েছে। কারণ সে-ও ভালভাবেই বুঝতে পারছে, এত কিছুর পরও অবরোধ ধরে রাখতে চাওয়ার অর্থ মহামারী আর স্প্যানিশদের তলোয়ারের নিচে স্বেচ্ছায় গলা পেতে দেয়া। ফলে সৈন্য প্রত্যাহারের হুকুম করল সে। কিন্তু ভুল পথে পশ্চাৎপসরণ করল লট্রেস। ফলে তার পিছু ধাওয়া করার সুযোগ পেয়ে গেল প্রিন্স অভ অরেঞ্জ।

ইটালির মাটিতে এটাই ছিল ফ্রেঞ্চদের শেষ অভিযান।

এরপর প্রসপেরোর কীর্তির স্বীকৃতিস্বরূপ স্পেন সম্রাট প্রসপেরোকে প্রদান করেন নিয়াপলিটান ফ্লিটের ক্যাপ্টেন জেনারেল পদবিসহ এই বহরের সর্বময় কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব। মাদ্রিদ থেকে ডেল ভাস্টোর পাঠানো চিঠিও পৌঁছেছে প্রসপেরোর কাছে। চিঠিতে সে নিশ্চিত করেছে, সম্রাটের দরবারে প্রসপেরোর আসন

এখন খুবই পোক্ত। এবং ওকে নিয়ে আশাবাদী হয়ে উঠছেন সম্রাট।

জেনোয়া থেকেও সংবাদ এসেছে। সেটা হচ্ছে, ফ্রান্সের রাজার সঙ্গে চুক্তি খতম করে দিয়েছে ডোরিয়া। এরপরই জনসমক্ষে প্রকাশ পায়, ডোরিয়াকে নিজের অধীনে কাজের প্রস্তাব দিয়েছেন স্পেন সম্রাট। আর ডেল ভাস্টোর মত যে দুয়েকজন সম্রাটের খুবই ঘনিষ্ঠ কেবল তারাই জানত যে, সম্রাটের ইচ্ছা মেডিটেরানিয়ান ফ্লিটের সর্বময় কর্তৃত্ব ডোরিয়ার হাতে তুলে দেয়া। খবরটা দু'কান হতেও অবশ্য বেশি সময় লাগল না। স্পেনের নানা মহল থেকে কথা উঠতে শুরু করল। সমালোচকরা রাজনীতির অলিগলিতে শোর তুলল যে, স্পেনের নিজেদের এত মেধাবী অফিসার থাকতে বাইরের একজন লোককে কেন এত ক্ষমতাশালী পদ দেয়া হবে। কিন্তু সমালোচকের সমালোচনায় দমে যাওয়ার পাত্র সম্রাট নন।

স্পেন সম্রাটের সবুজ সঙ্কেত পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই লেরিকি দুর্গ থেকে বেরিয়ে জেনোয়ায় চলে গেল ডোরিয়া। একদল সেনা মোতায়েন করে জেনোয়া থেকে ফ্রেঞ্চ সৈন্যদের তাড়িয়ে জেনোয়ায় নিজের দখল প্রতিষ্ঠা করল সে। মহামারী আক্রান্ত জেনোয়ার উপর থেকে অসুখের ছায়া সরানোর ব্যাপারেও পদক্ষেপ নেয়ার চিন্তা করল। এরপরই জেনোয়ার শাসন ব্যবস্থা আবার ঢেলে সাজানোর কাজেও হাত দিল সে। কারণ স্পেন সম্রাটের ছত্রচ্ছায়ায় জেনোয়ার স্বাধীনতার নিশ্চয়তা পাওয়া গেছে। তারপর জনসমক্ষে সাফাই দিল যে, ফ্রেঞ্চ রাজা ফ্রান্সিস ওয়াদা ভঙ্গ করায় তার সঙ্গে চুক্তি বাতিল করেছে ডোরিয়া। এখন তার জীবনের একমাত্র লক্ষ হচ্ছে মাতৃভূমি জেনোয়াকে যে-কোন বহির্শত্রু বা বহির্শক্তির রাহুগ্রাস থেকে নিরাপদ ও মুক্ত রাখা।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জনসমর্থন পেয়ে গেল ডোরিয়া।

বইঘর.কম

জনসাধারণ আরেকবার তাকে গ্রহণ করল জেনোয়ার ত্রাতা হিসেবে। এবং সঙ্গে সঙ্গেই জেনোয়ার ডিউকাল ক্রাউন গ্রহণের প্রস্তাব করা হলো তাকে। এতদিন তার নির্ধারিত লোকেরাই মুকুট মাথায় দিয়ে জেনোয়া শাসন করেছে। এবার সুযোগ এসেছে তার নিজের মাথায় মুকুট পরার।

কিন্তু মুকুট মাথায় তুলল না চতুর ডোরিয়া। বরং জেনোয়ার শাসন ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন নিয়ে এল সে। ডজের ক্ষমতা কমিয়ে দিয়ে পাঁচজন সেনসরের ক্ষমতা বাড়িয়ে দিল ডোরিয়া। নিয়ম করে দিল যে, নির্দিষ্ট মেয়াদান্তে নির্বাচন করে ক্ষমতায় আসবে সেনসররা। তবে এটা হবে চারজনের বেলায়। পঞ্চম সেন্সর হচ্ছে স্বয়ং ডোরিয়া। এবং সে আজীবনের জন্য সেনসরের পদ গ্রহণ করেছে। তবে স্কিপিওনি বা প্রসপেরো যেমনটা আশা করেছিল তেমন কিছুই হলো না। কোন দ্বন্দ্ব তৈরি না করেই ক্ষমতায় আরোহণ করল ডোরিয়া।

এরপরই শোনা গেল পোপ অষ্টম ইনোসেন্ট-এর ভাস্তি ম্যাডোনা পেরেট্টা উসোডিমারে-কে বিয়ে করেছে ডোরিয়া। ওই মহিলা মারকুইস অভ ফেনারো-র বিধবা স্ত্রী। বিয়ে উপলক্ষে নেপলসেও জোর ধুমধামের সঙ্গে বিশাল উৎসবের আয়োজন করা হয়। বিয়ে উপলক্ষে ডোরিয়াকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছে সবাই, কিন্তু প্রসপেরোর মুখে একটুও হাসি নেই। কারণ ডোরিয়াকে মেডিটেরানিয়ানের অ্যাডমিরাল বানিয়ে দেয়া হয়েছে। মানে স্প্যানিশ নেভির সর্বাধিনায়ক এখন ডোরিয়া। আর প্রসপেরো হচ্ছে নিয়াপলিটান ফ্লিটের ক্যাপ্টেন জেনারেল। অর্থাৎ ডোরিয়ার অধীনেই আবার কাজ করতে হবে প্রসপেরোকে। কাজেই সামনে এখন একটাই বিকল্প দেখতে পাচ্ছে প্রসপেরো। সেটা হচ্ছে স্প্যানিশ নেভি থেকে পদত্যাগ করা।

কিন্তু প্রসপেরোর পদত্যাগপত্র পেয়ে ভীষণ রেগে গেল প্রিন্স।

এমনকী নিজের অবস্থান ভালভাবে বোঝানোর পরও ওর পদত্যাগপত্র গ্রহণ করল না সে। উল্টো প্রসপেরোকে সে বোঝাল, ডোরিয়ার হাত থেকে কেবল সম্রাটের নির্দেশই ওকে নিরাপত্তা দিচ্ছে না বরং জেনোয়ার নাগরিকদের জনমতও ওকে নিরাপত্তা দেবে।

অক্টোবরের এক বৃষ্টিঝরা ও কুয়াশাচ্ছন্ন দিন। ইসিচা হয়ে নেপলসের বন্দরে তিন গ্যালির ছোট্ট বহর ভেড়াল জিয়ানেট্টিনো। স্পেন সম্রাটের সেবায় যেহেতু তারা যোগ দিয়েছে তাই ভাইসরয়ের কাছে রিপোর্ট করতে এসেছে সে। তারপর দেখা করতে চাইল প্রসপেরোর সঙ্গে। খবর পেয়ে দেখা করতে রাজি হলো প্রসপেরো।

জিয়ানেট্টিনোর পরনে কটকটা লাল রঙের একটা ডাবলেট। আর পোশাকের উপর দিয়ে তার চওড়া বুকের উপর আড়াআড়ি করে বাঁধা স্বর্ণের লেস। যথারীতি গর্বোদ্ধত ভঙ্গিতে মাথা উঁচু করেই এল সে। তবে যখন কথা বলল কণ্ঠে ফুটে উঠল আন্তরিকতার ছোঁয়া। প্রসপেরো আসার পর এমনভাবে জিয়ানেট্টিনো এগিয়ে গেল যেন পুরানো বন্ধুর দেখা পেয়ে আবেগে আপ্লুত হয়ে গেছে সে। ঘোষণা দিল জেনোয়ার সন্তানের মহান কীর্তিতে সে নিজেও গর্বিত। আরো বলল, সে এসেছে শান্তির বার্তা নিয়ে। সেইসঙ্গে তার চাচা অ্যাডমিরালের তরফ থেকে ঘোষণা করল, নিয়াপলিটান স্কোয়াড্রনের দায়িত্ব থাকবে কেবল প্রসপেরোর হাতে। লর্ড ডোরিয়া তাদের আবার একত্রিত হওয়াকে স্বাগত জানিয়েছেন।

ঘোলাটে দৃষ্টিতে একবার জিয়ানেট্টিনোর দিকে তাকাল প্রসপেরো। তারপর বলল, "শান্তি বজায় রাখার প্রস্তাবের জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তবে, আমার সিদ্ধান্ত ভাইসরয়কে জানিয়ে দিয়েছি।"

জিয়ানেট্টিনো একবার দ্বিধান্বিত দৃষ্টিতে ভাইসরয়ের দিকে তাকাল। সঙ্গে সঙ্গেই নিজেকে সামলে নিল। সন্দেহ নেই খুব ভালভাবে শিখিয়ে-পড়িয়ে পাঠানো হয়েছে ওকে। বলল, 'শ্রদ্ধার সঙ্গেই বলছি, স্যর প্রসপেরো, লর্ড আন্দ্রে ইম্পিরিয়াল ফ্লিটের প্রধান হয়েছেন সম্রাটের ইচ্ছায়, নিজের ইচ্ছায় না।'

ভাইসরয় সতর্ক দৃষ্টিতে দেখছে বাতাস কোন্‌দিকে বয়। অবস্থা বুঝে তাড়াতাড়ি সে বলল, 'প্রয়োজন পড়লে লর্ড ডোরিয়ার হুকুম অনুযায়ী কাজ করবে তুমি, প্রসপেরো। আর তার আন্তরিকতার নমুনা তো নিজ চোখেই দেখতে পাচ্ছ।'

প্রসপেরো বলল, 'ইয়োর হাইনেস, আপনি জানেন, এই চাকরিতে আমি আর থাকতে চাচ্ছি না।'

রাগে লাল হয়ে গেল জিয়ানেট্টিনোর চেহারা। কিন্তু ও কিছু বলে ফেলার আগেই কথা বলে উঠল ভাইসরয়। বলল, 'আমি এখনও আশা করি, তুমি শীঘ্রিই মত পরিবর্তন করবে। আশা করি তাতে মেসার জিয়ানেট্টিনোও সাহায্য করবে।' হাসিমুখে কথাটা বলল প্রিন্স। তারপর বলল, 'তবে, মেসার জিয়ানেট্টিনো, আমি মনে করি, প্রসপেরোর এই কঠোর মনোভাবের দায় খানিকটা আপনাদের পরিবারেরও। কাজেই ওর মন গলাতে খানিকটা ধৈর্য তো ধরতেই হবে।'

প্রসপেরো ধরেই নিয়েছিল যে, প্রিন্সের কথায় রাগে ফেটে পড়বে জিয়ানেট্টিনো। কিন্তু ওকে অবাক করে দিয়ে স্বভাবসুলভ ঘাড়ত্যাড়ামির বদলে একবার মাথা নাড়ল সে। বলল, 'হ্যাঁ, আমি মানি সেটা। তাই শুধু ধৈর্যই ধরছি না, সঙ্গে ওই ভুলের জন্য অনুতাপও প্রকাশ করছি।'

সঙ্গে সঙ্গেই জিয়ানেট্টিনোর কথাটা ধরে বসল প্রিন্স। উৎসাহব্যঞ্জক কণ্ঠে প্রসপেরোকে বলল, 'শুনলে তো?'

প্রসপেরো শুনেছে অবশ্যই। তবে কোন মন্তব্য করল না ও।

বরং অপেক্ষায় রইল, জিয়ানেট্টিনো আর কী বলবে। জিয়ানেট্টিনো অবশ্য ওকে অপেক্ষায় রাখেনি। আসলে সে থামেইনি। বলে চলেছে, 'তুমি নিশ্চয়ই ধরে নিয়েছ যে, যেদিন...' দ্বিধান্বিতভাবে থেমে গেল জিয়ানেট্টিনো।

তখন কথা জোগান দিল প্রসপেরো। বলল, '...হ্যাঁ, যেদিন শেকলে বেঁধে তোমার ভাই আমাকে দাসদের সঙ্গে দাঁড় টানতে বসতে বাধ্য করল সেদিন থেকেই সব বদলে গেছে। এই তো বলবে? অথবা বলতে পারো যখন তোমার ভাই আমাকে পোপের বিচারের মুখোমুখি দাঁড় করানোর নামে ফাঁসির দড়িতে ঝুলতে দেখতে চেয়েছিল তখন থেকেই সব বদলে গেছে। তাই না? নাকি এভাবে বলব যে, যেদিন লর্ড ডোরিয়া আমার বাবার বিশ্বাস ভঙ্গ করে ডিউকাল অফিস থেকে পালিয়ে আসতে তাকে বাধ্য করেছিল যাতে তার ইচ্ছামত কোন পুতুল শাসক বসাতে পারে...'

কালো হয়ে গেছে জিয়ানেট্টিনোর চেহারা। এমনকী ভাইসরয়ও বিব্রত বোধ করছে। সে-ই তখন বলল, 'আহা, প্রসপেরো, আমরা তো সন্ধি করেছি, তাই না? তাহলে পুরানো কাসুন্দি ঘাঁটার কী দরকার? তাতে কেবল দুর্গন্ধই ছড়াবে।'

'কেন ঘাঁটব না, আমাকে কি ওসব সহ্য করতে হয়নি?'

'হ্যাঁ, হয়েছে। কিন্তু এখন মেসার জিয়ানেট্টিনো এসেছে শান্তি প্রস্তাব নিয়ে। তোমাকে আঘাত করতে নয়।'

একটু দ্বিধাগ্রস্তভাবে হলেও তখন কথা বলল জিয়ানেট্টিনো। বলল, 'খালি হাতে শান্তি প্রস্তাব নিয়ে আসিনি। অতীতের সমস্ত ভুল আমরা স্বীকার করছি। কিন্তু একটু ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে যদি দেখতে পারো তাহলে বলব, লর্ড ডোরিয়ার একমাত্র ইচ্ছা ছিল জেনোয়ার উন্নতি। তিনি তোমার সঙ্গে বেইমানি করেছে বলছ তুমি। কিন্তু এটা কি অস্বীকার করতে পারবে যে তার সঙ্গেও বেইমানি করা হয়নি? তুমি নিজে একজন দেশপ্রেমী মানুষ।

তোমার তো এই ব্যাপারটা অবশ্যই বোঝা উচিত।'

জবাবে প্রসপেরো বলল, 'সন্দেহ নেই, ডোরিয়াদের মত করে দেশকে আমি এখনও ভালবাসতে শিখিনি।'

'এমনকী আমাদের বর্তমান উদ্দেশ্যকেও তুমি বিশ্বাস করতে পারছ না,' বলল জিয়ানেট্টিনো।

'হ্যাঁ, এমনকী সেটাও পারছি না,' জবাব দিল প্রসপেরো।

তখন জিয়ানেট্টিনো বলল, 'আমাদের প্রস্তাব যে আন্তরিক তার কিছু নমুনা নিয়ে এসেছি। দ্রাগুতের কথা তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে। ওকে পরাজিত ও বন্দি করার কৃতিত্ব তোমার।'

প্রসপেরো বলল, 'হ্যাঁ, তোমাদের আন্তরিকতার নমুনা হচ্ছে, তিন হাজার ডাকাটের বিনিময়ে খায়ের-আদ-দীনের কাছে তাকে বিক্রি করে দিয়েছ। তোমাদের ওই লেনদেনের কথা আমাদের কানেও এসেছে।'

এবার হেসে উঠল জিয়ানেট্টিনো। বলল, 'আহ, এত সহজেই যদি অন্য সবকিছুতেও আমাদের প্রতি তোমার অবিশ্বাসটা ভুল প্রমাণ করতে পারতাম...। ওই তিন হাজার ডাকাট ব্যাঙ্ক অভ সেইন্ট জর্জে তোমার নামে জমা করা হয়ে গেছে। এই নাও তার রসিদ।' বলতে বলতে একটা কাগজ সে বাড়িয়ে ধরল প্রসপেরোর দিকে।

একমুহূর্তের জন্য থমকাল প্রসপেরো। ভাবল, টাকাটা গ্রহণ করলে তা হবে ডোরিয়াদের আন্তরিকতাকে স্বীকৃতি দেয়া। তারপর কোন্‌টা ওদের কূটনীতি আর কোন্‌টা রাজনীতি তা ধরা তো যাবেই না, এমনকী ও বললেও কেউ বিশ্বাস করবে কিনা সন্দেহ। কাজেই এমন কিছু ঘটতে দেয়া উচিত হবে না। ওদিকে জিয়ানেট্টিনো কথা বলছে আর নীরবে রসিদটা দেখছে প্রসপেরো।

বলছে জিয়ানেট্টিনো, 'লর্ড ডোরিয়া বলতে বলেছে যে, এই লেনদেনটা আমাদের আন্তরিকতার নিদর্শন। তার আশা, অন্তত

BG & MAH

জেনোয়ার ভালর জন্য হলেও ব্যাপারটা তুমি বুঝবে বা মেনে নেবে। প্রসিডার লড়াইয়ের ঘটনাই বলে দেয় দেশের জন্য তুমি কত বড় সম্পদ। কোন দেশই চাইবে না তোমার মত একজন লোকের সেবা থেকে দেশকে বঞ্চিত করতে। সুতরাং বুঝতেই পারছ, জেনোয়ায় তোমার শূন্য ঘর তোমার পদার্পণের অপেক্ষায় রয়েছে। অ্যাডর্নোরা নিজেদেরকে জেনোয়ায় অবাঞ্ছিত ভাবুক তা আমরা কেউ চাই না। লর্ড ডোরিয়ার হয়ে বলছি, অ্যাডর্নোদের প্রত্যাগমনকে অবশ্যই স্বাগত জানানো হবে।'

তিক্ত একটু হেসে প্রসপেরো বলল, 'কসম খোদার, উপহারের পর উপহার দিয়ে রীতিমত স্তূপ করে ফেলছ।'

জিয়ানেট্টিনোর চেহারাটা আবার কালো হয়ে গেল। বলল, 'আমার কাজটাকে তুমি কেবল কঠিন করে তুলছ।'

ঠিক তখন এগিয়ে এল ভাইসরয়। প্রসপেরোর কাঁধে হাত রেখে সে বলল, 'বন্ধু, একটু নরম হও। একটা সাম্রাজ্যের ভবিষ্যতের কথা তোমাকে বিবেচনা করতে হবে। সেইসঙ্গে তোমার নিজ দেশ জেনোয়ার স্বার্থও দেখা লাগবে। রাগ সামলাও। এখন ডোরিয়ারা আর তুমি উভয়ই একই জাহাজের সওয়ারি।'

জবাবে প্রসপেরো বলল, 'হ্যাঁ, মেসার জিয়ানেট্টিনো আগেই এটা পরিষ্কার করে দিয়েছে। কিন্তু এই গ্যারান্টি তো কেউ আমাকে দিচ্ছে না যে, ডোরিয়ারা আবার পক্ষ পরিবর্তন করলে আমার সঙ্গে কী ঘটবে।'

শুনে ধৈর্য প্রায় হারিয়েই ফেলল জিয়ানেট্টিনো। রীতিমত আর্তনাদ করে বলল, 'এ কেমন কথা? এমন উস্কানিমূলক কথার অর্থ কী? তোমার জায়গায় অন্য কেউ হলে সহজেই বুঝত যে, তোমার সঙ্গে ইচ্ছাকৃত বেইমানি করা হয়নি। আসলে আমার চাচার সঙ্গেই বেইমানি করেছে ফ্রান্সের রাজা ফ্রান্সিস। ফ্রেঞ্চ

রাজের প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভর করে তোমার বাবাকে জেনোয়ার গেট খুলে দিতে অনুরোধ করেছিলাম আমরা। সে বলেছিল জেনোয়ার স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অবশ্যই রক্ষা করা হবে। কিন্তু পরে যা হয়েছে তার দায় ফ্রেঞ্চ রাজের। সে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ না করলে এসব কিছুই ঘটত না।'

শীতল কণ্ঠে তখন প্রসপেরো বলল, 'ওটা নিয়ে অনেক বিতর্কের অবকাশ আছে।'

'আমার কথা বিশ্বাস করছ না, তুমি তো গ্যারান্টি চাও, বেশ গ্যারান্টিই দিচ্ছি। আমরা আগেই আশা করেছিলাম তুমি আমাদের কথা বিশ্বাস করবে না। তাই সবকিছু একেবারে মিটমাট করে নেয়ার জন্য একটা বিশেষ প্রস্তাব এনেছি আমি। লর্ড আন্দ্রে তোমাকে আমাদের ঘরের মানুষ হিসেবে পেতে চায়। তার ভাতিজি মারিয়া জিয়োভান্নার সঙ্গে তোমার বিয়ের প্রস্তাব করছেন তিনি। সঙ্গে বিয়ের উপহার হিসেবে থাকছে ত্রিশ হাজার ডাকাট আর প্যারাকোট্টির বিস্তীর্ণ উর্বরা জমি।' মুহূর্তখানেক বিরতি নিল জিয়ানেট্টিনো। তারপর কামানের গোলাবর্ষণের মত হুঙ্কার ছেড়ে বলল, 'এই প্রস্তাবটাকে যথেষ্ট গ্যারান্টি বলে মনে করো?'

বিস্ময়ে বড়-বড় হয়ে গেছে প্রসপেরোর চোখ দুটো। ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হলো সে দুটো। ওর কাঁধ চাপড়ে দিল ভাইসরয়। তারপর হিসেব করতে লাগল প্রসপেরোর বন্ধুত্ব পাওয়ার জন্য ডোরিয়া কত বড় প্রস্তাব দিয়েছে। মুখে বলল, 'দ্রাগুতের মুক্তিপণ তিন হাজার ডাকাট, জেনোয়ায় অ্যাডোর্নিদের সম্পত্তির উপর পুনর্দখল প্রাপ্তির নিশ্চয়তা আর বিয়ের প্রস্তাব, সঙ্গে রাজকন্যার উপযুক্ত যৌতুক। এবার হয়তো তোমার রাগ কমবে, কি বলো, প্রসপেরো?'

প্রসপেরো একটু সরে দাঁড়াল। তারপর নীরবে হেঁটে চলে গেল জানালার কাছে। ধূসর সাগর আর গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টিতে বাইরের

BG & MAH

জগৎটাকে দারুণ রহস্যময় লাগছে। ও ভাবছে, সন্ধি করাটাকে অবশ্যই ভীষণ গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেছে ডোরিয়ারা। নইলে এমন মরিয়া প্রয়াস করত না। প্রস্তাবটা বিবেচনা করে দেখছে ও। একদিকে ডোরিয়াদের প্রতি ওর ঘৃণা ও বাবার মৃত্যুর প্রতিশোধ নেয়া। কিন্তু এর অবধারিত ফল লেডি জিয়ান্নাকে চিরতরে হারানো। অপরদিকে আছে ডোরিয়াদের প্রস্তাবের মূল্য।

প্রসপেরো ওর বাবাকে হারিয়েছে। বলা চলে লেডি জিয়ান্নাও ওর নাগালের অনেক বাইরে। কিন্তু তারপরও কথা থেকেই যায়। দুনিয়াবী সামান্য সুখ-শান্তির বিনিময়ে নিজের কর্তব্য কি ত্যাগ করা সম্ভব? কথায় আছে, সব মানুষেরই একটা মূল্য আছে। কিন্তু একজন আত্মমর্যাদাসম্পন্ন লোক কি স্রেফ অর্থ-কড়ির বিনিময়ে মান-সম্মান খোয়াতে পারে? এখন ও যদি ডোরিয়াদের প্রস্তাব গ্রহণ করে, তাহলে ঘটনা তো সেটাই দাঁড়ায়।

ঘুরে দাঁড়াল প্রসপেরো। অপেক্ষমাণ দু'জনের দিকে ফিরে বিমর্ষ গলায় ধীরে ধীরে বলল, 'অনেক দিন আগে একটা তলোয়ারের গায়ে একটা লেখা পড়েছিলাম। সেটা ছিল, "উপযুক্ত কারণ ছাড়া আমাকে ব্যবহার কোরো না, আর অসম্মানের সঙ্গে আমাকে খাপবন্দি কোরো না।" অমন একটা তলোয়ার বের করেছ তোমরা। কারণটা উপযুক্ত বা অনুপযুক্ত যা-ই হোক, এখন অসম্মানের সঙ্গে সেই তলোয়ারকে খাপে ঢোকানো সম্ভব না।'

লম্বা একমুহূর্তের জন্য ঘরে নেমে এল পিনপতন নীরবতা। ভাইসরয়ের চোখে বিব্রত দৃষ্টি। আর জিয়ানেট্টিনোর চোখে তীব্র রাগ। প্রথমে নীরবতা ভাঙল জিয়ানেট্টিনো। রীতিমত গর্জে উঠে সে বলল, 'খোদার কসম, তুমি বলতে চাইছ, আমাদের প্রস্তাবে তোমার উপযুক্ত সম্মান দেয়া হয়নি? বলছ কী এসব? এ তো রীতিমত আমাদেরকে অপমান করা। ভদ্রতার সীমা লঙ্ঘন করছ তুমি, প্রসপেরো। এই কথাটা অবশ্যই সাধারণভাবে নেয়া সম্ভব

বইঘর.কম

না। তোমাকে আমি...'

জিয়ানেট্টিনোর হাত ধরে ফেলল ভাইসরয়। বলল, 'একটু অপেক্ষা করুন। প্রস্তাবটা হজম করার মত সময় প্রসপেরোরও দরকার আছে। এত দ্রুত আপনার প্রস্তাবের গুরুত্ব ও হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছে কিনা তাতে সন্দেহ আছে। কাজেই দ্রুত কোন সিদ্ধান্তে আসা প্রসপেরো বা আপনার–কারো জন্যই মঙ্গলজনক হবে না। তাই চাপাচাপি করার আগে ব্যাপারগুলো ভালভাবে বোঝার জন্য বেচারাকে একটু সময় দিন। আর এর মাঝে কী উচ্চারিত হয়েছে না হয়েছে তা ভুলে গেলেই সবার জন্য মঙ্গল।' বলে জিয়ানেট্টিনো আর প্রসপেরো উভয়ের চোখের দিকে তাকাল ভাইসরয়। তারপর প্রসপেরোকে সে বলল, 'আশা করি, চূড়ান্ত জবাব দেয়ার আগে অন্তত কিছুটা সময় চিন্তা করবে তুমি।'

প্রসপেরো বলল, 'আপনি যখন বলছেন, চিন্তা আমি অবশ্যই করব। কিন্তু মনে হয় না তাতে আমার সিদ্ধান্তে পরিবর্তন আসবে।'

যতটুকু আশাও ছিল, প্রসপেরোর অনড় সিদ্ধান্তের কথায় তাও আর থাকল না। সেই রাতে জিয়ানেট্টিনো চলে যাওয়ার পর প্রসপেরোর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে সাধ্যমত সর্বোচ্চ চেষ্টা করল প্রিন্স অভ অরেঞ্জ। একবার বন্ধুর মত, আবার ইম্পিরিয়াল বাহিনীর কর্তা-ব্যক্তি হিসেবে ওকে বোঝাতে চেষ্টা করল সে। বলল ইম্পিরিয়াল ক্যাপ্টেন হিসেবে কতটা উন্নতি প্রসপেরো করতে পারবে। তাছাড়া সম্রাট নিজেও প্রসপেরোর প্রতি প্রসন্ন। তার ছত্রচ্ছায়ায় উন্নতির শিখরে পৌঁছতে প্রসপেরোর খুব একটা সময় লাগবে না। কিন্তু ডোরিয়াদের প্রস্তাব পায়ে ঠেলে দিলে অনেক-অনেক সুবিধা থেকে নিজেকে বঞ্চিত করবে ও।

সেদিন ভাইসরয়ের এত নসিহতেও কোন কাজ হয়েছে বলে মনে হয়নি। কিন্তু পরদিন সকালে প্রসপেরো ঘোষণা করল যে,

সারা রাত চিন্তা করে সে সিদ্ধান্ত নিয়েছে মত পরিবর্তন করবে। শুনে একইসঙ্গে বিস্মিত ও আনন্দিত হয়ে উঠল সবাই। আনন্দিত কণ্ঠে ভাইসরয় বলল, 'এর চেয়ে ভাল খবর শেষ কবে শুনেছি মনে পড়ছে না। আমি খুশি যে তুমি ইতিবাচক সিদ্ধান্ত নিয়েছ। আরো খুশি তোমার নিজের জন্য। আর সবচেয়ে বেশি খুশি হয়েছি, কারণ এখন তুমি দেখতে পাচ্ছ যে পিছুটান তোমাকে কীভাবে অন্ধ করে রেখেছিল।'

ভাইসরয়ের শেষ কথাটায় প্রসপেরো বলল, 'আমি কিন্তু বলিনি যে অমন কিছু আমি দেখতে পেয়েছি।'

'দেখতেই হবে। নয়তো এত বড় সিদ্ধান্ত তুমি নিতেই পারতে না। যাক, শেষ পর্যন্ত ডোরিয়াদের তুমি বিশ্বাস করতে পেরেছ সেটাই আসল কথা। ডোরিয়ারা এই গ্যারান্টি ভাঙবে না বলেই মনে হচ্ছে।'

এক চিলতে কুটিল হাসি খেলে গেল প্রসপেরোর মুখে। হাসিটা ধরে রেখেই ও বলল, 'আপনারও এ-ই বিশ্বাস? একবারও কি মনে হয়নি, ডোরিয়া বংশে আমার বিয়ের অর্থ ওদের তরফ থেকে নিশ্চয়তা দেয়া নয়, বরং আমার কাছ থেকে ওদের জন্য নিরাপত্তার নিশ্চয়তা নেয়া? আমি নিজেও এই ব্যাপারটা অনেক দেরিতে বুঝেছি।'

শুনে প্রিন্সের মুখটা প্রথমে একটু ফ্যাকাসে হয়ে গেল। তারপর কথাটা উড়িয়ে দিয়ে সে বলল, 'অনেক লম্বা চিন্তা করে ফেলেছ। কিন্তু কথা হচ্ছে নিশ্চয়তা তো দুই পক্ষ থেকেই আসতে হবে।'

ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে চিন্তিত কণ্ঠে প্রসপেরো বলল, 'নাহ্, অত সহজ নয়। ওরা আসলে নিশ্চয়তা চাইছে যে আমার তলোয়ার খাপে ভরা থাকবে।'

মুহূর্তখানেক চিন্তা করল প্রিন্স। তারপর একবার কাঁধ ঝাঁকিয়ে

বইঘর.কম

বলল, 'কিন্তু শেষ কথা হচ্ছে, "আপাতত" হলেও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর এটাই আসল কথা।'

তেরো

মায়ের জেরার মুখে প্রসপেরো

নিয়াপলিটান স্কোয়াড্রনের কমাণ্ডারের পদ ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। এই পদাধিকারী তার অধীনস্থ গ্যালিগুলোর রসদ সংগ্রহ, যাবতীয় মালামাল সরবরাহ, যন্ত্রপাতি ও অস্ত্র-গোলাবারুদে সজ্জিত করা, গ্যালি চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় লোকবল সংগ্রহ ও প্রয়োজনানুযায়ী তাদের বিন্যস্ত করা ইত্যাদির দায়িত্বে থাকে।

আসছে বসন্তে নেপলসে থাকতে হবে প্রসপেরোকে। তাই সমস্ত লটবহর আর লোকলস্কর জোগান দেয়াসহ দ্রুতগতিতে চলছে অন্যসব প্রস্তুতিমূলক কাজ। এরমধ্যেই কয়েকদিন সময় হাতে নিয়ে জেনোয়ায় যেতে মনস্থির করেছে প্রসপেরো। কারণ ওখানে সম্পদ পুনরুদ্ধারের একটা ব্যাপার আছে। সেইসঙ্গে বিয়ের অপেক্ষায় বসিয়ে রাখা ডোরিয়াদের নির্বাচিত পাত্রী বেচারির সঙ্গে দেখা করার ঝামেলা তো রয়েছেই।

এরই মধ্যে বেশ দ্বিধাদ্বন্দ্বের পর খানিকটা সময় বের করে মায়ের সঙ্গে দেখা করতে ফ্লোরেন্সে গেল প্রসপেরো। কিন্তু দেখা করতে এসে রীতিমত বিপদেই পড়ে গেল ও। প্রসপেরোকে দেখে ওর মা যতটা না খুশি হয়েছে, ওর ঘটনা শুনে তার চেয়ে

অনেকগুণ বেশি খেপে গেছে সে। তখনই তার তীব্র মন্তব্য, 'আজকের পর থেকে তোমার নিজের রক্তের লোকেরা তোমাকে ডাকবে ইহুদি অ্যাডর্নো বলে। ওই খুনি আততায়ীদের প্রস্তাব মেনে নিয়েছ তুমি! ওদের হাতে তোমার বাবার রক্তের দাগ লেগে আছে, অথচ ওদের সঙ্গেই শান্তিচুক্তি করেছ? তোমার সাহসের বলিহারি, এখানে আবার এসেছ আমাকে এই গল্প শোনাতে?'

ঠিক এই রকম প্রতিক্রিয়াই আশা করেছিল প্রসপেরো। দুর্বল গলায় একবার শুধু ও বলল, 'যা করেছি তার ব্যাখ্যাই তো দিলাম।'

'ব্যাখ্যা দিয়েছ? তোমার ব্যাখ্যা কি এই সত্য পরিবর্তন করতে পারবে যে ওদের হাতে তোমার বাবার রক্ত লেগে আছে?'

মায়ের মুখের দিকে তাকাল প্রসপেরো। এই বয়সেও যেন তারুণ্যের দীপ্তি তাকে ছেড়ে যায়নি। মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে ও বলল, '"সত্য" কী বলো তো, মা? কোন একটা ব্যাপারকে কেউ যেভাবে দেখে সেটাই তো, নাকি? তাহলে, একজনের কাছে যেটা সত্য, আরেকজনের কাছে ঠিক ওই একই ব্যাপার তো সত্য না-ও হতে পারে।'

কিন্তু এই কথাগুলো ওর মায়ের উপর একটুও প্রভাব ফেলল না। তার রাগ একবিন্দুও কমল না। সে বলল, 'আমার সামনে দর্শনের বুলি কপচিয়ো না। দর্শনের চাদরে নিজেকে আড়াল করে লাভ নেই। তাতে তোমার অসম্মান একটুও কমবে না। সত্যি হচ্ছে তুমি নিজেকে বিক্রি করে দিয়েছ। আর এই একটা সত্যের ব্যাপারে কারো মধ্যেই দ্বিমত নেই। দ্রাগুতের দাম হিসেবে তিন হাজার ডাকাট আর ডোরিয়া ঘরের মেয়ের জন্য যৌতুক হিসেবে ত্রিশ হাজার ডাকাট, এই কয়টা টাকার বিনিময়ে নিজেকে বিক্রি করে দিয়েছ তুমি, ইহুদি অ্যাডর্নো। আজ থেকে সবাই তোমাকে এই নামেই জানবে।'

বইঘর.কম

বাদামি চুলগুলোর ভিতর একবার হাত চালিয়ে প্রসপেরো বলল, 'কিন্তু অনেক কিছু বিবেচনা করতে হয়েছে, মা।'

'হ্যাঁ, করেছই তো। নিজের লাভটা খুব ভালভাবে বিবেচনা করেছ।'

'আর কিছুই কি তোমার চোখে পড়ছে না? জেনোয়া থেকে অ্যাডর্নোদের উপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়া হয়েছে। যে-কোন সময় তারা জেনোয়ায় ফিরে গিয়ে নিজেদের সম্পদের দখল নিতে পারবে। আমার চুক্তি থেকে ওরা যদি লাভবান হতে পারে, তো ক্ষতি কোথায়? এটাও তো মানবতা।'

'কৌতুক করছ?'

'তাছাড়া, মা, তোমাকে নিয়েও কিছু চিন্তাভাবনা করতে হয়েছে।'

'আমাকে নিয়ে? মিথ্যা কথা বোলো না। এসবের ভিতর আমার প্রসঙ্গ আসছে কোথা থেকে? আর কে-ই বা কবে আমাকে নিয়ে ভেবেছে? সারা জীবন তো বোকার মত অন্যদের নিয়ে ভেবে গেছি আমি।'

'এখানে তুমি সবসময় একা থাকো। সময় হয়েছে তোমার একাকীত্বের যন্ত্রণা লাঘব করার।'

'একাকীত্ব? একাকীত্ব নিয়ে আমার মাথাব্যথা ছিল কবে?'

'ছিল। খুব তিক্ততার সঙ্গে এই ব্যাপারটা নিয়ে অভিযোগ করতে তুমি। এমনকী সেজন্যও আমাকেই দায়ী করতে।'

'তাই বুঝি বেশরমের মত ওদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছ? বেইমান কোথাকার! আমি জন্মেছি এ দেশের গৌরবান্বিত স্ট্রোজ্জি পরিবারে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জেনোয়ায় জন্মাইনি। ডোরিয়াদের কারণে আমাকে এত ভোগান্তি, কষ্ট সহ্য করার পরও ডোরিয়াদের মেয়ে তোমার বউ হয়ে এলে মারাই যাব আমি,' বলতে বলতে কেঁদে ফেলল প্রসপেরোর মা।

একটু সামনে এগিয়ে গেল প্রসপেরো। মায়ের চেয়ারটার পাশে দাঁড়িয়ে 'মা' বলে ডাক দিল তাকে।

নাটকীয় জবাব দিল মহিলা। বলল, 'ওই নামে আমাকে আর কখনো ডাকবে না। চলে যাও। লজ্জা আর যন্ত্রণায় আমি এখানেই ধুঁকতে ধুঁকতে মরব। তোমার পছন্দের জেনোয়ায় যাও। ওই অভিশপ্ত জেনোয়ার সাগরে না আছে মাছ, পাহাড়ে না আছে গাছ আর ওই দেশের মানুষদের না আছে লাজ। তবে হ্যাঁ, স্বীকার করছি, ওই দেশে নির্লজ্জ মেয়েমানুষের অভাব নেই। ওটাই তো তোমার দেশ। যাও, ওই দেশেই চলে যাও। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত নির্লজ্জের মত ভোগ করো ডোরিয়াদের ঘুষ। সময় এলে পরে, তোমার বাবা যেমন মারা গেছে তেমনি তুমিও মারা যেয়ো।'

বাবার নামে বাজে কথা প্রসপেরো কখনো সইতে পারে না। কাজেই প্রতিবাদ করল ও, 'তোমার যা যা অভিযোগ আছে সেগুলো আমাকে বলো। আমি তার জবাব দেব। কিন্তু বাবাকে এরমধ্যে টেনো না। শান্তিতে থাকতে দাও তার আত্মাকে।'

'তোমার ধারণা শান্তিতে আছে সে? যাও, চলে যাও,' বলতে বলতে তার চোখ থেকে গড়িয়ে পড়ল অশ্রুর ফোঁটা।

প্রসপেরো দ্বিধাগ্রস্ত, ও আসলে সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না, কী বলবে। নিজের মনের সঙ্গে যুদ্ধ করল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, 'মা, আমার চিন্তাভাবনা বিবেচনা করছ না তুমি। বিবেচনা না করেই দোষারোপ করছ।'

'তোমার চিন্তা! হা, ঈশ্বর! রহম করো। এত কিছু শোনার পরও তোমার চিন্তাভাবনা আমাকে মানতে হবে? আর কিছুই আমি শুনতে চাই না।'

কথাটা এড়িয়ে গেল প্রসপেরো। বলল, 'স্ট্রোজ্জি পরিবারের আতিথেয়তা ছাড়তে হবে, মা। তোমাকেও আমার সঙ্গে জেনোয়ায় তোমার নিজের বাড়িতে যেতে হবে।'

বইঘর.কম

‘অভিশাপ পড়ুক জেনোয়ার উপর। ওই দেশ আর কখনো দেখতে চাই না। কিন্তু তুমি আমাকে নিয়েই ছাড়বে যাতে ডোরিয়াদের সঙ্গে তোমার নির্লজ্জ চুক্তির শর্ত পুরো করতে পারো। যাতে সবাই আঙুল তুলে আমাকে দেখিয়ে বলতে পারে, ওই যায় ইহুদি অ্যাডর্নোর মা,’ বলতে বলতেই বিকারগ্রস্তের মত হা-হা করে হেসে উঠল সে। তবে তার হাসিতে প্রকাশ পেল কেবল যন্ত্রণা আর আর তীব্র রাগ। তারপর সে বলল, ‘আমি এখানেই থাকব। এখানে অন্তত অন্যদের দৃষ্টি থেকে নিজেকে আড়ালে রাখতে পারব। তোমার ভুলের কারণে তোমার বাবা মারা গেছে। এখন চাইছ আমাকেও মারতে। এর চেয়ে ভাল কিছু অবশ্য তোমার কাছে আমি আশাও করি না। যাও, চলে যাও। আমি জেনোয়ায় ফিরব না।’

‘বিচার-বিবেচনা না করে আমাকে কেবল বকতেই থাকবে?’

‘বকব না তো কি প্রশংসা করব? এই কাজের পরও প্রশংসা আশা করো তুমি?’

‘আমি কেবল আশা করি, আমার বিচার-বিবেচনার উপর বিশ্বাস রাখবে তুমি।’

ব্যঙ্গ করে প্রসপেরোর মা বলল, ‘তা, আমাকে যা-যা বলেছ, তোমার জ্ঞানের আলো দিয়ে বিবেচনা করেই বলেছ, তাই না?’

প্রসপেরো স্পষ্ট বুঝতে পারল যে, সত্য কথাটা এবার মাকে জানাতেই হবে। কাজেই ও বলল, ‘হ্যাঁ, চিন্তাভাবনা করেই আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি। কিন্তু খুব ভালভাবে আমি বুঝতে পারছি যে আমি যা ভেবেছি তা তোমার নজরেই আসেনি। আমাকে “ইহুদি” নাম দিয়েছ, প্রতিবাদ করব না। কিন্তু তুমি যা দেখছ আমি তার চেয়ে আরেকটু বেশি ভেবেছি। আমি ওদের হাতে আত্মসমর্পণ করছি না। শুধু আত্মসমর্পণের ভান করেছি।’

প্রসপেরোর কথায় ওর মায়ের কান্নাভেজা চেহারায় ফুটে উঠল

বিহ্বলতা আর প্রশ্নবোধক দৃষ্টি। একটু হেসে তার প্রশ্নবোধক দৃষ্টির জবাব দিল প্রসপেরো। বলল, 'আমার মনের কথা তো জেনেছ। এখন এই কথাগুলো মনের ভিতর কবর দিয়ে ফেলো। একটা শব্দও যেন বাইরে প্রকাশ না পায়। তোমাকে কথাটা বলার জন্য আমাকে যাতে পস্তাতে না হয় সেটাও দেখো।'

'সব জেনেছি! কী জেনেছি? কিছুই তো বলোনি তুমি,' প্রসপেরোর মা অবাক হয়ে বলল।

'এখনো বোঝোনি? ডোরিয়ারা বিশাল উপহার নামের ঘুষের ডালি সাজিয়ে আমার কাছে শান্তি প্রস্তাব নিয়ে এসেছে। অবশ্য ওই নির্লজ্জদের কাছে এটা কোন ব্যাপার না। আমিও আপাতদৃষ্টিতে ওদের শান্তি প্রস্তাব মেনে নিয়েছি। যদিও আমার ব্যাপারটাও নির্লজ্জতার মতই দেখাচ্ছে। কিন্তু প্রস্তাবটা আমি মেনেছি, কারণ, নইলে ওরা আমার বিরুদ্ধে আরো শক্ত অবস্থানে চলে যাবে। তখন ওদের ধারে-কাছেও আমি আর ঘেঁষতে পারব না। শোধ নেয়াও হবে না। এবার বুঝেছ?'

প্রসপেরোর মা ততক্ষণে দাঁড়িয়ে পড়েছে। আনমনেই পৌঁছে গেছে প্রসপেরোর সামনে। ওর কাঁধে হাত রেখে সে বলল, 'আমাকে ভোলানোর জন্য বানিয়ে বলছ না তো? সত্যি করে বলো।'

'একটু ভাবো না, তাহলেই তো সব বুঝতে পারবে। অন্য কিছু আমি কী করে ভাবব?'

'বুঝলাম, কিন্তু বিয়ের ব্যাপারটা নিয়ে কী করবে? বিয়ে না হলে ওদের বিভ্রান্ত করা যাবে না। আবার বিয়ে করাও সম্ভব না। কারণ বিয়ে কোন ছেলেখেলা না। একবার হয়ে গেলে আর ফেরানো সম্ভব না।'

মাকে নিয়ে গিয়ে তার চেয়ারে বসিয়ে দিল প্রসপেরো। নিজেও তার পাশে একটা হাঁটু গেড়ে বসল। তারপর মাকে খুলে

বইঘর.কম

বলল ওর লেডি অভ দ্য গার্ডেন–জিয়ান্নার কথা। বলল ওকে বাঁচানোর কথা। তারপর বলল, 'এবার নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ আমি আসলে নিজের আর বাবার নাম ডোবানোর জন্য এসব করিনি। কাজেই এখন একটু শান্ত হও। আর ওরা বেইমানি করতে পারে। পারে কী, অবশ্যই বেইমানি করবে। ওদের বিয়ে-শাদীর বন্ধন-টন্ধনেও আমি বিশ্বাস করি না। বাইরে থেকে বোঝাচ্ছে ওরা আমাকে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিচ্ছে। কিন্তু আসলে আমার কাছ থেকেই নিরাপত্তার নিশ্চয়তা পেতে চাইছে ওরা। কূটনীতির চাল চেলেছে। আমি কেবল ওদের বুদ্ধির একটুখানি ধার নিয়েছি। ডোরিয়া ঘরের মেয়েকে কখনোই আমি বিয়ে করব না। আমার উদ্দেশ্য পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত একের পর এক অছিলা বের করে বিয়ে পিছাতেই থাকব। এবার তো বুঝেছ?'

'এসব আগে আমাকে বলোনি কেন?'

'কারণ, এসব বিপজ্জনক বিষয়ে কথা বলা উচিত না। এমনকী আমি নিজেও এসব নিয়ে বেশি ভাবব না। কারণ কী থেকে কী হয়ে যায় বলা যায় না। পরে ডোরিয়াদের কান পর্যন্ত কথাগুলো পৌঁছে গেলেই আমি শেষ। কাজেই, মা, এই সব চিন্তা তোমার মনের সবচেয়ে গহীন কোণে একদম কবর দিয়ে দাও। ভুলেও এসব নিয়ে ভেবো না।'

'আমাকে বিশ্বাস করতে পারো, প্রসপেরো। এর কিছুই কাউকে বলব না। কিন্তু চিন্তা করব না, তা হবে না। সারাক্ষণ কেবল এগুলো নিয়েই চিন্তা করব। ডোরিয়াদের ধ্বংসের চিন্তা আমাকে উষ্ণ রাখবে, উজ্জীবিত করবে আমাকে। বোকার দল। ওরা যে মেয়েটাকে তোমার উপর চাপিয়ে দিতে চাইছে তাকেও তার উচিত পাওনা পরিশোধ করে দিয়ো।'

একথার সঙ্গে প্রসপেরো একমত না। ও বলল, 'না, তা করব না। ওই বেচারি তো দোষ করেনি। যা করার ওকে বাঁচিয়েই

করব। সে নিজের ইচ্ছায় আমাদের মধ্যে জড়ায়নি। তাকে বাধ্য করা হচ্ছে।'

প্রসপেরোর মা বলল, 'কী বলছ এসব! তোমার দৃষ্টি অন্যদিকে ঘোরাতেই তো ওই মেয়েকে ব্যবহার করছে ওরা। ওরও শাস্তি পাওনা। তোমার যা করার করবে। বাকিটা ডোরিয়াদের মাথাব্যথা।'

জবাবে প্রসপেরো বলল, 'শুধু ওদের না, আমারও মাথাব্যথা। যতটা সম্ভব চেষ্টা করব মেয়েটাকে কষ্ট না দিতে। বিনা কারণে বাইরের একটা লোকের কাছ থেকে সে কেন শাস্তি পাবে? ওকে তো ডোরিয়ারা বলির বকরির মত স্রেফ ব্যবহার করতে চাইছে।'

প্রসপেরোর কাঁধে হাত রেখে ওর মা বলল, 'ওরা কি অ্যাডর্নোদের মেয়েদের ছেড়ে কথা বলেছে? আমাকে কি ওরা রেহাই দিয়েছিল? কী পরিমাণ যন্ত্রণা তোমার মাকে ভোগ করতে হয়েছে তা তুমিও জানো। তোমার বাবার সঙ্গে ক্যাস্টেলেট্টো থেকে পালিয়ে না এলে ওরা আমাকেও মেরে ফেলত। কাজেই ওই মেয়ের ভাল-মন্দ নিয়ে অত মাথা ঘামানোর দরকার নেই।'

কপাল কুঁচকে একবার দীর্ঘশ্বাস ফেলল প্রসপেরো। ওর মা তখন জিজ্ঞেস করল প্রসপেরোর পরবর্তী পরিকল্পনা সম্বন্ধে। জবাবে প্রসপেরো বলল, 'এখনও বিশেষ কোন পরিকল্পনা করিনি। সময়ই সুযোগ এনে দেবে।'

ওর মা বলল, 'তুমি তো দেখছি যতটা না জেনোয়িস, তার চেয়ে অনেক বেশি ফ্লোরেন্টাইন।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে প্রসপেরো বলল, 'কী জানি, হতেও পারে।'

তখন ওর মা মন্তব্য করে, 'সেজন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমি।'

চোদ্দ

স্কিপিওনি ডি ফিয়েসি

প্রসপেরো জেনোয়ায় যেতে যেতে গ্রীষ্মকাল চলে এল। নানা অজুহাত দেখিয়ে অনেক দেরি করেছে ও। কিন্তু তারপরও সমস্ত গ্যালির সব ধরনের প্রস্তুতি নেয়াও শেষ হলো একসময়। ফলে আর দেরি করার উপায় রইল না। নয়তো ওর ইচ্ছাকৃত দেরি সবার নজরে পড়ে যাবে। তার উপর জেনোয়ায় পৌঁছনোর জন্য ওর উপর বিশেষ হুকুম এসেছে। অন্তত এই হুকুম এড়ানোর কোন উপায় ওর নেই। কারণ জেনোয়ায় আসছেন স্বয়ং সম্রাট। কাজেই সমস্ত ক্যাপ্টেনের সঙ্গে প্রসপেরোরও ডাক পড়েছে। সম্রাটের ইচ্ছা ওখানে বসেই ভূমধ্যসাগর থেকে প্রতিপক্ষ খায়ের-আদ-দীনকে সরিয়ে দেয়ার পরিকল্পনা চূড়ান্ত করে তা বাস্তবায়নের হুকুম জারি করবেন।

খায়ের-আদ-দীনের বর্তমান অবস্থান আলজিয়ার্সে। পুরো আলজিয়ার্সই তার শাসনাধীন। কিন্তু তার উপকূলের একটা দ্বীপে পিনন নামের একটা দুর্গ দখল করে রেখেছে স্প্যানিশরা। খায়ের-আদ-দীনের কাছে এটা পায়ের পাতায় বিঁধে থাকা অস্বস্তিকর একটা কাঁটার মত। কিন্তু পর্যাপ্ত গোলাবারুদের অভাবে ওই দুর্গে সে আক্রমণ করতে পারছিল না। কিন্তু কিছুদিন আগে একটা অভিযান থেকে বেশ কিছু ফ্রেঞ্চ জাহাজ দখল করেছে খায়ের-

আদ-দীন। ওদিকে মুক্তি পেয়েই দ্রাগুত দখল করেছে প্রচুর গানপাউডার আর গোলাবারুদসহ পুরো একটা ভেনেশিয়ান ফ্লির্ট। এসব অস্ত্রশস্ত্র হাতে পেয়ে খায়ের-আদ-দীনের সাহস ও শক্তি দুটোই বেড়ে গেছে। সিদ্ধান্ত নিয়েছে পায়ে ফুটে থাকা কাঁটাটাকে বিদায় করতে হবে।

দশ দিন ধরে ক্রমাগত গোলাবর্ষণের পর মূল আক্রমণ শুরু করল তুর্কি মুসলিম বাহিনী। লড়াইয়ে হেরে তাদের কাছে আত্মসমর্পণ করল পাঁচশ' স্প্যানিশ।

এ ঘটনার দিন কয়েকের মধ্যে দুর্গের স্প্যানিশদের সহায়তায় গোলাবারুদ, সৈন্য-সামন্ত ও অন্যান্য সাপ্লাই নিয়ে আসে নয়টা স্প্যানিশ জাহাজ। কিন্তু এসে ওরা দেখে দুর্গের আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। হতাশ স্প্যানিশ ক্যাপ্টেনের ঘোর কাটতে কাটতেই ওদেরকে ঘিরে ফেলে মুসলিম তুর্কি সেনারা। সেটাও মুসলিম বাহিনীর বিরাট এক বিজয়। আগে ওরা পাঁচশ' স্প্যানিশ সৈন্য বন্দি করেছে, এবার উপরি হিসেবে পেল প্রায় তিন হাজার সৈন্যের বিরাট একটা দল।

এই ঘোর দুঃসংবাদ শুনে রাগে কেঁপে উঠল পুরো স্পেন। কাজেই এদিকেই পুরো মনোযোগ দিয়েছে স্পেন সম্রাট। তার এখন একটাই ইচ্ছা, খায়ের-আদ-দীন দেখুক, কার সঙ্গে সে টক্কর দিতে এসেছে।

সম্রাটের হুকুমে ডোরিয়ার অধীনে নতুন একটি অভিযানের প্রস্তুতি গ্রহণ শুরু হলো। এই অভিযানে ডোরিয়ার অধীনে অংশ নিতে হবে প্রসপেরোকেও। তাই ওর উপর হুকুম, নিয়াপলিটান ফ্লিট নিয়ে অনতিবিলম্বে জেনোয়ায় উপস্থিত হতে হবে।'

কাজেই, যতই অনিচ্ছা থাকুক, জেনোয়ায় না এসে প্রসপেরোর আর উপায় নেই। এবং জেনোয়ায় এলে ডোরিয়া ঘরের মেয়ে মারিয়া জিয়োভান্না মোনাল্ডির সঙ্গে ওর বিয়ের চূড়ান্ত

বইঘর.কম

ঘোষণাও দিতেই হবে।

বিয়ের ব্যাপারটা খুব সামান্য হলেও ডোরিয়াদের পক্ষে গেছে। জেনোয়ার সাধারণ জনগণ ভেবে নিয়েছে ডোরিয়া আর অ্যাডর্নো পরিবারের মধ্যকার পারস্পরিক শত্রুতার অবসান ঘটাতে চায় ডোরিয়া। ফলে ডোরিয়ার মহত্ত্ব আর ভদ্রতাবোধ নিয়ে চর্চা করতে থাকে সবাই। ব্যাপারটাকে ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব নিরসনের চেয়েও বড় কিছু বলে ভাবে তারা।

জেনোয়ার অঘোষিত প্রিন্স ডোরিয়ার জন্য এই জনমতের মূল্য মোটেও কম নয়। তার অঘোষিত প্রিন্সশিপ নিয়ে স্পেন সম্রাটের কোন মাথাব্যথা নেই। কারণ এজন্য তার কোন টাকাপয়সা ব্যয় হচ্ছে না। কিন্তু ডোরিয়া একটা বিষয়ে খুব সচেতন যে, এ ধরনের ক্ষমতা যে-কোন সময় আসতে বা যেতে পারে। তাই সম্রাটকে প্রভাবিত করে নিজের আনুষ্ঠানিক উপাধি 'ডিউক অভ মেলফি' বাগিয়ে নিয়েছে সে।

ডোরিয়ার টাইটেল বাগানো আর ক্ষমতা পাওয়াকে অ্যাডর্নো ও তাদের শুভানুধ্যায়ীরা যেভাবেই দেখুক, সদ্য প্রাপ্ত ক্ষমতা যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে কাজে লাগাল ডোরিয়া। জনসাধারণের জন্য তার চিন্তা আছে বটে, কিন্তু নিজের স্বার্থচিন্তা বাদ দিয়ে না। ওদিকে স্পেন সম্রাট আগেই কথা দিয়েছিল যে জেনোয়া কীভাবে শাসিত হবে সেটা জেনোয়িসদের ব্যাপার। স্পেন তাতে হস্তক্ষেপ করবে না। সুযোগটা পুরোপুরি কাজে লাগাল ডোরিয়া। আগেই বলেছি, নিজের মনমত করে সরকার দাঁড় করিয়েছে সে।

ভেনেশিয়ানদের মত একটা গ্র্যাণ্ড কাউন্সিল আর একটা নিম্ন কাউন্সিল তৈরি করল ডোরিয়া। নিয়ম করে দিল প্রতি দুই বছর পরপর ডজ নির্বাচিত হবে। কিন্তু শাসন ক্ষমতা থাকবে মূলত গ্র্যাণ্ড কাউন্সিলের হাতে। এই কাউন্সিলের সদস্যদেরকে বলা হয় সেনসর। পাঁচজন সেনসর মিলে গঠিত গ্র্যাণ্ড কাউন্সিল। সেনসর

নির্বাচিত হবে চার বছর পরপর। আর এই গ্র্যাণ্ড কাউন্সিলের মধ্যমণি হলো ডোরিয়া নিজে। নামমাত্র লর্ডশিপ নেয়ার বদলে সে নিজেকে বানিয়ে নিল এই কমিটির আজীবন সদস্য সেনসর ও সুপ্রিম অ্যাডমিরাল। বলার অপেক্ষা রাখে না, এরপর আর তথাকথিত লর্ডশিপ পেলেই বা কী আর না পেলেই বা কী। যদিও সেটাও ছিল তারই হাতে।

জেনোয়ায় ফিরে এসে কেবল এই ডিউক খেতাব নিয়েই বসে থাকল না আন্দ্রে। আদায় করে নিল প্রিন্সের প্রাসাদ ফসোলু-তে বসবাসের ক্ষমতা। প্রাসাদ হাতে পেয়েই সেটাকে নতুনভাবে বানাতে লেগে পড়ল সে। এমনভাবে প্রাসাদটাকে সে বানানোর পরিকল্পনা করল যে ফসোলু প্রাসাদকে যেন আলাদাভাবে সবাই চেনে। জেনোয়ার চমৎকার সব স্থাপনার মধ্যেও ওটাকে আলাদা করে উদ্ভাসিত করার পরিকল্পনা করল সে। মহান স্থাপত্যবিদ মাইকেল এঞ্জেলোর শিষ্য মনটরসল্লিকে নিয়ে এল স্থাপত্য নকশা প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়নের জন্য। প্রাসাদের জন্য পাথর আনাল লাভাঙ্গা থেকে আর কারারা থেকে আনাল মার্বেল। প্রাসাদের কেন্দ্রে তার নিজের খাস কামরার সামনে সাগরমুখী দিকটায় বানাল অত্যন্ত মনোরম এক বাগান। বাগানটা তৈরির কাজে এমনকী মনটরসল্লি নিজেও হাত লাগাল। কাজেই জেনোয়ার মাটিতে একটা রত্নের মত মাথা তুলল ফসোলু প্রাসাদ।

প্রাসাদের অভ্যন্তরীণ সাজসজ্জা ও ছবি আঁকার জন্য প্রখ্যাত চিত্রকর রাফায়েলের ছাত্র পিয়েরিনো দেল্লা ভেগাকে নিয়ে এল ডোরিয়া। অন্দর সজ্জার জন্য বিভিন্ন জায়গা থেকে অত্যন্ত নামীদামি জিনিস আনাল সে। যেমন, ইস্পাহান থেকে আনল সিল্কের দেয়ালপর্দা, বোখারা থেকে কার্পেট, স্মিরনা থেকে মুরিশ ডিজাইনের ডিভান আর মূল্যবান আসবাবপত্র সজ্জার জন্য গ্রিস থেকে আনাল ফুলদানি। এবং আসবাবপত্রের বেশিরভাগ কেনা

হলো ফ্রান্স ও স্পেন থেকে।

এরই মধ্যে মে মাসের এক দিন জেনোয়ার মাটিতে পদার্পণ করল প্রসপেরো। তাকে স্বাগত জানিয়ে বরণ করল স্বয়ং ডোরিয়া। আর জেনোয়ার সাধারণ মানুষ সেদিন ওকে যেভাবে স্বাগত জানাল তাতে স্বয়ং প্রসপেরোই বিস্মিত হয়ে গেল। আসলে, প্রসিডার লড়াইয়ের বিজয়গাথা জেনোয়ার মানুষেরা খুব ভালভাবে মনে রেখেছে। ওর বিজয়কে নিজেদের বিজয় হিসেবে গ্রহণ করেছে তারা।

কিন্তু জেনোয়ায় পা রাখার আগে প্রসপেরো বুঝতেও পারেনি যে এমন সাড়ম্বর অভ্যর্থনা পাবে সে। বন্দর থেকে ডিউকাল প্রাসাদ পর্যন্ত পুরো রাস্তার দু'পাশে দাঁড়িয়ে লোকেরা অভিনন্দন আর অভ্যর্থনা জানাল ওকে। আর প্রসপেরোকে এগিয়ে নিয়ে এল সদ্য নির্বাচিত ডজ সহ ডোরিয়ার কাউন্সিলের দু'জন সদস্য। প্রসপেরো বুঝতে পারল, প্রসিডার সেই বিজয় জেনোয়িসদের কাছে ওকে জাতীয় বীর বানিয়ে দিয়েছে।

একসময় অভ্যর্থনাকারীদের হাত থেকে ছাড়া পেল প্রসপেরো। সাদা আর কালো মার্বেল পাথরে বানানো ওদের আগের সেই প্রাসাদে মায়ের কাছে গেল ও। প্রাসাদে পৌঁছে মায়ের সঙ্গে বন্ধু স্কিপিওনি ডি ফিয়েসির দেখা পেল প্রসপেরো। অধৈর্য হয়ে বন্ধুর জন্য অপেক্ষা করছিল স্কিপিওনি।

এই ক'মাস অযথা বসে থাকেনি স্কিপিওনি। কূট পরিকল্পনা করতে পারা তার সহজাত একটা গুণ। এই গুণটাকে কাজে লাগিয়ে ডোরিয়াদের অজান্তে ওদের উৎখাতের নীল নকশা তৈরি করে রেখেছে সে। যে মাটির উপর দাঁড়িয়ে ডোরিয়ারা ক্ষমতার প্রাসাদ তুলছে সেই মাটির নিচটাকেই সযত্নে কেটে ফাঁপা বানিয়ে তুলেছে সে। প্রসপেরো জেনোয়ায় পদার্পণ করার আগেই নিজের মত করে সমস্ত প্রস্তুতিও শেষ করেছে স্কিপিওনি। অপেক্ষা করছে

কেবল উপযুক্ত সময়ের। যাতে সময় আসার সঙ্গে সঙ্গে ডোরিয়াদের সবাইকে প্রতিশোধের সাগরে ডুবিয়ে মারতে পারে।

ওদিকে পুরো জেনোয়াবাসীর মত স্কিপিওনিও শুনেছে যে ডোরিয়াদের শান্তি প্রস্তাব গ্রহণ করেছে প্রসপেরো। স্থায়ী শান্তির প্রতীক হিসেবে ডোরিয়ার ভাতিজিকে বিয়েও করতে যাচ্ছে ও। কিন্তু একমুহূর্তের জন্যও স্কিপিওনি বিশ্বাস করেনি যে প্রসপেরো আসলেই শান্তিচুক্তি করেছে। ও ভেবেছে, হঠাৎ করেই জনগণের মাঝে প্রসপেরো খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠায় তার দিকে আপাত শান্তির হাত বাড়িয়েছে ডোরিয়ারা। এবং এই ব্যাপারটা প্রসপেরোও স্পষ্ট বুঝেছে। তাই ও-ও কৌশল হিসেবে ওদের শান্তি প্রস্তাব মেনে নিয়েছে। এটাকে একটা কৌশলগত পশ্চাৎপসরণ ভেবে মেনেও নিয়েছিল স্কিপিওনি। ব্যাপারটা তাকে খুশিও করে তুলেছিল, কারণ তার পরিকল্পনা বাস্তবায়নে পাশে আরেকজন বিশ্বস্ত মানুষ পাওয়া যাবে।

সেই বিশ্বস্ত মানুষটা, মানে প্রসপেরো এখন হেঁটে আসছে ওদেরই দিকে। খুশিতে চকচক করছে প্রসপেরোর চোখ। হাসিমুখে প্রসপেরোকে স্বাগত জানাল ওর মা। জিজ্ঞেস করল, 'খুশি হয়েছ?'

মায়ের গালে একটা চুমু খেল ও। তারপর বলল, 'আড়ম্বর আরেকটু কম হলে ব্যাপারটায় সত্যিই মজা পেতাম।'

'মজা পেতে?'

'হ্যাঁ। আজ যে লোক আমাকে স্বাগত জানিয়ে এগিয়ে নিয়ে এল, শেষবার যখন দেখি, সে-ই আমার রক্তে গোসল করার জন্য হন্যে হয়ে খুঁজছিল আমাকে। ব্যাপারটা হাস্যকর নয়?'

প্রসপেরো করমর্দনের জন্য আন্তরিকতার সঙ্গে হাত বাড়িয়ে দিল স্কিপিওনির দিকে। ওর কথা শুনে নিজের বক্তব্য দেয়ার সুযোগ পেল স্কিপিওনি। বলল, 'বন্ধু, এ-ই সুযোগ। জেনোয়ার

বইঘর.কম

জনসমর্থন এখন পুরোপুরি তোমার পক্ষে। ওদের মানসিকতা পরিবর্তন হওয়ার আগেই শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়া দরকার।'

ভাবশূন্য হয়ে গেল প্রসপেরোর চেহারা। মাকে একটা আবলুশ কাঠের চেয়ারের দিকে নিয়ে গেল ও। এত বড় একটা প্রাসাদে নিজের জন্য এই ছোট্ট ঘরটা পছন্দ করেছে প্রসপেরোর মা। অদ্ভুত রুচিই বটে। ঘরে একটা ছোট্ট জানালা আছে। জানালায় বসানো আছে সেইন্ট মাইকেলের মূর্তি অঙ্কিত ঘোলাটে কাঁচ। সেই ঘোলা কাঁচ পাড়ি দিয়ে আসা মৃদু আলোয় আলোকিত হয়ে আছে ঘর। মাকে বসিয়ে তার পাশে একটা টুল টেনে নিয়ে বসল প্রসপেরো। তারপর স্কিপিওনির মুখের দিকে তাকিয়ে খানিকটা অবাক স্বরেই বলল, 'কীসের সুযোগ?'

'কীসের সুযোগ মানে? আজ জনমত পুরোপুরি তোমার পক্ষে। ওদেরকে নেতৃত্ব দেয়ার সুযোগ তোমার পায়ের সামনে গড়াগড়ি খাচ্ছে!'

জবাবে প্রসপেরো বলল, 'হয়তো ঠিকই বলছ। কিন্তু আমার মতে এই কাজের উপযুক্ত সময় এটা না। দু'দিনের মধ্যে এখানে আসছে সম্রাট। তার সামনে বিদ্রোহী হিসেবে হাজির করতে চাও আমাকে?'

স্কিপিওনি বলল, 'কিন্তু যদি ঠিকভাবে বিদ্রোহ পরিচালনা করা হয়, তাহলে দু'দিনেই সব ঠিকঠাক করা সম্ভব। আর এজন্য যা-যা দরকার তার সবই আমার হাতে আছে।'

'যা-যা দরকার মানে? কী বলতে চাইছ খুলে বলো তো!'

'ডোরিয়া শাসন অবসানের কথা বলছি। বলছি ওদেরকে তাড়িয়ে জাহান্নামে পাঠানোর কথা।'

প্রসপেরো বলল, 'ডোরিয়াদের এত সহজে হটানো যাবে না। এই মুহূর্তে খুবই শক্ত জমিনের উপর দাঁড়িয়ে আছে ডোরিয়া। না, এখন কিছু ঘটানোর সময় নয়। কিছু করতে গেলে সেটা হবে

অন্ধের মত অনিশ্চিত জুয়া খেলা।'

স্কিপিওনি বিরক্ত হয়ে উঠছে। বলল, 'আমার প্রস্তুতিতে যদি ঘাটতি থাকত তাহলে সেটা হত জুয়া খেলা। ফ্রান্সের সমর্থন নিয়ে তবেই মাঠে নেমেছি আমি।'

'ফ্রান্সের সমর্থনই তাহলে তোমার ব্রহ্মাস্ত্র? কিন্তু আমি স্প্যানিশদেরই পছন্দ করি। স্পেন সম্রাটের সঙ্গে কাজ করতেই বেশি স্বচ্ছন্দ আমি। সে কারণেই সম্রাট যখন এখানে আসবে, তার সামনে নিজেকে একজন বিদ্রোহী হিসেবে উপস্থাপন করতে চাই না।'

খানিকটা যেন অবাক হয়েছে স্কিপিওনি। বিস্মিত কণ্ঠে সে বলল, 'স্পেন সম্রাট! তাহলে স্পেন সম্রাটের সেবা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছ তুমি?'

জবাবে প্রসপেরো বলল, 'দেখো, আমি ফ্রেঞ্চ রাজের সেবা করতে পারব না। কিন্তু ফ্রেঞ্চদের সাহায্য নিলে তা-ই করতে হবে। আমার প্রথম কাজ জেনোয়া আর জেনোয়াবাসীর সেবা করা। তারপর আসবে সম্রাট। সে যে-ই হোক।'

'তাহলে ডোরিয়াদের নিয়ে কী চিন্তা করেছ? সে-ও তো স্পেন সম্রাটের আনুকূল্য নিচ্ছে। পঞ্চম চার্লস কি ডোরিয়াদের কথাই বেশি শুনবে না?'

'হ্যাঁ। ঠিক এই কারণেই কোন কিছু করার আগে স্পেন সম্রাটের চোখের সামনে থেকে ডোরিয়ার ঝোলানো পর্দাটা সরাতে হবে। সম্রাটকে বোঝার সুযোগ তৈরি করে দিতে হবে যে ডোরিয়ার সম্বন্ধে তার উচ্চ ধারণা হাওয়াই মিঠাই ছাড়া আর কিছু না। স্রেফ সুযোগসন্ধানী স্বার্থপর একটা মানুষ ডোরিয়া।'

স্কিপিওনির রাগ উঠে যাচ্ছে। রাগত স্বরেই সে বলল, 'তোমার এই কাজ করতে কত সময় লাগবে?'

জবাবে প্রসপেরো বলল, 'জানি না, স্কিপিওনি। বাস্তবে কাজ

বইঘর.কম

শেষ হওয়ার আগে সময়সীমা অনুমান করতে পারছি না। কাজেই এখন ধৈর্য ধরা ছাড়া উপায় নেই। আর এখনই এই ব্যাপারটা নিয়ে বেশি ছুটোছুটি করাও ঠিক হবে বলে মনে হচ্ছে না। তার উপর খুব শীঘ্রিই আমরা তুর্কিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে সাগরে যাচ্ছি। যুদ্ধ সবসময়ই কাউকে ধ্বংস করার, আবার কাউকে উপরে তোলার সুযোগ এনে দেয়। গোইয়ালাতার যুদ্ধের কথাই ধরো। তখন আমি ডোরিয়াকে ছেড়ে এলে আজ সে কোথায় থাকত?'

স্কিপিওনি বলল, 'কিন্তু তাতে ভাগ্যের উপর খুব বেশি ভরসা করা হয়ে যাচ্ছে। ধরো ওই লড়াইয়ে তুমি কোন সুযোগই পেলে না। অথবা ধরো তোমার নিজের নাম আর পদাধিকারই ডুবে গেল, তখন কী করবে?'

'আমি তো আর গণক নই যে এখনই ভবিষ্যৎ বলে দেব। তবে বর্তমানের কথা বলতে পারি। আমার মতে এখনই কিছু করার সময় আসেনি।'

অধৈর্য হয়ে স্কিপিওনি বলল, 'তোমার তা-ই মনে হয়? কিন্তু একবারও তো জিজ্ঞেস করলে না যে আমি কী প্রস্তুতি নিয়েছি। এই মুহূর্তে আমার হাতে আছে তিনশ' ফ্রেঞ্চ ট্রুপ। লাভাঙ্গায় অপেক্ষা করছে তারা। যে-কোন মুহূর্তে কাজে নামতে তৈরি হয়ে বসে আছে সবাই। ডোরিয়া-বৃক্ষ কাটার কুঠারের ফলা হিসেবে ব্যবহার করব ওদের।'

প্রসপেরো তখন জিজ্ঞেস করল, 'বুঝলাম। কিন্তু কুঠারটা কোথায়?'

'এখানে, তোমার হাতে। জেনোয়াবাসীরা নিজেরাই আজ ব্যাপক সমর্থন দিয়েছে তোমাকে। এমন কেউ নেই যে তোমাকে অপছন্দ করে। তাদের সমর্থনই তোমার কুঠার। আরেকটা ব্যাপার, আজ সবাই তোমাকে সমর্থন করছে, কাল কিন্তু না-ও

করতে পারে। এখন যদি তুমি ডোরিয়াদের সরিয়ে দিয়ে তোমার বাবার মৃত্যুর প্রতিশোধ নাও, কেউ তোমাকে বাধা দেবে না। কারণ এখন তুমি তাদের কাছে মহা নায়ক।

'আমার ফ্রেঞ্চ ট্রুপ ফসোলু প্রাসাদে প্রথম আঘাত হেনে খুলে দেবে প্রবেশদ্বার। তারপর বাঁধভাঙা স্রোতের মত জনতাকে সঙ্গে নিয়ে সবাই ঢুকে পড়ব প্রাসাদে। জেনোয়ার মাটিতে ডোরিয়া শাসনের অবসান ঘটবে চিরতরে।'

মৃদু কণ্ঠে প্রসপেরো বলল, 'তারপর ডোরিয়ার মৃত্যুর শোধ নিতে আমাদের গলা কাটবে স্পেন সম্রাট। তুমি মুদ্রার একটা পিঠ দেখছ কেবল, স্কিপিওনি। ডোরিয়াকে কিছু করতে হলে আগে তার উপর থেকে স্পেন সম্রাটের ছত্রচ্ছায়া হটাতেই হবে।'

মরিয়া হয়ে প্রসপেরোর মায়ের দিকে ফিরল স্কিপিওনি। বলল, সে যেন প্রসপেরোকে বোঝায়।

কিন্তু প্রসপেরোর মা প্রসপেরোকেই সমর্থন দিল। বলল, 'আমার মনে হয় প্রসপেরোর বক্তব্য আমি বুঝতে পারছি। বিশ্বাস রাখো, স্কিপিওনি। প্রসপেরো ভালভাবেই জানে ও কী করছে। ও একটু ধীরে এগুচ্ছে বটে, কিন্তু সেটা নিশ্চিত হওয়ার জন্য যেন নিশানা একচুলও না ফসকায়। ওর উপর বিশ্বাস রাখো।'

মুখটা কালো হয়ে গেল স্কিপিওনির। বলল, 'বিশ্বাস রাখব?' সেইসঙ্গে এই চিন্তাও ওর মাথায় খেলল যে, যে বিশেষ অবস্থার উপর ভরসা রেখে ও পরিকল্পনা করেছিল সেটায় বিরাট একটা ফুটো দেখিয়ে দিয়েছে প্রসপেরো। তখন একটা সন্দেহ খেলে গেল স্কিপিওনির মাথায়। প্রসপেরোর সামনে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে সে প্রশ্ন করল, 'আমাকে সব খুলে বলবে, প্রসপেরো?'

'কখনো তোমাকে গোপন করে কিছু করতে দেখেছ আমাকে, স্কিপিওনি?'

'দেখিনি। কিন্তু আগে হয়তো আমার কাছ থেকে কোন কিছু

লুকানোর অবকাশ পাওনি।’

‘কথাটা পছন্দ হলো না। যাক, অসুবিধা নেই। বলো, কী জানতে চাও।’

‘শান্তিচুক্তির দোহাই দিয়ে ডোরিয়াদের ঘরে তোমার বিয়ের ব্যাপারটা স্পষ্টভাবে জানতে চাই। এতদিন ভাবতাম আমি তোমাকে বুঝতে পারি। তাই ধরে নিয়েছিলাম ওদের ঘরে তোমার বিয়েটা একটা চাল। তাই মেনেও নিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম ওটা তোমার সময় ক্ষেপণেরও একটা কৌশল। পিছনে পিছনে তুমি অস্ত্র শানাচ্ছ ওদের উপর আঘাত হানবে বলে। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, তোমাকে আমি বুঝতে তো পারিইনি, চিনতেও পারিনি। মনে হচ্ছে এখন কেবল নিজের লাভটাকেই গুরুত্ব দিচ্ছ। নিজেকেই আমি প্রশ্ন করছিলাম, তোমাকে কি ভুল বুঝলাম...’ একমুহূর্ত থেমে রীতিমত হিংস্র গলায় স্কিপিওনি বলল, ‘...নাকি আমাদের সঙ্গে দুই তরফা খেলা খেলছ?’

‘দুই তরফা খেলা? বেইমানি? তোমার সঙ্গে? না, স্কিপিওনি। তোমার সঙ্গে কখনোই আমি বেইমানি করিনি বা দুই তরফা খেলা খেলিনি। আমি আমার নিজের নিয়মে খেলছি, এই যা। যারা আমার সঙ্গে আসতে চাইবে তাদের সবাইকে স্বাগত জানাব। আমি মনে করি এই দলে সবার আগে আছ তুমি। কিন্তু তাই বলে আমার দলের বা অন্য কারো ইচ্ছার দাস আমি হব না,’ হাসিমুখে কথাগুলো বলল প্রসপেরো। আরো বলল, ‘তুমি আমাকে আজ কিছু জিনিস দেখিয়েছ, স্কিপিওনি। তবে তোমার অতি-উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণের হাতিয়ার আমি হতে পারব না।’

কথাটা শুনে সাপের মত ফণা তুলে দাঁড়াল স্কিপিওনি। ফোঁস ফোঁস করতে করতে বলল, ‘“এসব” আমি তোমাকে দেখিয়েছি? কিন্তু তুমি আমাকে কী দেখালে বলো তো?’

‘তুমিই না হয় বলো।’

'আগে আমার প্রশ্নটার উত্তর দাও, প্রসপেরো। জেনোয়ায় যেহেতু এসেই পড়েছ, সত্যিই কি ডোরিয়াদের ঘরে তুমি বিয়ে করতে যাচ্ছ?'

'বিয়ের কথাটা আজ রাতে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হবে,' বলল প্রসপেরো।

'এটাই আশা করেছিলাম। এবং একথাটাই সবকিছুর ব্যাখ্যা দিচ্ছে,' ভয়ানক দৃষ্টিতে প্রসপেরোর দিকে তাকিয়ে কথাটা বলল স্কিপিওনি। তারপর বলল, 'উন্নতি করার সবচেয়ে সহজ রাস্তাটা তুমি বেছে নিয়েছ। তাতে তোমার বাবার খুনিদের সাহায্য নিতেও তোমার বাঁধছে না। তোমার বাবার হয়ে প্রতিশোধ নেয়াটাকে তুমি দূরে সরিয়ে রাখছ, কারণ প্রতিশোধ নেয়া হোক সেটাই সম্ভবত তুমি চাও না। অথচ আমি এই তোমাকেই বন্ধু ভাবতাম আর আপন ভাইয়ের মত ভালবাসতাম। ভাবতাম সত্যিকারের পুরুষ মানুষ তুমি।'

জবাবে প্রসপেরো শুধু বলল, 'দরকার পড়লে বন্ধুত্বের প্রমাণ দিতে আমার একমুহূর্তও দেরি হবে না।'

'নতুন করে কিছুই আর প্রমাণ করার দরকার নেই। যা কিছু প্রমাণ করার ছিল, করে ফেলেছ। শত্রুর কাছ থেকে সুবিধা নিচ্ছ তুমি। একদিন অবশ্যই টের পাবে ওরা কেমন। স্বয়ং স্রষ্টা তোমাকে টের পাওয়াবেন,' রাগত স্বরে কথাগুলো বলে চলে যাওয়ার জন্য ঘুরল স্কিপিওনি।

সঙ্গে সঙ্গে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল প্রসপেরোর মা। বলল, 'দাঁড়াও, স্কিপিওনি।'

মাকে বাধা দিয়ে প্রসপেরো বলল, 'ওকে যেতে দাও, মা।'

প্রচণ্ড শব্দে দরজা বন্ধ হতে শুনল ওরা। রাগ নিয়ে ছেলের চোখের দিকে তাকাল প্রসপেরোর মা। বলল, 'দেখেছ? ঝড় শুরু হতে যাচ্ছে।'

বইঘর.কম

‘দরকার পড়লে এই ঝড়ও থামাব, মা, চিন্তা কোরো না,’ মাকে আশ্বস্ত করে বলল প্রসপেরো।

‘ওকে সব খুলে বললেই পারতে...’

‘ওকে বলা মানে সারা দুনিয়াকে ঢাক পিটিয়ে সবকিছু জানিয়ে দেয়া।’ রহস্যময় একটু হেসে ও বলল, ‘এই একটা ব্যাপারে কাউকে বিশ্বাস করা চলবে না, মা। তাছাড়া, খেয়াল করেছ, প্রতিশোধ নেব কি নেব না, সেটা আমাদের ব্যাপার। সেজন্য স্কিপিওনি কেন আমার উপর রাগ দেখাবে? ওর নিজের অবশ্যই ভিন্ন পরিকল্পনা ছিল। সেটা বানচাল হওয়াতেই খেপেছে। ওর একমাত্র লক্ষ্য ছিল আমাকে ব্যবহার করে ফিয়েসিদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণ করা।’ একটু হেসে তারপর ও বলল, ‘আর ও নাকি আমার বন্ধু...’

বসে পড়ল প্রসপেরোর মা। চিন্তায় পড়ে গেছে সে। প্রসপেরো অবশ্য দাঁড়িয়েই আছে। বলল, ‘পৃথিবীর যা ভাবার ভাবতে দাও। শুধু তুমি আর আমি জানি, আমি কী করব। এ-ই যথেষ্ট। যার যা ইচ্ছা বলুক। আমাদের কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত একদম মুখ খোলা যাবে না।’

সম্মতি দিয়ে মাথা নাড়ল প্রসপেরোর মা। তখনই প্রসপেরো তাকে মনে করিয়ে দিল যে ফসোলু প্রাসাদে সবাই ওদের জন্য অপেক্ষা করছে। বিয়ের ঘোষণার জন্য ভোজের আয়োজনে ওদের উপস্থিত হতে হবে। শুনেই কেঁপে উঠল অরেলিয়া। সে কোনমতেই যাবে না। প্রসপেরোর এই অনুরোধ সে কোনমতেই রাখতে পারবে না। বলল, প্রসপেরো যেন তার অনুপস্থিতির জন্য কোন একটা অজুহাত দেখিয়ে দেয়। ডোরিয়াদের সে সহ্য করতে পারবে না।

কাজেই মায়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রওনা হয়ে গেল প্রসপেরো।

BG & MAH

পনেরো

অ্যাডর্নোদের সম্মান

প্রসপেরোর বিয়ের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা উপলক্ষে জাঁকালো সাজে সাজানো হয়েছে পুরো ফসোলু প্রাসাদ। দাওয়াত দেয়া হয়েছে জেনোয়ার সমস্ত নামীদামি পরিবারের সদস্যদের। লোমেলিনি, গ্যাসপারি, গ্রিমানি, ফ্রেগোসি, ফিয়েসি–সবাই এসেছে দাওয়াত রক্ষা করতে। আসেনি কেবল অ্যাডর্নো পরিবারের কেউ। অ্যাডর্নো পরিবারের সঙ্গে ডোরিয়া পরিবারের আপাত শান্তি তারা সহ্য করতে পারবে। কিন্তু ডোরিয়াদের দাওয়াতে উপস্থিত হয়ে তাদের সঙ্গে ঝগড়ার কথা ভুলে যাওয়া অ্যাডর্নোদের পক্ষে সম্ভব না।

তবে ওদের অনুপস্থিতি দাওয়াতে উপস্থিত বাকিদের উপর কোন প্রভাব ফেলেনি। কারণ অ্যাডর্নো পরিবারের মাথা হিসেবে সবাই যাকে চেনে-জানে, স্বয়ং সে ডোরিয়াদের বাড়িতে এসেছে। শুধু যে এসেছে তা-ই না, ওদের ঘরে বিয়ের প্রস্তাব স্বীকার করতে যাচ্ছে। কাজেই বাকিদের গোনায় না ধরলেও চলে।

দাওয়াতের মেজবান ডিউক অভ মেলফি ডোরিয়া তার অভিজাত অতিথিদের নিয়ে অপেক্ষা করছিল প্রসপেরোর জন্য। এমন সময় ঘরে প্রবেশ করে প্রসপেরো।

প্রসপেরো সাধারণত যেমন পোশাক পরে তার চেয়ে অনেক

মলিন পোশাক পরে অনুষ্ঠানে এসেছে। তবে এতটাও মলিন না যে অনুষ্ঠানের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। ওর পোশাকের রং জেনোয়ার পতাকার রঙের সঙ্গে মেলানো। লাল আর সাদা। ও হয়তো স্বীকার করবে না যে নিজেকে আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করতে চায়নি। কিন্তু সত্যি কথাটা হচ্ছে প্রসপেরো চায়নি যে, ডোরিয়ার ভাতিজি ওকে আকর্ষণীয় মনে করুক। তবে, কাঁধের খানিক উপর পর্যন্ত চুল, কামানো চোয়াল আর লম্বাটে আকর্ষণীয় চেহারা, সব মিলিয়ে তারুণ্যের ছটা লুকাতে পারেনি প্রসপেরো।

প্রসপেরোকে ঢুকতে দেখে ওকে এগিয়ে আনতে দু'হাত মেলে এগিয়ে গেল ডোরিয়া। বলল, 'আমার ঘরে তোমায় স্বাগত, প্রসপেরো। সেইসঙ্গে আমার মনেও। এই বুড়ো মানুষটার আন্তরিক চাওয়া, আমাদের দুই ঘরের এই বন্ধন যেন চিরকাল অটুট থাকে আর আমাদের পিতৃভূমি জেনোয়ার সর্বাঙ্গীণ উন্নতিতে আমরা দুই পরিবার যেন চিরকাল অবদান রেখে যেতে পারি।'

ডোরিয়ার পর প্রসপেরোকে স্বাগত জানাতে এগিয়ে এল জিয়ানেট্টিনো। যথারীতি সাড়ম্বরপূর্ণ উৎকটরঙা পোশাক তার গায়ে। অন্য সব পোশাকের উপর চড়িয়েছে কটকটা মেরুন রঙের একটা ক্লোক। হাসিমুখে সামনে বাড়ল সে। ওর পেছন পেছন এসেছে ফিলিপ্পিনো। ওর মুখেও হাসি। তবে সেটা নিষ্প্রাণ আর অস্বস্তির হাসি। সে বা প্রসপেরো কেউই ভুলে যায়নি যে ফিলিপ্পিনোই শেকল বেঁধে প্রসপেরোকে দাঁড়ে বসতে বাধ্য করেছিল। চাচার নজরে থাকা ফিলিপ্পিনো করমর্দনের উদ্দেশ্যে হাত বাড়িয়ে দিল প্রসপেরোর দিকে। বলল, 'ভুল যা হওয়ার তো হয়েছেই। কিন্তু পুরানো স্মৃতি নতুন পাওয়া বন্ধুত্বকে ক্ষয় করুক তা চাই না।'

একটু হেসে তার হাত ধরল প্রসপেরো। শুধু বলল, 'আজ থেকে নতুন এক অধ্যায়ের সূচনা হচ্ছে।'

আরেকজন এগিয়ে এল ওদের দিকে। ডাচেস অভ মেলফি (লর্ড ডোরিয়ার নব বিবাহিতা স্ত্রী)। নিজেকে সে ধরে রাখতে পারছে না। তার পেছন পেছন এল উজ্জ্বল চোখের এক বালক। একে নিজের ছেলে বলে ঘোষণা দিয়েছে ডোরিয়া। ওর নাম মার্কেন্টোনিয়ো ডেল ক্যারেট্টো। মহিলাটিকে একবার বাউ করে তার বাড়িয়ে দেয়া হাতের পিঠে ছোট্ট করে একবার চুমু খেল প্রসপেরো। এরপরই উপস্থিত অতিথিরা সবাই এগিয়ে আসে বিয়ের ঘোষণা উপলক্ষে করমর্দন করে ওকে অভিনন্দন জানাতে। ওই দলে এমনকী লোমেলিনো আর ফ্রেগোসিরাও আছে। কয়েক প্রজন্ম আগে থেকেই অ্যাডর্নো পরিবারের সঙ্গে বিভিন্ন কারণে মারাত্মক দ্বন্দ্ব ছিল এদের। আজ করমর্দন করছে সবাই। এমনকী ওদের পরিবারের মহিলাদের সঙ্গেও প্রসপেরোর পরিচয় করিয়ে দিল তারা।

স্পিনোলি আর গ্রিমালি পরিবারের লোকেরাও প্রসপেরোকে অভিনন্দন জানাল। এদের সঙ্গে অ্যাডর্নো পরিবার সবসময়ই বন্ধুত্ব রক্ষা করে চলেছে। স্পষ্টতই সবাই এই এক উপলক্ষকে অতীত ভুলে নতুন করে সব শুরু করার একটা সুযোগ হিসেবে দেখছে।

গাম্ভীর্যের সঙ্গে সবার অভিনন্দন গ্রহণ করছে প্রসপেরো। কিন্তু গাম্ভীর্যের মুখোশের আড়ালে মনে মনে ভীষণ আমোদ পাচ্ছে ও। কারণ বাকি সবার মত ও-ও জানে, এই করমর্দন, অভিনন্দন—এসব স্রেফ লোক দেখানো। এখানে কোন আন্তরিকতা নেই। কেবল পরস্পরের প্রতি আপাত শান্তিমূলক একটা অবস্থান নিয়েছে সবাই। সবাই চাইছে প্রসপেরো আর ডোরিয়ার মাধ্যমে সম্রাটের সুনজরে আসতে। এবং প্রসপেরোর বিয়ের ব্যাপারটা আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করার মাধ্যমে সুযোগ থাকতে থাকতেই নিজের প্রতি জনসমর্থন বাড়িয়ে নিতে।

বইঘর.কম

বলা বাহুল্য, ব্যাপারটায় দারুণ মজা পেলেও সেটা প্রসপেরোর চেহারায় প্রকাশ পায়নি। প্রসপেরোকে পাশে নিয়ে এগিয়ে চলছে ডোরিয়া। ওরা এগুতে শুরু করতেই অভ্যাগতদের ভিড়ের ভিতর ফাঁক তৈরি হলো। দেখা গেল ডাচেসের পিছনে দাঁড়িয়ে আছে আরেকজন তরুণী। তার পরনে রূপালী রঙের গাউন। আর কণ্ঠদেশ থেকে ঝুলছে কোমর পর্যন্ত লম্বা মুক্তোর মালা। মেয়েটার চোখের দৃষ্টিতে বিষণ্নতার আভাস। আর ঠোঁটের দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছে, সেখানে লুকিয়ে আছে কান্না আর হাসির অদ্ভুত এক মিশ্রণ। কিন্তু হাসি বা কান্না কোনটাই এই মুহূর্তে সেখানে নেই। অথচ তারপরও মনে হচ্ছে এই দুই অভিব্যক্তির কোনটাই প্রকাশ পেতে বাদও নেই।

মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়ে প্রসপেরোর দম আটকে গেল। টের পাচ্ছে ওর মুখ থেকে সমস্ত রক্ত সরে যাচ্ছে। প্রথম দৃষ্টিতে প্রসপেরোর মনে আনন্দ বান ডেকেছিল। কারণ মেয়েটি আর কেউ না, লেডি অভ দ্য গার্ডেন জিয়ান্না। কিন্তু তাকে এখানে দেখে মুহূর্তেই সেই আনন্দ হাওয়ায় উবে গেছে। বিয়ের আনুষ্ঠানিক ঘোষণার ব্যাপারটা আগে-ওর কাছে ছিল স্রেফ একটা কাজ। শত্রুর দিকে আরো এক কদম এগিয়ে তার বিশ্বস্ততা অর্জন করা। কিন্তু এই মুহূর্তে পুরো ব্যাপারটাই আমূল বদলে গেছে। পুরো ভিন্ন চেহারা নিয়েছে সবকিছু।

ডোরিয়া প্রসপেরোর দিকে খুব ভালভাবে নজর রেখেছিল। তার টাওয়ারের মত লম্বা মাথাটা প্রসপেরোর দিকে ঝুঁকিয়ে আনল। বলল, 'খুবই সুন্দরী একটা মেয়ে, তাই না?'

যান্ত্রিক কণ্ঠে প্রসপেরো তখন উত্তর দিল, 'আমার দেখা সবচেয়ে সুন্দরী নারী।'

মৃদু হেসে ডোরিয়া বলল, 'তুমি সত্যি ভাগ্যবান, প্রসপেরো। এখনও যদি তোমার মনে হতে থাকে যে ডোরিয়াদের দ্বারা

BG & MAH

ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছ, তাহলে বলব ও তার সবচেয়ে বড় ক্ষতিপূরণ। এসো, তোমার হবু স্ত্রী তোমাকে স্বাগত জানানোর জন্য অপেক্ষা করছে।'

ডোরিয়াকে কিছু একটা বলার জন্য তার দিকে ঘুরে মুখ খুলল প্রসপেরো। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই আবার বন্ধ করে ফেলল। ততক্ষণে সকৌতুকে ওর হাত আঁকড়ে ধরে এগিয়ে নিয়ে চলেছে ডোরিয়া। বলছে, 'চলো, চলো।'

প্রসপেরো যেন ঘোরের ভিতর হাঁটছে। লেডির এক গজের মধ্যে পৌঁছনোর আগ পর্যন্ত ওর ঘোরই ভাঙল না। সামনে এসে প্রসপেরো নিশ্চিত হলো, স্বপ্ন দেখছিল না ও। মেয়েটি সত্যিই ওর জিয়ান্না।

ডোরিয়া জিয়ান্নাকে বলল, 'কথা দিয়েছিলাম প্রসপেরোকে এনে দেব। এই নাও তোমার প্রসপেরো।'

কথাগুলো প্রসপেরোর কানে গেলেও এর মর্মার্থ ওর মাথায় পৌঁছেনি। তাই ডোরিয়ার কণ্ঠের অদ্ভুত সুরও ওর কানে বাজেনি। প্রসপেরো তখনও সম্মোহিত হয়ে আছে। যন্ত্রচালিতের মত লেডি জিয়ান্নার হাত ধরল ও। বুঝতে পারছে না যে হচ্ছেটা কী! ওর মনের একটা অংশ বলছে এখনই কিছু না করতে। অন্তত যতক্ষণ না সব পরিষ্কার হচ্ছে, ততক্ষণ কিছু করা উচিত হবে না। ওদিকে প্রসপেরো কিছু একটা বলবে সেই আশায় ওর পাশে দাঁড়িয়ে আছে জিয়ান্না। কিন্তু কিছু বলার মত অবস্থায় প্রসপেরো তখন নেই।

ওর সঙ্গিন অবস্থা দেখে নীরবতা ভাঙল ডোরিয়ার স্ত্রী প্যারেট্টা। স্বামীর হাত স্পর্শ করে বলল, 'ওদের দেখা করিয়ে দিয়েছি। কিন্তু তাই বলে কি ওদের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে? চলো, সরো এখান থেকে। ওদেরকে একাকী কথা বলতে দাও,' বলে কেবল নিজের স্বামী নয়, বাকি সবাইকেও ওখান থেকে

তাড়িয়ে নিয়ে গেল প্যারেট্টা। ওদের আশপাশ নীরব হয়ে গেছে। অন্তত ওদের কথা কেউ শুনে ফেলবে এই ভয় না পেয়ে কথা বলার সুযোগ পেল ওরা।

প্রথম কথা বলল লেডি। বলল, 'কতদিন আমাকে অপেক্ষা করিয়ে রেখেছ জানো, প্রসপেরো? আমি কেবল ধৈর্য ধরে ছিলাম। কেবল ধৈর্য। যাক, শেষ পর্যন্ত তুমি এসেছ...' একমুহূর্ত থেমে সে প্রসপেরোর গম্ভীর হয়ে থাকা মুখটা যাচাই করল। তারপর বলল, 'তোমার কি কিছুই বলার নেই?'

একটু যেন কম্পিত কণ্ঠে প্রসপেরো বলল, 'এক জীবনেও কথা শেষ হবে না।'

'তুমি খুশি হওনি?' দ্বিধাগ্রস্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করল জিয়ান্না।

'এভাবে আমাদের মুখোমুখি হওয়াটাকে ভাগ্যের নিষ্ঠুর খেলা ছাড়া আর কী বলব। কে বিশ্বাস করবে যে এটা কাকতালীয় একটা ঘটনা?' গম্ভীর নিস্তেজ কণ্ঠে বলল প্রসপেরো।

'নিঃসন্দেহে কেউ কাকতাল বলে বিশ্বাস করবে না। কিন্তু ঘটনাচক্রে আমাদের দেখা হয়েছে ভাবছ কেন? এটা ভাগ্যের খেলা নয়, আমার খেলা। তুমি অনুমান করতে পারোনি? নাকি তোমার প্রতি আমার বিশ্বস্ততা নিয়ে কোন দ্বিধা ছিল? নাকি ভাবছ ওরা তোমার কাছে ওদের ঘরের কোন মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব দিচ্ছে, সেটা স্রেফ কাকতাল?'

প্রসপেরোর চোখে ভেসে উঠল ওর মা, স্কিপিওনি আর ডোরিয়ার চেহারা। প্যারেট্টাকে বিয়ে করে তার ছেলের গায়ে নিজের নামের তকমা তো ডোরিয়া লাগিয়েছেই, সঙ্গে তার ভাতিজির উপাধিও পরিবর্তন করে দিয়েছে। এতক্ষণে ওর মনে পড়ল যে প্যারেট্টার আগের স্বামী ছিল মারকুইস অভ ফেনারো।

মূল দৃশ্যটা ততক্ষণে মোটামুটি পরিষ্কার হয়ে গেছে। এবং বাস্তবতা রীতিমত হতভম্ব করে দিয়েছে ওকে। ভাবছে,

BG & MAH

ডোরিয়াদের পক্ষ থেকে কাকে ওর স্ত্রী করার প্রস্তাব দেবে, সে বিষয়ে প্রসপেরো একেবারেই মাথা ঘামায়নি। কিন্তু তারপরও, ঘটনা যেভাবে মোড় নিয়েছে তা রীতিমত অকল্পনীয়।

প্রসপেরোকে নীরব থাকতে দেখে কথা বলে উঠল লেডি অভ দ্য গার্ডেন। বলল, 'বুঝেছি, এ বিষয়ে তুমি ভাবোনি। হয়তো আমাকে একটু বেশি সরল ভেবে বসেছিলে। তবে সময়মত দেখবে, আমিও ধুরন্ধর হয়ে উঠতে জানি। ভাগ্যদেবীর হাত থেকে উপহার হিসেবে আমাকে পেতে যাচ্ছ তুমি। সব খুলে বললেই বুঝবে কেন একথাটা বলেছি। তারপর হয়তো তোমার এখনকার নির্লিপ্ততার মুখোশ খসবে। এখন তো তোমাকে চিনতেই পারছি না। বাগানে দেখা আমার ভালবাসার মানুষটিকে খুঁজেই পাচ্ছি না আমি।'

প্রসপেরোকে একটু সামনের একটা জানালার কাছে টেনে নিয়ে গেল জিয়ান্না। ওখান থেকে চোখে পড়ছে বন্দরে নোঙর করিয়ে রাখা জাহাজের সারি। জাহাজের ভিড়ের ভিতর প্রসপেরোর গ্যালিও দেখা যাচ্ছে। জানালার পাশেই রাখা আছে স্প্যানিশ মুরদের বানানো নকশাদার চেয়ার। চেয়ারটায় বসে পড়ল জিয়ান্না। শুরু করল তার গল্প বলা।

জিয়ান্নার ভাষায়, ওদের সুখী হওয়ার সুযোগ খোদ ঈশ্বরের আশীর্বাদ হিসেবে স্বর্গ থেকে পাঠানো হয়েছে। এবং সুযোগটা চিনতে জিয়ান্নার ভুল হয়নি।

একটা সময় লর্ড আন্দ্রের প্রতি জেনোয়িসদের তীব্র বিদ্বেষ নিয়ে খুবই চিন্তিত হয়ে পড়েছিল সে। ঠিক ওই সময় কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দিয়ে ঘটে প্রসপেরোর প্রসিডা বিজয়। তখন জেনোয়া থেকে অ্যাডর্নোদের বিতাড়িত করার জন্য ডোরিয়াকে দোষারোপ করতে থাকে সবাই। আসলে আড়ালে দোষারোপ তো আগে থেকেই করত। তখন সেটা প্রকাশ্যে চলে এসেছিল। ওদিকে

জিয়ান্নার আন্টি প্যারেট্টা ততদিনে ডোরিয়ার স্ত্রী হয়ে গেছে। ফলে জিয়ান্নাকেও তার সঙ্গে ফসোলু প্রাসাদে গিয়ে উঠতে হয়েছে। লর্ড আন্দ্রে জিয়ান্নাকে তার ধর্মকন্যা হিসেবে গ্রহণ করে নেয়। ডোরিয়া তাকে যথেষ্ট স্নেহ করত। এবং তার মাধ্যমেই জিয়ান্না জানতে পেরেছিল, অ্যাডর্নোদের সঙ্গে ডোরিয়াদের এই বিরোধ শুরু হয়েছিল ফ্রান্সের রাজা ফ্রান্সিসের দায়িত্বহীনতা ও ডোরিয়ার প্রতি বিশ্বাসভঙ্গের কারণে। কিন্তু দুঃখজনক ব্যাপার হচ্ছে, এই ঘটনার সত্যিরূপ প্রকাশ পায়নি। বরং এর ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে। তার উপর প্রসপেরোর সঙ্গে ফিলিপ্পিনো যে আচরণটা করেছে তা সত্যিই ক্ষমার অযোগ্য।

ডোরিয়া যখন এসব বলছিল তখনই নিজের সুযোগটা দেখতে পায় জিয়ান্না। জিয়ান্নাই তাকে বুদ্ধি দেয় যে প্রসপেরোর সঙ্গে সন্ধির মাধ্যমেই কেবল এই সঙ্কটাপন্ন অবস্থা থেকে উত্তরণ সম্ভব। এবং সন্ধি প্রস্তাবের আন্তরিকতা বোঝাতে ডোরিয়া ঘরের কারো সঙ্গে প্রসপেরোর বিয়ের প্রস্তাব দেয়া হোক। তাহলেই ব্যাপারটা পূর্ণাঙ্গ চেহারা পাবে। তখন জিয়ান্নাকে ডোরিয়া সরাসরি প্রশ্ন করেছিল, 'তুমি কি বোকা, নাকি আমার পয়সায় শ্রাদ্ধ করতে চাইছ? তাছাড়া আমার নিজের তো মেয়ে নেই। আমার জন্য কে এই আত্মত্যাগ করবে?'

তখন আমি তাকে বলি, 'কন্যা না থাক, ধর্মকন্যা তো আছে। আমি আপনার ধর্মকন্যা। আপনার জন্য খুশির সঙ্গে কাজটা করতে রাজি আছি আমি।' তারপর ডোরিয়াকে সে খুলে বলে, প্রসপেরোর বিপদের সময় ওকে আশ্রয় দেয়ার কথা, অসুস্থ হওয়ার পর ওর সেবা, পরস্পরের প্রেমে পড়ার কথাও ডোরিয়াকে বলেছে জিয়ান্না। সেইসঙ্গে বলেছে কীভাবে ডোরিয়াদের কারণে আলাদা হয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে ওরা। তারপর ডোরিয়াকে সে বুঝিয়ে বলেছে যে, ডোরিয়ার নিজের স্বার্থেই বিয়ের মাধ্যমে

BG & MAH

হলেও অ্যাডর্নো আর ডোরিয়া পরিবারের ঝগড়া থামাতে হবে।

গল্পটা শুনতে শুনতে নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেল প্রসপেরো। বুঝল অন্যান্য অনেক কিছুর সঙ্গে প্রসপেরোকে প্রতিশোধের পথ থেকে ফেরানোও ছিল জিয়ান্নার অন্যতম প্রচেষ্টা। আর জিয়ান্নার পরিবার ও ডোরিয়ার পরিবারের মধ্যে সদ্য তৈরি হওয়া বন্ধনের কারণে খানিকটা হলেও লর্ড ডোরিয়ার পক্ষে দাঁড়িয়ে গেছে সে।

প্রসপেরো বলল, 'রহস্যের পর্দা উন্মোচিত হলো তাহলে,' প্রসপেরোর কণ্ঠে ফুটে উঠেছে তিক্ততার আভাস।

তবে জিয়ান্না বুঝতে পারেনি, কেন প্রসপেরোর ভিতর তিক্ত অনুভূতি তৈরি হচ্ছে।

এদিকে অজান্তেই নিজের উপর রেগে যাচ্ছে প্রসপেরো। তারপরই ওর মনে হলো ডোরিয়াকে নিজের ঘটনা জিয়ান্না খুলে বলেছে বটে, কিন্তু ডোরিয়ার কার্যকলাপ তারচেয়েও বেশি কিছুর ইঙ্গিত করছে।

প্রসপেরো এসব আকাশ-পাতাল চিন্তা করছে আর জিয়ান্না তাকিয়ে আছে ওর মুখের দিকে। তার চোখে দ্বিধাগ্রস্ত দৃষ্টি। বলল, 'তুমি এত নীরব হয়ে আছ যে, প্রসপেরো? ভুল হয়েছে কোন? ভেবেছিলাম আমার প্রশংসা করবে। অথচ একবারও বলোনি যে তুমি খুশি হয়েছ।'

জোর করে মুখে হাসি ফুটিয়ে প্রসপেরো তখন বলেছিল, 'তুমি নিজে খুশি, জিয়ান্না?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই খুশি। কেবল আমার জন্য না। তোমার জন্যও। কারণ, তুমি আর প্রতিশোধের আগুনে জ্বলবে না বলে ওদের কথা দিয়েছ। তোমার ভিতরের আগুন নিভেছে, তাতেই আমি খুশি।'

'তোমার তা-ই মনে হচ্ছে?'

'এমনটা মনে করাই তো স্বাভাবিক, তাই না? আর, কথা রাখার ইচ্ছা না থাকলে তুমি নিশ্চয়ই ওদের প্রস্তাবে সম্মত হতে না?'

'হ্যাঁ, সেটা ঠিক বলেছ। কথা দিলে তো রাখতেই হবে।'

'লর্ড আন্দ্রেও একই কথা বলেছিল। বলেছিল এটা একটা পরীক্ষা হতে যাচ্ছে।'

প্রসপেরোর মুখে আবার ফুটে উঠল সেই অদ্ভুত রহস্যময় হাসি। হাসিমুখেই ও বলল, 'হ্যাঁ, অরেঞ্জের প্রিন্সকে আমিও একই কথা বলেছি। ডোরিয়াদের বিশ্বস্ততার নিশ্চয়তা আছে এই বিয়েতে। আর আমার তরফ থেকেও সন্ধির গ্যারান্টি হিসেবে বিয়েটাকে দেখছে ওরা।'

'তা-ই তো হওয়ার কথা। দ্বিপাক্ষিক সম্মতির ভিত্তিতে সমঝোতা। আর সমঝোতার নিশ্চয়তা হিসেবে ও আমাদের সুখের জন্য বিয়ে।'

একটু এগিয়ে জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল প্রসপেরো। সাগরের পানিতে ডুবন্ত সূর্যের লালচে আলোর খেলা দেখা যাচ্ছে। সেই আলোর আভা প্রসপেরোর মুখেও এসে পড়ছে। ভিতরের অব্যক্ত যন্ত্রণাগুলো লুকানোর চেষ্টা করছে প্রসপেরো। তবে খুব যে সফল হচ্ছে তা বলা যাবে না। এগিয়ে এসে ওর পাশে দাঁড়াল জিয়ান্না। উদ্বিগ্ন কণ্ঠে প্রশ্ন করল, 'কোন্ ভুল করেছি, প্রসপেরো?' আকুল হয়ে ওর চেহারায় প্রশ্নটার উত্তর খুঁজতে থাকল জিয়ান্না।

জোর করে হেসে প্রসপেরো বলল 'ভুল? না, না, ভুল হবে কেন?'

কিন্তু প্রসপেরোর শান্ত, আবেগহীন চেহারায় প্রথমে কিছু না ফুটলেও চোখের কোণের ভাঁজ বেইমানি করে বসল।

জিয়ান্না বলল, 'খুব অদ্ভুত লাগছে তোমাকে। কেমন নীরব, গম্ভীর! আর, আর...একদম শীতল।'

'না, জিয়ান্না। আমি শীতল হয়ে যাইনি। একটু চিন্তা করছিলাম, এই আর কী। তবে এই আয়োজনটাও গম্ভীর।' একটু থেমে আশপাশে দেখে নিয়ে বলল, 'তাছাড়া আমরা অনেক লোকজনের ভিতর আছি।'

ছোট্ট করে একবার শ্বাস ফেলল জিয়ান্না। তারপর হালকা একটু হেসে বলল, 'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ। আমাদের দেখা হওয়া নিয়ে অনেক কিছু কল্পনা করেছিলাম। কিন্তু তার কিছুই হয়নি। কী আর করা। আন্দ্রের বাড়ি, তার পরিকল্পনা মোতাবেকই সব করতে হয়েছে।' বলে প্রসপেরোর হাত ধরল জিয়ান্না।

ওর স্পর্শে শিহরিত হয়ে উঠল প্রসপেরো। জিয়ান্না বলল, 'কাল আবার এসো। সাজানোর নাম করে' মনটরসল্লি আমার বাগানটার কী বেহাল অবস্থা করেছে দেখাব।'

'বলছ কী তুমি! ওই বাগান আমার কাছে ছিল স্বর্গের মত!'

'এই তো, এতক্ষণে আমার প্রসপেরো কথা বলছে। আমার রোবটা খেয়াল করেছ, প্রসপেরো? প্রথম যেদিন তোমাকে দেখি, সেদিন যে রোবটা পরে ছিলাম সেটার মত করেই এটা বানিয়েছি। সেদিনের মত করে নিজেকে তোমার সামনে উপস্থাপন করার ইচ্ছা ছিল আমার। তোমার জন্য আমার ছোট্ট উপহার।' উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলল জিয়ান্না। ওর প্রতিটা পলক তখন খুঁজছে আগের সেই প্রাণবন্ত প্রসপেরোকে, যাকে সে তার বাগানে দেখেছিল, যাকে নিয়ে সে স্বপ্ন দেখেছিল। কিন্তু প্রসপেরোর শীতল চেহারায় প্রাণের কোন আভাস খুঁজে পেল না ও। প্রসপেরোর গম্ভীর নীরবতা দেখে ও ভাবল, নিশ্চয়ই কিছু একটা হয়েছে, যার কারণে প্রসপেরোর এতটা পরিবর্তন হয়েছে।

ওদিকে ডোরিয়া ততক্ষণে অস্থির হয়ে গেছে। ভাবছে যথেষ্ট সময় দেয়া হয়েছে ওদেরকে। অতিথিরাও একটু অধৈর্য হয়ে উঠেছে। ওরাও চাইছে প্রসপেরোরা ওদের কাছাকাছি আসুক।

বইঘর.কম

ডোরিয়ার ডাক পেয়ে স্বস্তি পেল প্রসপেরো। কারণ যেভাবে যা হবে বলে ও আশা করেছিল, তার কিছুই হয়নি। জিয়ান্নার দেখা পেয়ে খুশিতে ওর পাগল হওয়ার কথা, কিন্তু এই ঘটনাই মাটিতে আছড়ে ফেলেছে ওকে। বিয়ের ঘোষণা দেয়ার কথা থাকলেও, ডোরিয়া ঘরের মেয়েকে যে-কোন অছিলায় প্রত্যাখ্যানের মানসিকতা নিয়ে এসেছিল প্রসপেরো। কিন্তু তাই বলে জিয়ান্নাকে নয়। পুরো ব্যাপারটাই ওর অসহ্য লাগছে। জিয়ান্নার সামনে অমন গম্ভীর শীতল হয়ে থাকার ইচ্ছা ওর ছিল না। কিন্তু তা না করেও উপায় ছিল না। এখন প্রশ্ন একটাই: এই শীতল গাম্ভীর্যের আড়ালে ও নিজেকে ঢেকে রাখবে, নাকি জিয়ান্নার কাছে কটু সত্যটা স্বীকার করবে?

কথা হচ্ছে, সত্যটা জানিয়ে দিলে ভগ্ন হৃদয়ে ওর কাছ থেকে চিরতরে দূরে সরে যাবে জিয়ান্না। এমন না যে শত্রু ঘরের কাউকে বিয়ে করার ইচ্ছা প্রসপেরোর আদৌ নেই। না, তা নয়। বরং জিয়ান্না এজন্য সরে যাবে যে ডোরিয়াদের উপর প্রতিশোধ নেয়ার ইচ্ছা পুষে রাখার মানে জিয়ান্নার সঙ্গে প্রতারণা করা। সেজন্যই দূরে সরে যাবে সে। সেইসঙ্গে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখবে প্রসপেরোকে। শুধু জিয়ান্নার কথাই বা বলি কেন? আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন যে কেউই ওকে এই দৃষ্টিতেই দেখবে। পুরো ব্যাপারটাকে জিয়ান্নার দৃষ্টিতে দেখার চেষ্টা করল প্রসপেরো। বুঝতে পারল ওর সমস্ত চিন্তা চলছে কেবলমাত্র প্রতিশোধকে কেন্দ্র করে। কাজেই তা জিয়ান্নার পছন্দ হওয়ার কোন কারণ নেই। এসব আকাশ-পাতাল ভাবতে ভাবতেই মঞ্চের দিকে এগিয়ে চলল প্রসপেরো।

বিশাল হল ঘরের লম্বা দুই দেয়াল ঘেঁষে একইরকম বিরাট লম্বা দুটো টেবিল ফেলা হয়েছে। এবং মেঝে থেকে কয়েক ধাপ উপরে আরেকটা মঞ্চের উপর আড়াআড়িভাবে ফেলা হয়েছে

আরেকটা লম্বা টেবিল। আকৃতিটা হয়েছে অনেকটা ইংরেজি ক্যাপিটাল 'ই' অক্ষরের মত। তবে 'ই'-এর মাঝের বাহুটা ছাড়া অবশ্যই। অভ্যাগত অতিথির সংখ্যা একশ'। তাদের সার্ভ করার জন্য অপেক্ষা করছে একজন স্টুয়ার্ডের অধীনে বেয়ারাদের রীতিমত একটা বাহিনী। তাদের সবার পরনে লাল আর সাদার মিশেল দেয়া ইউনিফর্ম। প্রত্যেকের ইউনিফর্মের বুকে ঝুলছে ডোরিয়া পরিবারের প্রতীক সোনালি ঈগল।

ওপরের মঞ্চে বসেছে ডিউক অভ মেলফি ডোরিয়া, পাশে ডাচেস জিয়োভান্না মারিয়া আর ডাচেসের বামপাশের আসনে বসেছে প্রসপেরো। যন্ত্রণায় ভিতরটা দুমড়ে যাচ্ছে প্রসপেরোর। তবুও মেকি একটা সুখী-সুখী হাসি ধরে রেখেছে ও। হাসিমুখেই কথা বলছে ডাচেস আর পালার্মোর আর্চ বিশপের সঙ্গে। ব্যাপারটা আসলেই কষ্টকর। নিজের পাতা ফাঁদে নিজেই পড়ে গেছে প্রসপেরো।

পরের দিনের কথা। প্রসপেরোকে ডেকে পাঠিয়েছে জিয়ান্না। উদ্দেশ্য, মনটরসল্লি তার সাধের বাগানের কী অবস্থা করেছে, দেখানো। তবে প্রসপেরো ভাল করেই জানে, বাগান দেখানো অছিলা। একান্তে কথা বলাটাই আসল উদ্দেশ্য। আর ঠিক এ কারণেই প্রসপেরো ওর সঙ্গে দেখা করতে চাইছে না। আগের পুরো রাত নির্ঘুম কাটিয়েছে ও। কিন্তু এই সমস্যার কোন সমাধান বের করতে পারেনি। বাধ্য হয়ে জিয়ান্নার সঙ্গে দেখা করার জন্য উঠতে যাচ্ছে প্রসপেরো আর ঠিক তখনই হাজির হলো ডোরিয়া। স্বস্তির শ্বাস ফেলল ও।

প্রসপেরোর মনে হলো আন্দ্রে একটু বেশিই কথা বলছে। মানে সাধারণত সে যেমনটা বলে তার চেয়ে বেশি আরকী। সকালেই সে নিয়াপলিটান স্কোয়াড্রন পরিদর্শন করেছে। প্রসপেরোর প্রস্তুতি দেখে যারপরনাই খুশি সে। যেভাবে ও লোক-

লস্কর, মালামাল আর অস্ত্রশস্ত্র সাজিয়েছে, এর চেয়ে ভালভাবে প্রস্তুতি নেয়া সম্ভব না। খুব খুশি হয়ে আন্দ্রে ভেবেছে খায়ের-আদ-দীনের বিরুদ্ধে অভিযানে দারুণ এক সংযোজন হয়েছে প্রসপেরোর নিয়াপলিটান স্কোয়াড্রন।

প্রসপেরোকে সে জানাল, দূত মারফত জানতে পেরেছে, শনিবার জেনোয়ায় পৌঁছুবেন সম্রাট। আজ বৃহস্পতিবার, সময় নেই। তবে সৌভাগ্যবশত সম্রাটের উপযুক্ত স্বাগত জানানোর আয়োজন প্রায় শেষ। কথা বলতেই থাকল আন্দ্রে। উষ্ণ, আন্তরিকতার সঙ্গে, কিন্তু অতি লম্বা সময় ধরে। একসময় প্রসপেরোর সন্দেহ হতে থাকল, এই বন্ধুত্বপূর্ণ কথোপকথন অকারণে না। নিশ্চয়ই গুরুগম্ভীর কিছু একটা বলার ইচ্ছা আছে তার। কথাটা ভাবার কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই আসল কথায় এল ডোরিয়া। একবার গলা খাঁকারি দিয়ে তার লম্বা দাড়ি হাতাতে হাতাতে বলল, 'এবার তোমার মনের কথা আমি বলতে যাচ্ছি। দেখতেই পাচ্ছ, খুব শীঘ্রিই সম্রাট আসছেন। সময় একদমই নেই বলা যায়। হয়তো আগামী এক সপ্তাহের ভিতরই আমরা সাগরে নেমে পড়ব। কাজেই তোমাদের বিয়ের প্রসঙ্গ তুলতেই হচ্ছে। বুঝতে পারছি, তোমারও তর সইছে না,' বলে একগাল হাসল সে।

শুনে সাগরের দিকে তাকিয়ে রইল প্রসপেরো। ওদিকে জিয়ান্নার চিবুকেও রং ধরল। তবে আগ বাড়িয়ে কথা বলল না কেউ। বলা হয়নি, কিছুক্ষণ আগেই ওদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে জিয়ান্না।

তখন নীরবতা ভেঙে আন্দ্রেই আবার তাড়া দিয়ে বলল, 'বলো, বলো। তুমি তো কিছু একটা অবশ্যই ভেবেছ।'

একটু নড়েচড়ে বসে প্রসপেরো বলল, 'হ্যাঁ, ভেবেছি। তবে আরেকটু বোঝার দরকার আছে।'

BG & MAH

শুনে ওদের দিকে আরেকটু ঘুরে টেরেসের দেয়ালে হেলান দিয়ে বসল ডোরিয়া। বলল, 'কোন ব্যাপারে তোমার মনে দ্বিধা নেই তো? বা মন খারাপ হওয়ার মত কিছু আমাকে শুনতে হবে না তো?'

সঙ্গে সঙ্গেই প্রসপেরো বলল, 'না, না, দ্বিধা করার প্রশ্নই আসে না। তবে, সম্পূর্ণ আমার নিজস্ব কিছু কারণে আরো কয়েকটা দিন কাটার আগে বিয়ের পিঁড়িতে বসতে চাইছি না।'

'একথা তো আগেও বলেছ। এখন তাহলে কী করবে?'

এভাবে কথা বলার পরিকল্পনা প্রসপেরোর মোটামুটি আগে থেকেই নেয়া ছিল। ওর দৃষ্টিতে জিয়ান্নার সঙ্গে এভাবে দেখা হওয়াটা স্রেফ ভাগ্যের নিষ্ঠুর ক্রূরতা ছাড়া আর কিছু নয়। ওর মনে হচ্ছিল দৃশ্যপটের পেছন থেকে কলকাঠি নেড়ে ওর সঙ্গে এমন করছে স্বয়ং শয়তান। যা হোক, বিষাদ মাখা স্বরে ও বলল, 'মাই লর্ড, যদি সামনের অভিযানটা থেকে আমি ফিরতে না পারি, তাহলে...জিয়ান্নার উপর স্রেফ একটা বোঝা হয়ে দাঁড়াবে এই বন্ধন।'

প্রসপেরোর হাতটা ধরে ফেলল জিয়ান্না। মৃদু আওয়াজে ভালবাসাপূর্ণ অথচ দৃপ্ত কণ্ঠে সে বলল, 'ওসব নিয়ে চিন্তা করার দরকার নেই। অন্য কারো ঘরে যাওয়ার চেয়ে তোমার বিধবা স্ত্রী হয়ে বাঁচাও আমার জন্য অনেক ভাল।'

'এভাবে বোলো না। কোন মানুষই এতটা মূল্যবান না।'

জবাবে জিয়ান্না বলল, 'কিন্তু আমি যদি ভাবি আমার জন্য একজনই নির্ধারিত, তাহলে?'

প্রসপেরো বলল, 'প্রমাণ করতে পারব যে, ঠিক সেই মানুষটি আমি নই।'

তখন কথা বলল আন্দ্রে, 'তাহলে, কী করতে চাও?' বলে দু'জনের দিকেই তাকাল সে।

বইঘর.কম

দীর্ঘশ্বাস ফেলে একটু হাসল জিয়ান্না। বলল, 'প্রসপেরোর যা ইচ্ছা, তা-ই হবে। ও যেটাকে ঠিক মনে করছে তা আমি পরিবর্তন করতে চাই না।'

প্রসপেরোর ক্ষতের উপর আবার আঘাত করল কথাটা। যদিও ওর মনের ভাব চেহারায় প্রকাশ পেল না।

তবে এত সহজেই ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলার ইচ্ছা ডোরিয়ার নেই। সে বলল, 'শুধু প্রসপেরো বলেছে বলেই সব ঠিক হয়ে যাবে না। আমি সবাইকে বলেছি, যে এখনই তোমাদের বিয়ে হবে। আমি ধারণা করেছিলাম, এতদিন আমার ভাতিজিকে অপেক্ষা করিয়ে রাখার ক্ষতিপূরণ হিসেবে এটাই তুমি করবে।'

তখন প্রসপেরো বলল, 'কিন্তু, লর্ড, আমি মনে করি আমার ফিরে আসাটা হবে ওর জন্য আরো বড় প্রাপ্তি। আপনি বরং এভাবে ভাবুন যে, ওকে পাবার আশা আমাকে আরো ভাল যোদ্ধা করে তুলবে। ফিরে আসার জন্য সাধ্যের শেষ সীমা পর্যন্ত দিতে প্রস্তুত থাকব আমি। বিশ্বাস করুন, এই ব্যাপারটা আমাকে অবশ্যই আরো লড়াকু সেনায় পরিণত করবে।'

প্রসপেরোর কথায় স্পষ্ট অসন্তুষ্টি ফুটে উঠল ডোরিয়ার চোখে। একবার ওর দিকে, আরেকবার জিয়ান্নার দিকে তাকাতে লাগল ডোরিয়া। তারপর চিন্তিত ভঙ্গিতে দাড়ি হাতাতে হাতাতে বলল, 'বোকামি করছ। তবে যেহেতু তোমরা দু'জনে একমত, তাহলে এটাই হোক। কিন্তু আমি কোনমতেই বুঝতে পারছি না, তোমরা তরুণ, অথচ তোমাদের রক্ত এতটা শীতল হয় কী করে?'

স্বস্তির শ্বাস ফেলল প্রসপেরো। তবে ও ভালভাবেই জানত, এখানেই ঘটনার শেষ নয়। সেদিন বিকেলেই ঘরে ফিরে এল প্রসপেরো। ঘরে ঢুকেই টের পেল সেখানে একটা বড়সড় ঝড়ের মেঘ পুঞ্জীভূত হচ্ছে কারণ ঘরে ঢোকার আগেই শুনতে পেল উঁচু কণ্ঠের বাদানুবাদ। কণ্ঠ শুনে বুঝল ওর চাচা জিয়োভাচ্চিনো

অ্যাডর্নো উপস্থিত। সে সান্টা বারবারার কার্ডিনাল। সঙ্গে আরেক চাচা রেইনাল্ডো অ্যাডর্নো ও তার দুই ছেলে অ্যানিবাল আর তাদ্দিও-ও আছে।

ওরা কী নিয়ে 'আলাপ' করছে তা আন্দাজ করা মোটেও জটিল কোন ব্যাপার নয়। সেজন্য প্রস্তুতি নেয়াই আছে প্রসপেরোর। সত্যি বলতে ইতিমধ্যেই ওর একটা পরীক্ষা হয়েও গেছে। গতদিন ফসোলু প্রাসাদে ওর অভিবাদনের জবাবে ওর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল গ্রিমানি পরিবারের একজন। অগাস্টিনো স্পিনোলাও ওকে 'যথাযথ' খোঁচা মারতে ছাড়েনি। বলেছে, 'বাহ্, তোমার বাবাকে ভুলে যাওয়া হলো। তার ভুলগুলোও ওরা ক্ষমা করে দিল। ভাল। যখন স্বার্থ মাথাচাড়া দেয়, সবাই আসলে এমনই হয়ে যায়। তবে, তুমিও যে এভাবে বদলে যাবে তা কখনো ভাবিনি, প্রসপেরো।'

জবাবে প্রসপেরো বলেছিল, 'না, আমি বদলাইনি। আর সম্পদ বা স্বার্থ যা-ই বলেন, তার পিছনেও আমি ছুটছি না।'

'তোমার বাবা তোমার জন্য অঢেল সম্পদ রেখে গেছে। কাজেই শত্রু ঘরের একজনের হাতে শান্তির চুমু খাওয়ার দরকার কী?'

তখন প্রসপেরো বলেছিল, 'ওরা কি আসলেই শত্রু? নাকি, আমরা ওদেরকে শত্রু বলে ভাবছি? ফ্রান্সের রাজাই তো প্রথম তার শপথ ভেঙেছিল, তাই না?'

'ডোরিয়ারা তা-ই বলে বটে। কিন্তু আমি নিশ্চিত নই। হয়তো কোনভাবে তুমি নিশ্চিত হয়েছ,' বলে চলে যায় স্পিনোলা। আলাপের ওখানেই ইতি ঘটে।

রাগে কাঁপতে থাকে প্রসপেরো। তবে সময়মত নিজেকে সামলে নেয়। অপমানটা স্রেফ হজম করে ফেলে। কারণ ওর বাবার একজন ঘনিষ্ঠ ও বিশ্বস্ত বন্ধু ছিল স্পিনোলা। কাজেই তার

বইঘর.কম

কাছ থেকে এর চেয়ে বেশি কিছু আশা করা বোকামি।

এখন ঘরে এসেও ওকে আবার একই প্রশ্নের মুখে পড়তে হচ্ছে। অসুবিধা নেই। নিজেকে প্রস্তুত রেখেছে ও। দরজা খোলা মাত্রই ওর দিকে তাকাল প্রসপেরোর মা। রাগে তার মুখ লাল হয়ে আছে। বলল, 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, তুমি এসেছ। নাও, সামলাও ওদের। তোমার হয়ে ওদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে আমার পাগল হওয়ার দশা।'

দরজা বন্ধ করতে করতে প্রসপেরো বলল, 'আর তা দরকার হবে না। আমিই সবার প্রশ্নের উত্তর দেব।'

প্রসপেরোর চাচা রেইনাল্ডো তখন রীতিমত চেঁচিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, তোমার জবাব তোমাকেই দিতে হবে।'

রেইনাল্ডো বিশালদেহী লোক। গাল ঢাকা দাড়িতে তাকে আরো বিশাল মনে হয়। তবে প্রসপেরোর প্রয়াত বাবার সঙ্গে কোনদিক থেকেই তার মিল নেই।

তাকে ওভাবে চেঁচাতে দেখে তার ভাই হাত বাড়িয়ে দিল তাকে একটু শান্ত করতে। কিন্তু ঝাঁকি দিয়ে তার হাতটা সরিয়ে দিল সে। বলল, 'কোন মহিলা বা প্রিস্টের এসব সামলানোর ক্ষমতা নেই।' তারপর প্রসপেরোর দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুমি ডোরিয়াদের ঘরে বিয়ে করতে যাচ্ছ শুনলাম?'

প্রসপেরো বলল, 'এখনই শুনলেন নাকি?'

'আগেই শুনেছি, কিন্তু এখন বিশ্বাস করেছি।'

'বিশ্বাস তো করেছেনই। তাহলে আর জিজ্ঞেস করা কেন? জিয়োভান্নার সঙ্গে আমার বাগ্‌দান হয়েছে। সম্ভবত এটাই আপনি স্পষ্টভাবে জানতে চাইছিলেন, তাই না?'

'আর কী জানতে চাইব?'

প্রসপেরো বলল, 'আপনি খুশি হননি?'

'খুশি হব? মস্করা করছ, ছোকরা? আমার ভাইয়ের ছেলে

বিয়ে করতে যাচ্ছে আমার ভাইয়েরই খুনির ঘরে, আর আমাকে জিজ্ঞেস করছে আমি খুশি কিনা!'

তখন দুঃখিত কণ্ঠে তাকে বাধা দিয়ে কার্ডিনাল বলল, 'রেইনাল্ডো, এভাবে বলছ কেন? অন্তত...'

'তুমি থামো,' ভাইকে রীতিমত হুঙ্কার দিয়ে বলল সে।

প্রসপেরো বলল, 'মেয়েটি মোনাল্ডি ঘরের। ডোরিয়া রক্তের না।'

শুনে কার্ডিনাল বলল, 'এটা অবশ্যই বিবেচ্য বিষয়, রেইনাল্ডো।'

উত্তরে পাশের টেবিলের উপর ধুম করে এক কিল বসিয়ে দিল রেইনাল্ডো। বলল, 'তুমি থামবে? ওই মেয়ের চাচিকে বিয়ে করেছে আন্দ্রে। এখন সে আন্দ্রের ভাতিজি। এমনকী আন্দ্রের নামও গ্রহণ করেছে সে।'

প্রসপেরোর মা বলল, 'আমি ঘরে আছি সেটা মনে রেখো সবাই। আর ওভাবে টেবিল পিটিয়ো না। আমার মাথাব্যথা করছে।'

'মাথা, ম্যাডাম? কেন ওর কাজে আপনার মনে রক্তক্ষরণ হচ্ছে না? আপনার হৃদয়ও কি প্রসপেরোর মতই নির্দয় হয়ে গেছে?'

জবাবে প্রসপেরোর মা বলল, 'ধৈর্য দাও, ঈশ্বর। আমার নিজের ঘরে আমাকে তোমার ধমক শুনতে হবে?'

কার্ডিনাল তখন বলল, 'ঠিক। এভাবে কথা বলা উচিত না, রেইনাল্ডো। ওঁর কথা অবশ্যই বিবেচনা করা উচিত।'

জবাবে হুঙ্কার দিয়ে রেইনাল্ডো বলল, 'আমি কেবল আমাদের অ্যাডর্নো পরিবারের সম্মান বিবেচনা করছি এখন।'

প্রসপেরো বলল, 'আপনি আসলে "আমার" সম্মানের কথা বলছেন। কিন্তু আমার সম্মান নিয়ে আপনাকে ভাবতে হবে কেন?

এর কোন প্রয়োজন তো আমি দেখছি না।'

শুনে বাক্যহারা হয়ে গেল রেইনাল্ডো। তারপর বলল, 'নির্লজ্জতার জন্য তোমাকে বিরাট পুরস্কার দেয়া উচিত।'

'লজ্জা, লজ্জা,' বলল প্রসপেরোর চাচাত ভাই অ্যানিবাল।

'তোমাদের যা ইচ্ছা বলো। কিন্তু আমার মত বদলাবে না। আমি কী করব না করব তা বলে দেয়ার অধিকার তোমাদের কারো নেই,' জবাব দিল প্রসপেরো।

'তখন রেইনাল্ডো বলল, 'আমাদের বিভ্রান্ত করতে পারবে না। আমরা অবশ্যই ব্যাপারটা বিচার করে দেখব।'

'না, না, এসব বিচার করার দায়িত্ব আমাদের না,' বলল কার্ডিনাল।

জবাবে রেইনাল্ডো বলা শুরু করল, 'হয়তো তোমার না, কিন্তু...'

তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে কার্ডিনাল বলল, 'আমার কাজের সূত্রে এই দায়িত্ব তোমার চেয়ে অনেক বেশি আমার। কিন্তু আমি অনুমান করে কাজ করি না। তাছাড়া স্বর্গ থেকে যা নির্ধারিত হয়ে আছে তাতে নাক গলাবার আমরা কে? তোমার সামান্য জ্ঞান দিয়ে তুমি সব বিচার করতে চাও, রেইনাল্ডো? কিন্তু এমন কিছু কোরো না যা ধর্মদ্রোহিতা হয়ে যায়। তাই বলছি, না জেনে বুঝে কোন ঘটনার বিচার করার দায়িত্ব তোমার নয়।'

'বক্তৃতা থামাও। বলছ বিবেচনা করার অধিকার আমার নেই। কিন্তু আমাদের পরিবারের সুনাম আর সম্মান রক্ষার অধিকারও কি আমার নেই? প্রসপেরো যা করেছে বা করতে যাচ্ছে তার দায় অ্যাডর্নো ঘরের সবার উপর পড়ে।'

'কিন্তু আমার এই কাজের ফলে প্রাপ্ত সুবিধা নিতে আপনাদের কারো বাঁধছে না,' চাচাকে খোঁচা মারল প্রসপেরো।

জবাবে ওর দিকে ফিরে গর্জে উঠল রেইনাল্ডো আর তার দুই

BG & MAH

সুপুত্র। ওদের হুঙ্কারের জবাবে উপহাস ফিরিয়ে দিল প্রসপেরো। বলল, 'ছয় মাস আগে আপনারা সবাই অভাবে পড়ে গিয়েছিলেন। তখন আপনারা কেউ কি জেনোয়ায় আপনাদের সম্পদের উপর অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য দাঁড়াতে সাহস করেছিলেন? না, তা করেননি। ডোরিয়াদের সঙ্গে আমার সন্ধি হওয়ার পরই এখানে পা ফেলতে পেরেছেন আপনারা। আপনারা অবশ্যই এর মূল্য সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন। অথবা খোঁজ নিয়ে জেনে নিতে পারতেন যে কোন্ কোন্ শর্তের ভিত্তিতে আপনারা জেনোয়ায় ঢুকতে পেরেছেন। আর, পরিবারের মান-সম্মান ইত্যাদি ইত্যাদি...কই এই মাটিতে পা দেয়ার আগে কেউ কি একবারও ভেবেছেন যে বাবার মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবেন? একটা কুটোও তো নাড়েননি কেউ। উল্টো আমি যখন আপনাদেরকে এদেশে ঢোকার ব্যবস্থা করে দিয়েছি, তখন আমার উপরই দোষ চাপাতে চাইছেন।'

ঠোঁট টিপে হাসছে কার্ডিনাল। তারপর ভাইকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'ওর কথা বিবেচনার দাবি রাখে, ভাই আমার। চিন্তা করে দেখো।'

কিন্তু তার কথায় ভ্রূক্ষেপ করল না রেইনাল্ডো। ভয়ানক দৃষ্টিতে প্রসপেরোর দিকে তাকিয়ে রইল সে। তারপর নিজের দুই পুত্রধনের দিকে ফিরে ঘোষণা দেয়ার ভঙ্গিতে বলল, 'এই ছেলে উন্মাদ হয়ে গেছে।'

তখন তার ছেলে তাদ্দিও বলল, 'তোমার কি মনে হয় প্রসপেরোর বক্তব্য ঠিক? ও এসব বলছে স্রেফ তর্কের খাতিরে।' তারপর প্রসপেরোর দিকে ফিরে বলল, 'আমাদের ফেরার উপর থেকে কখন নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়া হয়েছে তা কি কাউকে জানানো হয়েছিল?'

প্রসপেরো বলল, 'জানতে না? তাহলে বলতে হয়, তোমাদের ভিতর কৌতূহল নেই। তবে এখন তো জানলে, এখন কী করবে?

এর সুযোগ নেবে না? ঘরহীন ভবঘুরের মত আবার ঘুরতে বের হবে? নাকি আমার "প্রতারণা" তোমাদের জন্য রুটিরুজির যে সুযোগ এনে দিয়েছে তা গ্রহণ করবে? নাকি ভাবছ তোমাদের জন্য নায়কোচিত কোন কাজ অপেক্ষা করছে, তা-ই করতে যাবে? যা-ই করো, মনে রেখো, বাবার মৃত্যুর প্রতিশোধের দায় তোমাদেরও ছিল। কিন্তু তোমরা কেউ কিছুই করনি। কাজেই এখনও আমাকে জ্ঞান দিতে এসো না। আমারটা আমি ভালই বুঝি।'

প্রসপেরোর দিকে ঘৃণামাখা দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল ওরা। তখন আবার কথা বলল কার্ডিনাল। ওদেরকে বলল, 'তোমাদের জবাব পেয়ে গেছ আশা করি।'

ঘুরে তার হ্যাট তুলে নিল রেইনাল্ডো। ছেলেদের বলল, 'চলো, এখানে আর কিছু বলার বা করার নেই।' একটু সরে ওদেরকে চলে যাওয়ার রাস্তা করে দিল প্রসপেরো। দোরগোড়ায় পৌঁছে ভাইয়ের দিকে ফিরে নাক উঁচু করে রেইনাল্ডো বলল, 'তুমি মনে হয় কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবে।'

'অল্প কিছুক্ষণ; হ্যাঁ, অপেক্ষা করব। আমাকে ফেলে আবার জেনোয়া ছেড়ে চলে যেয়ো না যেন।'

রাগতভাবে ছেলেদের নিয়ে বেরিয়ে গেল রেইনাল্ডো।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল প্রসপেরোর মা। ছেলের দিকে তাকিয়ে বলল, 'খুব ভাল জবাব দিয়েছ। কিন্তু এর মূল্য কী? তাদ্দিও ভুল বলেনি। তুমি ভাল বলেছ বটে, কিন্তু সেটা স্রেফ আত্মরক্ষা। আর ওরা তোমার কথার জবাব দিতে পারেনি।'

'অন্তত ওরা চুপ করেছে,' বলল প্রসপেরো।

প্রসপেরোর কথা সমর্থন করল কার্ডিনাল। বলল, 'ওরা জবাব দেয়নি তা নয়, জবাব দিতে পারেনি। আরেকটা ব্যাপারও ভাবতে হবে, যে-কোন কিছু পেতে গেলে তার জন্য মূল্য দিতেই হয়।

BG & MAH

রেইনাল্ডোর সঙ্গে কথোপকথনেই তা প্রমাণ হয়ে গেছে। ওকেই এখন ওর অভিযোগ নিয়ে ভাবতে হচ্ছে। ও যেটাকে বলছে প্রতারণা, তা থেকে মুনাফা লুটতে কী ওর বাধবে? না, একটুও বাধবে না।'

প্রসপেরোর মা বলল, 'কিন্তু তাতে সত্য ধুয়ে যাচ্ছে না। প্রতারণা রয়েই যাচ্ছে।'

এগিয়ে এসে প্রসপেরোর মায়ের হাত ধরে কার্ডিনাল বলল, 'ক্ষোভ থেকে কথাগুলো বলছেন আপনি। কিন্তু ক্ষোভ আর প্রতিশোধস্পৃহার কী মূল্য? খ্রিস্ট ধর্ম এ ব্যাপারে কী বলে আপনিও জানেন। ভুল তো মানুষই করে। কিন্তু ক্ষোভের আগুন যারা ক্ষমার শক্তিতে নেভাতে না পারে, তারা নিজেদের স্থান অন্তিম গন্তব্য নরক।'

তারপর প্রসপেরোর দিকে তাকাল সে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'তোমার ইচ্ছা কী তা জানি না। জানতে চাইও না। এমনকী একজন অ্যাডর্নো হওয়া সত্ত্বেও ডোরিয়া ঘরে বিয়ে করলে তোমাকে আমি দোষারোপ করব না। আমার দৃষ্টিতে একজন সম্মানিত লোককে শত্রু এলাকায় চলার সময় অবশ্যই অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে পদক্ষেপ ফেলতে হবে। প্রিস্ট হিসেবে আমি যে-কোন জায়গায় যেতে পারি। এবং প্রিস্ট হিসেবেই বলছি, ক্রূরতা, নিষ্ঠুরতার প্রতিবাদ না করলে সেটা আমার ধর্ম আর পেশার সঙ্গে প্রতারণা করা হয়। কারণ যে-কোন ঘটনাকে একজন সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেক গভীরভাবে দেখতে হয় একজন প্রিস্টকে। যা হোক, তোমার বিবেক যা বলে তা-ই কোরো। লোকে যা বলার বলুক।' তারপর আশীর্বাদ করল, 'ঈশ্বর তোমার সহায় হোন।'

সে চলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল প্রসপেরোর মা। তারপর দরজা বন্ধ হতেই বলল, 'ওর কথাগুলো প্রিস্টসুলভ দৃষ্টিভঙ্গি

বইঘর.কম

থেকে বলা। তবে ওই ধ্যান-ধারণা নিয়ে বাস্তবে তুমি পথ চলতে পারবে না।'

মায়ের কথার জবাব দিল না প্রসপেরো। কারণ কার্ডিনাল চাচার কথাগুলো ওর মনে ধরেছে। সেগুলো নিয়েই গভীরভাবে চিন্তা করছে সে। প্রসপেরোকে মাথা নিচু করে চুপচাপ বসে থাকতে দেখে অরেলিয়া বুঝল কোন কারণে কষ্ট পেয়েছে প্রসপেরো। সে বলল, 'রেইনাল্ডোকে সব খুলে বললেই পারতে।'

মাথা তুলল প্রসপেরো। বলল, 'হ্যাঁ, তাকে বলি, আর সারা দেশে ওসব বলে বেড়াক সে।'

'ও অন্তত তোমাকে বিশ্বাস করত।'

'ওদের বিশ্বাস-অবিশ্বাসে কিছুই এসে যায় না। কার্ডিনাল চাচার কথা তো তুমিও শুনলে। উনি কি ভুল বলেছেন? না। রেইনাল্ডো চাচা আর তাঁর দুই ছেলে আশা করেছিল ডোরিয়াদের উপর কঠোর প্রতিশোধ নেব আমি। কিন্তু বাবা যখন মারা যায় তখন তারা কি কিছু করেছে? অ্যাডর্নো পরিবারের সম্মান রক্ষার কথা বলে গেল ওরা। কিন্তু ওদের আত্মসম্মানবোধটা গেল কোথায়?'

ষোলো

সিদ্ধান্ত

চাচা কার্ডিনাল জিয়োভাচ্চিনোর সঙ্গে কার্ডিনাল'স গার্ডেনে শতাব্দী-প্রাচীন বক্সউড হেজের পাশ দিয়ে হাঁটছে প্রসপেরো।

BG & MAH

গতদিন তার কথা শোনার পর থেকে ভীষণ উথালপাথাল করছে প্রসপেরোর মন। ও স্পষ্ট বুঝতে পারছে মন শান্ত করতে হলে কার্ডিনালের সঙ্গে মন খুলে কথা বলা ছাড়া উপায় নেই। তাই দ্বিধা না করে চলে এসেছে তার কাছে। এবং তার কাছে কনফেস করেছে (কনফেসঃ খ্রিস্ট ধর্মমতে কারো কাছে পাপের স্বীকারোক্তি দেয়া। সাধারণত ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব, যেমন ফাদার বা প্রিস্ট বা কার্ডিনাল—এদের কাছেই স্বীকারোক্তি দেয়া হয়।)।

কনফেস দেয়া হয়ে গেলেও কথা হচ্ছে কনফেসের বিষয়বস্তু নিয়েই। কার্ডিনাল বলল, 'বাছা, প্রতিশোধের ইচ্ছা মানেই পাপচিন্তা। এই চিন্তা মন থেকে বাদ দেয়ার আগে তোমার জন্য ক্ষমার নিশ্চয়তা কেউ দিতে পারবে না।'

জবাবে প্রসপেরো বলল, 'কিন্তু কোনভাবেই প্রতিশোধের চিন্তা বাদ দিতে পারছি না। কারণ তাতে যে অসম্মানের বোঝা মাথায় চাপছে।'

প্রসপেরো আশা করছে ব্যাপারটা নিয়ে আরেকটু আলাপ করবে। কিন্তু ওর আশার গুড়ে বালি ঢেলে কার্ডিনাল বলল, 'তোমার চিন্তা পুরোপুরি মানবিক। কিন্তু আমার কাজ ঈশ্বরকে নিয়ে। যতদিন তুমি প্রতিশোধের ইচ্ছা বাদ না দিচ্ছ ততদিন তোমার জন্য আর কোন আশার বাণী আমি শোনাতে পারছি না।'

কার্ডিনাল হিসেবে সত্যিই এর বেশি কিছু করার ছিল না তার। কিন্তু সাধারণ একজন মানুষ হিসেবে হয়তো একটু সাহায্য সে করতে পারে। তাই ওরা দু'জন বাগানে পায়চারী করতে করতে কথা বলছে। কার্ডিনাল প্রসপেরোকে বলল, 'যে জালে তুমি ফেঁসেছ, প্রসপেরো, তার থেকে মুক্তির সহজ কোন উপায় আমি দেখতে পাচ্ছি না। তবে হ্যাঁ, যদি ঈশ্বরের ইচ্ছার কাছে নিজেকে সমর্পণ করো তাহলে সহজ একটা রাস্তা আছে বটে। মানুষ তোমাকে যা-ই বলুক, ঈশ্বরের দৃষ্টিতে তুমি নিরপরাধী হতে

পারবে। সেটা যদি তোমার ভালবাসা পাওয়ার জন্যও হয়, সম্ভবত তবুও। কিন্তু আসল কথা হচ্ছে সিদ্ধান্ত তোমার হাতে। মনে রেখো, পাপকে ঘৃণা করবে। কিন্তু সেটা ঘৃণ্য, সেজন্য নয়। বরং সেটা তোমার মুক্তির পথে দাঁড়িয়ে আছে সেজন্য।'

প্রসপেরো বলল, 'কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, আমি এমন একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি যেখান থেকে ক্ষমার পথ আর প্রতিশোধের পথ বিপরীত দিকে চলে গেছে। ওদেরকে ক্ষমা করে দিলে সেটা আসলে প্রতিশোধের ইচ্ছায় ক্ষান্ত দেয়া হবে না। সেটা হবে আমার বাবাকে ন্যায্য বিচার থেকে বঞ্চিত করা। আমার শান্তিও নষ্ট হয়ে যাবে চিরতরে। এখন এই দুটো থেকে কোন্ পথ বেছে নেব, সেটাই আসল সমস্যা।'

কার্ডিনাল তখন বলল, 'সেই তো আমার কথাই বললে। শুধু একটু ঘুরিয়ে বললে। প্রতিশোধের চিন্তা বাদ দিলে তবেই না বিকল্প একটা পথ তোমার সামনে খুলবে, তাই না?'

'ইয়োর এমিনেন্স একইসঙ্গে একজন প্রিস্ট ও একজন অ্যাডর্নো। একজন অ্যাডর্নো হিসেবে বলুন আমার ইচ্ছাটা কি স্রেফ প্রতিশোধ? আর কিছু কি দেখতে পাচ্ছেন না?'

'পবিত্র বইয়ে লেখা আছে: ঈশ্বর বলছেন, "আমার জন্য প্রতিশোধের ইচ্ছা বাদ দাও"।'

'এটা তো প্রিস্টের বক্তব্য। আমি জানতে চেয়েছি আপনার ভিতরের অ্যাডর্নো ঘরের মানুষটার বিচারের কথা।'

'না, ঈশ্বরের বিধিই শেষ কথা, বাছা।'

'আমাকে বিশ্বাস করতে বলছেন যে প্রিস্ট না হলে, এমন একটা কাজ করার পরও ডোরিয়াদের আপনি ক্ষমা করে দিতেন?'

অমায়িক একটা হাসি ফুটে উঠল কার্ডিনালের মুখে। হাসিমুখেই সে বলল, 'তা হয়তো দিতাম না। কিন্তু কোন সন্দেহ নেই যে, সেটা অবশ্যই ভুল হত। কিন্তু, প্রিস্ট হই বা না হই,

আমি একজন অ্যাডর্নো। তোমার বাবার আপন ভাই, তোমার চাচা আমি। তারপরও শপথ করে বলতে পারি, আমার ভিতর প্রতিশোধ নেয়ার বিন্দুমাত্র ইচ্ছাও নেই। ডোরিয়াদের রক্ত আমি দেখতে চাই না। আমরা মানুষরা আসলে খুব দুর্বল আর জিঘাংসা নামের প্রবৃত্তির দাস। কিন্তু তারপরও বলব সবল বা দুর্বল যা-ই হই না কেন, যার হাতে রক্ত লাগল সে নিজেই সেজন্য দায়ী। এর জন্য অবশ্যই তাকে মূল্য চুকাতে হবে। সেই জন্যই বলছি, প্রতিশোধ নিয়ে রক্ত দিয়ে হাত রাঙানোর তৃষ্ণা আমার নেই।'

কার্ডিনালের কথা শুনে থমকে দাঁড়াল প্রসপেরো। বলল, 'কিন্তু রক্তের দায়ও কি নেই?'

প্রসপেরোর সঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়ল কার্ডিনালও। দুই কদম সামনে বেড়ে পাশের ফুল গাছ থেকে একটা ফুল ছিঁড়ে নিল সে। ওটার উপর জমে থাকা শিশিরবিন্দুটা তখনও একটা হীরের মত চমকাচ্ছে। শিশিরের ফোঁটাটা ঝেড়ে ফেলে ফুলটার ঘ্রাণ নিল সে। তারপর বলল, 'আমার মতে তোমার উপর রক্তের দায়ও নেই। আর ডোরিয়ারা তোমার বাবার পিছনে আততায়ী লেলিয়ে দিয়েছিল এটা গুজব, অতিকথন। আমার মতে অ্যান্টোনিওত্তোর মৃত্যুর কারণ হচ্ছে, ডোরিয়াদের পদক্ষেপের অতি-প্রতিক্রিয়া। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, ডোরিয়াদের পদক্ষেপগুলোর টার্গেট ও ছিল কিনা বা ওকে মেরে ফেলার ইচ্ছা ওদের ছিল কিনা। আমার মনে হয় না ওকে ক্ষমতা থেকে সরানোর ইচ্ছা ডোরিয়ার ছিল। আমার জানামতে, ডোরিয়ার ইচ্ছা ছিল ওকে বাঁচানো। তোমরা পালিয়ে যাওয়ার পরই ডোরিয়া তার বাহিনীকে বন্দরে নিয়ে আসে।'

'বাবাকে বাঁচাতে?' হতভম্ব হয়ে প্রশ্ন করল প্রসপেরো।

'নয়তো কী? ওকে মারতে চাইলে তখনই আন্দ্রে পদক্ষেপ নিতে পারত।'

না চাইলেও কথাটা মানতে বাধ্য হলো প্রসপেরো। ওর মনে

পড়ে গেল যে, ডোরিয়া ওদেরকে এসকর্ট করে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাবও দিয়েছিল। সেটাও কার্ডিনালকে বলল ও। আরো বলল, 'কেউ একবারও আমাকে বলেনি যে, আন্দ্রে কথা দিয়ে কথা রাখে। কিন্তু কেন?'

কার্ডিনাল একবার হাসল শুধু। তারপর বলল, 'ডোরিয়ার প্রতি তোমার ঘৃণা বাড়িয়ে দিয়েছে ডোরিয়ার শত্রুরা। তোমার ভিতরের প্রতিশোধের আগুনও জ্বালিয়ে দিয়েছে তারাই।'

'কিন্তু ফ্রেগোসিদের সঙ্গে তার মিত্রতা কী করে ভুলি? আর বাবা মৃত্যুশয্যায় যা বলে গেছে সেটাই বা অগ্রাহ্য করি কীভাবে?'

'যুক্তি দিয়ে। আমরা আসলেই বিশ্বাস করতে পারি যে, জেনোয়াকে মুক্ত করার ইচ্ছা ডোরিয়ার ছিল। এবং সে বিশ্বাস করেছিল যে, ফ্রেঞ্চ রাজা ফ্রান্সিস এ কাজে তাকে সাহায্য করবে। কিন্তু পরে সাহায্য করার বদলে বেইমানি করে ফ্রান্সিস।'

তখন প্রসপেরো বলল, 'এটা তো নিজের চামড়া বাঁচাতে ডোরিয়ার সাফাই। আপনি কথাটা বিশ্বাস করেন?'

'আমার বিশ্বাস এটাই সত্য। নিশ্চিত হওয়ার জন্য আমিও দুয়েকটা সুতোয় টান দিয়েছি,' বলে একটু শুষ্ক হাসি হাসল সে। 'কারণ, শেষ পর্যন্ত আমিও একজন অ্যাডর্নো। তাই সত্য জানাটাকে আমিও নিজের কর্তব্য বলে মনে করেছি। আমার নিজস্ব উৎস থেকে তথ্যটা জেনেছি। প্রার্থনা করি এটা যেন তোমারও কাজে লাগে।'

'আমি স্পষ্ট প্রমাণ চাই।'

ইতিবাচকভাবে মাথা নাড়ল হিজ এমিনেন্স। বলল, 'খোঁজ করো। ঈশ্বর নিশ্চয়ই তোমাকে সাহায্য করবেন। তখন মন থেকে হিংসাত্মক চিন্তা দূর হবে আর তুমি যা চাইছ, তা পাবে। ঈশ্বরও তখন তোমাকে শান্তি দেবেন ও ক্ষমা করবেন।'

তবে, শান্তির দেখা পাওয়া অত সহজ না। কারণ ওর আর

ডোরিয়ার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে জিয়ান্না। ডোরিয়ার সঙ্গে ও একরকম খেলা খেলছে আর জিয়ান্নার সঙ্গে আরেক রকম। জিয়ান্নাকে ও কথা দিয়েছে বটে, কিন্তু অভিযানে নেমে গেলে কী হবে তার নিশ্চয়তা দেবার ক্ষমতা কারোরই নেই। কারণ ভবিষ্যতে কী হবে তা ভবিষ্যতের গর্ভেই লুকানো আছে।

প্রসপেরো ভাবছে কার্ডিনালের বক্তব্য নিয়ে। তার মতে, ওর উপর রক্তের শোধ গ্রহণের দায় নেই। কিন্তু কিছু ব্যাপার সামনে নিয়ে এলে একথায় বিশ্বাস রাখাটা কঠিন হয়ে যায়। যেমন ওর প্রতি ফিলিপ্পিনোর অতি প্রতিহিংসাসুলভ মনোভাব, ওকে শেকলে বেঁধে সাধারণ মাল্লাদের সঙ্গে দাঁড় টানতে বাধ্য করা, ইত্যাদি। তবে ব্যাপারটাকে আরেকভাবে দেখা যেতে পারে। যেমন ফিলিপ্পিনো হয়তো ভেবে থাকতে পারে, প্রসপেরো মুক্তি পেলে ওর উপর প্রতিশোধ নেবে, তাই আগে থেকেই যতটা সম্ভব দমিয়ে রাখার বেপরোয়া চেষ্টা করেছে সে।

পরদিন সকালের কথা। সম্রাটের জাহাজ-বহরকে স্বাগত জানিয়ে এগিয়ে নিয়ে এল চমৎকারভাবে সুসজ্জিত গ্যালি আর স্টিমারের বহর। মুহুর্মুহুঃ তোপধ্বনি, জনতার হর্ষধ্বনি ও করতালির মধ্য দিয়ে জেনোয়ার মাটিতে গা ঠেকাল স্পেনের সম্রাট পঞ্চম চার্লসের জাহাজ-বহর।

সম্রাটকে স্বাগত জানানোর জন্য রিপা-র পুরো রাস্তা ধরে দাঁড়িয়ে গেছে জেনোয়াবাসীদের লম্বা লাইন। তাদের সবার গায়ে চকচক করছে স্বর্ণ আর রূপার তৈরি নানারকম গহনা। বেশিরভাগের হাতেই সম্রাটকে স্বাগত জানিয়ে লেখা ব্যানার বা পতাকা।

গালিচা বিছানো কয়েক ধাপ সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এলেন তরুণ সম্রাট। তাঁকে স্বাগত জানাতে বেজে উঠল বিশেষ ট্রাম্পেট। সম্রাটের অপেক্ষায় সেনসরদের সঙ্গে নিয়ে সিঁড়ির ধাপের পাশে

বইঘর.কম

দাঁড়িয়ে আছে ডোরিয়া। নবনিযুক্ত ডজও আছে তার সঙ্গে। তার গায়ের স্বর্ণসুতোয় কারুকার্যখচিত পোশাক রীতিমত চকচক করছে। যা হোক, সম্রাট পা বাড়াতেই একতালে বেজে উঠল অনেকগুলো ট্রাম্পেট।

গম্ভীর সম্রাটের পরনের পোশাক আপাদমস্তক কালো। অলঙ্কার বলতে একটা মাত্র ফ্লিস (Fleece)। বুকের উপর নিষ্প্রভ নীল রঙের একটা রিবন আর উঁচু কলারে মুক্তোর বোতাম। চমৎকার শারীরিক কাঠামোর অধিকারী স্পেন সম্রাট। তার ইউরোপিয়ান-সুলভ লম্বা পা রীতিমত গর্বের বিষয়। লম্বাটে মুখখানা অসুস্থকর বিবর্ণ। ভ্রুজোড়া লুকানো চওড়া ভেলভেট হ্যাটের আড়ালে। চোখের দৃষ্টিতে ফুটে আছে অমার্জিত ঔদ্ধত্য। সম্রাটের চোখ দুটো খুব কম সময়ই পুরোপুরি প্রকাশ পায়। যখন প্রকাশ পায় তখন দেখা যায় উজ্জ্বল দুই চোখে ফুটে আছে দাপুটে একটা ভাব। তার চেহারার আরেকটা লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য তার নাক। হুকের মত বাঁকা নাকটা পাশেও খানিকটা বেঁকে আছে বলে মনে হয়। থুতনিতে চোখা করে ছেঁটে রাখা দাড়ি আর অসামঞ্জস্যপূর্ণ পাতলা ঠোঁট–সব মিলিয়ে তার চেহারায় ফুটে থাকে নিরুদ্দীপ্ত, আবেগহীন একটা ভাব।

যা হোক, মাটিতে পা রাখলেন সম্রাট। তারপর ডোরিয়াকে ইশারা করলেন হাঁটু গেড়ে বসে থাকা অবস্থা থেকে উঠে দাঁড়াতে। জেনোয়ার আর্চ বিশপ ল্যাটিন ভাষায় স্বাগত জানাল সম্রাটকে। পাল্টা বক্তব্য দেয়ার জন্য তার দুই পাশে দাঁড়িয়ে থাকা দুই সভাসদের চেয়ে একটু এগিয়ে এলেন সম্রাট। ওই দু'জনের একজন কার্ডিনাল গার্সিয়া ডি লয়াসা। সাধারণত এর কাছেই নিজের যাবতীয় কাজের কনফেস করেন সম্রাট। আর অপরজন কেতাদুরস্ত ডেল ভাস্টো। একটু এদিক-ওদিক তাকাতেই ডেল ভাস্টোর চোখ পড়ল প্রসপেরোর উপর। সামান্য একটু হেসে

BG & MAH

প্রসপেরোকে ছোট্ট করে সম্ভাষণ করল সে। ওদিকে নাকী স্বরে খানিকটা অসামঞ্জস্যপূর্ণ ও এলোমেলো বক্তব্য দিলেন সম্রাট।

নিজের লোকদের সঙ্গে সংক্ষেপে সম্রাটকে পরিচয় করিয়ে দিল ডোরিয়া। প্রথমে তার দুই ভাতিজা জিয়ানেট্টিনো আর ফিলিপ্পিনো, তারপর প্রসপেরোকে। বলতে ভুলল না যে সম্রাটের সেবায় সদাপ্রস্তুত নিয়াপলিটান স্কোয়াড্রনের কমাণ্ডার হচ্ছে প্রসপেরো। বলল, 'প্রসপেরো ইতিমধ্যেই সম্রাটের সুনজরে আছে।'

জবাবে সম্রাট বললেন, 'ঈশ্বরের কৃপায় আমার সেবায় নিয়োজিত কেউ তার প্রাপ্য পাওনা থেকে বঞ্চিত হবে না,' বলে সামনে এগিয়ে গেলেন সম্রাট। তখন এক কদম সামনে বেড়ে সম্রাটকে উদ্দেশ্য করে আলফোন্সো অভ অ্যাভালস বলল, 'সায়া (Sire), এ সেই অ্যাডর্নো যে প্রসিডায় মহান এক বিজয় অর্জন করে স্বয়ং সম্রাটের প্রশংসা অর্জন করেছিল।'

আরেকবার প্রসপেরোর দিকে ফিরে তাকালেন সম্রাট। পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন ওর দিকে। বললেন, 'তাই তো, তাই তো, মনে করিয়ে দেয়ার জন্য ধন্যবাদ, মারকুইস। আপনাকে আমার অফিসারদের মধ্যে পেয়ে খুবই খুশি আমি, স্যর। আপনার আরো কিছু ভাল কাজের আশায় রইলাম আমরা।'

তারপর ডজের সঙ্গে পরিচিত হয়ে তার সালাম নিলেন সম্রাট। তারপর তুলনামূলক নিম্ন পদাধিকারী গনফেলোনিয়ারদের কাছ থেকে সালাম নিতে এগিয়ে গেলেন তিনি। ওদিকে জেনোয়াবাসীরা ততক্ষণে গগনবিদারী শব্দে সম্রাটকে অভিবাদন জানাতে শুরু করেছে। জেনোয়িসদের চোখে স্পেন সম্রাট হচ্ছেন তাদের উদ্ধারকর্তা, তাদের স্বাধীনতা আনয়নকারী মহান সম্রাট। যদিও সম্রাটের কানে ওদের স্বাগত চিৎকারটাকে শোনাচ্ছে কামান-বন্দুকের হুঙ্কারের মত। হালকা বেগুনি রঙের মখমলে

কারুকার্যখচিত স্যাডল চাপানো হয়েছে একটা সাদা ঘোড়ার পিঠে। সেটায় চেপেই ক্যাথেড্রালের পথে রওনা হলেন সম্রাট। পুরো পথ জুড়ে মাথার উপর ঝুলতে দেখা গেল সম্রাটকে স্বাগত জানানো ব্যানার আর ফেস্টুন। জেনোয়ার মাটিতে সম্রাটের পদার্পণের জন্য তাকে আনুষ্ঠানিক স্বাগত ও ধন্যবাদ জানানো হলো। নিরাপদে এখানে পৌঁছতে পারায় ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানালেন সম্রাট। এরপরে ডিউকাল প্যালেসে জমকালো অনুষ্ঠানে গেলেন তিনি। সবশেষে রওনা হলেন ফসোলু প্রাসাদের দিকে।

সারা জেনোয়া উৎসব করেছে সেই রাতে। ওদিকে সম্রাটের সম্মানে ফসোলু প্রাসাদে বিশেষ ভোজের আয়োজন করা হয়েছে। ডিনারের পর পরিবেশিত হলো পুব দেশীয় একদল নাচিয়ের মনোমুগ্ধকর নাচ।

ডিনার টেবিলে জিয়ান্নাকে নিজের ডানপাশে নিয়ে বসল প্রসপেরো। আর অপর পাশে জায়গা করে নিয়েছে গুইস্টিনিয়ানি ঘরের এক সম্ভ্রান্ত মহিলা। তবে দুই মহিলাই আবিষ্কার করল ডিনার টেবিলে ভাল সঙ্গী নয় প্রসপেরো। এতে লেডি লিওনোরা ডি গুইস্টিনিয়ানির তেমন কোন সমস্যা হয়নি। কিন্তু রীতিমত বিপদেই পড়ে গেল জিয়ান্না।

জিয়ান্না বলল, 'জিয়ানেট্টিনোর কাছে শুনলাম, তীরে পা রেখেই নাকি তোমার খুব প্রশংসা করেছেন সম্রাট।'

একটু যেন ব্যঙ্গ করেই প্রসপেরো বলল, 'জিয়ানেট্টিনো তাতে খুশি হয়েছে আশা করি।'

'কেন, তুমি নিজে খুশি হওনি?' প্রশ্ন করল জিয়ান্না।

'হ্যাঁ, অবশ্যই খুশি হয়েছি,' বলল প্রসপেরো।

'জিয়ানেট্টিনোর উপর তুমি নাখোশ হয়ে আছ যে?'

জবাবে প্রসপেরো বলল, 'তোমার এই "হাওয়া থেকে পাওয়া" কাজিনরা সবসময়ই আমার প্রতি বিরূপ ধারণা পোষণ

BG & MAH

করে। তাহলে ওদের উপর আমার অসন্তুষ্টিকে দোষের বলে ভাবছ কেন?'

'কিন্তু তোমার প্রতি ওদের এই মনোভাব বাড়তে দিচ্ছ কেন? অতীতকে অতীতেই কবর দিয়ে দাও। সেটাই তো সবার জন্য মঙ্গলজনক।'

'অতীতকে কবর দিতে হলে বিরাট বড় একটা কবর লাগবে,' বলল প্রসপেরো।

'ওরাই তো তোমার হয়ে কবরের গর্ত করে রেখেছে। তোমার কাজ এখন সেখানে শুধু নামফলক লাগানো।'

'হয়তো নামফলকের ওই পাথরটা আমার জন্য একটু বেশিই ভারী,' বলল প্রসপেরো।

জবাবে জিয়ান্না বলল, 'আমি তোমাকে সাহায্য করব।' তারপর প্রসঙ্গ পরিবর্তন করল সে। প্রসপেরোকে সম্রাট প্রশংসা করেছেন, সেই প্রসঙ্গ তুলে বলল, 'সম্রাট তোমার প্রশংসা করেছেন শুনে আমার খুব গর্ব হয়েছে। তোমার হয়নি, প্রসপেরো?'

'হবে না কেন? অবশ্যই হয়েছে।'

'তাহলে এমন মুখ গোমড়া করে বসে আছ কেন?'

প্রসপেরো মনে মনে নিজেকেই ঘৃণা করতে লাগল। কারণ ওকে এখন ওর প্রিয় মানুষটার কাছে মিথ্যা কথা বলতে হবে। তবে যখন জিয়ান্নার দিকে চাইল তখন ওর চেহারায় তিক্ততার বিন্দুমাত্র আভাসও নেই। সফলভাবে অনুভূতিটা লুকিয়ে ফেলেছে ও। একগাল হাসি দিয়ে ও বলল, 'আগামী এক সপ্তাহের ভিতরই তোমাকে ছেড়ে সাগরে জাহাজ ভাসাতে হবে। তুমিই বলো এবার, কীভাবে খুশি থাকব?'

শুনে জিয়ান্নার গালে একটু রক্তিম আভা ফুটল। তবে গম্ভীর গলায় সে বলল, 'এ-ই কারণ?'

বইঘর.কম

'আমার মন খারাপ থাকার জন্য এটাই কি যথেষ্ট নয়?'

ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস লুকাতে লুকাতে জিয়ান্না বলল, 'যদি তুমি বলো...' কথাটায় মন্তব্যের চেয়ে আশ্বস্ত হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ পেল বেশি। পরে অনুষ্ঠানে একসঙ্গে নাচল ওরা। জিয়ান্নার পদক্ষেপে দুয়েকবার ভুল হলেও নিস্পৃহতার সঙ্গে সেটা শুধরে দিল প্রসপেরো। কিন্তু ওর মনের অবস্থা মোটেও ভাল হলো না। এমনকী ওর প্রতি সম্রাটের স্পষ্ট সমর্থনও ওর প্রফুল্লতা ফিরিয়ে আনতে ব্যর্থ হলো।

ওদিকে জেনোয়িসদের বেশিরভাগের দৃষ্টি ছিল ডেল ভাস্টোর উপর। এর কারণ মূলত তার ভিন্ন ধরনের ব্যক্তিত্ব, সভাসদ হিসেবে তার সুনাম, আর সম্রাট পঞ্চম চার্লসের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা। যা হোক, প্রসপেরোকে সম্রাটের কাছে ডেকে নিয়ে গেল সে।

বিভিন্ন বিষয়ে প্রসপেরোর মন্তব্য জানতে চাইলেন সম্রাট। তিনি এমনকী প্রসিডার লড়াইয়ের কথাও তুললেন আবার। ওই লড়াই সম্বন্ধে আরো বিস্তারিত জানতে চাইলেন।

ফ্রেঞ্চ রাজের নাটুকে সৌজন্যের চেয়ে এই তরুণ স্প্যানিশ সম্রাটের আচার-আচরণ একদমই ভিন্ন। তিনি সাহসিকতার পূজারী। শক্তি আর সাহস দিয়েই এই তরুণ বয়সে এত বড় সাম্রাজ্য করেছেন। বলা হয়, পঞ্চম চার্লসের সাম্রাজ্যে কখনো সূর্য ডোবে না। সম্রাট নিজে সাহসিকতা পছন্দ করেন বলেই প্রসপেরোর সাহসিকতা আর ঝুঁকি নেয়ার সামর্থকে প্রশংসার চোখে দেখেন। আর এই ক্ষমতা আছে বলেই অত্যন্ত কুশলী জেনোয়িস নৌ-কমাণ্ডার ডোরিয়াকেও যে-কোন মূল্যে নিজের পক্ষে নিতে চেয়েছিলেন তিনি।

যা হোক; প্রসপেরোকে নিয়াপলিটান ফ্লিটের কমাণ্ডার হিসেবে নিয়োগ দেয়ার পর থেকে এখন পর্যন্ত ফ্লিটের লোকবল, জাহাজ

BG & MAH

সংখ্যা, সেগুলোর সক্ষমতা, রণসজ্জা, সাজ-সরঞ্জাম ইত্যাদি সম্বন্ধে জানতে চাইলেন সম্রাট। জানাল প্রসপেরো। এবং দেখতে পেল সম্রাটের বিস্মিত চেহারা। কারণ এত কম সময়ে এত কিছু করা মোটেও সহজ কথা নয়। এবং তার চেয়েও অবাক হলেন এই ভেবে যে, এই সাজ-সরঞ্জাম তার নিয়াপলিটান নাগরিকেরাই সরবরাহ করেছে।

এবার প্রসপেরো হাসল। বলল, 'না, মহামান্য। নিয়াপলিটান নাগরিকদের উপর অতিরিক্ত ব্যয় বা করের বোঝা আমি চাপাইনি। স্কোয়াড্রনের বারোটা গ্যালির মধ্যে সাতটাই আমার নিজের। এবং আমার নিজ খরচে লোকবল ও সাজ-সরঞ্জাম দ্বারা সজ্জিত।'

শুনে কপালে উঠে গেল সম্রাটের ভ্রু। তার চোখে তখন খেলে যাওয়া ছায়াটাকে ঠিক বন্ধুসুলভ বলা যাবে না। এবং ঠিক তখনই তাদের মাঝে নাক গলাল ডেল ভাস্টো। বলল, 'ডিউক অভ মেলফির মত আমাদের বন্ধু ক্যাপ্টেন প্রসপেরোও ইটালিয়ান রীতি-রেওয়াজ মেনে চলতে পছন্দ করে, সায়া।'

সম্রাটের অসন্তুষ্টি প্রকাশ পাওয়ার আগেই তাকে সাবধান করতে কথাটা বলল অ্যাভালস। তখন অনিচ্ছুক কণ্ঠে সম্রাট বললেন, 'ডিউক অভ মেলফির সঙ্গে তো তার গ্যালি আর সেবা সংক্রান্ত একটা চুক্তি আমাদের আছে। কিন্তু আপনার সঙ্গে তেমন কোন চুক্তি তো আমাদের নেই। আপনি কেবল একজন সাধারণ তালিকাভুক্ত নৌ-কমাণ্ডার।'

জবাবে প্রসপেরো বলল, 'মাফ করবেন, সায়া। আপনার নামে আমার সঙ্গে চুক্তি করেছে হিজ হাইনেস, প্রিন্স অভ অরেঞ্জ। তাতে বলা আছে, আমার গ্যালি সহ আপনার সেবায় পাঁচ বছরের জন্য চুক্তিভুক্ত হয়েছি আমি। তবে আমার ইচ্ছা, যতদিন আমার পায়ের নিচে একটাও ডেক আছে ততদিন আপনার সেবা করে

বইঘর.কম

যাব আমি।'

একটু নরম হলো সম্রাটের সুর। বললেন, 'যেভাবে শুরু করেছেন সেভাবে চললে আমিও তা-ই আশা করব।'

আবারও তাদের মাঝে কথা বলল অ্যাভালস। বলল, 'আমালফির যুদ্ধে যদি প্রসপেরোর পরামর্শ শোনা হত, তাহলে আজ অবশ্যই ইতিহাস ভিন্নভাবে লেখা হত। এমনকী দুই ক্যাপ্টেন যদি কাপুরুষের মত পালিয়ে না গিয়ে ওর কথা শুনত তাহলেও ঘটনা ভিন্ন হত, আমি নিজে তার স্বাক্ষী।'

কথাটা শুনে আমালফির যুদ্ধের ব্যাপারে আরো বিস্তারিত শুনতে চাইলেন সম্রাট। সব শুনে ভীষণ অবাক হলেন তিনি। বললেন, 'আজ সকালেই মাত্র আপনার কথা আমার কানে এসেছে। তবে ভাবিনি আমি এত সৌভাগ্যবান যে আমার ভাণ্ডারে এমন একটা রত্ন আছে। আমি জানতাম জেনোয়ার সেরা নৌ-কমাণ্ডার আমার হাতে আছে। কিন্তু ধারণা ছিল না দ্বিতীয় সেরাও আমারই হাতে।'

তখন হাসতে হাসতে অ্যাভালস বলল, 'সব শেষ হওয়ার আগেই এই দু'জনের অবস্থানের পরিবর্তনও হতে পারে, সায়া।'

কথাটা বেশ একটা খোঁচা মারল সম্রাটের 'ডোরিয়া প্রীতি'-র গায়ে। তিনি মন্তব্য করলেন, 'অতিরিক্ত আশা করা বোকামি। যাক, আপাতত বর্তমান নিয়েই চিন্তা করি।' তারপর প্রায় নির্বিকার কণ্ঠে বললেন, 'আপনি এখন যেতে পারেন, মাস্টার অ্যাডর্নো।' প্রসপেরো তাকে বাউ করতেই বললেন, 'আমি আপনার কাছে ঋণী, মাস্টার অ্যাডর্নো। আপনার বাবার কাছেও ঋণী ছিলাম। ডিউক অভ মেলফি আমাকে মনে করিয়ে দিয়েছে যে আমার প্রতি তার আনুগত্যের কারণেই তাকে যন্ত্রণা সইতে হয়েছে। এসব আমি ভুলে যাইনি। এর প্রতিদান অবশ্যই দেয়া হবে।'

সম্রাটের সঙ্গে এমন সপ্রশংস একটা মোলাকাতের পর দৃঢ়

BG & MAH

মনোবল নিয়ে প্রসপেরোর বের হওয়ার কথা। কিন্তু সত্যি বলতে, প্রসপেরোর ভিতর তেমন কিছুই হয়নি। আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে, সম্রাট প্রসপেরোর বাবা অ্যান্টোনিওট্টো অ্যাডর্নোর আত্মদান সম্বন্ধে জেনেছেন ডোরিয়ার কাছ থেকে। এটাও প্রসপেরোর মনে আছে। প্রসপেরোর কার্ডিনাল চাচার বলা কথাগুলো মনে পড়ে গেল ওর। তিনি বলেছিলেন, ডোরিয়া যা করেছে পরিস্থিতির শিকার হয়ে করেছে। ফ্রান্সের রাজা ফ্রান্সিস যদি তার সঙ্গে বেইমানি না করত তাহলে এমন কিছু না-ও হতে পারত। আরেকটা চিন্তা প্রসপেরোর মাথায় খেলে গেল যে, অ্যাডর্নোদের সঙ্গে ডোরিয়াদের শত্রুতার শোধ তুলতে আর নিজের উচ্চাকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়ন করতে সুপরিকল্পিত কোন খেলা খেলেছে কিনা ডোরিয়া। কিন্তু কোন স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারল না প্রসপেরো।

ওদিকে সম্রাট যতদিন জেনোয়ায় রইলেন, প্রতিদিনই প্রসপেরোর সম্মান বেড়েই চলল। ক্রমাগত চলতে থাকা আনন্দ উৎসবের মাঝেই বিশ্বস্ত লোকদের নিয়ে কয়েকটা জরুরি মিটিং করলেন সম্রাট। তেমনই এক মিটিং-এ ডাক পেল প্রসপেরো। মিটিংটা এতই জরুরি যে ডোরিয়া ছাড়া সেখানে উপস্থিত হওয়ার অনুমতি পেয়েছে আর মাত্র ছয়জন মানুষ। তাদের মধ্যে অবশ্য জিয়ানেট্টিনোও আছে। তবে ফিলিপ্পিনো এই মিটিং-এ ডাক পায়নি। এই আলোচনাটা মূলত সামনের অভিযান নিয়ে। যথারীতি তাতে সপ্রতিভভাবে নিজের ধারণা উপস্থাপন করল প্রসপেরো। এবং অবাক হয়ে ও লক্ষ করল যে ওর কথাকে ভদ্রতার সঙ্গে সমর্থন জানিয়ে যাচ্ছে স্বয়ং ডোরিয়া। স্বভাবসুলভ তির্যক মন্তব্য থেকে বিরত রইল জিয়ানেট্টিনো। প্রসপেরোর বক্তব্যে বেশ বোঝা যাচ্ছে যে ভবিষ্যতে আন্দ্রের জায়গা কেউ দখল করতে পারলে নিঃসন্দেহে সে হবে প্রসপেরো। প্রসপেরোর কথায় ডোরিয়ার মনে একটু হিংসার ভাব জাগলেও সেটাকে সে

সুন্দরভাবে লুকিয়ে রেখেছে।

দুয়েক দিন পরের কথা। রাস্তায় একা পেয়ে প্রসপেরোকে ধরে বসল ওর কাজিন তাদ্দিও। ঝগড়ার ইচ্ছা নিয়ে ওর পথরোধ করেছে সে। বলল, 'ডোরিয়ার এত কাছের মানুষ হওয়ার ফল তোমাকে ভুগতেই হবে। পানির উপর লড়াই করে তুমি সম্মান নামের হাওয়াই মিঠাই আনছ, সেই পানিই একদিন তোমাকে সম্মানসুদ্ধ গিলে খাবে।'

মৃদু হাসির আড়ালে নিজের রাগকে চাপা দিয়ে প্রসপেরো জবাব দিল, 'ওই পানি খেয়েই তো তোমরা টিকে আছ, তাদ্দিও। প্রার্থনা করি আরো ভাল থাকো,' বলে চলে এল ও।

দিন কয়েক পরের কথা। রাস্তায় ওকে পাকড়াও করল ওর আরেক কাজিন। এ অবশ্য একটু দূর সম্পর্কের কাজিন। সে উপহাসের ভঙ্গিতে মাথার হ্যাট নামিয়ে বলল, 'সম্রাটের ছত্রচ্ছায়া আর ডোরিয়ার চাটুকারিতা করে নিজেকে অনেক ওপরের মানুষ ভাবছ, প্রসপেরো। ইকারাস-এর পরিণতির কথা মনে রেখো। ইকারাসের মত তুমিও সূর্যের খুব কাছাকাছি উড়তে শুরু করেছ।'

এক কথায় জবাব দিল প্রসপেরো, 'বেশি ওপরে আছি তো, তাই তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না। যা হোক, ধন্যবাদ।'

উপহাসের বদলে উপহাস ফিরিয়ে দিলেও ক্রমাগত খোঁচা আর কটূক্তিগুলো ওর মন বিষিয়ে দিচ্ছে। তবে সৌভাগ্যবশত অভিযানের খুব একটা সময় বাকি ছিল না। ফলে প্রস্তুতিমূলক নানা কাজে ভীষণ ব্যস্ত থাকতে হচ্ছে প্রসপেরোকে। হয়তো সব ভুলে থাকার জন্য একটু বেশিই ব্যস্ত ও। এতে অবশ্য ওর উপকারই হয়েছে। উৎসবে ওর অনুপস্থিতি নিয়ে সম্ভাব্য কিছু বাজে পরিস্থিতি এড়িয়ে যেতে পারছে ও। হয়তো সেখানে ডোরিয়ার সঙ্গে সন্ধি করার কারণে ওর নিজের বংশের লোকেরা অপমানকর অবস্থা তৈরি করত। অথবা হয়তো জিয়ান্নার সামনে

BG & MAH

অভিনয় করতে হত। কে জানে। তবে ওর এই অনুপস্থিতির সময়ে সম্রাটের সামনে ওর ভাবমূর্তি আরো উন্নত হয়েছে, যদিও সে সম্বন্ধে প্রসপেরো মোটেও অবগত ছিল না। জনসমক্ষে এসে সেটা অনুধাবন করেছে ও।

যা হোক, সম্রাট আর ডেল ভাস্টোর কথোপকথন চলছে। ডেল ভাস্টোকে বলছেন সম্রাট, 'আমি সবার সেবা পেতে চাই।'

জবাবে বন্ধুর প্রতি অনুগত ডেল ভাস্টো প্রসপেরোর হয়ে বলল, 'প্রসপেরোর কাছে যা কিছু মূল্যবান তার সমস্ত কিছু দিয়েই সে আপনার সেবা করবে, সায়া।'

সম্রাট বললেন, 'দুর্ভাগ্যবশত ওর খুব সামান্য কিছুই আছে। আমার হয়ে প্রসপেরোকে বলো আজ রাতে ছুটি নিতে। অ্যাডমিরালের উৎসব আয়োজনে আজ ওকে দেখতে চাই আমি।'

সম্রাটের সম্মানে আয়োজিত উৎসবের মধ্য দিয়ে জেনোয়ার হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারের আশায় মহা আড়ম্বরের আয়োজন করেছে ডোরিয়া। ফসোলু প্রাসাদকে উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত করে রেখেছে হাজারো প্রদীপ। সন্ধ্যালগ্নে প্রাসাদের বাগানে বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিকে দাওয়াত দেয়া হয়েছে সম্রাটের সঙ্গে পান করতে। আমন্ত্রিত অতিথিদের থেকে একটু দূরে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে কথা বলছে ডাচেস অভ মেলফি, জিয়ান্না ও স্বয়ং প্রসপেরো। একটু দূরেই পুরো বাগান ঘিরে থাকা হাঁটা পথ। সম্রাটের সম্মানে পুরো পথজুড়ে বিছানো হয়েছে পুব দেশীয় কার্পেট। আর তার পাশেই বসানো হয়েছে তাজা ফুলসজ্জিত ফুলের টব আর পরিবেশের সঙ্গে মানানসই মৃদু আলোয় সজ্জিত বিশাল এক টেবিল। ডিনারের জন্য পঞ্চাশজন অতিথি একত্রে বসার বন্দোবস্ত করা হয়েছে তাতে। টেবিলের উপর বিছানো হয়েছে ভেনেশিয়ান লেসওয়ার্ক সমৃদ্ধ ধবধবে সাদা ন্যাপারি। প্লেট-বাটিগুলো সব স্বর্ণ আর রূপায় তৈরি। টেবিলে বসানো বহু

বইঘর.কম

শাখা-প্রশাখা সমৃদ্ধ মোমদানিগুলোও স্বর্ণ আর রূপায় বানানো। ফ্লোরেন্সের নামী কারিগরদের কারখানা থেকে আনানো হয়েছে মোমদানিগুলো। স্পেন থেকে আমদানি করা গরুর মাংসের ডিশ পরিবেশন করা হয়েছে বিশাল সব স্বর্ণনির্মিত তশতরিতে। ফলফলাদিও আনা হয়েছে বিভিন্ন দেশের সুদূর প্রান্ত থেকে।

টেবিলে বসে থাকা অতিথিদের পায়ের নিচ থেকে হঠাৎ ভেসে এল সঙ্গীতের সুর-লহরী। সবাই তাতে কমবেশি অবাক হয়েছে। সিল্কের পোশাক আর পাগড়ি মাথায় মুরিশ সাজে সজ্জিত একদল ভৃত্য শুরু করল অতি উপাদেয় মাংস পরিবেশন। সঙ্গে সম্রাটের সৌজন্যে পরিবেশন করা হলো অত্যন্ত ব্যয়বহুল রেইনিশ ওয়াইন। আর ঠিক তখনই উপবিষ্ট অতিথিদের নিয়ে নড়তে শুরু করল পুরো বোওয়ার (বাগানের ভিতরে লতাপাতা ও বিভিন্ন সাজসজ্জার উপকরণে সজ্জিত অতিথিদের বসার জায়গা)। সেটা ধীরে ধীরে চলতে শুরু করল অন্ধকার সাগরের দিকে। ওখানে মৃদুমন্দ বাতাসে গ্রীষ্ম রাতের উত্তাপ অনেকটাই কম।

বোওয়ার নড়তে শুরু করার পরই অভ্যাগত অতিথিরা বুঝতে পারল যে তারা আসলে বসে আছে একটা গ্যালির ডেকের উপর। ডেকটাকে এতটা নিখুঁতভাবে সাজানো হয়েছে যে ওটা নড়ে ওঠার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত কেউ ধারণাই করতে পারেনি যে তারা কোন জাহাজের ডেকের উপর বসে আছে। উৎফুল্ল হয়ে উঠল বিস্ময়ে অভিভূত অতিথিরা। হাতে হাতে ঘুরতে শুরু করল ওয়াইনের পেয়ালা। উঁচু থেকে উচ্চতর হতে থাকল হাসি-আনন্দের আওয়াজ। সম্রাটের গলাও শোনা গেল বেশ। অতি ক্ষুধার্তের মত হাপুস-হুপুস করে খাওয়া শুরু করলেন তিনি, সেইসঙ্গে চলল অবারিত মদ্যপান। ফলাফল যা হওয়ার তা-ই হলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই সম্রাটের উগরে দেয়া বমনে ভেসে 'ধন্য' হলো জাহাজের ডেক!

সেরাতের বিলাসী আয়োজন নিয়ে জনমনে নানারকম রটনা তৈরি হয়েছে। কিছু গল্পে ডোরিয়ার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করা হয়েছে। আবার কোন-কোনটায় তাকে সম্রাটের চাটুকার বলা হয়েছে। আবার কিছু গল্পে লোকে রটিয়েছে যে, সেরাতে ব্যবহৃত স্বর্ণের প্লেট-বাটিগুলো চুরি করেছে ভৃত্যরা। তারা ওগুলো সাগরে ফেলে দিয়েছে যেন পরে তুলে নিতে পারে। কিছু সুরসিক আবার এর সঙ্গে যোগ করেছে যে জাহাজ ঘিরে জাল বিছানো ছিল। ফলে ভোর হওয়ার আগেই স্বর্ণের বাটি-প্লেটগুলো আবার উদ্ধার হয়ে গেছে।

প্রসপেরো তার *লিগুরিয়াদ* নামের কাব্যগ্রন্থে এই বিলাসী আয়োজনের বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে কবিতা সঙ্কলন করেছে। কবিতাটাকে ঐতিহাসিকগণ পরিপূর্ণ সত্য বলে গ্রহণ না করলেও ওই রাতের আয়োজন সম্বন্ধে বেশ একটা ধারণা দেয় কবিতাটি।

যা হোক, আমাদের গল্পে ফিরে আসি। এমন চমৎকার আয়োজনে এমনকী প্রসপেরোরও মন ভাল হয়ে গেছে। জিয়ান্নার সঙ্গে বসে আছে ও। অনুষ্ঠানে প্রসপেরোর মায়ের ক্রমাগত অনুপস্থিতি নিয়ে দুঃখ প্রকাশ করল জিয়ান্না। কারণ এখন পর্যন্ত নিজের হবু পুত্রবধূকে চোখের দেখাও দেখেনি প্রসপেরোর মা।

জিয়ান্না বলছে, 'হয়তো স্বাস্থ্যহানির কারণে তিনি অনুষ্ঠানে আসতে পারছেন না। তার হবু পুত্রবধূ হিসেবে আমার দায়িত্ব তাঁর সঙ্গে দেখা করা। কিন্তু সেই অনুমতিও তো তিনি আমাকে দিচ্ছেন না। খুলে বলো তো, প্রসপেরো, আসল কারণ কী?'

ওয়াইনের গ্লাস তুলে নিয়ে তাতে ছোট্ট চুমুক দিয়ে প্রসপেরো বলল, 'আমি আর কী বলব, তুমি নিজেই তো অনুমান করতে পারছ।'

জিয়ান্না বলল, 'হ্যাঁ, পারছি। ডোরিয়াদের সঙ্গে তোমার সন্ধি তিনি অনুমোদন করতে পারছেন না। তাঁর মনে এখনও ডোরিয়াদের প্রতি তীব্র ঘৃণা রয়ে গেছে।'

সাফাই দিয়ে প্রসপেরো বলল, 'ওদের কারণে তাকে অনেক ভুগতে হয়েছে।'

'সে তো তুমিও ভুগেছ।'

'ভুগেছি। কিন্তু আমার মন-মানসিকতা তাতে দুর্বল হয়নি।'

'সত্যি সত্যি তুমি সবাইকে ক্ষমা করে দিয়েছ? সত্যিই তোমার ভিতরে আর কোন প্রতিশোধের ইচ্ছা অবশিষ্ট নেই?'

জিয়ান্নার চোখে চোখ রেখে প্রসপেরো বলল, 'শোধ নেয়ার ইচ্ছা থাকলে আমি কি এখানে বসে থাকতাম?'

'সত্যিই কি তুমি আমার সঙ্গে আছ, প্রসপেরো?'

হেসে প্রসপেরো বলল, 'সশরীরে ও মূর্ত অবস্থায় তোমার পাশেই বসে আছি। বিশ্বাস না হলে ছুঁয়ে দেখো।'

'হ্যাঁ, সশরীরে দৃশ্যমান অবস্থায় আছ। কিন্তু মানুষের অদৃশ্য অংশ হচ্ছে তার মন। আমি তোমার মনের কথাই জিজ্ঞেস করেছি। তোমার মনটা যেন অন্য কোথাও ঘুরে ফিরছে। কী এক অস্পষ্ট কল্পনার মেঘের ভিতর ডুবে আছে তোমার মন। তোমার এই অবস্থা আমাকে আমাদের এই সুখের সময়েও দুঃখী করে দিচ্ছে। বিশ্বাস করো, এই পর্যন্ত আসতে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে আমাকে।'

জিয়ান্নার কথাগুলো একটা তলোয়ারের মত প্রসপেরোর বুকে গিয়ে বিঁধল। ঠিক তখনি যেন অন্তরচক্ষু খুলে গেল প্রসপেরোর। ও স্পষ্ট বুঝতে পারল ওর সামনে স্রেফ দুটো পথ খোলা আছে। প্রথমটা হচ্ছে সরাসরি শান্তিচুক্তি মেনে নেয়া। দ্বিতীয় পথ হচ্ছে, প্রতারকের মত অভিনয় চালিয়ে যাওয়ার বদলে সরাসরি খোলাখুলি সবার সামনে ঘোষণা দেয়া যে ডোরিয়াদের শত্রু ও।

BG & MAH

এখন সমস্যা হচ্ছে, এর যে-কোন একটা বেছে নিতে হবে। আর বাছতে হবে ওর নিজেকেই।

হাত থেকে ওয়াইনের গ্লাস নামিয়ে রাখল প্রসপেরো। ঘুরে জিয়ান্নার মুখোমুখি বসে ও বলল, 'কী হলে তুমি খুশি হবে, বলো, জিয়ান্না?'

স্থির দৃষ্টিতে একমুহূর্ত প্রসপেরোকে জরিপ করল জিয়ান্নার দুই চোখ। তারপ্রর বলল, 'সম্ভবত আমার প্রশ্নের উত্তরগুলো পেলে খুশি হব। প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার আগে কিছু বলতে পারছি না।' তারপর সে প্রশ্ন করল, 'সত্যি তোমার প্রতিশোধ নেয়ার ইচ্ছা নেই, প্রসপেরো? সত্যিই কি অতীতকে কবর দিতে পেরেছ তুমি?'

জিয়ান্নার প্রশ্নের জবাবে স্থির দৃষ্টিতে সরাসরি তার চোখের দিকে তাকিয়ে মৃদু একটু হাসল প্রসপেরো। ওর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হয়ে গেছে। তাই জিয়ান্নাকে ও নিশ্চিত করল এই বলে যে, 'হ্যাঁ, অতীতকে কবর দিয়ে ফেলেছি।'

সঙ্গে সঙ্গেই প্রসপেরোর মনে হলো ওর মাথা থেকে বিরাট একটা বোঝা নেমে গেছে। ক্ষণিক আগেও ওর মনে হচ্ছিল যেন লোহার শেকলে বাঁধা পড়ে আছে ও। বাগানে জিয়ান্নার সঙ্গে দেখা হওয়া প্রেমিক মনের মানুষ হয়ে উঠল প্রসপেরো। প্রসপেরোর খুশি দেখে সত্যিই নিজের হারানো খুশি ফিরে পেল জিয়ান্না। তখনই প্রথমবারের মত মন থেকে ওদের বিয়ের কথা বলল প্রসপেরো। বলল, তুর্কিদের বিরুদ্ধে অভিযান থেকে ফিরেই বিয়ের পিঁড়িতে বসবে ওরা। তবে সতর্ক রইল যেন বিয়ে নিয়ে ওর এত দেরি করার বিষয়ে কোন কথা উঠে আনন্দটা মাটি না হয়।

ওদিকে ওদেরকে এমন ঘনিষ্ঠভাবে বসে থাকতে দেখে উজ্জ্বল হাসিতে উদ্ভাসিত হলো ডোরিয়ার চেহারা। দূর থেকেই রেইনিশের গ্লাস তুলে ইঙ্গিতে ওদের অভিনন্দন জানাল সে। ইশারায় বুঝিয়ে

দিল ওদের শুভকামনা করে পান করছে সে।

অনেক রাতের কথা। অতিথিরা সবাই বিদায় নিয়েছে। ডোরিয়াকেও বিদায় জানাচ্ছে জিয়ান্না। ডোরিয়া বলল, 'তোমার চোখে খুশির ঝিলিক দেখতে পাচ্ছি, জিয়ান্না। আশা করি আমার কথা-কাজে তুমি সন্তুষ্ট।'

কম্পিত কণ্ঠে তার কথার মৃদু প্রতিবাদ করল জিয়ান্না।

জবাবে একবার হালকা নড করে ডোরিয়া বলল, 'তুমি খুশি হলে আমিও খুশি। তোমার জন্য সবচেয়ে যোগ্য মানুষ প্রসপেরো। কথা দিলাম, ওকে নিরাপদে তোমার কাছে ফিরিয়ে আনব আমি। আর ওকে যদি ঠিকঠাক চিনে থাকি, তাহলে বলব, আরো বেশি সম্মান নিয়ে ফিরবে ও।'

সতেরো

শার্শেল

একটু পিছনে ফিরে যাই।

কার্ডিনাল চাচার কাছে কনফেস করা ও কথা বলার পর সম্পূর্ণ ভিন্ন মানুষ হয়ে গেছে প্রসপেরো। তার আশীর্বাদ আর ঈশ্বরের ক্ষমার আশা নিয়ে ফিরেছে প্রসপেরো। তখন থেকেই নিজের বিবেক আর জিয়ান্নার ইচ্ছার মধ্যে শান্তি রক্ষা করতে পেরেছে ও। জিয়ান্নাকে নিশ্চয়তা দিয়েছে যে অভিযান থেকে ফিরেই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে ওরা। তখনই বিয়ে করেনি,

কারণ মায়ের অভিশাপ ঘাড়ে নিয়ে অভিযান শুরু করতে চায়নি ও। প্রসপেরোর মাও আর কোন সন্দেহ করেনি। লিগুরিয়াদের কাব্যময়তায় ফিরে গেছে প্রসপেরোর মন। সম্রাটের জেনোয়ায় আগমন, তাঁর জৌলুস ও আনুষ্ঠানিকতা, তারপর ওদের ফ্লিটের সাগরে ভাসা আর ট্রিপোলিতানিয়ার দিকে রওনা হওয়া নিয়ে একের পর এক কবিতা লিখে গেছে প্রসপেরো।

ওই কবিতাগুলোর ছন্দে আশু যুদ্ধে সম্ভাব্য জয় নিয়ে বেশ উচ্ছ্বাস প্রকাশ করা হয়েছে, যদিও পরবর্তীতে নিয়তির হস্তক্ষেপে সেই উচ্ছ্বাস আর থাকেনি।

যা হোক, পোপের হাত থেকে শার্লেমেনের মুকুট গ্রহণ করার জন্য ফসোলু প্রাসাদে ঐতিহাসিক সেই ভোজের পরদিনই বলগনার উদ্দেশে রওনা হয়ে গেলেন সম্রাট। বলার অপেক্ষা রাখে না, এই মুকুট পাওয়ার জন্য সম্রাটকে কিছু 'খরচ' করতে হয়েছে। মুকুট হাতে পেয়ে তারপর জার্মানি যাবে সে। ওখানে তার উপস্থিতি জরুরি হয়ে দেখা দিয়েছে।

সম্রাট রওনা হওয়ার পরের দিন বিদায়ী তোপধ্বনির মধ্য দিয়ে আলজিয়ার্সের উদ্দেশে জেনোয়ার বন্দর ছাড়ল ডোরিয়ার ফ্লিট। সাপ্লাই বহনকারী জাহাজগুলো ছাড়াও ফ্লিটে আছে তিনটা ব্রিগেণ্টাইন আর ছয়টা ফেলুকা। এছাড়াও আছে ত্রিশ গ্যালির বিশাল বহর। প্রত্যেকটা গ্যালিই যুদ্ধের জন্য যথেষ্ট অস্ত্র আর লোকবলে সম্পূর্ণ সুসজ্জিত। এই ত্রিশটার মধ্যে পনেরোটি গ্যালি নিয়ে ডোরিয়ার নিজের কণ্টিনজেন্ট। বারোটি গ্যালি নিয়ে প্রসপেরোর নিয়াপলিটান স্কোয়াড্রন আর অবশিষ্ট তিনটি গ্যালির কমাণ্ডে আছে সম্রাটের অত্যন্ত বিশ্বস্ত ডন আলভারো ডি কারবাজাল।

যেহেতু একটা সুসংগঠিত ফ্লিট হাতে আছে, তাই ডোরিয়া চাইছে আলজিয়ার্সের উপর সর্বশক্তিতে ঝাঁপিয়ে পড়তে। তার

ইচ্ছা, আলজিয়ার্সে এমন মারাত্মক আঘাত হানবে যেন এক আঘাতেই খায়ের-আদ-দীনের রাজধানী তার দখলে চলে আসে। বারবারোসার রাজত্বকে এক লহমায় পঙ্গু করে দিতে চায় ডোরিয়া।

সৌভাগ্যবশত পথে একটা ফ্রেঞ্চ জাহাজের সঙ্গে তার দেখা হয়ে যায়। ফ্রেঞ্চ জাহাজটা থেকে খবর পাওয়া গেল যে, স্প্যানিশ ফ্লিটের আগমনের খবর বারবারোসার কানে পৌঁছে গেছে। অর্থাৎ ওদেরকে চমকে দিয়ে কাজ হাসিলের সুবিধা এখন আর নেই। একইসঙ্গে এটাও পরিষ্কার যে, কোর্সেয়ারদের হাতে একটা শক্তিশালী ও দক্ষ গুপ্তচর বাহিনী রয়েছে। ডোরিয়াদের অগ্রসরের খবর পেয়ে তাদেরকে উপযুক্ত অভ্যর্থনা জানাতে আলজিয়ার্সে সম্রাটের নৌবাহিনীর সমান বা বেশি শক্তির নৌবহর জড়ো করেছে বারবারোসা।

আলজিয়ার্স থেকে একশ' মাইল দূরে থাকতে এই খবরটা পেল ডোরিয়া। ফলে রণকৌশল নিয়ে কমাণ্ডারদের সঙ্গে আরেকবার আলোচনা করতে বাধ্য হলো সে। নিজের গ্যালি গ্রিফোন-এর টিবারনাকলে ছয় চিফ ক্যাপ্টেনকে তলব করল ডোরিয়া। তলবকৃতদের মধ্যে নেপলসের ক্যাপ্টেন জেনারেল হিসেবে সর্বোচ্চ মর্যাদাধারী ক্যাপ্টেন হচ্ছে প্রসপেরো। অন্যরা হচ্ছে জিয়ানেট্টিনো আর ফিলিপ্পিনো ডোরিয়া, লর্ড অভ মোনাকোর কাজিন গ্রিমাল্ডি, প্রসপেরোর পুরানো 'বন্ধু' লোমেলিনো ও ডন আলভারো ডি কারবাজাল।

ওদেরকে ডোরিয়া জানাল যে, তাদের অগ্রসর হওয়ার খবর পেয়ে গেছে কোর্সেয়াররা। তাই সরাসরি আক্রমণ করে সম্রাটের এই ফ্লিটকে আলজিয়ার্সদের তোপের মুখে ফেলতে চায় না সে।

স্পষ্টতই ডোরিয়ার দুই ভাতিজা তার বিপক্ষে কথা বলবে না। এমনকী লোমেলিনোও না। গ্রিমাল্ডির ইচ্ছা অবশ্য ভিন্ন। কিন্তু

ডোরিয়ার দল ইতিমধ্যেই ভারী হয়ে গেছে। কাজেই মনের কথা মনে রেখে দিয়ে ডোরিয়াকেই সমর্থন দিল সে। কিন্তু বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করতে প্রসপেরোর একমুহূর্তও দেরি হলো না। ও বলল, 'এই ফ্লিটকে লড়াইয়ে নামানোর ইচ্ছা না থাকলে সম্রাট আমাদেরকে এই অভিযানে পাঠাতেনই না।'

সঙ্গে সঙ্গে প্রসপেরোকে সমর্থন জানাল ডন আলভারো। মুর জাতির লোকদের মত কৃষ্ণ গাত্রবর্ণবিশিষ্ট লোক ডন আলভারো। বয়স প্রায় চল্লিশ। এ বয়সেই মাথায় টাকের আভাস দেখা দিয়েছে। উঁচু ভ্রুর কল্যাণে মনে হয় সবসময়ই তার চোখে প্রচ্ছন্ন রসিকতা খেলা করছে। এ-ই হচ্ছে ডন আলভারোর বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য। আর ভিতরে আমুদে, দিলখোলা লোক ডন।

যা হোক, প্রসপেরোকে ডন আলভারো সমর্থন দিলেও ডোরিয়ার দুই ভাতিজা আর লোমেলিনোর চেহারায় স্পষ্ট প্রকাশ পাচ্ছে বিপরীত মত। এবং নিরপেক্ষ অবস্থানে গ্রিমাল্ডি। তাদের সবাইকেই এক পলকে দেখে নিল ডন আলভারো। অবস্থা দেখে তার মুখে ফুটে উঠল বিদ্রূপের হাসি।

তবে অ্যাডমিরাল ডোরিয়া ধৈর্যহারা হলো না। সে বলল, 'লড়াইয়ের বিভিন্ন ধরন আছে। কখনো লড়াই এড়ানো কাপুরুষতা। আবার কখনো চোখ বুজে লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়। যেহেতু তোমরা সবাই লড়াকু সেনা, তাই তোমাদেরকে বলে দেয়ার দরকার নেই যে কখন কোন্‌টা করতে হয়।'

তখন প্রসপেরো বলল, 'আমি বলছি না যে চোখ বন্ধ করে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।'

'তাহলে বলতে চাইছ, তুমি কাপুরুষের মত পালাবে?' ফোড়ন কাটল জিয়ানেট্টিনো।

লম্বা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে প্রসপেরো মনে মনে ভাবল, ডোরিয়াদের এই 'বাচ্চা-কাচ্চাদের' সঙ্গে শান্তি বজায় রেখে চলা

প্রায় অসম্ভবের কাছাকাছি একটা কাজ। তবে মুখে শুধু বলল, 'অমন কিছু করলে সবাই জানতে পারবে।'

ডোরিয়া বলল, সে খবর পেয়েছে, কোর্সেয়ার ক্যাপ্টেনদের ডেকে পাঠিয়েছে বারবারোসা। তাদের মধ্যে শার্শেল থেকে ডাকা হয়েছে ডোরিয়ার পুরানো 'বন্ধু' দ্রাগুতকে, জার্বি থেকে ডাকা হয়েছে খ্রিস্টানদের পরম শত্রু সিনান রেইজকে। একে অনেকেই জাদুকর বলে সন্দেহ করে। কারণ ক্রসবো নিয়ে অসম্ভব সব অ্যাঙ্গেল থেকে অসাধারণ সব শট নিতে পারে সে। আর ডাকা হয়েছে আয়াদিন-কে। তাকে স্প্যানিশরা চাচা ডায়াবলো নামে ডাকে।

প্রসপেরো বলল, 'তাহলে, এই রিইনফোর্সমেন্ট বারবারোসার নাগালে পৌঁছার আগেই আমাদের ওদিকে যেতে হবে।'

মাথা নেড়ে ডোরিয়া বলল, 'আমার উৎস বলছে, ইতিমধ্যেই যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করে ফেলেছে বারবারোসা।'

তখন তর্কে যোগ দিল ডন আলভারো। বলল, 'কিন্তু ওদের শক্তি আমাদের চেয়ে বেশি, এমন কোন খবর কিন্তু আমরা পাইনি।'

'ঠিক। কিন্তু ওই জাহাজগুলোকে পেছন থেকে সাহায্য করবে দুর্গের কামান।'

জবাবে প্রসপেরো বলল, 'আমাদের অস্ত্রভাণ্ডারের সক্ষমতা ওদের থেকে বেশি।' তারপর সুর পরিবর্তন করে বলল, 'খ্রিস্টান মূল্যবোধ নিয়ে বাজি ধরা হয়েছে। মাঠে নেমে লড়াই থেকে পিছিয়ে যাওয়া মানে অপমান মাথা পেতে নেয়া। এবং স্বীকার করে নেয়া যে, কোর্সেয়াররাই এই সাগরের রাজা।'

তখন কথা বলতে চাইল ফিলিপ্পিনো। 'শুনুন সবাই...'

কিন্তু তার কথা সম্পূর্ণ করতে দিল না প্রসপেরো। ও বলে চলল, 'আন্দালুসিয়ান মুররা বারবারোসাকে তাদের ত্রাতা বলে

ভাবে। কিন্তু কোন ক্যাস্টিলিয়ান (অর্থাৎ স্প্যানিশ) জাহাজ ওদেরকে চ্যালেঞ্জ করে দেখেনি যে কীভাবে চ্যালেঞ্জের জবাব দেয় বারবারোসা। ওর হাতে প্রায় সত্তর হাজার স্প্যানিশ নাগরিক প্রাণ হারিয়েছে। এমনকী এখনও ওর হাতে বন্দি দাস হিসেবে মানবেতর জীবন যাপন করছে প্রায় সাত হাজার খ্রিস্টান। কাজেই এখন পিছিয়ে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে বারবারোসার বিদ্রূপের পাত্র হওয়া আর ওর ঔদ্ধত্য আরো বাড়িয়ে দেয়া।'

'খোদার কসম, দারুণ বলেছ। প্রসপেরোর উচ্চারিত প্রতিটা শব্দ সত্য, ডন অ্যাডমিরাল। মাই লর্ড, আমাদের পিছানোর কোন উপায় নেই,' বলল ডন আলভারো।

গম্ভীর কণ্ঠে অ্যাডমিরাল ডোরিয়া বলল, 'পিছিয়ে যাওয়ার চিন্তা আমিও করছি না। ভাবছি আগে ওই রিইনফোর্সমেন্টের একটা ব্যবস্থা করা দরকার। কারণ মূলত এদের উপরই নির্ভর করে বারবারোসা। কাজেই ওদের প্রত্যাশা মত, আলজিয়ার্সের উপর আক্রমণ না করে আমরা শার্শেলে দ্রাগুতের উপর মরণ আঘাত হানতে পারি। আপনাদের কী মত?'

প্রশ্নটা সবাইকে করা হলেও ডোরিয়া তাকিয়ে রইল প্রসপেরোর চোখের দিকে। কাজেই জবাবও দিল প্রসপেরো। বলল, 'প্রাথমিকভাবে এই চিন্তার বিপক্ষে আমি নই।'

'অশেষ মেহেরবানি তোমার, মহান ঈশ্বর,' বিদ্রূপ করল ফিলিপ্পিনো।

স্বস্তির হাসি হেসে ডন আলভারোও বলল, 'আমিও ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ডন প্রসপেরোর সঙ্গে আমিও একমত। আক্রমণ করলে চরম আক্রমণ করা দরকার, যাতে এই কুকুরগুলো চিরতরে বুঝে নেয় এই সাগরের আসল প্রভু কে। কে এখানে রাজত্ব করে?'

'সেজন্যই বলছি, আমি কোন ঝুঁকি নেব না। এবং তোমরা

কেউ এ ব্যাপারটাকে হালকাভাবে নাও, তাও আমি আশা করি না। যাক, তাহলে সিদ্ধান্ত হচ্ছে আমরা শার্শেলেই আক্রমণ করব।'

সিদ্ধান্ত হয়ে গেল। কাজেই আলজিয়ার্সের চিন্তা বাদ দিয়ে শার্শেলের দিকে ঘুরিয়ে নেয়া হলো বহরের মুখ। কিন্তু ওখানে দ্রাগুতকে খুঁজতে গিয়ে বিফল হলো ওরা। কারণ আগেই আলজিয়ার্সের পথে রওনা হয়ে গেছে সে। উপকূল ঘেঁষে দলবল নিয়ে এগুচ্ছে দ্রাগুত। ফলে অপেক্ষাকৃত গভীর সমুদ্র ধরে এগিয়ে চলা ডোরিয়া বাহিনী মিস করল তাকে।

আবার ওয়ার কাউন্সিলের মিটিং ডাকা হয়েছে। কাউন্সিলে দাঁড়িয়ে দৃঢ়ভাবে প্রসপেরো বলল, 'অতি সতর্কতার কারণেই আমরা গভীর সাগর দিয়ে চলেছি। তাতে হারিয়েছি দ্রাগুতকে। নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, এতক্ষণে নিজের বাহিনী নিয়ে বাররারোসার সঙ্গে যোগ দিয়ে ফেলেছে দ্রাগুত। আমাদের পক্ষে আগে যা সম্ভব ছিল এখন আর তাও সম্ভব হবে না।'

ডন আলভারো তখন বলল, 'অতি সতর্কতা অযৌক্তিক না। কিন্তু এবারের ফলাফল আমাদের পক্ষে যায়নি। ওই কোর্সেয়ার কুত্তাগুলোর সামান্য ঘেউ-ঘেউ শুনেই আমরা নিশ্চয়ই লেজ গুটিয়ে পালাব না। আমি হাসি-ঠাট্টা করতে পছন্দ করি, কিন্তু কারো উপহাসের পাত্রে পরিণত হতে পছন্দ করি না। এখন ফিরে গেলে সম্রাট আপনাকে মোটেও ধন্যবাদ জানাবে না, মাই লর্ড ডিউক।'

ডন আলভারোর কথা শুনে একদম ঠাণ্ডা মেরে গেল ডোরিয়া। দুই ভাগ্নেকে পিছনে নিয়ে নির্বাক দাঁড়িয়ে রইল সে। জানালার কাছে গিয়ে মাইলখানেক দূরের রুক্ষ উপকূলের দিকে তাকিয়ে রইল সে। ওখানেই দাঁড়িয়ে আছে তাদের ফ্লিট। পিছনে দেখা যাচ্ছে দিজাবেল সৌমা আর বনী মানাসার পাহাড়ে জন্মে থাকা খেজুর, জলপাই আর কমলা গাছ। আর দেখা যাচ্ছে গাছের

BG & MAH

ছায়ায় দাঁড়িয়ে থাকা সাদা রং করা বর্গাকৃতির বাড়িগুলোকে।

বেশ কিছুক্ষণ ওদিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে মুখ খুলল ডোরিয়া। বলল, 'ডন আলভারো, ওই যে শার্শেল দেখা যাচ্ছে। কোর্সেয়ার ডাকাতদের সাপ্লাই পাঠানোর গুরুত্বপূর্ণ একটা বন্দর। ওদের এই আস্তানা আর বাড়তে দেয়া হবে না। এই শহর ধ্বংস করাটা হবে একটা সত্যিকারের কাজের কাজ।'

তখন প্রসপেরোর মুখে ফুটে উঠল মৃদু বিদ্রূপের হাসি। ওকে হাসতে দেখে বিস্ময় ফুটে উঠল জিয়ানেট্টিনোর মুখে। একবার প্রসপেরোর দিকে, তারপর ডন আলভারোর দিকে বোকা-বোকা দৃষ্টিতে তাকাল সে। বেকুবের মত মুখ করে সে প্রশ্ন করল, 'হাসছ কেন?'

প্রসপেরোর হাসি আরো চওড়া হলো। ও বলল, 'সিংহ শিকার করতে বেরিয়ে ইঁদুর শিকার করতে চলেছি আমরা, তাই।'

এই এক খোঁচাই ছিল যথেষ্ট। কিন্তু সেটাকে আরো তীক্ষ্ণ করে দিল নিজের উরুর উপর ডন আলভারোর চটাশ করে মারা একটা চাপড়। বলা হয়নি, প্রসপেরো আর ডন আলভারোর মধ্যে নীরবেই একটা সহানুভূতি আর বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে।

ওদের বক্তব্যকে বুদ্ধিহীন দুই উন্মাদের কথা ধরে নিয়ে মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলল জিয়ানেট্টিনো। এবং নিজে খাঁটি গর্দভের মত ধরে নিল, পুরো ব্যাপারটাই ওই দু'জনের চিন্তার ক্ষমতার বাইরে।

অতীতের নানা ঘটনা সত্ত্বেও ডোরিয়ার প্রতি স্পষ্ট একটা শ্রদ্ধা ও সমীহ কাজ করত প্রসপেরোর ভিতর। কারণ ডোরিয়া সত্যিই একজন অত্যন্ত সাহসী ও কুশলী মানুষ। শক্তি, নিয়ন্ত্রণ আর তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তার দারুণ মিশেল আছে তার ভিতর। তবে তার দুই ভাতিজার কাছে প্রসপেরো সবসময়ই স্রেফ একজন শত্রু, যাকে যে-কোন মূল্যে দমন করতে হবে। যা হোক, নিজেকে সংযত করল প্রসপেরো। তারপর শার্শেলে আক্রমণের ব্যাপারে গাম্ভীর্যের

সঙ্গে নিজের মত দিল ও। শীতল কণ্ঠে বলল, 'এটা সভ্য মানুষের আচরণ হবে না।'

জবাবে ডোরিয়ার বদলে জিয়ানেট্টিনো বলল, 'আমরা এখানে সভ্য হতে আসিনি। নিজেকে তুমি খুব গুরুত্বপূর্ণ মানুষ ভাবো, মেসার প্রসপেরো। তাই নিজের মত অন্যদের উপর চাপিয়ে দিতে চাও। কিন্তু এবারে আমার চাচার সিদ্ধান্তটাই ঠিক। ভেবে দেখো।'

ডোরিয়ার দিকে ফিরে প্রসপেরো তখন বলল, 'কোর্সেয়ার ডাকাতগুলোর সঙ্গে লড়তে এখানে এসেছি আমরা। নিজেদের ভিতর রেষারেষি করতে নয়। আমি আমার ফ্ল্যাগশিপে ফিরে যাচ্ছি। ওখানেই অ্যাডমিরালের হুকুমের জন্য অপেক্ষা করব।'

প্রসপেরোর সিংহ আর ইঁদুরের কৌতুক বেশ ভালই আঘাত দিয়েছে ডোরিয়াকে। সম্ভবত সে কারণেই জিয়ানেট্টিনোকে বাধা দিল না সে। এবং যখন সে মুখ খুলল, তখনও তার কর্কশ কণ্ঠে প্রকাশ পেল গাম্ভীর্য। প্রসপেরোকে বলল, 'তুমি এখানেই অপেক্ষা করবে। তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি আর আপনাকেও, ডন আলভারো, এই অভিযানের দায়িত্ব ও কমাণ্ড দুটোই আমার উপর ন্যস্ত।'

ডন আলভারো একবার বাউ করে সকৌতুকে চোখ টিপে বলল, 'ক্ষমা করবেন, অ্যাডমিরাল, আমি ভেবেছিলাম আপনি বুঝি আমাদের মতামত জানতে চাইছিলেন।'

'হ্যাঁ, মতামত জানতে চেয়েছি, সিদ্ধান্ত নয়। কীভাবে কী করতে হবে সেই বিষয়ে আপনাদের কিছু বলার থাকলে কৃতজ্ঞতার সঙ্গেই আমি শুনব,' বলে প্রসপেরো আর ডন আলভারোর মুখের দিকে প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে চাইল ডোরিয়া।

মাথা নেড়ে ডন আলভারো বলল, 'লড়াইয়ের কৌশল ঠিক করার ব্যাপারে অ্যাডমিরালের সিদ্ধান্তকেই আমি প্রাধান্য দেব।'

BG & MAH

আর প্রসপেরো বলল, 'যেমনটা মনে করিয়ে দিলেন, অ্যাডমিরাল, দায়-দায়িত্ব সব আপনার।'

একটু হেসে ডোরিয়া বলল, 'কাজ করার চেয়ে বিচার বিশ্লেষণ করা অনেক সহজ। চলো, কাজ শুরু করা যাক।'

এরপর খুব দ্রুত আক্রমণের ছক কেটে ফেলল ডোরিয়া। ডন আলভারো আর প্রসপেরোকে যার-যার দায়িত্বও বুঝিয়ে দিল। তারপর কাউকে আর কোন প্রশ্ন তোলার সুযোগ না দিয়ে যার-যার জাহাজে চলে যাওয়ার হুকুম করল ডোরিয়া।

জাহাজে যাওয়ার জন্য একসঙ্গে নৌকায় উঠল দুই ক্যাপ্টেন। নিজের বিরক্তি স্পষ্টভাবে প্রকাশ করল ডন আলভারো। প্রসপেরোকে সে বলল যে, নিজের মান মর্যাদা নিয়ে ডোরিয়ার অতি সচেতনতাই তার পতনের কারণ হবে।

প্রসপেরো বলল, 'শার্শেলে হামলা করার পরই তা হবে বলে আমার মনে হচ্ছে।'

আলভারো বলল, 'তাহলে তো বলতে হয় সর্বনাশের ষোলোকলা পূর্ণ হতে চলেছে।'

গম্ভীরভাবে আলভারোর কথায় সায় দিল প্রসপেরো। ব্যাপারটায় একটা কৌতুক খুঁজে পেল প্রসপেরো। আজ ডোরিয়ার যে তিরস্কারে ওর মন খারাপ হয়েছে, কয়েকদিন আগে হলে এই তিরস্কারেই মহা আনন্দ পেত সে। কারণ, শার্শেলে আক্রমণটা হবে বোকামির চূড়ান্ত। অথচ সেটাই করতে যাচ্ছে ডোরিয়া। আগের সময় হলে ডোরিয়াকে ও উৎসাহই দিত। কারণ তাতে ওর প্রতিশোধ নেয়ার ইচ্ছা পূর্ণ হত। আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে, শার্শেলে আক্রমণ করে ওরা সফল হতে পারলেও তাতে কোন সম্মান থাকছে না। অপরপক্ষে ওদের আক্রমণ যদি ব্যর্থ হয় তা যে অসম্মান বয়ে আনবে সেটা কখনোই পূরণ হওয়ার নয়। খায়ের-আদ-দীনের আক্রমণে ডোরিয়া ধ্বংস হওয়ার আগেই

ধ্বংস হবে তার মান-সম্মান।

তপ্ত আগস্টের প্রায় দুপুর। মাথার উপর উদার হাতে তাপ বিলিয়ে যাচ্ছে আফ্রিকার সূর্য। ক্রমেই চড়ছে তাপমাত্রার পারদ। শার্শেল বন্দরের মুখে দাঁড়িয়ে আছে স্প্যানিশ ফ্লিট। গভীর পানি কেটে অনায়াসেই বন্দর পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে যে-কোন জাহাজ। এমনকী আক্রমণকারী জাহাজকে বাধা দেয়ার জন্য ওখানে পর্যাপ্ত জাহাজ বা সেনাদলও নেই। দুয়েকটা জাহাজ যা-ও বা ছিল স্প্যানিশ ফ্লিটের দেখা পাওয়া মাত্রই সব লেজ তুলে ভেগেছে। হয়তো বন্দি হওয়ার হাত থেকে নিজেদের জাহাজ বাঁচাতে অথবা সাহায্য আনতে গেছে ওগুলো। জাহাজে বসে থেকেই ওরা শুনতে পাচ্ছে, বন্দর থেকে ভেসে আসা ট্রাম্পেট আর ড্রামের শব্দ। শব্দগুলো সাহায্যকারীদের ডাকছে। আর আশ্রয়প্রার্থীদের ডাকছে আশ্রয় নেয়ার জন্য। দেখা যাচ্ছে, লোকজন তাদের ছাগল, গাধা, আবার কেউ তাদের উট নিয়ে ছুটে যাচ্ছে দুর্গের দেয়ালের ভিতর নিরাপত্তা খুঁজতে। যেহেতু শহরে নিরাপত্তা প্রাচীর তেমন একটা নেই তাই বেশিরভাগ লোকই ছুটছে দুর্গের দিকে।

শহরকে কামানের পাল্লায় পাওয়ার পর ওদিকে গোলাবর্ষণ শুরু করার হুকুম করল ডোরিয়া। শার্শেলের পিছনে পাহাড়ে পাহাড়ে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে এল তার কামানের হুঙ্কারের আওয়াজ। একইসঙ্গে দুর্গ থেকেও শুরু হলো প্রতিপক্ষের ফিরতি গোলাবর্ষণ। ওরা গোলাবর্ষণে একটু বিরতি দিতেই তীরে বারোশ' সৈন্য নামাল অ্যাডমিরাল ডোরিয়া, যাদের মধ্যে পাঁচশ' জেনোয়িস সেনা, চারশ' স্প্যানিশ আর বাকি তিনশ' সেনা নামানো হলো প্রসপেরোর নিয়াপলিটান ফ্লিট থেকে। ওদেরকে দুই ডিভিশনে ভাগ করে পাঠানো হয়েছে। জেনোয়িস আর স্প্যানিশদেরকে পাঠানো হয়েছে জিয়ানেট্টিনোর অধীনে। আর নিয়াপলিটান সেনাদেরকে পাঠানো হয়েছে প্রসপেরোর অধীনে।

BG & MAH

স্থল সেনা মোতায়েন করতে দেখে একদম হতভম্ব হয়ে যায় শার্শেলের দায়িত্বে থাকা তুর্কি অফিসার আলিকট কারামানলি। এমন কিছু সে আশাই করেনি। তাই নিজের প্রায় সমস্ত ট্রুপ আর সাধারণ মানুষকে দুর্গের ভিতর আশ্রয় দিয়েছে। ফলাফল, স্থলপথে বন্দরে আক্রমণ হলে তা ঠেকানোর মত ব্যবস্থা নেই। অবশ্য তার একজন অফিসারের অধীনে চারশ'র মত জানিসারি সেনা নিয়োজিত করে রেখেছে শহরের নিচের দিকে নিরাপত্তার জন্য (জানিসারি: তুর্কি অটোমান সাম্রাজ্যের এলিট সেনাদল। শিশু বয়সে খ্রিস্টান পরিবার থেকে সংগৃহীত শিশুদেরকে মুসলিম রীতিনীতি শিক্ষা দিয়ে মুসলিম হিসেবেই বড় করা হত। পরে যোগ্যতা অনুসারে তাদেরকে প্রশাসনিক কাজে বা সম্রাটের বিশেষ বডিগার্ড বা এলিট সেনা হিসেবে প্রশিক্ষিত করা হত।)। কারণ সে এতটুকু আন্দাজ করেছিল যে, সৈন্য-সামন্ত নিয়ে দুর্গের পুরু দেয়ালের আড়ালে লুকিয়ে থাকলে পরে শত্রুর দয়ার উপর তাদের বেঁচে থাকা নির্ভর করবে। শত্রুপক্ষকে খানিকক্ষণ ব্যস্ত রাখাও ছিল নিচে সামান্য কিছু সৈন্য পাঠানোর অন্যতম একটা কারণ। তবে কারণ যা-ই হোক, এই সামান্য সেনা নিয়ে বিরাট কিছু করে ফেলার আশা কেউই করেনি।

ওদিকে জেনোয়িস আর স্প্যানিশদের নিয়ে প্রথমে তীরে নেমেছে জিয়ানেট্টিনো। সে-ই জানিসারিদের প্রথম ধাক্কা সামলাচ্ছে। তবে ওদের সঙ্গে যোগ দেয়নি প্রসপেরো। সে তার সেনাদের নিয়ে স্বাধীনভাবে কাজ শুরু করে। আরাকুইবাসিয়ারদের নিয়ে ও ঝাঁপিয়ে পড়েছে তুর্কিদের আরেকটা সেনাদলের উপর। এই ধাক্কায় তুর্কিদের অর্ধেক সেনা মারা পড়ে আর নিহত হয় দলটার কমাণ্ডার। ভগ্ন মনোবল নিয়ে অনিয়ন্ত্রিত ও বিশৃঙ্খলভাবে দুর্গের দিকে পালাতে শুরু করে তারা।

তীরে প্রায় শতখানেক জেনোয়িস সেনা হারিয়েছে

জিয়ানেট্টিনো। তাই পলায়নরত তুর্কিদের ধাওয়া করে প্রতিশোধ নেয়ার জন্য সারমিয়েন্টো নামে একজন অফিসারের অধীনে স্প্যানিশ কনটিনজেন্টকে পাঠাল সে।

এদিকে খবরাখবর আনা-নেয়ার জন্য দুয়েকটা গ্যালি থেকে গেলেও দুর্গের উপর গোলাবর্ষণের উদ্দেশ্যে গভীর সাগরের দিকে চলে গেছে মূল স্প্যানিশ কনটিনজেন্ট। আর রয়ে যাওয়া গ্যালিগুলোতে আহতদেরকে পাঠানোর কাজ তদারক করতে পিছনে রয়ে গেছে জিয়ানেট্টিনো।

যা হোক, জল-স্থল উভয় দিক থেকে দ্বিমুখী আক্রমণ করে ডোরিয়া আশা করছে খুব দ্রুতই একটা ইতিবাচক ফল অর্জন করতে পারবে সে। বলার অপেক্ষা রাখে না, জাহাজ থেকে গোলাবর্ষণ শুরু করার পর দুর্গ থেকেও পাল্টা গোলাবর্ষণ শুরু হয়। কামানের শব্দে প্রকম্পিত হয়ে ওঠে শার্শেলের আকাশ বাতাস। তবে, যেহেতু দুর্গের দেয়ালগুলো ভীষণ মজবুত তাই ওদের তেমন একটা ক্ষয়ক্ষতি হয়নি।

অপরদিকে তুর্কি বাহিনী পাল্টা গোলাবর্ষণ শুরু করলেও ওদের হাতে গোলাবারুদের মজুত সামান্য। ফলে ওরাও ডোরিয়াদের তেমন একটা ধাক্কা দিতে পারল না। কিন্তু, যেহেতু স্থলভাগে একদল সেনা পাঠানো হয়েছে, তাই একটা ফলাফল আশা করা যেতেই পারে।

এই যখন অবস্থা তখন স্থলভাগে অবস্থানকারী দুই কমাণ্ডার জিয়ানেট্টিনো আর প্রসপেরোর সামনে নতুন এক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। শহরের প্রান্তের দিকের ছোট একটা দুর্গের পরিখার পাশে পৌঁছেছে জিয়ানেট্টিনো আর প্রসপেরোর সেনাদল।

ঠিক তখনই দুর্গের উঁচু দেয়ালের ভিতর থেকে ভেসে এল একদল মানুষের সম্মিলিত আর্তনাদ, 'যিশুর কসম, আমাদের বাঁচাও।'

জিয়ানেট্টিনোর কানেও পৌঁছেছে ওই আর্তনাদ। ও জিজ্ঞেস করল, 'চিৎকার করে কে?'

ওর এক অফিসার বলল, 'সম্ভবত বন্দি খ্রিস্টান দাসেরা। হয়তো ক্রুসেডের সময় ওদের বন্দি করা হয়েছে।'

কিন্তু এত সহজে কিছু বিশ্বাস করা জিয়ানেট্টিনোর প্রকৃতিতেই নেই। ও বলল, 'কিন্তু এটা যে বদমাশ তুর্কিগুলোর পাতা ফাঁদ নয়, তা কীভাবে বুঝব? ওরা হচ্ছে খোদ শয়তানের দোসর।'

ওদিকে ওই বেচারারা আর্তনাদ করেই চলেছে। সেই আর্তনাদ জিয়ানেট্টিনোর কান ভেদ করে অন্তর পর্যন্ত না পৌঁছলেও ওই তরুণ অফিসারের হৃদয়ে গিয়ে বিঁধেছে। সে বলল, 'পরিখায় পানি নেই। আর ওই দেয়ালও সহজেই টপকানো সম্ভব।'

জবাবে জিয়ানেট্টিনো বলল, 'দাঁড়াও। গার্ডরা বন্দিদের ফেলে এভাবে পালাবে তা আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। আর যদি ভিতরে গার্ড থাকেই তাহলে আমরা ওই দেয়াল টপকালে কী অবস্থা হবে ভেবেছ? কোন তুর্কি ফাঁদে পা দেয়ার ইচ্ছা আমার নেই।'

ঠিক তখনই এসে পৌঁছল প্রসপেরো। জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে?' ওর কানেও গেছে ওই লোকগুলোর আর্তনাদ। জবাবে ওদের ধারণা আর অন্ধের মত দুর্গের ভিতরে নামার পরিণতি কী হতে পারে সেই সম্বন্ধে নিজের অভিমতটাও জানিয়ে দিল জিয়ানেট্টিনো।

প্রসপেরো তখন বলল, 'মনে হচ্ছে, আমাদের উপর আক্রমণ করতে বন্দিদের ফেলে চলে গেছে দুর্গের গার্ডরা। আমি ভিতরে যাচ্ছি।'

'তাহলে ওপরের দুর্গে আক্রমণের কী হবে?'

'এখানে আমাদের খ্রিস্টান ভাইয়েরা বন্দি আছে। আগে ওদের মুক্ত করে নিই।'

রুক্ষ কণ্ঠে প্রসপেরোকে জিয়ানেট্টিনো মনে করিয়ে দিল,

'অ্যাডমিরালের স্পষ্ট হুকুম অমান্য করছ তুমি।'

জবাবে প্রসপেরো বলল, 'অ্যাডমিরাল নিজে এখানে থাকলে তিনিও তাঁর হুকুমে এই পরিবর্তনই করতেন।'

একমুহূর্ত চিন্তা করে জিয়ানেট্রিনো ভবিষ্যদ্বাণী করল, 'হুকুম অমান্য করার এই প্রবণতার কারণে একদিন ভয়াবহ বিপদে পড়বে তুমি। সেটা এমনকী আজকেও হতে পারে।'

প্রসপেরো বলল, 'না-ও হতে পারে। তবে যা হবে বলে নির্ধারিত হয়ে গেছে, তা হবেই।'

ব্যঙ্গাত্মক বাউ করে জিয়ানেট্রিনো বলল, 'শুভ কামনা রইল।' তারপর নিজের দলকে নিয়ে ওপরের দুর্গের পথে রওনা হয়ে গেল সে।

নিজের সেনাদেরকে সামনের দুর্গের দিকে নিয়ে গেল প্রসপেরো। তারপর সেখানে একডজন গানপাউডারের ফ্লাস্ক উপুড় করে সেটায় আগুন ধরিয়ে দিতেই বিস্ফোরণ, 'বুম'। তারপরও পাল্লার কিছুটা অবশিষ্ট রয়েই গেল। তখন কিছু বর্শা একত্র করে একটা ব্যাটারিং র‍্যাম বানিয়ে তা দিয়ে ধাক্কা মেরে গুড়িয়ে ফেলা হলো বাকিটা।

দুর্গের ভিতর কোন ফাঁদ পাতা নেই। প্রসপেরো যা আশা করেছিল তা-ই পেল। দুর্গের উঠানে পৌঁছে দেখল বোল্ট আর প্যাডলকের সাহায্যে আটকানো আছে হালকা একটা দরজা। তবে হালকা-পলকা ওই দরজা ভেঙে ফেলা কোন ব্যাপারই না।

উঠানের সার্বিক অবস্থাকে এক কথায় বলা উচিত ভয়াবহ। ভর দুপুরের খাড়া সূর্যালোক অকৃপণ হাতে উত্তাপ বিলিয়ে যাচ্ছে। সূর্যের তাপে মনে হচ্ছে মগজ গলে বেরিয়ে আসবে। বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষরাই ওই তাপ সইতে পারছে না, চার দেয়ালের ভিতর গুমট পরিবেশে বন্দিদের অবস্থা সহজেই অনুমেয়। বন্দিদের গায়ে পোশাক যা আছে তা না থাকারই

নামান্তর। ওদের ঘাম ও নানা ময়লা মিলে যে ভয়াবহ দুর্গন্ধ ওখানে তৈরি হয়েছে তা এক কথায় অসহ্য। তার উপর সূর্যের উত্তাপে তা আরো ছড়িয়ে পড়ছে। দুর্গন্ধে উদ্ধারকারীদের অবস্থাও শোচনীয়।

ওদিকে বন্দিদশা থেকে উদ্ধারের আশা পেয়ে খুশিতে আত্মহারা হয়ে গেছে বন্দিরা। আনন্দে কেউ হাসছে, কারো আবার চোখে পানি। উদ্ধারকারীদের যারা হাতের নাগালে পাচ্ছে, কেউ পিঠ চাপড়ে দিচ্ছে, কেউ আবার তাদের ঘাড়ে হাত দিয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে। বন্দিদের প্রত্যেকেই পুরুষ। সবার মুখ-মাথা ভর্তি নোংরা ও এলোমেলো চুল-দাড়ি। তাদের অনেকেই আহত। এমন কাউকে খুঁজে পাওয়া মুশকিল যার পিঠে লাঠি, চাবুকের আঘাতের দাগ নেই।

চোখের সামনে ওদের এই করুণ হাল দেখে স্তম্ভিত ও বাকরুদ্ধ হয়ে গেছে প্রসপেরো। রাগে ওর সারা গা কাঁপছে। কারণ এই বন্দিদের বেশিরভাগই ভদ্র ঘরের লোক। যারা ওদের জানোয়ারের হাল করেছে তাদের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ দানা বাঁধল ওর ভিতর। প্রায় নয়শ' জনকে এই কয়েদখানায় বন্দি করে রাখা হয়েছে। প্রায় সব বয়সের, সব শ্রেণীর ও বিভিন্ন দেশের লোকজন আছে এখানে। স্পেন সম্রাটের হুকুমে আগের বার যারা এখানে অভিযান চালাতে এসেছিল, ওই দলের জীবিত প্রায় সবাইকেই পাওয়া গেল এখানে। এমন অপ্রত্যাশিতভাবে মুক্তি পাওয়ায় খুশিতে আত্মহারা হয়ে প্রসপেরোদের চারপাশে নেচেকুঁদে একাকার হয়ে গেল লোকগুলো। ওরা একটু শান্ত হলে পরে ওদের ভিতর শৃঙ্খলা আনার কাজে মন দিল প্রসপেরো। ওদেরকে দুই দলে ভাগ করে নিল ও। একদলকে রাখল ওর সেনাদলের সামনে। আর অপর দলটাকে জায়গা দিল সেনাদলের পিছনে। তারপর ওদেরকে নিয়ে গেল বন্দরে অপেক্ষারত গ্যালিগুলোর

বইঘর.কম

কাছে।

ওদের বেশিরভাগই গ্যালিতে আশ্রয় নিতে পেরে স্বস্তি পেয়েছে। কিন্তু অনেকে আবার এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতাও করল। তারা সদ্যপ্রাপ্ত স্বাধীনতা উদ্‌যাপন করতে চাইল তুর্কিদের উপর প্রতিশোধ নিয়ে। কিন্তু ওদের দাবি প্রসপেরোর কাছে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হলো না। ফলে বাধ্য হয়ে ওদের উপর জোর খাটাতে হলো। তখন অকৃতজ্ঞ দলটার ভিতর থেকে তীব্র অসন্তোষের গর্জন উঠল যে, ওরা এক বন্দিকর্তার হাত থেকে আরেক বন্দিকর্তার হাতে এসে পড়েছে। ওদের বন্দিদশার কোন পরিবর্তন হয়নি। এরপর দল থেকে আলাদা হয়ে গেল প্রায় একশ' জনের মত সাবেক বন্দি। উদ্দেশ্য দুর্গে আক্রমণকারী স্প্যানিশ সেনাদের সঙ্গে ওরাও লড়াইয়ে যোগ দেবে। হাতিয়ারের প্রশ্ন উঠলে তারা জবাব দিল, লড়াইয়ের ময়দানে অনেক অস্ত্র পড়ে আছে। যারা পারবে সেগুলো নেবে। আর বাকিরা নিজেদের পায়ে বাঁধা শেকল দেখিয়ে বলল সেগুলোকেই ওরা অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করবে।

তুর্কিদের জন্য প্রসপেরোর আফসোস হতে লাগল। কারণ যারাই এই দলটার হাতে পড়বে তাদের অবস্থা আক্ষরিক অর্থেই শোচনীয় হয়ে যাবে। সেইসঙ্গে ও ভাবল, ভালই হয়েছে। জিয়ানেট্রিনোর শক্তি আরেকটু বাড়ল। কিছু নতুন সেনা হাতে পেলে খুশিই হবে সে।

ওদিকে জিয়ানেট্রিনোর সেনাদল অরক্ষিত শহরটাকে পেয়ে নিজেদেরকে শার্শেলের হর্তাকর্তা-বিধাতা ভেবে নিয়েছে। সেনাবাহিনীর সাধারণ শৃঙ্খলা ভুলে মত্ত উল্লাসে লুটপাটে লেগে পড়েছে তারা। এমনকী জিয়ানেট্রিনোও ওদেরকে থামানোর প্রয়োজন বোধ করেনি। ওর মতে যত বেশিক্ষণ ধরে দুর্গের উপর গোলাবর্ষণ চলে ততই ভাল। এতে দুর্গবাসীরা আরো দুর্বল হয়ে

পড়বে।

ওদিকে সাবেক বন্দিরা শহরে এসে জিয়ানেট্রিনোর লোকদের এভাবে লুটপাট করতে দেখল। ফলে ওরাও নিজেদের লক্ষ্য ভুলে গেল। সবাই মিলে লেগে পড়ল লুটপাটে। নিজেদের ওরা এই বলে বুঝ দিল যে, চরম নিষ্ঠুর বন্দিজীবন যাপনের পর স্বয়ং স্রষ্টা ওদের সামনে এই 'উপহার' তুলে ধরেছে। তাই 'শয়তানের চ্যালা' তুর্কিদের জীবন নেয়ার চেয়ে শহরের ধনী লোকগুলোর ধনসম্পদ লুটপাট করাটাই বেশি বুদ্ধিমানের কাজ। আর অনেকদিন ধরে এখানে বন্দি থাকার কারণে শহরের কোথায় কোথায় দামি সব সম্পদের মজুত আছে সে সম্বন্ধে ওদের ধারণা ছিল। ফলে লুটপাটকারী সেনাদের গাইড হয়ে গেল সাবেক বন্দিরা। স্রেফ লুটেরায় পরিণত হয়ে রাস্তা থেকে হাওয়া হয়ে গেল জিয়ানেট্রিনোর সেনাবাহিনী। এমনকী শহর ছাড়িয়েও এগিয়ে গেল অনেকে। কারণ ওদিকে অতি ধনীদের কিছু বসত আছে। ওই মুসলিম ঘরগুলোতে মদ নেই বটে, কিন্তু স্বর্ণ, রত্ন আর মূল্যবান সিল্কের অভাব নেই। আর আছে সুন্দরী নারী। এসব দেখে সৈন্যদের মন থেকে হাওয়ায় উবে গেল শৃঙ্খলা আর নৈতিকতার শেষ বিন্দুটাও।

বাজারের পাশে পঞ্চাশ-ষাটজনের একটা দল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে জিয়ানেট্রিনো। এই ক'জন ওর পাশে আছে, কারণ তারা যতটুকু বইতে পারবে ততটুকু লুটপাট সেরে নিয়েছে। আর তুর্কিদের ফেলে যাওয়া রাস্তার পাড়ের খোলা দোকান থেকে অদ্ভুত ধরনের মিষ্টি জাতীয় খাবার খেয়ে একটু অসুস্থও বোধ করছে।

ওদিকে উদ্ধার করা আটশ' খ্রিস্টান সাবেক বন্দিদের ছয়টা গ্যালিতে তুলে দিল প্রসপেরো। তারপর একটা লং বোট নিয়ে অ্যাডমিরাল ডোরিয়ার জাহাজ গ্রিফোনে রিপোর্ট করতে গেল ও।

গ্রিফোনে পৌঁছে প্রসপেরো দেখল আন্দ্রের ফ্ল্যাগশিপে দাঁড়িয়ে

আছে কারবাজাল। চেহারা দেখেই বুঝল যে, ডোরিয়া আর ডন কারবাজালের ভিতর কিছু একটা নিয়ে মতানৈক্য তৈরি হয়েছে। জাহাজের বিভিন্ন জায়গায় পড়ে আছে আহত লোকজন ও মৃত সৈন্যদের নিথর দেহ। একটা মাস্তুল ভেঙে পড়ে এই ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। জাহাজের দাঁড় থেকে বেশ কিছু দাসকে সরিয়ে আনা হয়েছে। তাদেরকে লাগানো হয়েছে ওই ভেঙে পড়া মাস্তুল কাটার কাজে। আর গ্যালিটাকেও দুর্গের কামানের পাল্লার বাইরে এনে খোলা সাগরে নোঙর করা হয়েছে।

রেলিঙের পাশে আলভারোর সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে ডোরিয়া। মাথায় কোন শিরস্ত্রাণ বা হ্যাট নেই, ফলে চকচক করছে টাক। তবে অন্যদিকে সে ঠিকই ফিটবাবু। মাথায় হেলমেট না থাকলেও গায়ে ব্রেস্টপ্লেট ঠিকই আছে। প্রসপেরোকে দেখা মাত্রই খেঁকিয়ে উঠল সে, 'এখানে কী চাই? তোমার উপর স্পষ্ট হুকুম ছিল তীরে থাকা।' এতটুকু বলে সে তিক্ত ও রীতিমত উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, 'আবার আমার কর্তৃত্ব নিয়ে প্রশ্ন করতে এসেছ? কিছু বলার আগে ভালভাবে জেনে নাও কে এই অভিযানের দায়িত্বে আছে।'

ডোরিয়াকে রাগিয়ে তোলা মোটেও সহজ কথা নয়। প্রসপেরো ভাবছে কীভাবে তাকে এতটা রাগাল আলভারো। অবশ্য ভেঙে পড়া মাস্তুলটার কারণেও ডোরিয়ার রাগ সপ্তমে উঠে থাকতে পারে।

যা হোক, মুখের উপর এমন ধমক খেয়েও জবাবে স্মিত হাসি ফিরিয়ে দিল প্রসপেরো। তারপর বলল, 'আমি রিপোর্ট করতে এসেছি, মাই লর্ড। আজ আমার ভাগ্য ভীষণ সহায় ছিল। তীরের একটা দুর্গের বন্দিশালা থেকে হাজারের কাছাকাছি খ্রিস্টান বন্দি উদ্ধার করেছি।' তারপর অ্যাডমিরালকে অবহিত করল যে, তার হুকুম ছাড়া ওই উদ্ধার করা লোকদের জন্য ভাল বন্দোবস্ত করা যাচ্ছে না। এ-ও জানাল যে আপাতত তাদেরকে ওর নিজের

গ্যালিতে আশ্রয় দিয়েছে।

ডোরিয়াকে লজ্জা দিতে প্রসপেরোর আনা দারুণ সুসংবাদই ছিল যথেষ্ট। ওদিকে কারবাজালের সঙ্গে যা নিয়েই তার তর্ক চলতে থাকুক তাতে যে সে-ই জিতেছে তাও স্পষ্ট বোঝা গেল। ডোরিয়া বলল, 'শুনলেন তো, কারবাজাল, আমাদের এই অভিযানের ফলে নারকীয় বন্দিদশা থেকে মুক্তি পেয়েছে আমাদের হাজারখানেক খ্রিস্টান ভাই। এখনও কি বলবেন যে এখানে অযথা আমার গানপাউডার নষ্ট হয়েছে?'

কামানের গর্জনের পিছনে হারিয়ে গেল ডন কারবাজালের উত্তর। আবারো গর্জে উঠল গ্যালির কামানগুলো। তবে এবার আর দুর্গ থেকে কোন উত্তর এল না। ব্যাপারটা খেয়াল করল অ্যাডমিরাল। ভেবে নিল দুর্গের গোলাবারুদের মজুত শেষ হয়ে গেছে অথবা এমন করা হচ্ছে ডোরিয়াকে লোভ দেখানোর জন্য, যাতে সে মনে করে দুর্গের বারুদ শেষ। তাহলেই মুখোমুখি লড়াইয়ে নামবে তারা।

প্রসপেরোকে ডোরিয়া বলল আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে। ততক্ষণে অবস্থা বুঝে পরবর্তী নির্দেশনা দিতে পারবে ডোরিয়া। বাতাসে ভাসতে থাকা ধোঁয়া একটু কমেছে। দেখা গেল কামানের গোলার আঘাতে ডোরিয়ার একটা জাহাজের অবস্থা একেবারেই নাজুক। দ্রুত ওটা থেকে লোকজনকে সরিয়ে আনা হলো। তখনি ভেসে এল দখিনা বাতাসের একটা ঝলক। কয়েক মুহূর্তেই পরিষ্কার হয়ে গেল বাতাস। গোলাগুলি শুরু করার আগে যেমন পরিষ্কার ছিল আবার তেমন পরিষ্কার হয়ে গেল বাতাস। দেখা গেল নীরবে তীরে দাঁড়িয়ে থাকা গম্ভীরদর্শন দুর্গটাকে। এত গোলাবর্ষণ করা হলো, তবুও দুর্গের গায়ে সামান্য আঁচড় লেগেছে কেবল।

তখনই মূল ভূখণ্ড থেকে একটা বাহুর মত বেরিয়ে থাকা

বইঘর.কম

জমির আড়াল থেকে বেরিয়ে এল একটা ডিঙ্গি। দ্রুতগতিতে ওদের দিকে এগিয়ে এল ওটা। জাহাজের কাছে পৌঁছে লাফিয়ে ওটা থেকে জাহাজে উঠে এল একটা লোক। এক স্প্যানিশ সার্জেন্ট সে। আদর-লেহাজের বালাই তো নেই-ই, এসেই হাঁকডাক শুরু করল যে, কমাণ্ডার ডোরিয়ার সঙ্গে দেখা করতে চায়। ডোরিয়ার সামনে তাকে হাজির করার পর যে গল্প সে বলল সেটাকে এক কথায় বলা যায় ভয়াবহ।

কারামানলি বোকার স্বর্গে বাস করে না। দুর্গ থেকেই সে দেখতে পেয়েছে, জিয়ানেট্টিনোর লোকজন বিশৃঙ্খল হয়ে গিয়ে যথেচ্ছ লুটপাট চালাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গেই নিজের সুযোগটা দেখতে পায় সে। দুর্গে আশ্রয় নেয়া লোকজন আর তার অধীনস্থ জানিসারিদের নিয়ে পাঁচশ' লোকের একটা দল বানিয়ে রাস্তায় নেমে আসে। জিয়ানেট্টিনোর বিশৃঙ্খল লোকদেরকে স্রেফ কচুকাটা করে ফেলে। সার্জেন্টের গল্প এই পর্যন্ত আসতে আসতেই পাণ্ডুর হয়ে গেছে ডোরিয়ার চেহারা।

কিন্তু নাটক এখনও শেষ হয়নি। তীর থেকে ঠিক তখনি ভেসে এল হইহল্লা, তলোয়ারে-তলোয়ারে ঠোকাঠুকি আর আহতদের আর্তচিৎকারের আওয়াজ। আক্রমণকারীদের গম্বুজ সদৃশ চকচকে রূপালী শিরস্ত্রাণ দেখেই বোঝা গেল ওরা মুসলিম সেনা। কোণঠাসা অবস্থা খ্রিস্টানদের। ঠেলে ওদেরকে সাগরের দিকে নিয়ে আসছে মুসলিমরা। যে-কোন সময় পতন শুরু হবে ওদের।

ঠিক যে মুহূর্তে সাগরে ওদের পতন শুরু হবে, দেখা গেল অদম্য সাহসের এক দুরন্ত প্রদর্শনী। দুর্গের কামানের গোলাবর্ষণের আতঙ্ক মাথায় নিয়েও নিজের গ্যালি নিয়ে যথাসম্ভব দ্রুত সামনে বাড়ছে লোমেলিনো। আর একটু হলেই গভীর সাগরে পতন শুরু হত স্প্যানিশ সৈন্যবাহিনীর। কিন্তু লোমেলিনোর

জাহাজের প্রতিটা মাস্তুলের পিছনে লুকিয়ে আছে ক্রসবোধারী সৈন্য। কাছাকাছি হতেই মুসলিম সৈন্যদের উপর তীরের বন্যা বইয়ে দিল ওরা। বিভ্রান্ত হয়ে পড়ল মুসলিম সৈন্যদল। ওদের আচানক বিভ্রান্তির সুযোগে নিজেদের গ্যালির দিকে আছড়ে-পাছড়ে ছুটতে শুরু করল খ্রিস্টান সৈন্যরা। দাঁড় আর গ্যাংওয়ে; যে যেটা পারল খামচে ধরে উঠে পড়ল জাহাজের ডেকে। লোমেলিনোর গ্যালিতে আশ্রয় পেল জিয়ানেট্টিনোর তিন থেকে চারশ' সৈন্য। এই ক'জনই তখন পর্যন্ত জিয়ানেট্টিনোর সঙ্গে রয়ে গেছে। বাকিদের কোন হদিস নেই। সন্দেহ নেই, তুর্কিদের তলোয়ারের আঘাতে ধরাধামের মোহ ত্যাগ করেছে তারা।

ওদিকে মুসলিম তুর্কি সৈন্যরাও ততক্ষণে সামলে নিয়েছে। ওরাও শুরু করল বৃষ্টির মত তীরবর্ষণ। তীরের মুখে একটু অপেক্ষা করল লোমেলিনো। তারপর জাহাজ ঘুরিয়ে নিল সে। ইচ্ছা, এক জায়গায় জড়ো হয়ে থাকা মুসলিম সৈন্যদের উপর জাহাজের কামান থেকে গোলাবর্ষণ করবে। ওদিকে ভারী বর্মের ভিতর ঘর্মাক্ত, ক্লান্ত ও কয়েক জায়গায় কেটে যাওয়ায় আহত জিয়ানেট্টিনো কাতরাতে কাতরাতে আর রাগে কিড়মিড় করতে করতে শুরু করল লোমেলিনোর উপর হুকুমদারি। বলল, একমুহূর্তও সময় নষ্ট না করে অ্যাডমিরালের জাহাজ-বহরের কাছে ওদেরকে নিয়ে যেতে।

মাথায় রাগ নিয়েই অ্যাডমিরালের সামনে এল জিয়ানেট্টিনো। যদিও ওর ভালই জানা আছে যে এমন মানসিক অবস্থায় অ্যাডমিরালের সামনে যাওয়া ওর উচিত না। তবে আলভারো আর প্রসপেরোকে ওখানে ডোরিয়ার সামনে উপস্থিত দেখে লড়াইয়ে ওর শোচনীয় অবস্থা সম্বন্ধে আর মুখ খরচ করল না জিয়ানেট্টিনো। ভাবল, পাছে তারা না আবার ওর কথার সাক্ষী রয়ে যায়। কিন্তু জিয়ানেট্টিনো নিজে তেমন কিছু না বললেও

ডোরিয়ার তাকে বেশ কিছু বলার আছে।

ডোরিয়া বলল, 'তীরে দুর্গে আক্রমণ করে এক হাজার খ্রিস্টান সৈন্যকে মুক্ত করে এবং নিজের একজন সৈন্যও না খুইয়ে ফিরে এসেছে প্রসপেরো। আর তুমি; কিছু তো করতে পারোইনি, উল্টো নিজের অর্ধেক সৈন্য শেষ করে এসেছ। মুখরোচক একটা গল্প তৈরি হবে তোমাকে নিয়ে। তোমার আর সব লোক কোথায়? সবাই কি মারা পড়েছে?'

জবাবে রাগত তীক্ষ্ণ স্বরে জিয়ানেট্টিনো বলল, 'আমি কেমন করে বলব? বেইমান চোরের দল লুটপাট করতে গেছে।'

'ওদেরকে সামলানোর কোন ক্ষমতা কি তোমার ছিল না?'

'দুইটা মাত্র হাত দিয়ে উন্মত্ত বদমাশের দলকে সামলাব কীভাবে?'

আলভারো বলল, 'দুই হাত দিয়ে অবশ্যই সম্ভব নয়। কিন্তু ওদের উপর তোমার কি কোন কর্তৃত্ব ছিল না?'

এই জায়গায় কথা বলে উঠল প্রসপেরো। বলল, 'আমরা এখানে বাক-বিতণ্ডা করতে থাকলে যে দুয়েকজন এখনও বেঁচে আছে তারাও মারা পড়বে। আপনি অনুমতি দিলে, মাই লর্ড, ওদেরকে ফিরিয়ে আনার একটা চেষ্টা আমি করতে পারি। তীরে ছোট দুর্গের কাছে আমার নিয়াপলিটান ফ্লিটের সেনারা বসে আছে। ওরা লড়ার জন্য প্রস্তুত। আপনি বললেই...'

প্রসপেরোকে বাধা দিল জিয়ানেট্টিনো। 'ওসবের সময় নেই। আমরা ফাঁদে পড়তে যাচ্ছি। এখানে আর একমুহূর্ত থাকলেও আমাদের পুরো ফ্লিট মহা বিপদে পড়বে। তুর্কিদের একজনকে বন্দি করেছিলাম। বদমাশটা আমাদের নিয়ে উপহাস করছিল। বলছিল আমাদের এখানে আসার খবর ছড়িয়ে গেছে। উপকূল ধরে এদিকে ধেয়ে আসছে বারবারোসা, ডায়াবলো, দ্রাগুত আর সিনান রেইজ। ওরা পৌঁছুল বলে। এমনকী কোর্সেয়ারদের পুরো

BG & MAH

ফ্লিটও এদিকে রওনা হয়ে গেছে। দুর্গে খবর পৌঁছেছে, কারামানলি যেন দুর্গের দখল ধরে রাখতে যথাসম্ভব চেষ্টা করে। দ্রুতই সাহায্য পৌঁছুবে।'

নির্বিকার চেহারায় ডোরিয়া প্রশ্ন করল, 'পুরো কোর্সেয়ার ফ্লিট?'

'ফ্লিটে জাহাজের সংখ্যা পঞ্চাশ থেকে একশ'র ভিতরে,' জবাব দিল জিয়ানেট্টিনো।

ওদের দিকে তাকিয়ে বিদ্রূপাত্মক তিক্ত হাসি হাসল আলভারো। বলল, 'এই হলো আপনার পলিসির সুমিষ্ট ফল, লর্ড। ওরা আসার আগেই দ্রুত সর্বশক্তিতে খায়ের-আদ-দীনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লে ওকে হয়তো আমরা হারিয়ে দিতে পারব।'

জবাবে শীতল কণ্ঠে ডোরিয়া বলল, 'উল্টো ফলও হতে পারে। আমরা নিজেরাও নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারি।' বলে আলভারোর দিকে পেছন ফিরে দাঁড়াল সে। কিছু একটা বলার জন্য প্রসপেরোর মুখোমুখি হলো সে। আর তখন প্রসপেরো দেখল চকিতে নড়ে উঠল ডোরিয়ার ভ্রু জোড়া। সেখানে ফুটে আছে হতাশা। দু'হাতে চোখ ঢাকল সে। রীতিমত কান্না জড়ানো কণ্ঠে বলে উঠল, 'হা, ঈশ্বর, ওরা চলে এসেছে!'

দ্রুত ঘুরে দাঁড়াল অন্যরা। টিপাসাকে আড়াল করে রাখা পাথুরে পাহাড়ের পাশ ঘেঁষে নীল দিগন্তে তৈরি হয়েছে ফেননিভ একটা লাইন। তার উপর উড়ছে কতগুলো পাখপাখালি। তাকিয়ে থাকতে থাকতেই আকৃতি পেতে শুরু করল লাইনটা। কোর্সেয়ারদের জাহাজ তখনও দিগন্তের পিছনে। কিন্তু দিগন্তের উপর ভেসে উঠতে শুরু করেছে জাহাজের মাস্তুল। উপকূলের দিকে মুখ করে এগুচ্ছে সেটা। জাহাজটা ওদের থেকে ছয় মাইল দূরেও হবে না। পালে এ মুখো বাতাস নিয়ে তরতর করে এগিয়ে আসছে সেটা। কয়েক মুহূর্তেই পূর্ণাঙ্গ আকৃতি পেয়ে গেল

জাহাজটা।

সবার আগে নড়ে উঠল প্রসপেরো। বলল, 'যতক্ষণ করণীয় নিয়ে কথা বলব ততক্ষণই সময় নষ্ট হবে। অনুমতি দিন, আমাদের লোকগুলোকে তীর থেকে তুলে নিয়ে আসি,' বলে কারো জবাবের অপেক্ষা না করেই পা বাড়াল ও।

কঠিন গলায় ডোরিয়া বলল, 'না, অনেক দেরি হয়ে গেছে। তোমার ক্যাপিটানায় ফিরে যাও। তৈরি হও, গভীর সাগরের দিকে রওনা হব আমরা।'

'ওদেরকে ফিরিয়ে আনার কোন চেষ্টাই করব না?'

আঁতকে উঠল আলভারোও, 'মরার জন্য ফেলে যাব ওদের?'

শীতল দৃষ্টিতে প্রথমে প্রসপেরো, তারপর আলভারোর দিকে তাকাল ডোরিয়া। তারপর শীতল গলায় বলল, 'ফ্লিটের নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তা করতে হবে আগে। তীরের স্প্যানিশ বদমাশগুলো নিজেদের মাত্রাতিরিক্ত লোভের ফল ভোগ করুক। নোঙর তোলার সঙ্কেত দিচ্ছি। ওরাও সেটা শুনতে পাবে। পারলে সাগরের দিকে এগিয়ে আসুক। তখন দেখব উদ্ধার করা যায় কিনা,' বলে মাস্টার গানারকে গ্যাংডেকে আসতে হুকুম দিল সে।

মুখ শক্ত হয়ে গেল প্রসপেরোর। বলল, 'কিন্তু ওরা এদিকে আসতে না পারলে কী হবে? বা কিনারায় পৌঁছে দেখল আমরা কেউ নেই, তখন?'

জবাবে ডোরিয়া বলল, 'ওদের ভাগ্যে যা আছে তা-ই হবে।'

'এটা অমানবিক, মাই লর্ড।'

আলভারোও বলল, 'অবশ্যই এটা অমানবিক, অ্যাডমিরাল।'

গর্জে উঠল ডোরিয়া। 'অমানবিক? মানবিকতা দিয়ে আমি কী করব? রণনেতৃত্ব দেয়া আমার কাজ।' আরো জোরে গর্জে সে বলল, 'নিজের জাহাজে ফিরে যাও।'

সেকথা বলতে বলতেই জাহাজ ছেড়ে যাওয়ার সার্বজনীন

BG & MAH

সঙ্কেত হিসেবে পরপর তিনবার কামান দাগা হলো। প্রত্যুত্তরে তীর থেকে ভেসে এল মুসলিম সৈন্যদল আর শহরের সাধারণ লোকজনের টিটকারির মৃদু আওয়াজ।

প্রসপেরোর দিকে ফিরল অ্যাডমিরাল। আবার বলল, 'নিজের জাহাজে ফিরে যাও।'

কিন্তু জায়গা থেকে নড়ল না প্রসপেরো। বলল, 'ক্ষমা করবেন, মাই লর্ড, কিন্তু ওদের ফেলে আমি এখান থেকে যেতে পারব না।'

জিয়ানেট্টিনো বলল, 'ওরা বেঁচে আছে না মরে গেছে তা কীভাবে জানছ?'

'সবাই মরে গেছে তাও তো বলছ না। যদি নিশ্চয়তা দিতে পারো যে কেউ জীবিত নেই, তাহলে তীরে যাব না।'

তীক্ষ্ণ স্বরে প্রসপেরোকে অ্যাডমিরাল মনে করিয়ে দিল, 'তুমি জাহাজে ফিরে যাওয়ার হুকুম পেয়েছ। তুমি তোমার ক্যাপিটানায় ফিরে যাবে আর বহর নিয়ে রওনা হবে আমার সঙ্গে।'

'এই কাপুরুষোচিত হুকুম মানলে আজীবন নিজের বিবেকের কাছে আসামী হয়ে থাকতে হবে আমাকে। হুকুমটা দেয়ার জন্য আপনাকেও তা-ই থাকতে হবে, মাই লর্ড,' বলল প্রসপেরো।

'বিবেকের কাছে দায়ী? হাহ্, এসব মূর্খতা আমাকে স্পর্শ করে না।' বলে নিজের পক্ষে সাফাই দিতে গিয়ে বলল, 'ভাবো একবার, আমাদের জাহাজগুলোয় দশ হাজার লোক আছে। চারশ' জনকে বাঁচাতে গিয়ে তাদের সবার প্রাণ আমি বিপন্ন করব কেন? যারা ইতিমধ্যে মরে গিয়ে থাকতে পারে তাদের জন্য ফ্লিটকে কেন বিপদে ফেলতে যাব? এই কি তোমার ক্যাপ্টেনশিপের নমুনা? যুক্তি কী বলে? শত্রুভাবাপন্ন তীর আর কোর্সেয়ার ফ্লিটের মাঝে আটকা পড়া কি বুদ্ধিমানের কাজ? ঈশ্বর, আমাকে ধৈর্য দাও। যোদ্ধা হিসেবে কিছু নাম কামিয়েছ তুমি, কিন্তু আজ ভাবতে বাধ্য

হচ্ছি কীভাবে কী করেছ তুমি, প্রসপেরো?’

খোঁচার জবাব খোঁচা দিয়েই দিল প্রসপেরো। বলল, ‘বিপদ থেকে পালিয়ে গিয়ে নাম কামাইনি, যেমনটা আপনি পালিয়েছিলেন গোইয়ালাতার লড়াইয়ের সময়,’ বলে আর দেরি করল না ও। লাফিয়ে নেমে গেল অপেক্ষারত একটা নৌকায়।

চেঁচিয়ে উঠল ডোরিয়া, ‘থামাও ওকে।’

প্রসপেরোর নৌকা সরতে শুরু করতেই লাফিয়ে সামনে বাড়ল আলভারো। বলল, ‘যাবেন না, মেসার প্রসপেরো। গেলে ভুল করবেন।’

এই স্প্যানিশ লোকটার দৃষ্টিতেও প্রসপেরো ভুল করছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা গেল দলত্যাগ করে তীরের দিকে এগুতে শুরু করেছে একটা গ্যালি। সেটা প্রসপেরোর নিজের গ্যালি। অ্যাডমিরালের সামনে আর কোন পথ খোলা রইল না।

ওদিকে চেঁচাতে শুরু করেছে জিয়ানেট্টিনো, ‘উদ্ধত, অবাধ্য কুত্তা! ওখানেই পচে মর তুই। আমাদের আগেই বোঝা উচিত ছিল, শান্তি বজায় রাখার মত মানুষ ওই উদ্ধত শয়তানটা কোনকালেই ছিল না। মরুক ও, যেতে দিন।’

রাগে কাঁপতে কাঁপতে নোঙর তোলার হুকুম দিল অ্যাডমিরাল। মনে পড়ে গেল জিয়ান্নাকে দিয়ে আসা তার ওয়াদার কথা, ‘ওকে নিরাপদে তোমার কাছে ফিরিয়ে আনব।’ তারপর ফিরল তার ভাতিজার দিকে। স্পষ্ট ভাষায় তাকে বলল, ‘মনে রেখো, তোমার নির্বোধ আচরণের জন্য আজ এই পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। একটা স্টারফিশের সমান বুদ্ধিও যদি তোমার থাকত আর নিজের সৈন্যদের ঠিকভাবে চালাতে পারতে তাহলে এসবের কিছুই হত না। যাও, ওর পিছনে যাও। দরকার হলে শক্তি প্রয়োগ করবে। কিন্তু ওকে ফিরিয়ে আনো।’

দিগন্তে দিক নির্দেশ করে জিয়ানেট্টিনো বলল, ‘দেখুন।’

কোর্সেয়ারদের জাহাজ ইতিমধ্যেই মাইলের এক-চতুর্থাংশ পাড়ি দিয়ে ফেলেছে। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে অনুকূল বাতাসে ফুলে থাকা ওদের জাহাজের ত্রিকোনাকার পাল। স্প্যানিশদের প্রায় তিনগুণ সংখ্যক জাহাজের বহর নিয়ে ধেয়ে আসছে কোর্সেয়ার ফ্লিট।

'এখনও থাকতে চান?' প্রশ্ন করল জিয়ানেট্টিনো।

প্রচণ্ড রাগে দাঁড়িতে আঙুল চালাল ডোরিয়া।

আঠারো

দ্রাগুতের বন্দি

শার্শেলে অভিযান নিয়ে বিভিন্ন ঐতিহাসিক বিভিন্ন কথা বলেছেন। ইতিহাসের ধারাই এমন। একেক দৃষ্টিকোণ থেকে একেক জন একেক কথা বলে। তবে ডোরিয়াকে নিয়ে লরেঞ্জো ক্যাপেলোর লেখা বই 'লাইফ অভ প্রিন্স ডোরিয়া'-কে ঠিক ঐতিহাসিক বলে বিবেচনা করা যায় না। কারণ এতে কেবল ডোরিয়ার নিজের সাপ্লাই করা কাহিনির মাধ্যমে তার সাফল্য আর বীরত্বের গানই গাওয়া হয়েছে। তবে বাস্তবতার নিরীখে ইতিহাস লিপিবদ্ধ করার চেষ্টাকারী ঐতিহাসিকদের মতামত ভিন্ন। আর একটু আগে বলা ঘটনার বাস্তবতা হচ্ছে শার্শেল থেকে ব্যালেয়ারিকস-এর দিকে সর্বোচ্চ গতিতে পলায়ন করছিল ডোরিয়া। তখন তার ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলছিল বারবারোসার ফ্লিট। সে ঘটনাই বলছি এখন।

বারবারোসার পুরো ফ্লিট অবশ্য ডোরিয়ার পিছনে ধাওয়া করছে না। নিজের দশটা গ্যালি নিয়ে মূল দল থেকে আলাদা হয়ে গেছে দ্রাগুত। শার্শেলের দিকে রওনা হয়েছে সে। উদ্দেশ্য, শার্শেলের প্রকৃত অবস্থা জানা ও সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া।

বন্দরে পৌঁছে দ্রাগুত দেখল একটা মাত্র ইম্পিরিয়াল গ্যালি ছাড়া পুরো বন্দর খাঁ-খাঁ করছে। শহরের ওলট-পালট অবস্থার কথা নতুন করে বলার কিছু নেই। বন্দরে বসে থাকা ইম্পিরিয়াল গ্যালির দাঁড়ে বসে আছে বন্দি তুর্কি দাসেরা। কিন্তু সেটাকে আর কোন গ্যালি বা যুদ্ধজাহাজ পাহারা দিচ্ছে না।

এটা প্রসপেরোর নিজের গ্যালি। অন্য গ্যালিগুলোতে করে ডোরিয়ার সঙ্গে পাঠিয়ে দিয়েছে শার্শেল থেকে উদ্ধার করা খ্রিস্টান বন্দিদের। স্প্যানিশ সৈন্যদের উদ্ধার করার আশায় দুইশ' লোক নিয়ে বন্দরে নেমেছে প্রসপেরো।

পাহারা না থাকায় বিনা কষ্টে প্রসপেরোর জাহাজটা দখল করে নিল দ্রাগুত। তারপর কোর্সেয়ারদের বিরাট এক দল নিয়ে শহরের দিকে অগ্রসর হতে শুরু করল সে। শহরের পথে খণ্ড-খণ্ড লড়াইয়ের চিত্র তাকে টেনে নিয়ে গেল শহরের পূর্ব দিকে প্রাচীন রোমান অ্যাম্ফিথিয়েটারের দিকে। ওখানে পৌঁছে দেখল প্রায় একশ' স্প্যানিশকে উদ্ধার করেছে প্রসপেরো। কিন্তু সবাইকে নিয়ে নিজেই ফাঁদে পড়ে গেছে সে। ওকে চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছে আলিকটের বাহিনী। ষাঁড় টানা গাড়ি দিয়ে দুর্গ থেকে অনেকগুলো বন্দুক আনা হয়েছে। উদ্দেশ্য, ঘেরে আটকা পড়া প্রসপেরোর দলকে ওখানেই কতল করা হবে।

এখানে জোরাল ভূমিকা নিল দ্রাগুত। ওদেরকে মেরে ফেলার বদলে বন্দি করার সিদ্ধান্ত নিল সে। যদিও ওদেরকে আটকেছে আলিকট। তার উপর দ্রাগুতের থেকে বয়সেও সে বড় আর

স্বভাবেও রুক্ষতর। কিন্তু তারপরও সহজেই পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিল দ্রাগুত। কারণ 'ইসলামের উন্মুক্ত তরবারি' সে। প্রসপেরোদের উপর গোলাগুলি করার বদলে আত্মসমর্পণের প্রস্তাব দিয়ে সাদা পতাকাসহ একজন ট্রাম্পেটধারীকে অ্যাম্ফিথিয়েটারের ভিতর পাঠাল সে।

আত্মসমর্পণের প্রস্তাব পেয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার দায়িত্ব নিজের অনুসারীদের উপর ছেড়ে দিল প্রসপেরো। কিছুক্ষণ আগে ওরাও দেখেছে দুর্গ থেকে বন্দুক এসেছে। সবাই ধরেই নিয়েছে যমদূত হাজির। কিছুক্ষণের ভিতরই ওদের ভবলীলা সাঙ্গ হবে। কাজেই শেষবারের মত ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা শুরু করেছিল সবাই। ঠিক ওই মুহূর্তে ঈশ্বরের কৃপা হিসেবে ওদের সামনে এসেছে প্রাণ বাঁচানোর সুযোগ। সঙ্গে সঙ্গে সুযোগটা লুফে নিল তারা। যদিও আত্মসমর্পণ মানে শৃঙ্খলে বন্দি দাসত্বের জীবন। কিন্তু তারপরও, প্রাণ তো বাঁচল। নীরবে যার-যার হাতিয়ার ফেলে দিল সৈন্যরা। তখন হৈ হৈ করতে করতে ওদের ঘিরে ধরল মুসলিম সৈন্যরা। ওদেরকে নিয়ে গেল অস্থায়ী কয়েদখানার দিকে।

সবার শেষে গেল প্রসপেরো। অত্যন্ত তিক্ততার সঙ্গে ও ভাবছে, জিয়ানেট্টিনোর সৈন্যদের শৃঙ্খলাহীন আচরণের কারণে আজ সৈন্যসহ ফাঁসতে হয়েছে ওকে। মনে মনে তীব্র ঘৃণাভরে গাল দিচ্ছে ডোরিয়াকে। কারণ ওদেরকে সাহায্য করার বদলে এখানে নিরুপায় অবস্থায় ফেলে পালিয়ে গেছে সে-ও।

প্রসপেরো তীরে নেমেছিল স্প্যানিশ সৈন্যদের উদ্ধার করতে, যা কমাণ্ডার হিসেবে ওর নৈতিক দায়িত্ব। এখানে একজন খ্রিস্টান নাইট হিসেবে ডোরিয়ার উচিত ছিল অন্তত প্রসপেরোর ফেরার জন্য শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করা। কিন্তু প্রসপেরোকে বন্দরে একা ফেলে গভীর সাগরে পালিয়ে গেছে সে। ফলে প্রসপেরোর মনে কোন সন্দেহই রইল না যে, যতই ওরা সন্ধি করুক না কেন,

বইঘর.কম

ওদের শত্রুতা আসলেই কখনো শেষ হবার নয়। ভাবছে, এতদিন ও বোকার স্বর্গে বসবাস করেছে, কারণ ও সত্যিই ভেবে নিয়েছিল, সন্ধির মাধ্যমে ডোরিয়াদের সঙ্গে অ্যাডর্নো পরিবারের গোলযোগের অবসান হয়েছে। কিন্তু এখন ও স্পষ্ট বুঝতে পারছে, এই গণ্ডগোল কখনোই শেষ হবার নয়; হবেও না। বুঝতে পারছে, স্রেফ ওকে মৃত্যুমুখে ফেলার জন্যই এভাবে পালিয়েছে ডোরিয়া।

বন্দিদশায় কেমন দুরবস্থা হতে পারে সেই চিন্তা প্রসপেরোর মনে দাগ কাটছে না। বরং ডোরিয়াকে নিয়ে এসব চিন্তাই জগদ্দল পাথরের মত চেপে বসে আছে প্রসপেরোর মাথায়। চারদিক থেকে ঘিরে থাকা মুসলিম সৈন্যদের কটূক্তি আর অপমানজনক বাক্যবাণে ধীরে ধীরে হুঁশ ফিরল প্রসপেরোর। তখনই ও খেয়াল করল যে ওর সামনে দাঁড়িয়ে আছে প্রিন্স-সুলভ চেহারার এক লোক। তার মাথায় সুচাল, চকচকে রূপালী শিরস্ত্রাণের উপর সিল্কের সবুজ পাগড়ি বাঁধা। আর কোমরে বাঁধা আছে লম্বা ঝুলের মূল্যবান রত্নখচিত চামড়ার বেল্ট। বেল্টে ঝুলছে হাতির দাঁতের হাতল আর স্বর্ণে বাঁধানো সিমিটার (ভারী তুর্কি তলোয়ার)। প্রসপেরোর সামনে দাঁড়িয়ে আছে দ্রাগুত।

একহারা গড়নের, লম্বা শক্তিশালী শরীরের অধিকারী দ্রাগুত। তীক্ষ্ণ চোখে প্রসপেরোকে জরিপ করছে সে। হঠাৎ তার শ্মশ্রুমণ্ডিত মুখে ফুটে উঠল এক চিলতে রহস্যময় হাসি। প্রসপেরোর দিকে এগিয়ে গেল সে। ওদের মাঝে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষগুলোর উদ্দেশে স্রেফ একবার ধমকে উঠে বলল, '*বালাক।*' প্রসপেরোর একদম সামনে চলে এল সে। তারপর ওর দিকে তাকিয়ে সসম্ভ্রমে সালাম দিল দ্রাগুত। হেসে খানিকটা বিকৃত ফ্রেঞ্চে বলল, 'যুদ্ধ-ভাগ্য, স্যর প্রসপেরো।'

দ্রাগুতকে দেখে একটু অবাক হলেও সামলে নিয়ে প্রসপেরো বলল, 'ঠিক বলেছেন, যুদ্ধ-ভাগ্য। তবে আপনার হাতে বন্দি হতে

BG & MAH

হওয়ায় বলব, আমি সৌভাগ্যবান।’

আত্মসমর্পণের উদ্দেশ্যে তলোয়ারের বেল্ট খুলতে শুরু করল প্রসপেরো। কিন্তু তাকে বাধা দিল স্বয়ং দ্রাগুত। প্রসপেরোর হাত চেপে ধরে বলল, ‘রাখুন, রাখুন, ডন প্রসপেরো। তলোয়ারটাকে জায়গামত থাকতে দিন। দু’জন ভদ্রলোকের মাঝে মুখের কথাই যথেষ্ট বলে আমি মনে করি।’

খ্রিস্টানদের দৃষ্টিতে দ্রাগুত স্রেফ একজন জলদস্যু। কিন্তু আজ প্রমাণ করল অন্যদের থেকে অনেক আলাদা ও উন্নত মানসিকতার অধিকারী সে।

জবাবে একবার বাউ করে প্রসপেরো বলল, ‘আপনি আসলেই মহৎ লোক, সিনর দ্রাগুত।’

দ্রাগুত বলল, ‘যে আমার সঙ্গে যেমন আচরণ করে, আমিও তাঁর সঙ্গে তেমনই করি। যখন আপনার বন্দি ছিলাম আপনার কাছ থেকে সৌজন্যমূলক আচরণ পেয়েছি। আজ ভাগ্যের ফেরে আপনি আমার হাতে বন্দি হয়েছেন। আপনিও আমার কাছ থেকে একইরকম সৌজন্য পাবেন। তবে কিনা, বুড়ো বদমাশ আন্দ্রের পিছু ধাওয়া করে আপনাকে পেয়ে যাব সেটা আমি ভাবিনি।’

‘ওই যে বললেন, যুদ্ধ-ভাগ্য; জানেনই তো, একজন যোদ্ধার জীবন সবসময়ই নিয়ন্ত্রিত হয় নানান ঘটনা-দুর্ঘটনার দ্বারা।’

প্রসপেরোর বক্তব্য শুধরে দিতে দ্রাগুত বলল, ‘সবকিছু নিয়ন্ত্রিত হয় আল্লাহতায়ালার ইচ্ছা অনুযায়ী। হয়তো তাঁরই ইচ্ছা যে আমার মুক্তিপণের তিন হাজার ডাকাট আবার আমি ফিরে পাব। তবে চিন্তা করবেন না। আপনার আতিথেয়তার ত্রুটি হবে না। আপনি বন্দি নন, আমার অতিথি।’

শার্শেলে দ্রাগুতের আতিথেয়তায় রইল প্রসপেরো। অনেক চিন্তাভাবনার পর এবং দ্রাগুতের পরামর্শে দূত পাঠানো হলো ডোরিয়ার কাছে, যদিও প্রসপেরোর তখনও মনে হচ্ছিল ডোরিয়া

বইঘর.কম

ওর সঙ্গে আবারও অন্যায় আচরণ করবে। দূতের জেনোয়ায় গিয়ে ফিরে আসা পর্যন্ত যে সময় দরকার, ততদিন ধৈর্য ধারণ করতে বাধ্য হলো ও।

কয়েকদিন পরের কথা। প্রসপেরোকে নিয়ে আলজিয়ার্সের দিকে রওনা হয়েছে দ্রাগুত। সে প্রসপেরোকে জানাল যে, বারবারোসার ফ্লিটের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে গেছে ডোরিয়া।

প্রসপেরো তখন বলল, 'পালাতে না পারলেই আমি বেশি খুশি হতাম।'

'তাই? কিন্তু স্পেন সম্রাট কি খুশি হতেন? বা ধরুন, তার সঙ্গী নাবিকরা, তারা কি খুশি হত? সব প্রশংসা আল্লাহর। তাঁর হাতেই সবার ভাগ্যের নিয়ন্ত্রণ। আমি কাপুরুষ নই। কিন্তু তাই বলে এমন জায়গায় আমি আক্রমণ করব না, যেখানে আমার ধ্বংস হওয়ার ঝুঁকি প্রবল। এটা কুশলী রণনেতৃত্ব নয়। কোন সুনাম নিয়ে বাড়ি ফিরতে পারছে না মেসার ডোরিয়া। তবে অন্যভাবে অবশ্য বলা যায় তিনি সফল। কারণ জীবিতাবস্থায় তার বাড়ি ফেরারই কথা না।'

ওদিকে মেজরকা-তে পৌঁছেছে ডোরিয়া। কিন্তু তার অবস্থাও ভাল না। জাহাজের সংখ্যা আগের চেয়ে দুটো কম। কারণ দুটো গ্যালি মাঝসাগরে সমস্যায় পড়েছিল। ফলে ওগুলো দখল করতে একটুও দেরি করেনি বারবারোসা। সেইসঙ্গে বন্দি হয়েছে তার সাতশ' সৈন্য। আটশ' খ্রিস্টান সৈন্য মুক্ত করার বদলে সাতশ' সৈন্যকে বন্দি হয়েছে। এই অপমানের বোঝা মাথায় নিয়ে বাড়ি ফেরা ডোরিয়ার পক্ষে সম্ভব না। ফলে নিজের পক্ষে সাফাই গাওয়ার জন্য আগে ভাল একটা গল্প পেতে হবে তাকে। সেটারই অপেক্ষা করছে সে। তাই পরের দিনই সে পাল খাটাল গালফ অভ আলজিয়ার্সের উদ্দেশে। পথে মুসলিমদের মিশরগামী চারটা গ্যালি পেল সে। নির্দ্বিধায় সেগুলোর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল

BG & MAH

ডোরিয়া। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দখল করে নিল একটা জাহাজ। বাকিগুলো লেজ তুলে উপকূলের দিকে ভাগল। দখলকৃত জাহাজের দাঁড় থেকে বন্দি খ্রিস্টান দাসদের মুক্ত করল ডোরিয়া। প্রসপেরোর মুক্ত করা অন্যান্য সাবেক বন্দিদের দলে ভিড়িয়ে দেয়া হলো তাদের।

ডোরিয়ার হিসেবে এ-ই যথেষ্ট। বারোশ' খ্রিস্টান দাসকে উদ্ধার করা আর শস্য বোঝাই একটা গ্যালি দখল করাই সাগরে তার প্রতিপত্তি বোঝাতে যথেষ্ট। তারপর এই 'মহান বিজয়গাথা' এমনভাবে সম্রাটের সামনে সে তুলে ধরল যে, 'সামান্য কিছু' সৈন্য খোয়াতে হওয়াটাকে আর কোন গুরুত্বই দিলেন না সম্রাট। ওদিকে সবাই ধরে নিয়েছে, মহান এক লড়াইয়ে প্রাণ খুইয়েছে প্রসপেরো। বীরত্বপূর্ণ লড়াই করে প্রসপেরো 'শহীদ' হওয়া নিয়ে ডোরিয়ার চাপে ও হুকুমে কাব্যিক প্রতিবেদন দাখিল করল কারবাজাল।

ওর বীরত্বের কথা ডোরিয়াও তার প্রতিবেদনে তুলে ধরল। কিন্তু সঙ্গে মন্তব্য করতে ভুল করল না যে, 'অবাধ্য' সৈন্যদের উদ্ধারের ওই লড়াইয়ে প্রসপেরো জিতলেও আখেরে তাদের লাভ কিছুই হত না।

প্রসপেরোর মৃত্যুসংবাদ শুনে সত্যিকারের বন্ধুর মতই শোক করল ডেল ভাস্টো। প্রসপেরোর কথা এমনিতেও সম্রাটের মনে ছিল। তার উপর ডেল ভাস্টোও সম্রাটকে মনে করিয়ে দিল যে একজন প্রকৃত যোদ্ধা ও কুশলী নৌ-কমাণ্ডার হারিয়ে সম্রাটের অনেক বড় ক্ষতি হয়ে গেছে। শুনে কেবল বড় একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন স্পেন সম্রাট।

ডোরিয়ার প্রতিবেদনে লড়াইয়ের বর্ণনার পাশাপাশি অন্যান্য বিষয়ের উপরও আলোকপাত করা হয়েছে। যেমন, সে লিখেছে, সমুদ্রপথে সম্রাটের পাঠানো সামরিক অভিযানের ফলে সাগরে

বইঘর.কম

কোর্সেয়ারদের শক্তি বৃদ্ধি বা শক্তি প্রদর্শনের খুব বেশি সম্ভাবনা আর নেই, ইত্যাদি-ইত্যাদি।

শার্শেল থেকে লোক-লস্করসহ ওভাবে পালিয়ে আসা নিয়ে ডোরিয়ার মনে এতটুকুও খেদ নেই। মাথা উঁচু করে জেনোয়ায় ফিরে এল সে। সেইসঙ্গে ভান করল সঙ্গী সৈন্যদের হারাতে হওয়ায় বেদনা ভারাক্রান্ত হয়ে আছে তার হৃদয়। তবে 'সাফল্যমণ্ডিত অভিযান শেষে সমুন্নত মস্তকে' ফিরে আসা অ্যাডমিরালের খোলস ঝেড়ে ফেললে বলতেই হবে, ভিতরে ভিতরে সে খুবই উদ্বিগ্ন।

যুদ্ধফেরত এই 'মহান বীর'-কে সংবর্ধনা দিতে সাধারণ মানুষের সঙ্গে জেনোয়ার বড় পরিবারগুলোর দায়িত্বশীল ও গুরুত্বপূর্ণ লোকরাও ফুল, ব্যানার আর ট্রাম্পেট হাতে হাজির হয়েছে বন্দরে।

এত লোকের ভিড়েও প্রথমেই অ্যাডমিরালের চোখ পড়ল তার স্ত্রী প্যারেট্টার উপর। তারপরই দৃষ্টি গেল গম্ভীর, শোকস্তব্ধ ও নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা জিয়ান্নার উপর। তার চোখের ঔজ্জ্বল্য হারিয়ে গেছে। সেখানে জায়গা নিয়েছে রাজ্যের বিষাদ। স্থাণুর মত ওর নিথর নিস্তব্ধতা বলে দিচ্ছে যে আবেগের উপর আগের মত আর নিয়ন্ত্রণ নেই ওর।

অ্যাডমিরালের প্রতিবেদন মোতাবেক সবাই ইতিমধ্যেই জেনে গেছে যে প্রসপেরো আর বেঁচে নেই। জিয়ান্নার কাছে ডোরিয়া ওয়াদা করে গিয়েছিল, প্রসপেরোকে নিরাপদে ফিরিয়ে এনে তার হাতে তুলে দেবে। কিন্তু তার নিজেরই প্রতিবেদন বলছে ওয়াদা পূরণে চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে সে।

ডোরিয়াকে স্বাগত জানাতে বন্দরে আসার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে জিয়ান্নার গালে চুমু খেল ডোরিয়া। কিন্তু নির্বিকারভাবে দাঁড়িয়ে রইল জিয়ান্না। ডোরিয়ার সবচেয়ে অদ্ভুত লাগল যে,

BG & MAH

তাকে কোন প্রশ্নই করছে না জিয়ান্না। ফলে দুঃসংবাদ শোনানোর কাজটা ডোরিয়ার জন্য অনেক বেশি কঠিন হয়ে গেল।

বন্দরের আনুষ্ঠানিকতা সেরে ফসোলু প্রাসাদে পৌঁছে প্যারেট্টা আর জিয়ান্নাকে একান্তে পেয়েই দুঃসংবাদটা শোনাল ডোরিয়া। এমন এক সুরে সেকথা বলা শুরু করল যে, কথার ধরনেই জিয়ান্নার বোঝা উচিত কী হয়েছে। ডোরিয়া বলল, 'তোমার জন্য একটা খারাপ খবর আছে, জিয়ান্না।'

কিন্তু অবাক কাণ্ড, জিয়ান্নার তরফ থেকে কোন প্রতিক্রিয়াই এল না। এমন কিছু ভুলেও ডোরিয়া আশা করেনি। অদ্ভুত, অস্বাভাবিকভাবে বসে আছে জিয়ান্না। ডোরিয়ার গম্ভীর অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টির জবাবে সে ফিরিয়ে দিল আহত দৃষ্টি। পার্শিয়ান ডিভানে জিয়ান্নার পাশে বসে গভীর সমবেদনার সঙ্গে ওর হাত ধরে রেখেছে প্যারেট্টা।

পুরো ব্যাপারটাই ভীষণ রহস্যময় বলে মনে হচ্ছে ডোরিয়ার। কিন্তু কোন ব্যাখ্যা সে চাইল না। বরং বলে গেল তার নিজের বানানো গল্প। প্রসপেরোর বীরত্বের গল্প। তবে বলা হলো এমন ঢঙে যে, মনে হলো ওই লড়াইয়ে প্রসপেরোর বাঁচার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। তাই ওর শেষ পরিণতি নিজের চোখে না দেখলেও ডোরিয়া নিশ্চিত যে, মৃত্যুর আলিঙ্গনে বাঁধা পড়েছে প্রসপেরো।

ডোরিয়া আশা করেছিল গল্প শুনে শোকে ভেঙে পড়বে জিয়ান্না। এমনকী প্রসপেরোকে উদ্ধার করা বাদ দিয়ে নিজের ফ্লিট নিয়ে পালিয়ে আসার পক্ষে সাফাই গাইতেও প্রস্তুত ছিল সে। কিন্তু কোন সাফাই চাইল না জিয়ান্না। কেবল বিষণ্ন দৃষ্টি ফুটে রইল তার চোখে।

ডোরিয়া বলে চলেছে, 'প্রসপেরোর তরফ থেকে স্রষ্টাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি যে, ওর অন্তিম মুহূর্তটাকে অমন অবিস্মরণীয় করে

বইঘর.কম

দিয়েছেন তিনি।'

কিন্তু তখন জিয়ান্নার মুখ দিয়ে যে ঘটনার বয়ান বের হলো তার জন্য মোটেও প্রস্তুত ছিল না ডোরিয়া।

উনিশ

অরেলিয়ার নির্বুদ্ধিতা

স্ত্রীর কাছ থেকে জিয়ান্নার এই নির্লিপ্ততার কারণ জানতে পারল ডোরিয়া। খবরটা শুনে একইসঙ্গে বিস্ময়ে হতভম্ব, শঙ্কায় উদ্বিগ্ন ও শোকে প্রায় নিথর হয়ে গেল সে।

কয়েকদিন পিছনে ফিরে যাই। আলজিয়ার্সের পথে প্রসপেরোদের স্প্যানিশ ফ্লিট রওনা হয়েছে কি হয়নি, ডোরিয়া ও অ্যাডর্নো পরিবারের সমর্থকরা মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গেছে। প্রকাশ্যে যে যা-ই বলুক, অ্যাডর্নো বংশের মাথা ডোরিয়া পরিবারে বিয়ে করবে এটা তারা মানতে পারছে না।

অ্যাডর্নোরা ভাবছে তাদের সঙ্গে বেইমানি করেছে প্রসপেরো। ওদের এই মনোভাবের স্পষ্ট বহিঃপ্রকাশও করতে শুরু করল তারা। যখন-তখন, কারণে-অকারণে এক পক্ষের লোকজন আরেক পক্ষের সঙ্গে ঝগড়ায় লিপ্ত হতে শুরু করল। শেষ পর্যন্ত তাদ্দিওকে জনসমক্ষে অপমান করল ফাবিও স্পিনোলি। ঘটনা ডুয়েল পর্যন্ত গড়াল। ডুয়েলে স্পিনোলিকে হত্যা করল তাদ্দিও। এবং সেই রাতেই স্পিনোলিদের লোক-লস্কর পথে নামল ফাবিওর

মৃত্যুর বদলা নিতে।

এদিকে এই ঘটনার জন্য প্রসপেরো আর ওর মা অরেলিয়াকে সম্পূর্ণ দায়ী বলে ভাবে তাদ্দিওর বাবা। রাগ ঝাড়তে সরাসরি অরেলিয়ার কাছে চলে এল সে।

বলল, 'আমাদের পরিবারের সঙ্গে আপনার ছেলের প্রতারণার সুমিষ্ট ফল ফলতে শুরু করেছে, দেখতে পাচ্ছেন? প্রসপেরোর স্বার্থপর চিন্তার কারণে আজ আমার ছেলে বিছানায় পড়ে কাতরাচ্ছে, পাঞ্জা লড়ছে মৃত্যুর সঙ্গে। যে-কোন সময় মারা যাবে ও। সেইন্ট লরেন্সের শপথ, ও মারা গেলে প্রসপেরোকেও অবশ্যই তার মূল্য চুকাতে হবে। ওর রক্ত দিয়ে রাস্তা রাঙিয়ে দেব আমি।'

রাগে লাল হয়ে গেল অরেলিয়ার মুখ। বলল, 'হুমকি দিচ্ছ?'

'নয়তো কী? ছেলের হত্যাকারীকে এমনি-এমনিই ছেড়ে দেব?'

অরেলিয়া বলল, 'বেশ তো, যারা ওকে হত্যা করেছে তাদের উপর শোধ নাও গিয়ে। স্পিনোলিদের উপর রাগ দেখাও গিয়ে, এখানে হম্বিতম্বি করছ কেন?'

'ওদের ব্যবস্থাও করব। কিন্তু তার আগে, আজকের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে যার জন্য, ওই শয়তানকেও ছাড়ব না। আমাদের বংশের উপর প্রসপেরোর আনা লজ্জার বোঝাও পরিষ্কার করব। আর কারো পরিহাসের পাত্র আমরা হতে চাই না।' এতটুকু বলে ঝোঁকের বশে ঘোষণা দিল, 'এখনই প্রসপেরোকে ধরতে রওনা হচ্ছি আমি।'

'তুমি আর তোমার ছেলে তাদ্দিও, দু'জনেই পাগল!' বলল অরেলিয়া।

অরেলিয়াকে তাদ্দিওর বাবা বলল, 'পাগলামির দেখেছ কী, এখন টের পাবে পাগলামি কাকে বলে! তোমার কুলাঙ্গার ছেলের গলা যখন কাটব, বুঝবে, পাগলামি কাকে বলে।'

বইঘর.কম

চোখে তীব্র ঘৃণা নিয়ে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইল প্রসপেরোর মা আর তাদ্দিওর বাবা রেইনাল্ডো। একসময় অরেলিয়া বলে উঠল, 'কী বলছ, তুমি নিজেও জানো না, রক্তপিপাসু গর্দভ।'

জবাবে তীব্র স্বরে রেইনাল্ডো বলল, 'প্রসপেরোর অন্তিম মুহূর্ত কেমন কাটল, অবশ্যই তুমি জানতে পারবে,' বলে বের হওয়ার জন্য ঘুরল সে।

আতঙ্ক গ্রাস করল অরেলিয়াকে। রেইনাল্ডোকে থামানোর জন্য থাবা দিয়ে তার হাত ধরে রীতিমত ঝুলে পড়ল অরেলিয়া। বলল, 'ঘৃণায় অন্ধ হয়ে গেছ তুমি। তুমি যা ভাবছ তেমন কিছুই হয়নি। আমার কথা অবিশ্বাস করলে আজীবন পস্তাতে হবে তোমাকে। বুঝতে পারছ না কেন, ডোরিয়াদের সঙ্গে আপাত সন্ধি করা ছাড়া প্রসপেরোর আর কোন উপায় ছিল না।'

তীব্র রোষের সঙ্গে রেইনাল্ডো বলল, 'যেমন মা, তেমন ছেলে। আর কোন উপায় ছিল না, না?' ঝাঁকি দিয়ে অরেলিয়ার হাত ছুটিয়ে নিতে চাইল রেইনাল্ডো। ধমকে উঠে বলল, 'ছাড়ো আমাকে, ছেড়ে দাও।'

কিন্তু তাকে ছাড়ল না অরেলিয়া। তার কাছে এখন কেবল একটা ব্যাপারই মূল্যবান। সেটা হচ্ছে এই রক্তপিপাসু নির্বোধদের রাগ থেকে ছেলের প্রাণ বাঁচানো। যেহেতু প্রসপেরোকে সাবধান করে দেয়া তার ক্ষমতার বাইরে, তাই একমাত্র দৃশ্যমান উপায় হচ্ছে, যে-কোন মূল্যে রেইনাল্ডোকে তার অন্ধ প্রতিহিংসা চরিতার্থ করা থেকে বিরত করা। এবং সেটা করতে হলে, অরেলিয়ার মতে, বিপজ্জনক ও অতি গোপনীয় সত্যটি রেইনাল্ডোর কাছে প্রকাশ করতেই হবে।

উষ্মা ঝরে পড়ল অরেলিয়ার উচ্চারিত প্রতিটি শব্দে। সে বলল, 'অন্ধ, নির্বোধ কোথাকার, অ্যাডর্নোরা ধ্বংস হয়ে গেলে

ডোরিয়া ছাড়া কার লাভ হত? ডোরিয়াদের সঙ্গে আমাদের হিসাব বরাবর করার আগে অ্যাডর্নোদেরকে জেনোয়ার মাটিতে পা রাখতে দেয়াটা ছিল বেশি জরুরি। আমাদের হাত থেকে ডোরিয়ারা নিরাপদ, সেটা বোঝানো ছাড়া অ্যাডর্নোদের এখানে আনা কি সম্ভব হত?'

একটু থমকাল রেইনাল্ডো। বলল, 'কী বলতে চাইছ? কিছু বলার থাকলে পরিষ্কার করে বলো।'

'বুদ্ধু ছাড়া সবার জন্যই তো ব্যাপারটা পানির মত পরিষ্কার। প্রসপেরো ওদের সঙ্গে লোক দেখানো সন্ধি করেছে যাতে গোপনে ডোরিয়াদের ধ্বংসের কাজ গুছিয়ে আনতে পারে।'

কোমরে হাত রেখে ঘুরে দাড়াল রেইনাল্ডো। বলল, 'তাহলে জিয়োভান্নার সঙ্গে ও বাগ্‌দান করল কেন? মনে হচ্ছে ওই কথাটা তুমি ভুলে গেছ। তোমার আবোল-তাবোল গল্পে বিভ্রান্ত হচ্ছি না আমি।'

'আবোল-তাবোল নয়; গসপেলের কসম, সত্যি বলছি।'

'সত্যি বলছ! তাহলে প্রসপেরোর বাগ্‌দত্তার কী হবে?'

কুটিল হাসি ফুটল অরেলিয়ার মুখে। বলল, 'ওর আবার কী? ডোরিয়াদের নাম ও নিতে গেছে কেন? প্রসপেরো ওকে ত্যাগ করবে। তখন ওই মেয়ে পরিণত হবে সবার হাসি-তামাশার পাত্রে।'

আঁতকে উঠল রেইনাল্ডো। বলল, 'একথা সত্যি হলে প্রসপেরোর সম্মান ধুলোয় তো লুটাবেই, সঙ্গে ভীষণ অসম্মানিত হবে অ্যাডর্নোরাও। আর মিথ্যা হলে নতুন করে বলার কিছু নেই।'

অরেলিয়া বলল, 'যেটাই ঘটুক তুমি খুশি হবে, তাই না, রেইনাল্ডো?'

'না, খুশি হব না।'

অরেলিয়া বলল, 'তোমাকে খুশি করা দেখছি খুবই কঠিন।'

'না, অরেলিয়া। আমার মধ্যে এখনও কিছুটা ভদ্রতা আছে।'

'নতুন কথা শোনালে, রেইনাল্ডো।'

'ঝগড়া মেটাতে আমি কোন মহিলার আঁচলের নিচে গিয়ে লুকাই না। শত্রুর সঙ্গে মুখোমুখি মোকাবেলা করি আমি।'

শুনে হেসে উঠল অরেলিয়া। বলল, 'আরেকটা নতুন কথা শোনালে। আগে তো দেখেছি, নিজের শত্রুর উপর অন্যদের লেলিয়ে দিতে তুমি। তা তুমি যদি এতই সাহসী হও, তাহলে ডোরিয়া যখন এখানে ছিল তখন তুমি নিজেই ওর দাড়ি টেনে ধরলে না কেন? আর আন্দ্রে ছাড়াও জেনোয়ায় আরো যে ডোরিয়ারা আছে, তাদেরই বা ধরছ না কেন? এখানে আমার সঙ্গে চেঁচামেচি না করে ওদের কারো সঙ্গে লড়লে তোমার জেদ মিটবে বেশি। তো ওদের কাছেই যাচ্ছ না কেন?'

'ঈশ্বরের কসম, অরেলিয়া, তুমি পুরুষ হলে...

...তুমি আরো সভ্য আচরণ করতে। প্রসপেরো ফিরে এলে তখন ওর সঙ্গে কথা বোলো। সামনাসামনি যখন কথা বলবে তখন দেখব, এখনকার মত দৃপ্ত থাকতে পারো কিনা।'

ঘৃণা পুষে রেখেই চলে গেল রেইনাল্ডো।

চিন্তা করতে বসল অরেলিয়া। এবং ঠাণ্ডা মাথায় একটু ভাবতেই বুঝল, প্রসপেরোর পরিকল্পনা যে উদ্দেশ্যে সে প্রকাশ করেছে তা তো পূরণ হয়ইনি, উল্টো বিপরীত ফল হবে এখন। অরেলিয়া চেয়েছিল প্রসপেরোর পরিকল্পনা ফাঁস করে রেইনাল্ডোকে ঠাণ্ডা করতে, যাতে মাথা গরম লোকটার কারণে প্রসপেরোর পরিকল্পনায় পানি না পড়ে। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে অরেলিয়া ভুলে গিয়েছিল, রেইনাল্ডোকে বিশ্বাস করার কোন উপায় নেই। ভীষণ ভয় পেয়ে গেল অরেলিয়া। কারণ রেইনাল্ডো অবশ্যই মুখ খুলবে। এবং সেটা চারদিকে ছড়িয়েও পড়বে। তার অবশ্যম্ভাবী ফল, কথা যাবে ডোরিয়াদের কানে। ধ্বংস হয়ে যাবে

BG & MAH

প্রসপেরোর প্রতিশোধ নেয়ার ইচ্ছা।

সত্যিই প্রসপেরোর প্রতি ঘৃণার কারণে ওসব বলে বেড়াল মাথা গরম রেইনাল্ডো। কিন্তু যখন ওর মাথা ঠাণ্ডা হলো তখন সে-ও বুঝতে পারল যে কী করে বসেছে সে, আর এর ফল কী হবে। জানা কথা, অশুভ কথা বাতাসের আগে যায়। গেছেও তাই।

রেইনাল্ডোর সঙ্গে দেখা হবার তিন-চার দিন পরের কথা। অরেলিয়ার চেম্বারলিন এসে বলল, তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে ডাচেস অভ মেলফি, মানে ডোরিয়ার স্ত্রী ও তার ভাতিজি। বলা বাহুল্য, ভাতিজি হচ্ছে জিয়ান্না।

শুনেই আতঙ্কিত হয়ে গেল অরেলিয়া। প্রথমে ভাবল এই অনাকাঙ্ক্ষিত অতিথিদের সঙ্গে দেখাই করবে না। কিন্তু তারপরই তার ভিতর মাথা চাড়া দিল স্ট্রোজ্জিসুলভ গর্ব। মার্বেলে বাঁধানো সিড়ি দিয়ে নিচে নেমে এল অরেলিয়া। নিজের অবস্থান ও মর্যাদা সম্বন্ধে পূর্ণ সচেতন সে। যে কক্ষটায় তারা দেখা করল সেটার ছাদ ধরে রেখেছে জটিল নকশাঙ্কিত অনেকগুলো কলাম, পুরো ফ্লোর মূল্যবান মোজাইকে ঢাকা। ওখানেই প্রথমবারের মত পরস্পরকে দেখল প্রসপেরোর মা আর ওর বাগ্‌দত্তা স্ত্রী।

অরেলিয়ার চেহারায় ফুটে আছে বিদ্রূপ মাখা আত্মম্ভরিতা। আর জিয়ান্নার চেহারায় ফুটে আছে অস্পষ্ট একটা দুঃখী ভাব ও খানিকটা যেন রহস্যময়তা। মনে মনে জিয়ান্নার অভিব্যক্তির প্রশংসা করল অরেলিয়া, কিন্তু তাতে ওর প্রতি ঘৃণা একটুও কমল না।

সবার অভিব্যক্তিই মুখোশাবৃত। জিয়ান্নার ভিতরটা ছিঁড়েখুঁড়ে যাচ্ছে কিন্তু মোটামুটি নির্লিপ্ততার মুখোশ পড়ে আছে সে। এমনকী প্যারেট্টার মুখের ভদ্রতাসূচক স্মিত হাসিটিও অভিনয়।

সিঁড়ির গোড়ায় এসে পুরোপুরি আনুষ্ঠানিক ভঙ্গিতে ডাচেস আর তার ভাতিজিকে অভ্যর্থনা জানাল অরেলিয়া। বলল, 'আমার

বইঘর.কম

বাড়িতে আপনাদের পর্দাপণে সম্মানিত বোধ করছি।'

হাসিমুখে অরেলিয়ার সম্ভাষণের জবাব দিল ডাচেস। বলল, 'আপনার শরীর-স্বাস্থ্য খারাপ থাকায় আমাদের ঘরে পা রেখে সেটাকে সম্মানিত হবার সুযোগ দিতে অপারগ ছিলেন। তাই আমার মনে হলো, আমার ভাতিজিরই দায়িত্ব হবু শাশুড়িকে দেখতে আসা।'

জবাবে অরেলিয়া বলল, 'দায়িত্বটা পালনে একটু দেরি হয়ে গেল না?' কথার উত্তরে ফিরিয়ে দিল কথার আঘাত। যেন কথা দিয়ে তলোয়ার যুদ্ধ করছে দু'জন। অতিথিদেরকে জানালার সামনে মুখোমুখি আসনে বসতে দিল অরেলিয়া। আর নিজে বসল জানালার দিকে পিঠ দিয়ে।

জিয়ান্না বলল, 'আপনার সঙ্গে দেখা করাটা আর পিছানো সম্ভব হলো না। একটা জরুরি বিষয় নিয়ে কথা বলা দরকার ছিল, এখন সেটা প্রকট রূপ ধারণ করেছে। তাই আপনাকে বিরক্ত করতে আসা।' এমনকী শত্রুভাবাপন্ন প্রসপেরোর মা'রও পছন্দ হয়ে গেল জিয়ান্নার মধুমাখা কণ্ঠের শান্ত অনুরণন।

'ভাবছি, কী এমন হলো যে তুমি এতটা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছ।'

সন্তুষ্ট কণ্ঠে প্রশ্ন করল ডাচেস, 'সত্যিই তা-ই ভাবছেন?' বলতে বলতে ময়ূরের পেখম দিয়ে বানানো হাতপাখা দিয়ে নিজেকে বাতাস করতে থাকল সে। তারপর আবার বলল, 'নাকি, আমরা কেন এসেছি সেটা আন্দাজ করে নিয়েছেন?'

'কোন ব্যাপারে সত্য জানার সুযোগ থাকলে কখনোই অনুমান করে সময় নষ্ট করি না আমি।'

মনে বেশ দ্বিধা চলে এলেও বন্ধুত্বের ভাব বজায় রেখে কথা বলল প্যারেট্টা। বলল, 'স্বীকার করছি, আমি একটু সন্দেহই করেছিলাম যে, শুধু স্বাস্থ্যগত কারণেই কি আপনি আমাদের বাড়ি আসেননি? সন্দেহটা আরো বেড়েছে আপনার হবু পুত্রবধূকে

নির্লিপ্ত আবেগহীনভাবে স্বাগত জানাতে দেখে।’

অরেলিয়ার মুখে হাসি আছে বটে, তাতে মোটেও আন্তরিকতা নেই। সে বলল; ‘উষ্ণ সম্ভাষণ সে পেত, যদি আমার মতামতকে গুরুত্ব দিয়ে আমার ছেলে তার স্ত্রী পছন্দ করত। তাছাড়া ওর এই কাণ্ডটা আমি কখনো আশা করিনি। সরাসরি যদি বলি, এটাই মূল কারণ।’

‘এটাই কি একমাত্র কারণ? সত্যি বলছেন?’ নিরুত্তাপ কণ্ঠে বলল জিয়ান্না।

‘মিথ্যাটা বললাম কোথায়?’ বলল অরেলিয়া।

ডাচেস বলল, ‘আসলে সেটা জানতেই আমরা এসেছি।’

অধৈর্য হয়ে উঠল জিয়ান্না। তলোয়ার খেলার মত বাক্যে বাক্যে ঠোকাঠুকি বাদ দিয়ে সরাসরি মূল প্রসঙ্গ উত্থাপন করল সে। বলল, ‘বাজারে গুজব রটছে। খুবই অস্বস্তিকর, লজ্জাজনক আর কুৎসিত গুজব। এতটাই লজ্জাস্কর আর নোংরা যে কথাটা সত্য কিনা তা সরাসরি জিজ্ঞেস করতে আমার আন্টি দ্বিধা করছে। কারণ তিনি ভাবছেন এতে আপনি অপমানিত বোধ করতে পারেন। প্যারেন্টার ভদ্রতা আমার ভিতর না দেখলে ক্ষমা করবেন। নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, গুজবের সত্যতা সম্বন্ধে জানা আমার জন্য খুবই জরুরি। গুজবটা হচ্ছে...’

এ পর্যন্ত বলতেই জিয়ান্নাকে বাধা দিল অরেলিয়া। জিয়ান্নার উচ্চারিত প্রতিটা শব্দ অরেলিয়াকে অধিক থেকে অধিকতর রাগিয়ে তুলছে, বাড়িয়ে দিচ্ছে জিয়ান্নার প্রতি তার ঘৃণার মাত্রা। জিয়ান্নার কথা শেষ হবার আগেই রাগে প্রায় উন্মাদ হয়ে গেল সে। মাত্রাজ্ঞান হারিয়ে ফেলল, বিস্ফোরণের মত তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, ‘বলার দরকার নেই, আমি জানি বাজারে কী রটছে। তুমি লজ্জা আর অপমানের কথা বলছ, মেয়ে? বলতে পারো, একজন অ্যাডর্নোর জন্য তার বাবার হত্যাকারীদের সঙ্গে হাত

মেলাবার চেয়ে বেশি অপমানের আর কী আছে?'

অরেলিয়ার কথা শুনেই দম বন্ধ করে ফেলেছে ডাচেস। কিন্তু জিয়ান্নার মুখের হাসি অমলিন। ও বলল, 'প্রসপেরো এই জঘন্য কাজ করলে সেই অপমান হবে তার চেয়েও অনেক বড়।'

জবাবে অরেলিয়া বলল, 'এই ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন হওয়াই স্বাভাবিক। তবে সেই অপমানও আমরা সহ্য করতে পারব।'

রীতিমত আঁতকে উঠে ডাচেস বলল, 'আপনি বলতে চাইছেন গুজবটা গুজব নয়, সত্যি?' রীতিমত বিকৃত হয়ে উঠেছে তার চেহারা। একমুহূর্ত সময় নিল সে নিজেকে সামলে নিতে। তারপর অরেলিয়াকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'বললেন, আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন। মেনে নিচ্ছি। কথাটা স্পষ্টভাবে বলার জন্য ধন্যবাদ।' তারপর জিয়ান্নাকে বলল, 'চলো, ওঠো। আমরা জবাব পেয়ে গেছি।'

কিন্তু জিয়ান্নার মুখে তখনও ফুটে আছে সেই অদ্ভুত হাসি। আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে ও বলল, 'আমরা মিথ্যা কথা শুনছি। অত্যন্ত লজ্জাজনক মিথ্যা। কথাটা ছড়ানো হয়েছে স্রেফ আমাদের আহত ও হেয় করার জন্য। আর কিছু নয়।' বলতে বলতে ধীরে ধীরে উঠল সে। বলল, 'আপনি কি ভুলে গেছেন, আপনার ছেলে এখনও লড়াই নিয়ে ব্যস্ত? একবারও ভেবেছেন, লড়াই থেকে সে না-ও ফিরতে পারে? তখন এই গুজব সত্য বলে প্রমাণ করার কেউ থাকবে না। বরং যারা এসব বলে বেড়িয়েছে লোকে তাদের গর্দভ বলবে। আমার ধারণা, কথাটা একবারও আপনার মাথায় খেলেনি। এখন এটা নিয়ে ভাবুন, আর দয়া করে এমন কিছু বলবেন না যাতে প্রসপেরোর আর আপনাদের নিজেদের অসম্মান হয়। আরেকটা কথা, আপনি যদি ভেবে থাকেন এসব কথা বলে আমাকে আহত করবেন, আঘাত দেবেন; তা পারেননি। এসব

অপলাপ বিশ্বাস করে প্রসপেরোর অসম্মান আমি করব না।'

আত্মম্ভর অরেলিয়া অনেকবারই অনেককে কটুকথা বলেছে। কিন্তু নিজে কখনো কারো কাছ থেকে এভাবে বাক্যবাণে আক্রান্ত হয়নি। খানিকটা হলেও বেসামাল হয়ে গেছে সে। রুক্ষভাবে হেসে উঠে সে বলল, 'তাহলে, বোকার স্বর্গে বাস করাই তোমার পছন্দ, না? আর অপলাপ, মিথ্যা বলেছি? হাহ্, বলো, প্রসপেরো জেনোয়ায় আছে কতদিন? কিন্তু বিয়ের সময় ও পায়নি কেন? কোন ইঙ্গিত পাচ্ছ, মেয়ে? তুমিই জানো কীভাবে এর ব্যাখ্যা সে দিয়েছে। এখন নিজেই বিবেচনা করো গিয়ে।'

জিয়ান্নার বুকে কথাগুলো গিয়ে শেলের মত বিঁধেছে। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে পুরো শরীর কাঁপছে ওর।

হঠাৎ জিয়ান্নার এই পরিবর্তন অরেলিয়ার চোখ এড়ায়নি। কুটিল ঘৃণাপূর্ণ হাসি হাসল সে। বলল, 'এখন আর মনে হচ্ছে না যে আমি মিথ্যা বলেছি, তাই না?'

এক কদম এগিয়ে আন্টির হাত ধরে নিজেকে স্থির করল জিয়ান্না। তাকে বলল, 'জবাব পেয়েছি, চলো।'

জিয়ান্নাকে জড়িয়ে ধরল প্যারেট্টা। এগুতে এগুতে দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে অরেলিয়াকে বিদায় জানাল সে। বলল, 'আপনার সন্তান আপনার ফ্লোরেন্টাইন রক্তের সত্যিকার উত্তরসুরি। খোদা তাকে সুমতি দিক। এই হীন কাজটায় গর্ববোধ করছেন আপনি, তবুও প্রার্থনা করি ঈশ্বর আপনাকেও সুমতি দিক।'

জবাব দেয়া থেকে বিরত রইল অরেলিয়া। বিদায় নিল তার দুই অনাকাঙ্ক্ষিত অতিথি। যাওয়ার সময় ভীষণ রেগে ছিল ডাচেস, কিন্তু একদমই শান্ত রইল জিয়ান্না। কিন্তু ওর ভিতর আর আগের মত আত্মনিয়ন্ত্রণ নেই। সেদিনের পর ডাচেসের কাছ থেকে নানা মন্তব্য শোনার পরও একদম মুখ খোলেনি ও।

বইঘর.কম

এমনকী ডোরিয়া জেনোয়ায় ফিরে প্রসপেরোর বিয়োগ সংবাদ দেয়ার আগ পর্যন্ত একবারও কথা বলেনি।

এতসব নাটকের ব্যাপারে অ্যাডমিরাল প্রথম জানতে পারে তার স্ত্রীর কাছ থেকে। শুনে প্রথমে সে কিছুই বিশ্বাস করেনি। কিন্তু যখন লেডি তাকে মনে করিয়ে দিল যে বিয়ে নিয়ে প্রসপেরো কতটা টালবাহানা করেছে, বিশ্বাস টলে গেল তার। তারপরও সে প্রসপেরোকে পুরোপুরি অবিশ্বাস করেনি। কিন্তু যখন তার ভাতিজারা তাকে মনে করিয়ে দিল যে শার্শেলে থাকতে প্রসপেরো কীভাবে তার হুকুম এড়িয়ে যেতে চেয়েছে, তখন আর নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারল না সে। প্রচণ্ড রাগ বিস্ফোরণের মত বেরিয়ে এল। সে এতটাই রেগে গেল যে তার খুব কাছের লোকও মনে করতে পারছিল না যে ডোরিয়া শেষবার কবে এভাবে রেগেছে।

প্রসপেরোর উপর এভাবে তাকে খেপিয়ে দিতে পেরে অত্যন্ত আনন্দ পেল ফিলিপ্পিনো। বলল, 'কুত্তাটাকে যখন শেকলে বেঁধে দাঁড়ে বসিয়েছিলাম, ভাল করেই জানতাম কী করছি। এই বেইমানের সঙ্গে সন্ধি করার সময়ই আপনাকে বারণ করেছিলাম। কিন্তু আমার কথা শোনেননি আপনি।'

ডিউক এখনও ফিলিপ্পিনোর কথা শুনল না। প্রায় খেঁকিয়ে উঠে বলল, 'হ্যাঁ, মনে আছে। এখন বলবে আমি একটা ঘাড়ত্যাড়া বুড়ো ভাম আর তোমরা দু'জনে খুব বুদ্ধিমান, তাই না? কিন্তু ভুলে যাচ্ছ, সন্ধি তোমাদের পক্ষেই গেছে। বিশেষ করে, ফিলিপ্পিনো, তোমার গর্দান বাঁচিয়েছে এই সন্ধি চুক্তি।'

বিরক্ত হয়ে ফিলিপ্পিনো বলল, 'এখনও আপনি ওর হয়ে সাফাই গাইছেন, মাই লর্ড।'

গর্জে উঠল ডোরিয়া, 'সাফাই? সাফাই গাইছি না, আহাম্মক কোথাকার। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দাও যে, শার্শেলে ও আমার হুকুম

অমান্য করেছে। তাতেই আজ ওখানে পচে মরছে ও।’

ডিউকের বক্তব্যের সমর্থনে ডাচেস প্যারেন্ট্রার ঠোঁট জোড়া পরস্পরের উপর আরো শক্ত হয়ে চেপে বসল। কিন্তু কেঁপে উঠল জিয়ান্না।

জিয়ানেট্টিনো বলল, ‘কিন্তু আমি এত অল্পে সন্তুষ্ট নই। নরকের কীট তুর্কিরা আমাদের হয়ে শোধ নেবে, তা আমার পছন্দ নয়। নিজের শোধ আমি নিজের হাতে তুলতে চাই।’

একই সুর তুলল ফিলিপ্পিনোও। বলল তার তলোয়ারের ফলার নিচে দেখতে চায় প্রসপেরোর গলা।

আন্দ্রে, ফিলিপ্পিনো আর জিয়ানেট্টিনোর বক্তব্যে স্পষ্ট যে প্রসপেরোর এখনও বেঁচে থাকার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু ব্যাপারটা জিয়ান্নার নজরেই পড়ল না।

কয়েক সপ্তাহ পরের কথা। শীত আসি-আসি করছে। সাগর আর আবহাওয়া, দুটোই যেন মাতাল হয়ে আছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও জেনোয়ার বন্দরে ভিড়ল একটা সিসিলিয়ান জাহাজ। জাহাজটার ক্যাপ্টেনের নাম ইয়াকুব বেন ইসার। সে ডিউক অভ মেলফির জন্য একটা চিঠি নিয়ে এসেছে।

কিন্তু জেনোয়ায় নেই ডোরিয়া। তার অবর্তমানে ডেপুটি হিসেবে কাজ করছে জিয়ানেট্টিনো। কাজেই বন্দরের এক অফিসার ইয়াকুবকে নিয়ে গেল প্রাসাদে জিয়ানেট্টিনোর কাছে। কার কাছ থেকে চিঠিটা এসেছে জিজ্ঞেস করল জিয়ানেট্টিনো। জবাবে সে জানাল, তার মালিক দ্রাগুতের হাতে বন্দি হয়ে আছে মেসার প্রসপেরো। এটা তার মুক্তিপণ দাবি করে লেখা চিঠি। আর কিছু জানার দরকার নেই। সিল ভেঙে ফেলল জিয়ানেট্টিনো।

ইটালিয়ানে দ্রাগুত লিখেছে:

বইঘর.কম

মাই লর্ড ডিউক,

অভিবাদন নিন। জেনে খুশি হবেন যে দয়াময় আল্লাহতায়ালার অশেষ কৃপায় মহান ক্যাপ্টেন মেসার প্রসপেরোর প্রাণ রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছি আমি। কিন্তু বর্তমানে তিনি আমার বন্দি। তার মুক্তির জন্য মুক্তিপণ হিসেবে তিন হাজার ডাকাট দাবি করছি। আমার মুক্তির জন্য মুক্তিপণ হিসেবেও এই একই পরিমাণ অর্থ আপনি পেয়েছিলেন আমার লর্ড খায়ের-আদ-দীনের কাছ থেকে। মুক্তিপণের অর্থ পরিশোধ করা মাত্রই মেসার প্রসপেরো মুক্তি পাবে। এবং সঙ্গে সঙ্গেই তাকে নিরাপদে জেনোয়ায় পৌঁছার ব্যবস্থা করে দেব। তবে ততদিন সে আমার দূত ইয়াকুবের নিরাপত্তার স্বার্থে আমার কাছে বন্দি হিসেবে থাকবে। প্রার্থনা করি, আল্লাহর দয়ায় লর্ড দীর্ঘজীবী হোন।

সঙ্গে সঙ্গে ভাইয়ের খোঁজে লোক পাঠাল জিয়ানেট্রিনো। তারপর দু'জনে মিলে আলোচনায় বসল, কী করা যায়। জিয়ানেট্রিনোর ইচ্ছে তিন হাজার ডাকাট গেলে যাক। কিন্তু প্রসপেরোকে এখানে এনে শৃঙ্খলাভঙ্গের দায়ে ওকে প্রকাশ্যে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করতে হবে।

কিন্তু কাজিনের জ্ঞানের বহরে বিরক্ত হয়ে নাক ঝাড়ল ফিলিপ্পিনো। বলল, 'হ্যাঁ, তারপর প্রসপেরোর বন্ধু ডেল ভাস্টো আমাদেরকে ফাঁসিতে তোলার জোগাড় করুক। আর ওর আরেক চামচা কারবাজাল বলে বেড়াক যে ভাল কাজের কারণে প্রসপেরোকে প্রাণ খোয়াতে হয়েছে।'

ওকে নাক সিটকাতে দেখে বিরক্ত হলো জিয়ানেট্রিনো। বলল, 'আমার মনে পড়ে, তুমিই একসময় বলেছিলে শার্শেলে ওকে পচে মরতে দেয়ার চেয়ে ওর গলায় তলোয়ার চালিয়ে তুমি প্রতিশোধ নিতে চাও।'

'হ্যাঁ। কিন্তু পরে বুঝেছি, স্প্যানিশ সম্রাটের কাছে আততায়ীর হাতে ওর মৃত্যু আর এখানে ফাঁসিতে ঝুলে মৃত্যু একইরকম লাগবে।'

'আততায়ীর প্রসঙ্গ আসছে কেন? সামনাসামনি লড়াই আর পেছন থেকে খুন হওয়া এক হলো নাকি? ডুয়েলে লড়ে ওকে যদি হারাতে পারি তাহলে কে আমাকে ধরতে পারবে?'

'হয়তো। যদি তুমি ওকে মারতে পার তাহলে। কিন্তু যদি ও তোমাকে মেরে ফেলে?'

'তাহলে তুমি ওর মোকাবেলা করবে। আর তুমিও যদি মারা পড়ো তাহলে আরো জনা বারো লোক ওর দিকে ছুটে যাবে। ওদের একজনও বেঁচে থাকা অবধি লড়বে বদমাশটার সঙ্গে।'

'বীরত্ব বটে!' ফিলিপ্পিনো বলছে, 'কিন্তু তার দরকার পড়বে না। কারণ আমরা যেহেতু প্রসপেরোকে ফাঁসিতে ঝোলাতে পারছি না, তাই সবচেয়ে ভাল হয়, ও ব্যাটা শিকলে বাঁধা অবস্থায় পচে মরলে।'

'কিন্তু কতদিন? বাস্তবতা হচ্ছে, কেউ না কেউ ওকে মুক্ত করবেই।'

'একটা বিষয় তোমার চোখ এড়িয়ে যাচ্ছে। ভাবো, দ্রাগুতের দূত ইয়াকুবের নিরাপত্তার জন্য প্রসপেরোকে আটকে রাখা হয়েছে। এখন, ইয়াকুব যদি খালি হাতে ফিরে যায় বা আদৌ না যায়, তাহলে?' কুটিল হাসি ফুটে উঠল ফিলিপ্পিনোর মুখে। 'ইয়াকুবকে বন্দি করে দাস হিসেবে গ্যালিতে পাঠিয়ে দেব। ফলে প্রসপেরোকেও একই শাস্তি পেতে হবে। আমার ধারণা, এরপর আর কোনদিন প্রসপেরোর নাম কোথাও উচ্চারিত হবে না।'

ঠোঁট উল্টে জিয়ানেট্টিনো বলল, 'এ নিয়ে আমাদেরকে না আবার লর্ড আন্দ্রের মুখোমুখি হতে হয়। সে কখনোই এমন কিছুতে সম্মতি দেবে না।'

'লর্ড জানতেই পারবে না। আমরা একদম মুখ বন্ধ করে রাখব। আমি চিঠিটার কথা ভুলে যাচ্ছি, তুমিও ভুলে যাও।'

বিশ

প্রসপেরোর ফিরে আসা

শক্তিশালী ফ্লিট দাঁড়া করানোর জন্য পুরো শীতকাল জুড়ে ব্যস্ত মৌমাছির মত ছুটোছুটি করেছে ডোরিয়া। উদ্দেশ্য বসন্তের প্রথম নমুনা দেখা মাত্রই যেন কোর্সেয়ার মুসলিম বাহিনীর একেবারে হৃৎপিণ্ডে আঘাত হানা যায়। এরই মধ্যে তার কাছে এসে পৌঁছেছে সম্রাটের পাঠানো খোঁচা মারা এক চিঠি, যার মূল বক্তব্য কোর্সেয়ারদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত দ্রুত ও খুব শক্তিশালী আঘাত হানতে হবে।

চিঠি পেয়ে ডোরিয়ার অন্তরাত্মা কেঁপে গেছে। অনুমান করেছে, শার্শেলের ঘটনার 'আসল' সত্য সম্বন্ধে কোন না কোনভাবে আভাস পেয়ে গেছে সম্রাট পঞ্চম চার্লস। এদিকে দক্ষিণের উপকূলে রেজ্জিয়ো থেকে নেপলস পর্যন্ত দ্রাগুতের রেইড অনেক বেড়ে গেছে। ওদিকে ফনডি-তে আক্রমণ করেছিল স্বয়ং খায়ের-আদ-দীন। ওখান থেকে সুন্দরী গুইলিয়া গনজাগাকে তুলে নিয়ে সুলায়মানের হারেমে তুলে দিয়েছিল সে।

কিন্তু তাকে হারেমে ধরে রাখা যায়নি। একজন মাত্র সহকারী নিয়ে রাতের অন্ধকারে ঘোড়ায় চড়ে পালিয়েছে মহিলাটি। ঘটনাটি

BG & MAH

অনেকেরই জানা। পরে ওই সহকারীকেও সে মেরে ফেলে। কারণ, হঠাৎ চোখের সামনে অপরূপ সৌন্দর্য উন্মোচিত হতে দেখে তারও মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। লালসা পেয়ে বসেছিল লোকটাকে।

তবে রেইডের শিকার অন্য নারীরা তার মত এতটা সৌভাগ্যবতী না। এই রেইডগুলোর কারণে নিয়াপলিটান স্কোয়াড্রনের অভাব খুব বেশি বোধ করতে থাকে ডোরিয়া। একই শঙ্কায় শঙ্কিত হয়ে রেইডের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে ডোরিয়াকে নেপলসে ডেকে পাঠায় প্রিন্স অভ অরেঞ্জ।

নিয়াপলিটান স্কোয়াড্রনে এখনও প্রসপেরোর ছয়টা গ্যালি আছে। সপ্তম গ্যালিটি শার্শেল অভিযানের সময় চলে গেছে দ্রাগুতের দখলে। প্রসপেরোর আইনগত ওয়ারিশ হওয়ায় ওই ছয়টি গ্যালি দাবি করেছে রেইনাল্ডো। কিন্তু সেই আবেদনে রাজদরবার সাড়া দেয়নি। কারণ তারা ভাল করেই জানে এই অবস্থায় ছয়টা গ্যালি হারালে ইম্পিরিয়াল ফ্লিট কতটা দুর্বল হয়ে পড়বে। এদিকে প্রসপেরোর 'মৃত্যুর' পর কারবাজালকে নেপলসের নিয়াপলিটান ফ্লিটের ক্যাপ্টেন জেনারেল হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে। এবং নেপলসে তার কাছেই পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে প্রসপেরোর ছয়টা গ্যালি।

ওদিকে আরেক ভয়ানক খবর এসেছে। স্প্যানিশ রাজত্বের আফ্রিকা অংশের আউটপোস্ট সুসা, স্ফ্যাক্স ও মোনাস্টির দখল করে নিয়েছে দ্রাগুত। ওই পোস্টগুলোর সেনা গ্যারিসনের বেশ কিছু সৈন্যকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে সে। আর বাকিদের দাস হিসেবে বন্দি করেছে। এই দুঃসংবাদ আর সম্রাটের অতি জরুরি সমন; দুটো একসঙ্গে এসে পৌঁছুল ডোরিয়ার হাতে। সমনে বলা হয়েছে এই মুহূর্তে বার্সেলোনায় সম্রাটের সঙ্গে ডোরিয়াকে দেখা করতে হবে।

সংবাদটা ডোরিয়াকে ভীষণ অস্বস্তিতে ফেলে দিল। কারণ সাধারণত এই সুরে সম্রাটের হুকুম তার কাছে কখনো আসেনি। আবার এটাও ডোরিয়া ভাবছে যে, তাকেই যদি আবার কোর্সেয়ার ফ্লিটের পিছু ধাওয়া করতে পাঠানো হয়, তাহলে বুঝতে হবে, সম্রাটের কাছে তার সমুদ্র-সমরে জাদুকরের ইমেজ এখনও নষ্ট হয়নি। বার্সেলোনায় পৌঁছে ডোরিয়া জানতে পারল, সম্রাটের কানে খায়ের-আদ-দীনের চেয়েও দ্রাগুতের নামটা অনেক বেশি ভয়ানক হয়ে বাজছে।

ডোরিয়ার বুঝতে অসুবিধা হলো না যে, তার প্রতি সম্রাটের আনুকূল্য নির্ভর করছে এই তথাকথিত 'ইসলামের উন্মুক্ত তরবারি' নামটাকে সমূলে উৎপাটন করার মধ্যে। অবশ্য রাজদরবারে উপস্থিত হওয়ার পর ওখান থেকেও তাকে একই ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে।

স্প্যানিশ রাজদরবার থেকে এই ধারণা নিয়ে ডোরিয়া বেরিয়ে এল যে, এটাই হচ্ছে তার আসল পরীক্ষা। তবে একটুও ভয় পেল না সে। কারণ তার হাতে এখন আছে অত্যন্ত শক্তিশালী এক নৌবহর। নিজের পনেরোটা গ্যালি আগেই প্রস্তুত করেছে। তার এক স্বজাতির কাছ থেকে পেয়েছে আরো পাঁচটা ওয়ার গ্যালি। জেনোয়ার নৌবাহিনী থেকে নিয়েছে বারোটা, পোপের কাছ থেকে পেয়েছে তিনটা গ্যালি আর নাইট অভ মাল্টার কাছ থেকে পেয়েছে বিশাল এক গ্যালিসে। সব মিলিয়ে ছত্রিশটা ওয়ার গ্যালির বিশাল এক বহর। এগুলোর সঙ্গে আরো যুক্ত হয়েছে চারটা পরিবহন গ্যালিয়ন, অনেকগুলো স্লুপ, ফেলুকা আর স্কাউটিঙের কাজে লাগে এমন অনেকগুলো হালকা-পলকা ও দ্রুতগামী ট্রাইরেম।

ডোরিয়াকে চারটা পরিবহন গ্যালিয়ন দিয়েছে স্পেন নৌবাহিনী। কিন্তু তার বেশি আর একটা ডিঙ্গি দিতেও অস্বীকার

BG & MAH

করেছে তারা। কারণ হিসেবে বলেছে, ডোরিয়ার হাতে ইতিমধ্যেই যা আছে তা যে-কোন অভিযানের জন্য যথেষ্টর চাইতেও বেশি। তার উপর উপকূল রক্ষার কাজে বহরের সবগুলো গ্যালিই লাগবে তাদের। ওরা আশঙ্কা করছে, যে-কোন মুহূর্তে স্পেন উপকূলে হামলে পড়তে পারে দ্রাগুত। ফলে কোন যুদ্ধজাহাজ হাতছাড়া করার উপায় তাদের নেই।

একই কারণে জেনোয়া বা নেপলসের তহবিল ব্যবহার করে আর কোন গ্যালি বা লোক-লস্কর নেয়ার উপরও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। এমনকী ডোরিয়া যদি অনুভবও করে যে, তার আরো লোকজন দরকার, তবুও কিছু চাইবার উপায় নেই। কারণ তাতে তার বিপক্ষে যারা আছে তারা ডোরিয়ার বিরুদ্ধে সম্রাটের কান ভারী করার সুযোগ পেয়ে যাবে।

গ্রীষ্ম শুরু হওয়ার আগে-আগে বিশাল ফ্লিট নিয়ে বার্সেলোনার বন্দর ছাড়ল ডোরিয়া। মেহেদিয়ার বন্দরে আগুন দিয়ে দক্ষিণমুখী কোর্স ধরল সে। মেহেদিয়াকে ধ্বংস করতে পারলেও দ্রাগুতকে ধরতে পারল না ডোরিয়া। ওকে ধরার জন্য পাঁচ মাইল চওড়া জাহাজের এক জাল (নেটওয়ার্ক) তৈরি করে আফ্রিকার উপকূল চষে বেড়াতে থাকল সে। স্কাউট হিসেবে দলের অগ্রভাগে রাখল দ্রুতগামী ট্রাইরেমগুলোকে।

দ্রাগুতের খোঁজে ডোরিয়া যখন আফ্রিকার উপকূল চষে বেড়াচ্ছে তখন জেনোয়ার বন্দরে এসে ভিড়ল দ্রুতগামী একটা ফেলুকা। এর আরোহী হচ্ছে চারজন নিয়াপলিটান সহ স্বয়ং প্রসপেরো। ফেরুচ্চিয়ো নামের একজন নেভিগেটর নিয়ে জেনোয়ায় এসেছে সে।

আগেই বলেছি, গোইয়ালাতার লড়াইয়ে দ্রাগুতকে বন্দি করেছিল প্রসপেরো। তখন প্রসপেরোর কাছে খুব ভাল ব্যবহার পেয়েছিল দ্রাগুত। তারই প্রতিদান হিসেবে প্রসপেরোকে প্যারোল

দিয়েছে সে। আরেকটা ব্যাপারও ওদের মধ্যে কাজ করে থাকতে পারে, তা হচ্ছে ফিলিপ্পিনো যখন দ্রাগুত আর প্রসপেরোকে একইসঙ্গে শেকলে বেঁধে রেখেছিল, তখনই ওদের মধ্যে এক ধরনের বন্ধুত্ব ও সহমর্মিতার মনোভাব গড়ে ওঠে। হয়তো তারই প্রতিফল প্রসপেরোর মুক্তি। তবে কারণ যা-ই হোক; মূল কথা হচ্ছে ব্যাকফায়ার করেছে ফিলিপ্পিনো ডোরিয়ার পরিকল্পনা।

প্রসপেরোর মুক্তিপণ আদায়ের জন্য পাঠানো দূত ইয়াকুবের না ফেরার একটাই অর্থ। হয় তাকে বন্দি করা হয়েছে, নতুবা হত্যা করা হয়েছে। কিন্তু এই অবস্থায় একজন খ্রিস্টান নেতা যে আচরণ করত, তার ধারে-কাছেও গেল না দ্রাগুত। এমনকী প্রসপেরোর সঙ্গে একবারও উঁচু গলায় কথা বলেনি সে। উল্টো শীত আসি-আসি করছে, এমন সময় প্রসপেরোর মুক্তির প্রস্তাব নিয়ে হাজির হলো স্বয়ং দ্রাগুত। প্রসপেরোকে সে ছেড়ে দিয়েছে স্রেফ মুখের এক কথার ভিত্তিতে যে, ফিরে গিয়ে প্রথম সুযোগেই মুক্তিপণের তিন হাজার ডাকাট পাঠানোর ব্যবস্থা করবে প্রসপেরো। এবং সম্ভব হলে সেটা ইয়াকুবের হাত দিয়েই পাঠাবে। প্রস্তাবটা ওদের দু'জনকেই পরস্পরের চোখে সম্মানিত করেছে। আর শুধু সম্মানিতই করেনি, দু'জনের মধ্যে একটা বন্ধুত্বের বন্ধনও সৃষ্টি করেছে।

যা হোক, জেনোয়ায় অবতরণ করে প্রসপেরো দেখল আত্মীয় শুভানুধ্যায়ীরা ওর মৃত্যুর খবর জেনে শোক পালন করছে। ওদিকে হঠাৎ মৃত প্রসপেরোকে চোখের সামনে জীবিত দেখে মূর্ছা গেল ওর মা। খানিক সেবা-শুশ্রূষার পর জ্ঞান ফিরল তার। এরপর প্রসপেরোকে জিয়ান্নার গল্পটা বলল সে। এবার জ্ঞান হারানোর দশা হলো প্রসপেরোর।

সংজ্ঞাহীনতা আর খুশির কান্না দিয়ে শুরু হওয়া মাতা-পুত্রের মিলন শেষ হলো রাগ-বিদ্বেষ দিয়ে। সবকিছু শিকেয় তুলে

জিয়ান্নার খোঁজে ফসোলু প্রাসাদের দিকে রওনা হলো প্রসপেরো। পথে হঠাৎ ওর মনে একটা সন্দেহ জাগল। তখন রিপায় অবস্থিত বন্দিশালা ব্যাগনিয়ো থেকে ঘুরে আসার সিদ্ধান্ত নিল ও।

প্রসপেরোকে খুব ভালভাবেই চেনে ব্যাগনিয়োর জেলার। প্রসপেরোকে জীবিত দেখে যারপরনাই বিস্মিত ও খুশি হলো সে। প্রসপেরোকে যথাযোগ্য সম্মান দেখাতেও ভুলল না। ওর অনুরোধে তার বন্দিশালার বন্দিদের তালিকাও দেখাল। ওখানে ইয়াকুবের নাম দেখেই যা বোঝার বুঝে নিল প্রসপেরো। ওর মনের কোণে লুকিয়ে থাকা সন্দেহের বীজটা মহীরুহ হয়ে আত্মপ্রকাশ করল।

প্রসপেরোর হুকুমে ইয়াকুবকে তখনই ওর সামনে হাজির করল জেলার।

প্রসপেরোকে দেখেই উজ্জ্বল হাসি ফুটে উঠল ইয়াকুবের মুখে। ধরে নিল মুক্তি আসন্ন। বিনা দ্বিধায় প্রসপেরোর প্রশ্নের জবাব দিল সে। জানাল, জিয়ানেত্তিনোর হাতে মুক্তিপণের চিঠি দিয়েছিল সে। ফলস্বরূপ গলায় উঠেছে দাসত্বের শেকল। এতটুকুই সে জানে। বাকিটা অবশ্য প্রসপেরো নিজেই জানে। যে-কোন সময়ের চেয়ে বেশি দুঃখিত, রাগান্বিত ও ভারাক্রান্ত মনে ফসোলু প্রাসাদের দিকে এগুতে থাকল সে।

একুশ

ব্যাখ্যা

ফসোলু প্রাসাদে এসেছে প্রসপেরো। ডাচেসের চেম্বারে প্রসপেরোর আগমনের খবর নিয়ে গেছে তার চেম্বারলিন (খাস ভৃত্য)। অত্যন্ত চমৎকার কারুকাজ করা দর্শনীয় পিলার দিয়ে ঘেরা এক চত্বরে বসে অন্দরমহলের ডাকের জন্য অপেক্ষা করছে ও। একসময় ডাক এল প্রসপেরোর।

'গ্রেট গ্যালারি অভ হিরোজ' নামে বিশাল একটা কক্ষ পার হলো ওরা। এখানেই প্রসপেরোর বাগ্‌দান হয়েছিল। হল ঘরটায় প্রবেশ করা মাত্রই সেদিনের ঘটনা মনে পড়ে গেল ওর।

ডাচেসের চেম্বারে প্রবেশ করল প্রসপেরো। আজ ওকে দেখে আগের মত উষ্ণ অভ্যর্থনায় আসন ছাড়ল না ডাচেস। ডাচেসকে হালকা বাউ করল প্রসপেরো। দুঃখী দৃষ্টিতে প্রসপেরোকে জরিপ করল ডাচেসের চোখ জোড়া।

প্রসপেরো বলল, 'মনে হয় মৃত ব্যক্তির হঠাৎ জীবিত হওয়া খুব একটা সুবিধার ব্যাপার নয়। কারণ জীবিতরা ততক্ষণে তার মৃত্যুর ফায়দা লুটতে শুরু করে দিয়েছে।'

উত্তরে ডাচেস বলল, 'হয়তো ঠিক বলেছ। তবে, মৃত ব্যক্তির অন্যায় ক্ষমা করা সহজ।'

প্রসপেরো বলল, 'আমি ক্ষমা চাইতে আসিনি।'

'তাহলে কেন এসেছ?' প্রশ্ন করল ডাচেস।

'আমার গল্প আমার দৃষ্টিকোণ থেকে বলতে এসেছি। যাতে আমার কাজ–যেটাকে আপাত দৃষ্টিতে মনে হচ্ছে খুবই জঘন্য, সেই বিষয়টা পরিষ্কার করতে এসেছি।'

গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে ডাচেস বলল, 'আমার মনে হয় না, আমার ভাতিজি তোমার কথা শুনবে। আর আমিও চাই না ওর ইচ্ছার বিরুদ্ধে ওর সঙ্গে তুমি দেখা করো। তোমার কার্যকলাপের কারণে ইতিমধ্যেই যথেষ্ট ভুগছে সে। ওই ক্ষতের উপর আরেকটা নতুন ক্ষত দরকার নেই।'

খানিকটা অবাক হয়েই প্রসপেরো বলল, 'বলতে চাইছেন, আপনি চান, জিয়ান্না জানুক যে আমি বেঁচে নেই!'

'অবাক হচ্ছ? মৃত প্রসপেরোকে খানিকটা দয়া ও করবে। তোমার কীর্তিময় মৃত্যু হয়েছে ভেবেই না হয় শান্তিতে থাকুক ও।'

'আমার কাজ যদি মহান হিসেবে বিবেচিত হয়, তাহলে আমার ফিরে আসাতে নিশ্চয়ই সেই মহত্ত্ব মিলিয়ে যাবে না। এখন, প্যারেট্রা, দয়া করে আপনার ভাতিজির সঙ্গে দেখা করার সুযোগ দিন।'

জবাবে ডাচেস বলল, 'বললামই তো, তোমার সঙ্গে দেখা হলে জিয়ান্না আরো বেশি কষ্ট পাবে। তারপরও ওর সঙ্গে দেখা করতে চাইছ কেন?'

'আমিও যদি মনে করতাম, আমার কথা শুনলে ও কষ্ট পাবে তাহলে এই অনুরোধই করতাম না।' বলে একমুহূর্ত থেমে বলল, 'জিয়ান্নাকে আমার প্রাণ, সম্মান বা এই দুনিয়ায় যা কিছু আছে তার সবকিছুর চেয়েও বেশি ভালবাসি।'

'তোমার বক্তব্যের দারুণ প্রমাণ আমরা ইতিমধ্যেই পেয়েছি।'

'কথা দিতে পারি, সবকিছু শুনলে আমার প্রতি আপনাদের ধারণা অবশ্যই বদলাবে,' বলল প্রসপেরো।

বইঘর.কম

কয়েক মুহূর্ত প্রসপেরোর দিকে তাকিয়ে রইল সে। একটু দয়ার ভাব জাগল ডাচেসের চেহারায়। ডাচেস আসলেই খুব দয়ার্দ্র ও ভদ্র একজন মহিলা। যে-কোন অপকর্মের পিছনে মানুষের হাত খোঁজার চেয়ে শয়তানের প্ররোচনাতে বিশ্বাস করতেই সে বেশি অভ্যস্ত। আর প্রসপেরোর ব্যাপারে বলা যায়, ও শুধু জিয়ান্নার সঙ্গে দেখা করতেই চায়নি, 'মৃতাবস্থা' থেকে জীবিত হয়ে সশরীরে ফিরে এসেছে। প্রসপেরোর অটুট গাম্ভীর্য, অটল ব্যক্তিত্ব, গর্বিত সমুন্নত মস্তকে সটান দাঁড়িয়ে থাকা দেখলে কেউই বলবে না যে প্রসপেরো প্রতারক।

ডাচেস জিজ্ঞেস করল, 'আমার উপস্থিতিতে ওর সঙ্গে কথা বলতে তোমার আপত্তি আছে?'

'না, আমিও বরং সেটাই চাই,' জবাব দিল প্রসপেরো।

অন্দরে গায়েব হয়ে গেল ডাচেস। এবং কিছুক্ষণের মধ্যে জিয়ান্নাকে পাশে করে নিয়ে এল সে। জিয়ান্নার পরনে আপাদমস্তক কালো পোশাক। কালোর পটভূমিতে জিয়ান্নার ফর্সা চেহারা আর কণ্ঠদেশ যেন চকচক করছে। প্রসপেরোকে দেখেই জিয়ান্নার দৃষ্টিতে বিস্ময় ফুটে উঠল। নিজের অজান্তেই উঠে এল তার হাত দুটো। পরমুহূর্তেই হাত দুটো আবার শরীরের পাশে পড়ে গেল। কাতর কণ্ঠে জিয়ান্না প্রশ্ন করল, 'তুমি এখানে কেন?' তারপর যেন মনের ভাব প্রকাশ করতে পারেনি এমন ভঙ্গিতে আবার প্রশ্ন করল, 'তুমি বেঁচে আছ কেন?'

'বেঁচে আছি কারণ একজন খ্রিস্টান "ভদ্রলোক"-এর চেয়ে আমাদের ভাষায় একজন বর্বর কোর্সেয়ার আমার প্রতি বেশি দয়া দেখিয়েছে, তাই। প্রথমবার আমাকে বাঁচিয়েছে, যখন খ্রিস্টান সৈন্যরা আর আমাদের কমাণ্ডার আমাকে শত্রুবেষ্টিত এলাকায় মরার জন্য ফেলে পালিয়ে এসেছে, তখন। দ্বিতীয়বার, আমার মুক্তিপণের জন্য পাঠানো দূতকে বন্দি করা হয়েছে। কিন্তু ওই

"বর্বর" কোর্সেয়ার আমাকে তখন শেকলে বাঁধার বদলে বিশ্বাস করে মুক্তি দিয়েছে। স্রেফ এই শর্তে যে প্রথম সুযোগেই মুক্তিপণের টাকাটা আমি পাঠিয়ে দেব। সম্ভব হলে ওই দূতকে দিয়েই।'

'কার বিরুদ্ধে অভিযোগ করছ?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রশ্ন করল ডাচেস।

'ডোরিয়া ঘরের দুয়েকজন ভদ্রলোকের বিরুদ্ধে।'

ডাচেসের চেহারা রাগে লাল হয়ে উঠেছে। বলল, 'একটু আগে আমাকে ভুল বুঝিয়েছ তুমি। বলেছিলে নিজের গল্প শোনাতে এসেছ। কিন্তু এখন অভিযোগের আঙুল তুলছ আমাদের ঘরের উপর।'

'একটু ধৈর্য ধরুন, প্যারেট্টা। অভিযোগ করছি না। আমি শুধু বলছি, আমি যখন দুই পরিবারের মধ্যে শত্রুতার সম্পর্ককে চিরতরে কবর দিতে যাচ্ছিলাম তখনই আবার নতুন করে আমার সঙ্গে শত্রুতা করা হয়েছে,' বলল প্রসপেরো।

'আরেকটু বুঝতে দাও। বলতে চাইছ, তোমার বেঁচে থাকার ব্যাপারটা আন্দ্রে বা ডোরিয়া ঘরের আরো কোন সদস্যের জানা ছিল? এবং ওই দূতকে বন্দি করার সঙ্গে তারা কেউ জড়িত?'

'আপনি বললে আমি ওই দূতকেও এখানে নিয়ে আসতে পারি। ওর নাম ইয়াকুব। আজ সকালেই ওকে ব্যাগনিয়োতে বন্দি অবস্থায় পেয়েছি,' জবাব দিল প্রসপেরো।

'তোমার পক্ষে বিশজন মুরও যদি সাফাই গায়, তবুও আমি বিশ্বাস করব না,' বলল প্যারেট্টা।

'তাহলে তো বলতে হয়, আমার সুবিচার পাওয়ার কোন আশাই নেই। আমার সাক্ষীই যদি আপনার কাছে বিশ্বাসের অযোগ্য হয় তাহলে আমার কথার আর গ্রহণযোগ্যতা থাকে কোথায়?'

বইঘর.কম

হঠাৎ কথা বলল জিয়ান্না, 'কোন্ কথার কথা বলছ? ব্যাখ্যা করতে পারবে, কীভাবে তুমি আমাকে নিয়ে...আমি আর পারছি না। অযথা কথা বলার কোন অর্থ নেই। দাঁড়িয়ে থেকে সময় নষ্ট করছ কেন, প্রসপেরো?'

'আমার কাছে সময়ের কোন মূল্য নেই। তবে আপনাদের কয়েকটা মূল্যবান মুহূর্ত ভিক্ষা চাইছি আমি। পুরো ঘটনা জানাতে চাইছি আমি।'

'ভাবছ, এখনো আমাদের কিছু অজানা আছে?'

জবাবে প্রসপেরো বলল, 'ভাবছি না, আমি জানি। চোখে যা দেখা যায় ঘটনা সবসময় তেমনই হয় না। কিছুদিন আগের কথা। নানা লোকের নানা অপকৌশলে পড়ে মানসিকভাবে ভীষণ পর্যুদস্ত হয়ে গিয়েছিলাম। তখন গিয়েছিলাম আমার কার্ডিনাল চাচার কাছে সাহায্য চাইতে। সে-ই তখন আমাকে মনে করিয়ে দেয় যে সবকিছুকে ডোরিয়া আর অ্যাডর্নোর শত্রুতার চশমা দিয়ে দেখলে চলবে না। অন্য কোন দৃষ্টিকোণ থেকেও তা দেখা যেতে পারে।'

তীক্ষ্ণ কণ্ঠে ডাচেস প্রশ্ন করল, 'একথাও আমাকে শুনতে হবে যে তোমার উপর কৌশল খাটানো হয়েছিল?'

'দয়া করে শেষ পর্যন্ত শুনুন,' আকুতি জানাল প্রসপেরো।

জিয়ান্নাকে পার্শিয়ান কাউচের দিকে টেনে নিয়ে গেল ডাচেস। ততক্ষণে নিজের কাহিনির আদ্যোপান্ত বলা শুরু করেছে প্রসপেরো। শুরু করল ডোরিয়া ঘরের শান্তি প্রস্তাবটাকে সে কীভাবে ষড়যন্ত্র ভেবে এগিয়েছিল, তা থেকে। বলল, ডোরিয়ার শান্তি প্রস্তাব সে মেনে নিয়েছিল তাদের আরো কাছাকাছি আসার জন্য, যাতে নীরবে নির্বিঘ্নে বাবার মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে পারে। কিন্তু বাগ্‌দানের জন্য এখানে এসে বিস্ময় আর আতঙ্কের সঙ্গে আবিষ্কার করে জিয়োভান্নাই হচ্ছে ওর জিয়ান্না। তারপর আলজিয়ার্সের দিকে জাহাজ ভাসানোর আগে কার্ডিনাল চাচার

BG & MAH

সঙ্গে কথোপকথন ও তার ফলে ওর মনোভাবের কেমন পরিবর্তন হয়েছিল, সেই কথা। বলল, কীভাবে অনেক বিষয়ে ওকে অবহিত করেছে সে, সাহায্য করেছে ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সবকিছু দেখতে। আর প্রতিশোধ নেয়ার ইচ্ছা কবর দিতেও যে সে-ই সাহায্য করেছে, সেকথা বলতেও ভুলল না প্রসপেরো।

এরপরই এল শার্শেলে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঘটনা। সেইসঙ্গে আজ পর্যন্ত ওর সঙ্গে ঘটা কোন দুর্ঘটনার কথাই বাদ দিল না। আশা, এসব থেকে জিয়ান্না বুঝতে পারবে যে ওর মনের ভিতর কতটা উথাল-পাথাল হয়েছে, কতটা ঝঞ্ঝা সহ্য করে এই পর্যন্ত এসেছে ও। এটা বলতেও ভুলল না যে ওদের বাগ্‌দান ভাঙার আগে নিজেকে ভেঙে টুকরা করে ফেলাটাও ওর কাছে অনেক সহজ। দ্বিধা নিয়ে থামল ও। যেন আর কী বলবে বুঝতে পারছে না।

ডাচেসকে ভীষণ নাড়া দিয়ে গেছে প্রসপেরোর গল্প। তার চোখের কোণে জমে ওঠা অশ্রুবিন্দুই তা স্পষ্ট করে দিচ্ছে। ডাচেস অবশ্য তার মনোভাব লুকানোর চেষ্টা করেনি। কিন্তু জিয়ান্নার মনের ভিতর কী চলছে তার বিন্দুমাত্র আভাসও প্রকাশ পাচ্ছে না। মাথা নিচু করে কোলের উপর হাত রেখে একদম নিশ্চল বসে আছে সে।

নীরবতা ঘনীভূত হতে লাগল। যেন লেডিরা আশা করছে প্রসপেরো আরো কিছু বলবে। ওদিকে প্রসপেরোও অপেক্ষায় আছে যে ওরাই না হয় দুয়েকটা মন্তব্য করুক। কিন্তু তারা কিছুই বলল না। শেষ পর্যন্ত মুহূর্তখানেক অপেক্ষার পর প্রসপেরোই নীরবতা ভাঙল আবার। মৃদু কণ্ঠে খুবই নরম সুরে বলল, 'এটুকুই আমার বলার ছিল। ধৈর্য ধরে আমার কথা শোনার জন্য আপনাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। বিদায়,' বলে গাম্ভীর্যের সঙ্গে ওদের বাউ করে রওনা হওয়ার জন্য উঠল প্রসপেরো।

বইঘর.কম

ঠিক তখনি কথা বলল জিয়ান্না। ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'স্বীকারোক্তি দিলে, কিন্তু মার্জনার আর্জি তো করলে না?'

জবাব দিল প্রসপেরো, 'ক্ষমা চাইনি। কারণ, প্যারেন্ট্রার কাছে আগেই স্বীকার করেছি, যা করেছি তা ক্ষমার যোগ্য নয়। তবে পরিস্থিতি আর নিয়তি আমাকে দিয়ে সব করিয়ে নিয়েছে। আমি নিজেও জানি, অনুতাপ করার পক্ষেও অনেক দেরি করে ফেলেছি আমি। তাই শুধু আমার অপরাধের স্বীকারোক্তি দিতে এসেছি।'

জিয়ান্নার মনে পড়ে গেল যে নেপলস থেকে ফেরার পর প্রসপেরো কেমন দ্বিধাগ্রস্ত ছিল। প্রসপেরোর ভিতর সেই কাব্যিক মানুষটাকে যেন খুঁজেই পাচ্ছিল না জিয়ান্না। তারপর হঠাৎ একদিন প্রসপেরোকে আবার আগের মানুষ হয়ে যেতে দেখেছে ও। বুঝতে পারল সেটা হয়েছে কার্ডিনালের সঙ্গে প্রসপেরো কথা বলার পরই। প্রসপেরো নিজের দোষের স্বীকারোক্তি দিয়ে যা-যা বলেছে তা সত্যিই বাস্তবতার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। বুঝতে পারল সত্যি কথাই বলেছে প্রসপেরো। তখন কথা বলল জিয়ান্না। কিন্তু অদ্ভুত শোনালেও আগের মতই শীতল জিয়ান্নার কণ্ঠ। বলল, 'আমার স্মৃতি তোমার ব্যাখ্যার পক্ষে কথা বলছে।' বলে উঠে দাঁড়াল জিয়ান্না। হঠাৎ ওর চেহারায় ফুটে উঠল অনাবিল আনন্দ মাখা মিষ্টি একটা হাসি। বলল, 'বেচারা প্রসপেরো, তোমাকে মুখে ক্ষমা চাইতে হবে না, ক্ষমা পেয়ে গেছ।' অশ্রু চলে এসেছে জিয়ান্নার চোখে। বলল, 'সব জানার পরও কীভাবে তোমাকে ফিরিয়ে দিই। আমার সুখ-শান্তি সব ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। ভেবেছিলাম মৃত্যুই আমার একমাত্র গতি। কিন্তু আজ তুমি আমার শান্তি ফিরিয়ে দিয়েছ।'

'জিয়ান্না,' প্রসপেরোর মুখ দিয়ে কেবল এই একটা কথাই বের হলো। কিন্তু তাতে এমন এক হৃদয়বিদারী আকুতি ফুটে উঠল, যা ওর এতদিন ধরে লেখা সনেটগুলোর একটাতেও

ফোটাতে পারেনি।

জিয়ান্নার মুখে হাসি, কিন্তু চোখে অশ্রু, আনন্দাশ্রু। অদ্ভুত দৃশ্যই বটে। ডাচেসের দিকে ফিরে ও বলল, 'কয়েকটা মুহূর্ত আমাদেরকে একলা থাকতে দেবেন?'

কিন্তু ডাচেস তার দায়িত্ববোধ থেকে বলল, 'কেন? ওর মিষ্টি কথার প্রলোভনে পড়ে আবার ভুল করতে?' প্রসপেরোর দিকে ফিরে কঠিন কণ্ঠে সে জিজ্ঞেস করল, 'মুর বন্দির কথা বলেছিলে। তার কী হলো?'

জবাবে প্রসপেরো বলল, 'কেবল সেই মুর নয়, বরং যে ওয়ার্ডেন তাকে ছয় মাস ধরে বন্দি করে রেখেছে, সে-ও এসেছে সাক্ষ্য দিতে।'

তীক্ষ্ণ কণ্ঠে ডাচেস জিজ্ঞেস করল, 'ছয় মাস? ঠিক কবেকার ঘটনা, ঠিক করে বলো।'

'গত নভেম্বরের প্রথম দিকে ওকে বন্দি করা হয়।'

স্বস্তির দৃষ্টি ফুটে উঠল ডাচেসের চেহারায়। বলল, 'তাহলে এই কাজে ডোরিয়া কোনভাবেই সম্পৃক্ত নয়। কারণ তখন সে আমার সঙ্গে আকুইয়ে অবকাশ যাপন করছিল।'

প্রসপেরোর মনে পড়ল যে ইয়াকুব বলেছিল, মুক্তিপণের চিঠিটা সে দিয়েছিল জিয়ানেট্টিনোর হাতে। তাই ডাচেসের কথা স্বীকার করল প্রসপেরো। তবে এটা মনে করিয়ে দিতে ভুলল না যে, আন্দ্রের ভাতিজারা তার ডেপুটি। ওরা আন্দ্রের হয়েই কাজ করছিল।

কিন্তু মাথা নেড়ে ডাচেস বলল, 'কিন্তু সবকিছুই তার হয়ে করেছে, এমনটা ভাবা ঠিক না।'

বিনীত কণ্ঠে প্রতিবাদ করে প্রসপেরো বলল, 'কিন্তু তাদের মনোভাবে সবসময়ই মিল দেখেছি আমি।'

জবাবে এবারেও মাথা নাড়ল ডাচেস। তারপর এক হাতে

বইঘর.কম

জিয়ান্নার কোমর পেঁচিয়ে ধরে ওকে কাছে টানল। তারপর বলল, 'এই বিষয়ে তর্ক করব না। বিষয়টি তর্কের দাবি রাখে না।' তারপর একমুহূর্ত ইতস্তত করে বলল, 'আন্দ্রে, ফিলিপ্পিনো বা জিয়ানেট্টিনো, যে-ই কাজটা করুক, করেছে জিয়ান্নার কথা ভেবে। কারণ তারা জেনেছে ডোরিয়া পরিবারের সঙ্গে তোমার শান্তিচুক্তি ছিল স্রেফ লোক দেখানো হঠকারিতা। তবে আমি কাজটার পক্ষে সাফাই গাইছি না বা কাউকে দুয়োও দিচ্ছি না। তবে ভুলেও আশা কোরো না, এতসব ঘটনা ঘটার পরও জিয়ান্নাকে তুমি বিয়ে করতে পারবে। ডোরিয়ারা আর কখনোই তোমাকে বিশ্বাস করতে পারবে না। আর এজন্য তাদের দোষ দেয়াটা অন্তত তোমার সাজে না।'

প্রসপেরো বলল, 'আমি তা দিচ্ছিও না। অশান্তির নদীটা হঠাৎ অনেক বেশি চওড়া হয়ে গেছে। তীর বহুদূর। তবে জিয়ান্না যদি সম্মতি দেয়, তাহলে আবার বাগ্‌দান হতে পারে।'

'এই বাগ্‌দান হবে ডোরিয়া আর অ্যাডর্নো উভয় পরিবারের মধ্যে নতুন করে শত্রুতার দ্বার উন্মোচন।'

'পৃথিবীটা কেবল ডোরিয়া আর অ্যাডর্নোদের জন্য নয়। পৃথিবী আরো অনেক বড়। জিয়ান্না যা চাইবে তা-ই হবে।'

জিয়ান্নার চোখে-মুখে একইসঙ্গে ফুটে উঠল হতাশা আর ভয়। ও বলল, 'চাচির কথা পুরোপুরি সত্যি। আমাদের বাগ্‌দান হলে তা তোমার আর আমার উভয়ের পরিবারের জন্যই ধ্বংসাত্মক একটা ব্যাপার হবে। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যাবে দুই পরিবার ও তাদের সমর্থকেরা। আর তুমি পড়ে যাবে এই দুই দলের মাঝে।'

প্রসপেরো বলল, 'ওসব আমি সামলাতে পারি।'

'কিন্তু জিয়ান্না পারবে না,' বলল ডাচেস। 'বাগ্‌দান বা বিয়ে হলে তোমার বিপদের বোঝা ওকেও বইতে হবে।'

জিয়ান্না তখন বলল, 'আমি সেই ভয় পাচ্ছি না। কিন্তু পুরো

ব্যাপারটা আমাকে ভীত করে তুলছে। প্রসপেরোরও ভয় পাওয়া উচিত।'

ঠিক তখনই আরেকটা জরুরি খবর নিয়ে এল ডাচেসের চেম্বারলিন। বলল, তার সঙ্গে দেখা করার জন্য অপেক্ষা করছে ডোরিয়ার কাজিন লাম্বা ডোরিয়া। শান্ত কণ্ঠে তাকে ডাচেস বলল, অতিথিকে লং গ্যালারিতে নিয়ে যেতে। ওখানেই তার সঙ্গে দেখা করবে ডাচেস।

চেম্বারলিন চলে যেতেই এক দমে প্রসপেরোকে সে বলল, 'ওর সঙ্গে কোনমতেই তোমার দেখা হওয়া চলবে না। এমনকী সে যেন ঘুণাক্ষরেও এখানে তোমার উপস্থিতির ব্যাপারে সন্দেহ করতে না পারে।'

প্রসপেরো প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিল। কিন্তু ডাচেস ওকে থামিয়ে মনে করিয়ে দিল লাম্বার হিংস্র বদরাগী স্বভাবের কথা। বলল জিয়ান্নার আর ডাচেসের নিরাপত্তার স্বার্থে হলেও প্রসপেরো যেন এই মুহূর্তে প্রাসাদ ত্যাগ করে। এভাবেই সন্দেহ-সংশয়ের শেষ হলো সুন্দর একটা সমঝোতার মধ্য দিয়ে।

বাইশ

পলায়ন

লাম্বা ডোরিয়ার চেহারাতেই স্পষ্ট ফুটে আছে হিংস্রতার ছাপ। তার চুল আর দাড়ি দুটোই শেয়ালের মত লাল। দেখলে মনে হয়

বইঘর.কম

বুঝি আগুন ধরে আছে তার চুল-দাড়িতে। ভ্রু এতই চিকন আর পাতলা যে রীতিমত খুঁজে বের করতে হয়। ঘষা কাঁচের মত দু'চোখ ঝকঝক করতে থাকে সবসময়। ছিটগ্রস্তের মত জ্বলজ্বলে দৃষ্টি ফুটে থাকে তাতে। লাম্বার বয়স এখনও চল্লিশ ছাড়ায়নি। মাঝারি উচ্চতা আর পেশিবহুল শরীরের অধিকারী সে। সৈনিকের পোশাক গায়ে চড়িয়ে এসেছে লাম্বা ডোরিয়া। তাতে স্টিল আর চামড়ার ছড়াছড়ি। স্বভাবজাত রাগ নিয়েই ডাচেসের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে আজ।

প্রসপেরো চলে যাওয়ার পর গ্যালারি অভ হিরোজ-এ গেল ডাচেস। ওদিকে ডাচেসের দেরি দেখে রাগে ফুটন্ত তেলের মত টগবগ করছে সে। ওয়ার্ডেনের মুখ থেকে কথা ছড়িয়ে পড়েছে যে 'মৃত' প্রসপেরো 'জীবিত' হয়ে ফিরে এসেছে। খবরটা ডাচেসকে জানাতে এসেছে সে। সেইসঙ্গে তাকে হুকুম করতে এসেছে যে, উন্মাদ প্রসপেরো ভুলেও যদি ফসোলু প্রাসাদের দ্বার মাড়ায়, যে কোনভাবেই হোক, ওকে যেন আটকে ফেলা হয়। বাকি কাজ সারার জন্য ওরা তো আছেই। শুনেই ভীষণ রেগে গেল জিয়ান্না। রাগল ডাচেসও। শীতল বাষ্পের মত ভাপ ছড়াতে লাগল তার চেহারা। তবে এত সূক্ষ্ম ব্যাপার বোঝা লাম্বার মত শক্তিমদমত্ত স্থূল ব্যক্তিত্বের লোকের ক্ষমতার অনেক বাইরে।

ডাচেস জিজ্ঞেস করল, 'কতক্ষণ ওকে আটকে রাখব আমি?'

'কতক্ষণ? লর্ড গড! "তুমি" এই কথা বলছ, প্যারেট্রা?' রাগে গনগন করতে করতে প্রশ্ন করল লাম্বা। 'বদমাশটাকে খোঁজা শুরু হয়ে গেছে। আমাদের বন্ধু আর আত্মীয়দের সবাই ওকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। যতক্ষণ না ওকে কাফনের কাপড়ে পেঁচিয়ে ফেরত পাঠাতে পারি, এই শিকার অভিযান শেষ হবে না। ওকে খুঁজতে ওর বাড়ি পর্যন্ত গিয়েছিলাম। কিন্তু ওখানে বদমাশটা নেই। তবে যেখানেই ও নাক জাগাবে সেখান থেকেই ওকে ধরব, চিন্তা নেই।

আমাদের পয়সায় ওর মৌজ করে বেড়ানোর দিন শেষ। জিয়ান্না, তোমার হয়েও আমরা প্রতিশোধ নেব, দেখে নিয়ো।'

জিয়ান্না বলল, 'খুন করে শোধ নেবেন?'

'না, খুন নয়, মৃত্যুদণ্ড। সঙ্গে দর্শনীয় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া!' জবাব দিল লাম্বা ডোরিয়া।

ডাচেস হিংসাত্মক ব্যাপার দেখে অভ্যস্ত নয়। ফলে স্বভাবতই তার অন্তরাত্মা কেঁপে গেল। বলল, 'আমার মনে হয় না আন্দ্রে এসবের অনুমতি দেবে।'

নেকড়ের মত হিংস্র হাসি ফুটে উঠল লাম্বা ডোরিয়ার মুখে। খুশিতে রীতিমত দাঁত বেরিয়ে গেছে। বলল, 'তার অসম্মতি তো আগে থেকেই "মৃত" প্রসপেরোকে জীবিত করবে না।'

'ভুল বলোনি। কিন্তু তখন যারা জীবিত থাকবে তাদের উপর বিশাল ঝামেলা নেমে আসবে তা বুঝতে পারছ? আমি এই দলে শামিল থাকতে চাই না। কাজেই আমার কাছ থেকে কোন সাহায্য আশা কোরো না,' বলল ডাচেস অভ মেলফি।

ভীষণ রেগে গিয়ে হাউমাউ জুড়ে দিল লাম্বা ডোরিয়া। ডাচেসের সঙ্গে কিছুক্ষণ হম্বিতম্বি করে বেরিয়ে গেল প্রসপেরোকে খুঁজতে।

ভীষণ বদরাগী হলেও নির্বোধ নয় লাম্বা ডোরিয়া। ফ্লাভিও ডোরিয়া নামের ডোরিয়া বংশের আরেকজন ও তার চার অনুসারীকে দলে ভিড়িয়ে নিয়েছে সে। শিকার করার জন্য ওরা বেছে নিয়েছে রাতের সময়টাকে। পরপর দুই রাত ধরে অ্যাডর্নো প্রাসাদের সামনে লুকিয়ে পাহারা দিল ওদের বসানো দুই গার্ড। দ্বিতীয় রাতে বিড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়ল। ফাঁদ সম্বন্ধে অসচেতন প্রসপেরো তার নেভিগেটর ও বিশ্বস্ত ভৃত্য ফেরুচ্চিয়োকে নিয়ে সোজা গিয়ে পড়ল লাম্বা ডোরিয়ার ফাঁদের ভিতর।

বইঘর.কম

লাম্বার দলে লোকসংখ্যা ছয়। কিন্তু প্রসপেরোরা কেবল দুইজন। ফলে আক্রমণের হুকুম দিতে একমুহূর্তও দেরি করল না অতি আত্মবিশ্বাসী লাম্বা। ওদিকে অন্ধকার থেকে হঠাৎ হুঙ্কার ভেসে আসা আর ছুটন্ত দলটার হাতের নাঙ্গা তলোয়ার দেখেই যা বোঝার বুঝে নিল প্রসপেরো। প্রসপেরো আর ওর ভৃত্য দু'জনেই অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে বেরিয়েছে। ফলে ওরাও তলোয়ার খাপমুক্ত করতে দেরি করল না। দু'জনেই দ্রুত দেয়ালের দিকে পিঠ ফিরিয়ে দাঁড়াল। তাতে অন্তত একদিক থেকে হামলার ভয় থাকল না।

প্রসপেরোর ভৃত্য ফেরুচ্চিয়ো কেবল একজন নেভিগেটর নয়। সময়কালে সে ছিল তুখোড় জলদস্যু। স্রেফ তলোয়ারবাজি করেই নিজের চামড়া আস্ত রেখেছিল তখন। কাজেই বলার অপেক্ষা রাখে না যে তুখোড় তলোয়ারবাজ এই লোক। এর বাইরেও আরেকটা অত্যন্ত দুর্লভ গুণ আছে তার। সেটা হচ্ছে বিপদ যত বড় হয়, ফেরুচ্চিয়োও ততটাই দৃঢ়তার সঙ্গে সেই বিপদের মুখোমুখি হয়।

লড়াইয়ের শুরুতেই তলোয়ারবাজিতে নিজের দক্ষতার নিদর্শন দেখাল ফেরুচ্চিয়ো। দেয়ালের দিকে পাশ ফিরে মালিকের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে রক্ষণাত্মক পজিশন নিয়েছে ফেরুচ্চিয়ো। আক্রমণকারীর মুখোমুখি হয়ে প্রথম কোপেই কাঁধ থেকে এক আক্রমণকারীর হাত বিচ্ছিন্ন করে ফেলল ফেরুচ্চিয়ো। বিদ্রূপাত্মক কণ্ঠে অভিযোগ করল, 'মা মেরি, আর এই কয়জন মাত্র বাকি।'

আহত লোকটি মাটিতে আছড়ে পড়ে তীব্র যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। অন্য পাঁচজন আহত লোকটির আহাজারি শুনতে পেয়ে খানিকটা দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ল। তখনই ওদের পেছন থেকে ভেসে এল আক্রমণ শানানোর কঠিন কমাণ্ড।

শোনা মাত্রই লাম্বার কণ্ঠ চিনে ফেলেছে প্রসপেরো। নিজের

লোকদের চিৎকার করে এগিয়ে যেতে বলছে লাম্বা। তখনই হঠাৎ বিদ্যুৎবেগে নড়ে উঠল প্রসপেরো। ঠেকিয়ে দিল ফেরুচ্চিয়োর দিকে এগিয়ে আসা হামলার একটা ধাক্কা। ফেরুচ্চিয়োর উপর একযোগে আসা হামলাকারীদের দুই ভাগ করে দিল প্রসপেরো। মাটিতে পড়ে থাকা লোকটার গায়ের উপর দিয়েই প্রসপেরোর দিকে হামলা করল লাম্বা ডোরিয়ার লোকজন।

দৃঢ়তার সঙ্গে লড়াই চালিয়ে গেল প্রসপেরোরা। সেইসঙ্গে নজর রাখল, যেন হঠাৎ কেউ ঝাঁপিয়ে পড়ার সুযোগ না পায়। তলোয়ারে তলোয়ারে আর ড্যাগারে ড্যাগারে ঠোকাঠুকির তীক্ষ্ণ ধাতব শব্দে ভরে উঠেছে রাস্তা।

একসময় হামলার তীব্রতা একটু কমল। তবে পুরো থামল না। নীরবে সুযোগ মত কঠিন ধাক্কা দেয়ার চেষ্টা চালিয়ে যেতে লাগল আক্রমণকারীরা। কিন্তু এখনও 'দুই বদমাশকে' নিকেশ করা যাচ্ছে না দেখে রাগ চড়তে শুরু করেছে লাম্বা ডোরিয়ার। এমন কিছু হতে পারে আশাই করেনি সে। তার পরিকল্পনা ছিল আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়ে কিছু বোঝার আগেই ইহধাম থেকে বিদায় করে দেবে প্রসপেরোকে। কিন্তু ইতিমধ্যেই তার লোকজন অনেক বেশি সময় নিয়ে ফেলেছে। ঘরবাড়ির দরজার পাল্লা খোলা শুরু হয়ে গেছে। লোকজনও ডাকাডাকি শুরু করেছে। অন্ধকার রাস্তায় এসে পড়ছে বাড়িঘরের আলো। এবং কয়েক মুহূর্তেই আক্রমণকারীরাও বুঝল আরো দেরি করলে লোকজনের ঘেরের ভিতর পড়ে যাবে।

বাধ্য হয়ে নিজের লোকদের ফিরে আসার নির্দেশ দিল লাম্বা ডোরিয়া। সেইসঙ্গে শপথ করল, পরের বার এমন কিছু হবে না। নিজের কাজ সে ঠিকই শেষ করবে। ফেরুচ্চিয়ো যে লোকটার হাত কেটে ফেলেছিল তাকেও ওরা তুলে নিয়ে গেছে। কিন্তু যাকে প্রসপেরো আক্রমণ করেছিল, ফেলে গেছে তাকে। আলো

বইঘর.কম

আসতেই দেখা গেল রক্তের পুকুরে পড়ে রয়েছে লোকটা। যে-কোন সময় মারা যাবে। আলো আরেকটু কাছে আসতেই দেখা গেল পড়ে থাকা লোকটি ফ্লাভিও ডোরিয়া। তবে তার এই দুরবস্থায় সমাগত জনতার কারো কাছ থেকেই সহানুভূতি পেল না সে। ভিড় থেকে রাগত এক বয়স্ক লোক বরং চিৎকার করে বলল, 'আততায়ীর উপযুক্ত শাস্তি হয়েছে।' এই লোকটার মুখে যেন প্রকাশ পেল পুরো জনতার মনের কথা।

দম ফিরে পেতে যতক্ষণ লাগে ততক্ষণই ওখানে অপেক্ষা করল প্রসপেরো ও ফেরুচ্চিয়ো। তারপর সময়মত ওদের প্রাণ রক্ষার্থে এগিয়ে আসা জনতাকে ধন্যবাদ জানিয়ে রওনা হয়ে গেল ওরা। ফেরুচ্চিয়োর পরামর্শে বন্দরে নোঙর করে রাখা ফেলুকা 'গাটা'-তে গিয়ে উঠল দু'জনে।

ফেরুচ্চিয়ো বলল, 'আমরা দু'জনেই আজ প্রায় মরতে বসেছিলাম, লর্ড। স্যর লাম্বাকে আরেকটা সুযোগ দিলে ভাগ্যদেবী আজকের মত সদয় না-ও হতে পারে। তার শপথ তো নিজের কানেই শুনলেন। লোকটা বড় রক্তপিপাসু। ফ্লাভিওর মৃত্যুতে দমে যাওয়ার পাত্র সে নয়। মাই লর্ড, যখন-তখন যেখানে-সেখানে এভাবে বের হবেন না।'

রাতটা ফেলুকাতেই কাটাল প্রসপেরো। সকালে বেরিয়ে বন্দরে নামতেই দেখা হলো ওর নিজের এক লোকের সঙ্গে। সে ওকে জানাল, গতরাতে প্রসপেরোকে খুঁজতে অস্ত্রসজ্জিত একদল লোক নিয়ে ওর বাড়িতে গিয়েছিল লাম্বা ডোরিয়া। ওখানে ওকে খুঁজে না পেয়ে সে হামলা করেছে কার্ডিনালের ওখানে। কিন্তু ওখানে হালে পানি পায়নি সে। উল্টো জোর করে বাড়িতে ঢুকে পড়ার দায়ে লাম্বার বিরুদ্ধে কঠিন ব্যবস্থা নেয়ার হুমকি দেয় কার্ডিনাল। তখন তার ওখান থেকে ফিরে আসে লাম্বা ডোরিয়া। কিন্তু শপথ করে বলে আসে, যেখানেই প্রসপেরো লুকিয়ে থাকুক,

সে ওকে খুঁজে বের করবেই। কারণ কীভাবে ওকে খুঁজে বের করতে হবে সেটা তার খুব ভালভাবে জানা আছে।

চিন্তা করতে বসল প্রসপেরো। ভেবে দেখল, এই মুহূর্তে জেনোয়ায় জরুরি কোন কাজ নেই ওর। কাজেই এখানে বসে থেকে প্রাণের ঝুঁকি নেয়ার কোন দরকারও নেই। যাত্রার জন্য সাপ্লাই জোগাড় করা ছাড়া আর দেরি করার কোন অর্থ হয় না। আরেকটা ব্যাপারও ভাবল যে, লাম্বা ডোরিয়াকে সামনাসামনি মোকাবেলার আহ্বান করে লাভ নেই। কারণ সামনাসামনি ওর মোকাবেলা লাম্বা কখনো করবে না। কিন্তু আরেকদল আততায়ীর সামনে পড়ার ইচ্ছাও প্রসপেরোর নেই।

এদিকে আবার তীরেও যেতেই হবে। কারণ যাত্রার জন্য সাপ্লাই কিনতে হলে টাকা চাই। তাছাড়া ওর মুক্তিপণের টাকাও মেটাতে হবে। এজন্য অবশ্য ফেরুচ্চিয়োকে রেখে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। একমাত্র ও-ই পারবে টাকাটা জায়গামত পৌঁছে দিতে। কাজেই বন্দরে ওকে পা রাখতেই হলো।

ভর দুপুর। মাথার উপর উদার হস্তে তাপ বিলাচ্ছে দুপুরের গনগনে সূর্য। এখন সিয়েস্তার সময় (সিয়েস্তা: ভাতঘুম। স্প্যানিশ ও ইটালিয়ানরা লাঞ্চের পর একটু ঘুমিয়ে নেয়। একেই সিয়েস্তা বলে।)। রাস্তাঘাটে লোকজন নেই বললেই চলে। যারা আছে তাদের আর কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই। রাস্তাই তাদের বাড়ি। কাজেই রাস্তার উপরই ঘুমিয়ে আছে তারা। মাথায় চওড়া কার্নিশের একটা হ্যাট আর গায়ে ক্লোক চাপিয়ে ব্যাঙ্ক অভ সেইন্ট জর্জের উদ্দেশে রওনা হয়েছে প্রসপেরো। সঙ্গে নিয়েছে দুই ছোকরা ভৃত্যকে। কিন্তু ছদ্মবেশ থাকা সত্ত্বেও কিছু লোকের চোখে ঠিকই ধরা পড়ে গেল ও। কারণ এদিকে আসতে পারে ভেবে দু'জন বস্তিবাসীকে আগেই বসিয়ে রেখেছে লাম্বা। ওদেরকে কথা দিয়েছে, যে আগে প্রসপেরোর খবর আনতে পারবে তাকে বিশ

ডাকাট পুরস্কার দেবে সে। বলার অপেক্ষা রাখে না, গরীব লোকগুলোর কাছে বিশ ডাকাট বিশাল বড় একটা অঙ্ক।

প্রসপেরোকে যে প্রথমে দেখল বিনা দ্বিধায় ছুট দিল লাম্বাকে খবরটা দেবে বলে। লোকটা লাম্বা ডোরিয়ার বাড়ি পৌঁছে জানতে পারল সে বাড়ি নেই। 'শিকার' মিশনে বাইরে গেছে। খবরটা শুনে পুরস্কার হারানোর ভয়ে বিচলিত হয়ে গেল সংবাদ বাহক। প্রসপেরোর অবস্থান ফাঁস না করে সে বরং জানতে চাইল কোথায় পাওয়া যাবে লাম্বা ডোরিয়াকে। তাকে জানানো হলো হয়তো ক্যারিগনানোর দিকে গিয়ে থাকতে পারে লাম্বা। কারণ সবাই ধারণা করেছ হয়তো ওদিকেই গেছে প্রসপেরো। হন্যে হয়ে প্রসপেরোকে খুঁজতে থাকা লাম্বা ডোরিয়া তখন চোখ বন্ধ করে ওদিকে ছুটে গেছে।

এদিকে সূর্য ডোবার আগেই শহরের এক-চতুর্থাংশ মানুষ জেনে গেছে যে, গতরাতে আততায়ীর হামলার পর ফেলুকাতেই রাত কাটিয়েছে প্রসপেরো। কিন্তু যে খবরটা ওরা জানতে পারেনি তা হচ্ছে, সাগরে ভাসার জন্য ফেলুকার প্রস্তুতি নেয়া শেষ।

সন্ধ্যা নাগাদ খবরটা লাম্বা ডোরিয়ার কানেও পৌঁছেছে। অর্থহীন খোঁজাখুঁজিতে ক্লান্ত, বিরক্ত ও হতাশ লাম্বা বসেছে ডিনার সারতে।

প্রায় একই সময়ে প্রসপেরোর ফেলুকায় রাত কাটানোর খবর ফসোলু প্রাসাদেও পৌঁছুল। খবর শুনেই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল ডাচেস। তৎক্ষণাৎ প্রসপেরোর কাছে খবর পাঠানোর জন্য দূতকে তৈরি হতে বলল সে।

ওদিকে প্রসপেরোকে খোঁজার জন্য হান্টিং পার্টি বের হবার খবর জিয়ান্নার কানেও পৌঁছেছে। তখন থেকেই ডাচেসের চেয়ে অনেক বেশি উতলা হয়ে আছে সে। দূত পাঠানোর খবর শুনে চাচির কাছে গিয়ে পড়ল সে। কিন্তু ডাচেস নিষেধ করতেই

জিয়ান্না বলল, 'আর কাউকে আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। স্রেফ এই রক্তপিপাসু লোকগুলোর ব্যাপারে সতর্ক করা ছাড়াও আরো কিছু কাজ আছে আমার। প্রসপেরোকে বোঝাতে হবে, এখানে ও মোটেও নিরাপদ না। এই মুহূর্তে জেনোয়া ত্যাগ করা উচিত ওর।'

চিন্তিত দৃষ্টিতে জিয়ান্নার দিকে তাকাল প্যারেট্টা। বলল, 'বুঝতে পেরেছি। ঠিক আছে, যাও। ওকে বোঝাও, ও যেন অন্য কোথাও চলে যায়। অন্তত যতদিন আন্দ্রে ফিরে না আসে ততদিন যেন প্রসপেরো জেনোয়ায় না ফেরে। আশা করি, আন্দ্রে ফিরলে শান্তিও ফিরে আসবে।'

সূর্য ডোবার এক ঘণ্টা আগে ফসোলু প্রাসাদের পিছনের দরজা দিয়ে বের হলো একটা গাধাটানা গাড়ি। গাড়ির দরজা ভিতর থেকে বন্ধ করা। এটায় করেই প্রসপেরোকে সাবধান করতে চলেছে জিয়ান্না। কিছুক্ষণের মধ্যে বন্দরে চলে এল গাড়িটা। দ্রুত পার হয়ে গেল নোঙর করে রাখা জনশূন্য ট্রাইরেম (তিন সারি দাঁড়বিশিষ্ট দ্রুতগামী ছোট রণতরী) আর একটা মাছধরা নৌকা। নৌকাটায় গান গাইতে গাইতে জাল পরিষ্কার করছে কয়েকজন লোক। কিছুক্ষণের মধ্যেই জিয়ান্নার গাড়ি চলে এল বড়সড় একটা ফেলুকার সামনে।

পশ্চিম আকাশে লালিমা এখনও আছে। কিন্তু মাথার ওপরে আকাশ অন্ধকার হয়ে গেছে। গাড়ি থেকে নামল জিয়ান্না। তখনই দূর আকাশ থেকে ভেসে এল গর্জে ওঠা মেঘের গম্ভীর গুরু-গুরু ডাক। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নামল বড়-বড় বৃষ্টির ফোঁটা। পাথরের উপর পড়ে যেন বিস্ফোরিত হলো ডাকাটের সমান আকৃতির ফোঁটাগুলো। গ্যাংওয়ে ধরে প্রায় ছুটে ফেলুকায় উঠে এল জিয়ান্না।

ক্লোকে আবৃত অচেনা মানুষ দেখে তাকে চ্যালেঞ্জ করতে এল

বইঘর.কম

জাহাজের একজন নাবিক। তাড়াহুড়া করে কিছু একটা বলল জিয়ান্না।

জিয়ান্নার কণ্ঠ প্রসপেরোর কানেও গেছে। তখন জিয়ান্নার কথার জবাবে নাবিক লোকটা কিছু বলার আগেই টিবারনাকল থেকে বেরিয়ে এল প্রসপেরো। বৃষ্টির ছিটা থেকে বাঁচাতে জিয়ান্নাকে দ্রুত কেবিনে টেনে নিল সে। জিয়ান্না একটু ধাতস্থ হতেই ওকে স্টার্নে নিজের কেবিনে নিয়ে গেল প্রসপেরো।

জিয়ান্নাকে হঠাৎ এভাবে উপস্থিত হতে দেখে বেশ অবাক হয়েছে প্রসপেরো। মোটামুটি হতবুদ্ধি অবস্থা জিয়ান্নারও। কোনরকমে প্রসপেরো জিজ্ঞেস করল, 'কী এমন হলো যে তুমি নিজেই চলে এসেছ?'

প্রসপেরোর ক্ষতি হবার ভয় এমনভাবে জিয়ান্নার ভিতর কাজ করেছে যে আগুপিছু না ভেবেই প্রসপেরোকে সাবধান করতে চলে এসেছে ও।

নতুন খবরগুলো প্রসপেরোকে জানাল জিয়ান্না। বলল, এই মুহূর্তে ও যেন সাগরে ভেসে পড়ে। অন্তত জেনোয়া ছেড়ে যেন চলে যায়। জিয়ান্নার ভীত ফ্যাকাসে মুখের দিকে চেয়ে স্মিত হাসল প্রসপেরো। হাসিমুখেই বলল, 'এই মুহূর্তটা সত্যিই আমার দারুণ লাগছে। মেসার লাম্বাকে ধন্যবাদ দিতেই হচ্ছে। তার জন্যই এভাবে তোমাকে দেখতে পেলাম।'

জিয়ান্না ডিভানে বসেছে। আবেগঘন দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে আছে প্রসপেরো। প্রসপেরোর চোখের দৃষ্টিতেই বোঝা যাচ্ছে ভয়-ভীতি নিয়ে কোন চিন্তাই এখন ওর মাথায় নেই। ওর মাথায় এখন একটাই চিন্তা যে, লেডি অভ দ্য গার্ডেনকে সামনে পেয়েছে ও। জিয়ান্নার হাত ধরে প্রসপেরো বলল, 'বসো, বসে আগে একটু শান্ত হও, তারপর কথা বলো।'

BG & MAH

জবাবে জিয়ান্না বলল, 'তোমার উপর ডানা মেলে ঘুরছে মৃত্যুর কালো ছায়া। এমন অবস্থায় কীভাবে আমি শান্ত হব? তোমার নিজেকে নিয়ে যদি চিন্তা না-ও হয়, অন্তত আমার কথা ভেবে সাবধান হও,' আকুতি ফুটে উঠল জিয়ান্নার গলায়।

জিয়ান্নার পাশে বসে পড়ল প্রসপেরো।

জিয়ান্না আবার প্রশ্ন করল, 'বললে না, যাবে কিনা? আমাকে যদি একটুও ভালবাসো তাহলে এমন কিছু করো যাতে তোমাকে নিয়ে আর দুশ্চিন্তা করতে না হয়।'

দ্বিধা ফুটে উঠল প্রসপেরোর চেহারায়। গভীর দৃষ্টিতে জিয়ান্নার চোখের দিকে তাকাল ও। স্পষ্ট পড়তে পারল মেয়েটার চোখে ফুটে থাকা আকুতি।

প্রসপেরো স্বীকার করল, 'হ্যাঁ, ব্যাপারটা নিয়ে আগেই আমি ভেবেছি।' শুনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল জিয়ান্না। প্রসপেরো বলে চলেছে, 'বের হওয়ার প্রস্তুতি আমি ইতিমধ্যে নিয়েও রেখেছি। ভাবছি স্পেনে চলে যাব। ওখানে আমার আশ্রয়দাতার অভাব হবে না।' ডিভানের পাশে লোহা দিয়ে বাঁধানো একটা বাক্স দেখিয়ে জিয়ান্নাকে ও বলল, 'যথেষ্ট সোনাও জোগাড় করেছি...'

প্রসপেরোর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে জিয়ান্না বলল, 'তাহলে অপেক্ষা করছ কীসের জন্য?'

'কিছুক্ষণ আগেই রওনা হতাম। কিন্তু শেষ মুহূর্তে একটা কথা মনে হতেই থেমে গেছি। এখনো অনুমান করতে পারনি সেটা? বেশ বলছি। এত কিছু হওয়ার পর এখন তোমাকে ছেড়ে আমি চলে যেতে পারছি না।'

'খুন হওয়ার জন্য রয়ে গেছ। তুমি মারা গেলে কি আমার কোন উপকার হবে? লর্ড আন্দ্রে ফিরে না আসা পর্যন্ত অন্য কোথাও লুকিয়ে থাকো। উনি ফিরলেই আবার শান্তি আনার চেষ্টা করব। দেখো, তখন সব আবার ঠিক হয়ে যাবে।'

বইঘর.কম

মাথা নাড়ল প্রসপেরো। আন্দ্রে আর অন্যান্য ডোরিয়াদের খুব ভাল করেই চেনে ও। তাই ও বলল, ডোরিয়ারা আর কখনোই ওদের বিয়েতে সম্মতি দেবে না।

জবাবে জিয়ান্না বলল, 'ওদের সম্মতি আমার দরকার নেই। আমি ডোরিয়া ঘরে জন্মানো কেউ নই, কেবল একজন আশ্রিতা। আন্টি পেরেট্টার চাপে ডোরিয়া নাম নিয়েছি। এখন মনে হচ্ছে কাজটা না করলেই ভাল হত। এটাই সব সমস্যার মূল। কিন্তু আমি এখনও জিয়োভান্না মারিয়া মোনাল্ডি। আমার নিজের আর আমার স্বর্গীয় বাবা আমার জন্য যৎসামান্য যা কিছু রেখে গেছে তার মালিক আমি। তুমি যদি আর কখনো জেনোয়ায় ফিরতে না-ও পারো, তাহলেও কোন অসুবিধা নেই। আমিই তোমার কাছে চলে যাব, যেখানেই তুমি থাকো না কেন। কেউ আমাকে ধরে রাখতে পারবে না।'

জিয়ান্নার বক্তব্য প্রসপেরোর মনের কথাটাকেই বলার পথ করে দিল। ও বলল, 'তাহলে এখনই আমার সঙ্গে চলো। এখনও কেউ তোমাকে বাধা দিতে পারবে না।'

দম আটকে গেল জিয়ান্নার। চোখ বড়-বড় করে বিস্মিত ও জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল প্রসপেরোর দিকে।

জিয়ান্নার অবাক দৃষ্টির জবাবে প্রসপেরো বলল, 'আমি তোমাকে নিয়ে এখান থেকে চলে যাওয়ার স্বপ্ন দেখেছি। হঠাৎ তোমার চলে আসাটা আমার কাছে ছিল স্বপ্নপূরণের মত। সুযোগ থাকতেও আবার বিচ্ছিন্ন হওয়ার যন্ত্রণা আমরা কেন সইব?' একমুহূর্ত থেমে তারপর ও আবার বলল, 'না, সইব না। সবই এখন তোমার হাতে। তুমিই বলো, আমি থাকব, না রওনা হব। তবে কিছু বলার আগে জেনে রাখো, তোমাকে ছাড়া কোথাও যাচ্ছি না আমি।'

'পাগল হলে, প্রসপেরো? বুঝতে পারছ কী বলছ তুমি?'

BG & MAH

'বুঝেই বলছি। এই মুহূর্তে আমাকে বিয়ে করো তুমি। কার্ডিনাল চাচা আমাদের বিয়ে পড়াবে। সে যথেষ্ট সমঝদার মানুষ। আমাকে ভালওবাসে। ডোরিয়াদের সে বিভ্রান্ত করতে পারবে। পরে তুমি লর্ডের সঙ্গে কথা বলে নিয়ো। না বললেও অবশ্য ক্ষতি নেই। বাকিটা এখন তোমার ইচ্ছা।'

ঝুমঝুমিয়ে বৃষ্টি নেমেছে। জোরালভাবে কানে আসছে কেবিনের ছাদে বৃষ্টির বেসুরো ড্রাম পেটানোর আওয়াজ। দূর আকাশে কোথাও গুরুগম্ভীর শব্দে গর্জে উঠল বজ্রনির্ঘোষ। টিবারনাকলের ভিতরটা এত অন্ধকার হয়ে গেছে যে, কোনরকমে পরস্পরের চেহারা দেখতে পাচ্ছে দু'জনে। প্রসপেরোর হাতে ধরা জিয়ান্নার দুই হাত। ও স্পষ্ট টের পাচ্ছে কেমন করে কাঁপছে জিয়ান্নার হাত দু'খানা। ঠিক তখনই বাইরে থেকে আসা একটা কণ্ঠ শুনে চমকে উঠল দু'জনেই। কণ্ঠটা বলছে, 'আলসের দল, গা নাড়া! সামনে যা, পাল ওঠা তাড়াতাড়ি।'

সঙ্গে সঙ্গেই ওরা টের পেল পায়ের নিচে মেঝে নড়তে শুরু করেছে। অর্থাৎ বন্দর ত্যাগ করছে ওদের ফেলুকা। ছুটে বাইরে গেল প্রসপেরো। দেখল জেটি থেকে খুলে ফেলা হয়েছে মুরিং লাইন।

মালিকের অনুমতি না নিয়েই জাহাজ ছাড়ার হুকুম দিয়েছে ফেরুচ্চিয়ো। প্রসপেরো বাইরে আসতেই হঠাৎ তাড়াহুড়ো করে রওনা হওয়ার সাফাই দিল বিশালদেহী লোকটা। বলল, 'রিপায় ঈশ্বরের অশেষ কৃপায় একটা ওয়াইন শেল্টারে আশ্রয় পাই আমি। একদল গলাকাটা ডাকাত সঙ্গে নিয়ে ওখানে ঢোকে মেসার লাম্বা। ওখানে সে ঢুকেছিল গাটা নামের ফেলুকা কোথায় ভেড়ানো আছে সেই খবর বের করতে। কে কী জবাব দিয়েছে তা শোনার জন্য আর অপেক্ষা করিনি। কোনরকমে ওখান থেকে বেরিয়ে সর্বশক্তিতে দৌড়ে এসেছি। তবে এত কিছুর পরও শেষ রক্ষা বোধহয় হলো

বইঘর.কম

না। লাম্বার গলাকাটা খুনির দল চলেই এসেছে।'

ওর বাড়ানো হাত অনুসরণ করে বৃষ্টির ভিতরই প্রসপেরো দেখল দ্রুত এদিকে ছুটে আসছে জনা বারো লোক। 'দাঁড়াও,' হুকুম করল প্রসপেরো। বলল, 'ওই কুত্তাগুলোর ভয়ে আমরা পালাব?'

'নয়তো কি ওদের হাতে মারা পড়ার জন্য দাঁড়িয়ে থাকব? বিশ্বাস করুন, ওদের ব্যাপারে ইতিমধ্যেই আমার বেশ জানা হয়ে গেছে। ওরা সংখ্যায় অনেক। মেসার লাম্বা ডোরিয়া কখনো ছোট দলে আসে না।' বলেই খপ করে একটা কুঠার তুলে নিল ফেরুচ্চিয়ো। স্টার্নের দিকের মুরিং লাইন কাটার জন্য টিবারনাকল ঘিরে ছুট দিল ও। ছুটতে ছুটতেই বলল, 'কখনো জায়গায় দাঁড়িয়ে লড়াই করতে হয়, আবার কখনো পালাতে হয়। বিশ্বাস করুন, লড়াই ফেলে পালাবার বান্দা আমি না। ঠিক তেমনই পালাবার সময় যখন এসেই পড়ে তখন অযথা বীরত্ব দেখাতে গিয়ে প্রাণ খোয়াবার ঝুঁকিও আমি নিই না।'

মুরিং লাইন কেটে যেতেই দুলে উঠে সামনে বাড়ল ফেলুকা। আর ঠিক তখনই ওখানে এসে পৌঁছুল লাম্বা ডোরিয়া। একবার মনে হলো জাহাজে ওঠার জন্য লাফ দেবে বুঝি সে। কিন্তু তীর আর জাহাজের ক্রমবর্ধমান দূরত্ব দেখে নিজেকে সামলাল। তারপর গালাগাল করতে করতে বলল, 'মনে করিস না যে পালাতে পেরেছিস, অ্যাডর্নো কুত্তা। তোকে খুঁজতে নরক পর্যন্ত যেতে হলে তাও আমি যাব।' ওদিকে ওর গলাকাটার দল ততক্ষণে একটা মাছধরা নৌকার দড়িদড়া কেটে ফেলেছে। বলাই বাহুল্য, প্রসপেরোর ফেলুকাকে ধাওয়া করা ওদের উদ্দেশ্য।

ওদিকে ফেরুচ্চিয়োকে প্রসপেরো বলছে, 'দাঁড়াও, দাঁড়াও, জাহাজ ঘাটে ভেড়াতে হবে। এখানে একজন ভদ্রমহিলা আছেন। তাকে নামিয়ে দিতেই হবে।'

‘ভদ্রমহিলা? শয়তানের নজর পড়ল নাকি? আগে ওই খুনে বদমাশগুলোকে খসাই, তার দেখা যাবে। তখন তাকে পোর্টোফিনোয় সান পিয়েরে ডি এরিনায় নামিয়ে দেব। অথবা যেখানে আপনি বলেন সেখানেই নামাব। তবে সে পর্যন্ত তাকে জাহাজেই থাকতে হবে।’

গর্জে উঠে প্রসপেরো বলল, ‘জাহাজ থামাও বলছি।’

তখন ফেরুচ্চিয়োর সমর্থনে জিয়ান্না বলল, ‘তোমার লোক ঠিকই বলেছে। ওই দেখো!’ প্রসপেরোকে পিছনে তাকাতে বাধ্য করল জিয়ান্না। বলল, ‘লাম্বার বোট তোমাকে অনুসরণ করবে। এখন আর থামার উপায় নেই।’

‘আমি পালাতে চাইছি না,’ বলল প্রসপেরো। মেজাজ তেতে আছে ওর।

‘তাহলে, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, অন্তত এখন তোমার নাবিক তোমার চেয়ে বুদ্ধির কাজ করেছে।’

পাল খাটানো হয়ে গেছে। পালে বাতাস পেয়ে তরতর করে বাড়ছে ফেলুকার গতি। পিছনে মাছ ধরা নৌকার ওরা এখনও বোটের ট্যাকল খসানো নিয়েই ব্যস্ত। তবে যত তাড়াহুড়োই করুক, পাল খাটানো একটা ফেলুকার সঙ্গে ওই দাঁড়টানা নৌকা দিয়ে গতির দৌড়ে পেরে ওঠার প্রশ্নই আসে না।

অসন্তুষ্টি ঝেড়ে ফেলল প্রসপেরো। মুখে মৃদু হাসি নিয়ে জিয়ান্নাকে টেনে নিয়ে গেল ক্রমেই বাড়তে থাকা বৃষ্টির ছাঁটের বাইরে, অর্থাৎ টিবারনাকলের ভিতর। বলল, ‘তেড়ে আসা কাউকেই আমি পরোয়া করি না। তবে যা হওয়ার হয়ে গেছে। তোমাকে সান পিয়েরে ডি এরিনায় নামিয়ে দেব’খন। ওখান থেকেই ফসোলুতে তোমার পৌঁছার ব্যবস্থা করে দেয়া যাবে।’

কিন্তু মানুষ ভাবে এক আর হয় আরেক। কোন ইঙ্গিত ছাড়াই এল তীব্র বাতাসের ঝাপ্টা। প্রথম ধাক্কাতেই বেসামাল করে দিল

বইঘর.কম

ওদের। সতর্ক হবার কোন সুযোগই ওরা পেল না। বাতাসের ঝাপ্টায় আস্ত একটা চক্কর কেটে ফেলল ফেলুকা। ফেরুচ্চিয়োর তড়িৎ পদক্ষেপে সেই যাত্রা বেঁচে গেল ওরা। নামিয়ে নেয়া হলো পাল। ফেলুকাটা নিয়ে খোলামকুচির মত খেলতে লাগল বিশাল ঢেউ আর তীব্র বাতাস।

ফেলুকার আগা থেকে গোঁড়া পর্যন্ত কড়কড়, মড়মড়, ক্যাঁচকোঁচ করতে শুরু করল। ওদিকে বাতাসের চাপে একটা পাল খুলে গেছে। খোলা পালে প্রচণ্ড বাতাস পেয়ে পাগলের মত খোলা সাগরের দিকে ছুটল ফেলুকা। এত বড় বুকের পাটা কারোই নেই যে, এই প্রবল উত্তাল সাগরে হ্যারিকেনের মুখে ফেলুকার পিছু নেবে।

প্রসপেরোর ফেলুকাটা যথেষ্ট শক্তপোক্ত করে বানানো। কাজেই বাতাস আর ঢেউ সামনে থেকে এলে এটার কিছুই হবে না। তবে কিনা, এক ঈশ্বর ছাড়া আর কারো ইচ্ছাতেই বাতাস চলে না। তাই শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে ওরা থামবে সেটাই এখন প্রশ্ন। প্রসপেরোর দুঃখ হতে লাগল যে, এভাবে সাগরে বের না হয়ে লাম্বার ডাকাত দলের মোকাবেলা করলেই হয়তো ভাল হত।

তেইশ

বন্দি

মেহেদিয়ায় নিজের শক্ত ঘাঁটি তৈরি করেছে দ্রাগুত। ওখানে বসেই সে খবর পেল বার্সেলোনা থেকে বিশাল এক নৌবহর রওনা

হয়েছে। উদ্দেশ্য, 'ঈশ্বর আর মানুষের কাছে ঘৃণ্য' জলদস্যু দ্রাগুতের ইহজীবনের অবসান ঘটানো। শুনে সুচালো দাড়িতে হাত বুলাতে বুলাতে হা-হা করে হেসে ফেলল সে। তার মনে পড়ে গেল শার্শেলে ওদের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে কীভাবে নাস্তানাবুদ হয়েছিল ফ্রাঙ্কিশরা (ডোরিয়ার বাহিনী)। মনে মনে সে বলল, এবার নিশ্চয়ই স্পেন সম্রাটের 'বিখ্যাত' জেনারেল ডোরিয়া আরো বড় বাহিনী নিয়ে আসবে। আল্লাহ সর্বশক্তিমান। তিনি চাইলে আবারও পরাজিত হবে ডোরিয়া।

দ্রাগুতের পিঠটা হঠাৎ শক্ত হয়ে গেল। যেন তখনও সে ডোরিয়ার গ্যালিতে বাঁধা অবস্থায় ওয়ার্ডেনের চাবুকের আঘাত অনুভব করছে। এর শোধ নিতেই হবে। একবার সে ভাবল, ষাট-সত্তর বছরের একজন লোককে শেকলে বেঁধে দাঁড় টানার জন্য বসিয়ে দেয়ার অর্থ তাকে মৃত্যুমুখে ফেলে দেয়া। তারপর ভাবল, আন্দ্রে একা দাঁড়ে বসবে না। সঙ্গে তার দুয়েকটা সাহায্যকারীকেও বসানো হবে। তার ভাতিজা নামের কলঙ্ক ওই দুই বদমাশকেও বসানো যেতে পারে। মুক্তিপণ হিসেবে যা-ই ওরা প্রস্তাব করুক, শাস্তি ওদের ভোগ করতেই হবে। ভেবে আনমনেই হেসে উঠল দ্রাগুত। তারপর বসল রণকৌশল ঠিক করতে। আল্লাহ চাইলে এবারই ওই অবিশ্বাসীদের কঠিন সাজা দিতে পারবে। কৌশল ঠিক করে সেটা বাস্তবায়নের রসদ জোগাড় করতে আলজিয়ার্সের উদ্দেশে সাগরে নামল রেইজ। উদ্দেশ্য বারবারোসাকে দলে ভিড়িয়ে নেবে।

কিন্তু আলজিয়ার্সে পৌঁছে সে জানতে পারল খায়ের-আদ-দীনকে ইস্তাম্বুলে ডেকে পাঠিয়েছে স্বয়ং তুর্কি সুলতান সুলায়মান দ্য গ্রেট। কোনভাবে সুলায়মান জেনেছে বা ধরে নিয়েছে তার অ্যাডমিরালরা অতটা শক্তিশালী নয়। তাই বহরের শক্তি বৃদ্ধি করতে ডেকে পাঠিয়েছে খায়ের-আদ-দীনকে। তার প্রতি

বইঘর.কম

সুলতানের হুকুম, অনতিবিলম্বে গোল্ডেন হর্নে নিজের পুরো ফ্লিট নিয়ে হাজির হতে হবে। কারণ বিশাল ব্যাপ্তির এক নৌ অভিযান শুরু করতে যাচ্ছে সুলতান।

সুতরাং দ্রাগুতকে দেয়ার মত বাড়তি শক্তি এখন আর খায়ের-আদ-দীনের হাতে নেই। দ্রাগুতকে এখন নিজেরটা নিজেকেই সামলাতে হবে। বারবারোসার মনে এতটুকুও সন্দেহ নেই যে, এমনকী কেবল নিজের শক্তি ব্যবহার করে হলেও ডোরিয়ার বিরুদ্ধে অনায়াসে জিতে যাবে দ্রাগুত।

যেহেতু স্বয়ং সুলতানের কাছ থেকে হুকুম এসেছে, তাই আর এ বিষয়ে কথা বলা অর্থহীন। আল্লাহর ইচ্ছার কাছে নিজেকে সমর্পণ করল দ্রাগুত। নিজেকে এই বলে সান্ত্বনা দিল যে মেহেদিয়ায় তার ঘাঁটি ভীষণ শক্তিশালী। সহজেই একে ধ্বংস করা যাবে না।

এই ধারণাই দ্রাগুত ধরে রাখত, কিন্তু মেহেদিয়া থেকে আসা একটা খবর তার প্রশান্তি নষ্ট করে দিল। সংবাদ বাহক জানাল মেহেদিয়ায় আক্রমণ করেছে ডোরিয়া। ওখানে দ্রাগুতকে খুঁজে না পেয়ে দুর্গে আগুন ধরিয়ে দিয়ে লোকজনের গলায় তলোয়ার বসিয়েছে সে।

খবরটা দ্রাগুতের মনে শেলের মত বিঁধল। ওর জন্য এটা ভয়াবহ একটা আঘাত। দ্রাগুতের উচ্চাকাঙ্ক্ষা, বারবারোসার মত স্বাধীন একটা রাজত্ব গড়বে সে। মেহেদিয়াই তার স্বপ্ন বাস্তবায়নের কেন্দ্রবিন্দু। কিন্তু ডোরিয়ার আক্রমণে মেহেদিয়ার পতন ওর স্বপ্নটাকে স্রেফ ধসিয়ে দিয়েছে। ধোঁয়ার মত মিলিয়ে গেছে ওর নিজের স্বাধীন এলাকার স্বপ্ন।

খায়ের-আদ-দীন রওনা হওয়ার আগে দ্রাগুতকে বলে গিয়েছিল সতর্ক থাকতে। কিন্তু রাগের মাথায় সতর্কতা ভুলে গেল সে। মধ্য জুলাইয়ের কাঠ ফাটা গরম উপেক্ষা করে পুরো ফ্লিট

BG & MAH

সাগরে ভাসাল সে। দ্রাগুতের এই ফ্লিটে আছে তিনটা গ্যালিসে, বারোটা গ্যালি, আর পাঁচটা ব্রিগেন্টাইন। এমন না যে, ডোরিয়ার বিশাল বহরের বিরুদ্ধে বিরাট কিছু করে ফেলবে বলে মনে করছে দ্রাগুত। তবে সে আশা করছে অন্তত এমন কিছু সে করতে পারবে যাতে নিজেকে অন্তত সান্ত্বনা দিতে পারে। আর মেহেদিয়াকে ঝলসানোর শোধ অন্য কোথাও নেবে সে।

সুতরাং ডোরিয়া যখন দ্রাগুতের খোঁজে আফ্রিকার উপকূল চষছে, তখন সিসিলিতে মাথা জাগাল দ্রাগুত। জিগেনেট্টি থেকে শুরু করল স্পেন-বিরোধী অভিযান। তা চালিয়ে গেল আরো উত্তরে একেবারে মার্শালা পর্যন্ত। পিছনে ফেলে গেল কেবল ধ্বংসের চিহ্ন।

এক সপ্তাহের মধ্যে দ্রাগুতের তাণ্ডবে ধ্বংস হলো ছয়টা নগর। আর ওর হাতে বন্দি হলো প্রায় তিন হাজার নারী ও পুরুষ। পুরুষদেরকে অবধারিতভাবে দাঁড়টানা দাস হিসেবে শেকলবন্দি জীবন মেনে নিতে হলো। নারীদের মধ্যে সুন্দরীদের ভাগ্যে নির্ধারিত হলো সুলতানের হারেম। আর বাকিদের ভাগ্যে রইল ব্রথেলের পঙ্কিল জীবন।

দ্রাগুত মনে মনে ভাবল ওকে জেনোয়িস কুত্তারা ডাকে 'ঈশ্বর আর মানুষের ঘৃণার পাত্র' জলদস্যু দ্রাগুত নামে। এবার ওরা বুঝবে ওকে এই কুৎসিত নামে ডাকার ফল কী হতে পারে।

দুই ব্রিগেন্টাইন ভরে এই বন্দিদের আলজিয়ার্সের পথে পাঠিয়ে দিল সে। ওই জাহাজগুলোর দায়িত্ব দিল ইয়ারিন সাবাহ নামে তার এক ক্যাপ্টেনের হাতে। সে জাহাজ দুটোকে সৌক আল আবিদে নিয়ে যাবে। ওখানেই বিক্রি করবে বন্দি করা দাসদেরকে। দাস বেচা পয়সায় কেনা হবে নতুন গ্যালি। সেগুলোর কীল (ঢেউয়ের মুখে জাহাজের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য ব্যবহৃত ওজন বিশেষ) নিচু করার পর গ্যালিগুলো যাবে

বইঘর.কম

জেবরা প্রণালীতে। সেখানেই ওর বহরের সঙ্গে মিলিত হবে নতুন এই গ্যালিগুলো। চিন্তাভাবনা করে দ্রাগুত সিদ্ধান্ত নিল, বহরে নতুন গ্যালিগুলো যুক্ত হওয়ার আগ পর্যন্ত সাবধানে থাকবে সে। তখন ওই এলাকায় আসা একটা গ্রিক জাহাজ থেকে খবর পেল, সিসিলিয়ান উপকূলে পাগলের মত ওকে খুঁজে চলেছে ডোরিয়া। খবরটা জানতে পেরে উত্তর-পশ্চিমে বোনিফেসের দিকে রওনা হলো দ্রাগুত। ওর ইচ্ছা আরেকটু সামনে গিয়ে আবার দক্ষিণে ফিরবে। ফলে বিশাল একটা এলাকা খুঁজতে হবে ডোরিয়াকে। বিস্তর সময় নষ্ট হবে তাতে। ওদিকে সিসিলিতে ডোরিয়ার কাজকর্মের রিপোর্ট অবশ্যই স্পেন সম্রাটের কাছে যাবে। মেহেদিয়াকে ধ্বংসের পর সে কী করেছে সেই প্রশ্ন তখন অবশ্যই উঠবে। সম্রাটই তখন প্রশ্ন করবে যে তার দামি এই অ্যাডমিরাল এই লম্বা সময়ে কাজের কাজ কী করল।

জুলাই মাসের সন্ধ্যা। ভাপসা গরম। গরমে মনে হচ্ছে জাহাজের গা থেকেও ঘাম ঝরছে। আকাশের রং কেমন যেন ঘোলা তামাটে হয়ে আছে। সাগরের শান্ত পানিতে আকাশের প্রতিফলনে মনে হচ্ছে সাগর আর আকাশ দুটোই যেন মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। অন্ধকার হয়ে আসছে, ঘনিয়ে আসছে আঁধার কালো রাত। সাগর এতক্ষণ শান্ত থাকলেও এখন উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে ভেসে আসছে বাতাসের ঝাপ্টা।

নিজের ক্যাপিটানার টিবারনাকলে দাঁড়িয়ে আছে দ্রাগুত। তার এই জাহাজটা ভীষণ মজবুত ও সুসজ্জিত। পুপ হোলের পাশে দাঁড়িয়ে নাক উঁচু করে বাতাসের গন্ধ শুঁকল দ্রাগুত। হুকুম করল ক্যাপিটানার পালগুলো টাঙিয়ে দিতে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একই কাজ করল তার অন্যান্য জাহাজগুলোও। কারণ ক্যাপিটানায় যা করা হয় সেটা অন্যান্য জাহাজের জন্যও হুকুম বলেই ধরে নেয়া হয়। আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল দ্রাগুত। দেখতে লাগল তাম্র

বর্ণের আকাশের প্রান্তে থাকা মেঘগুলো দ্রুত আরো ঘন হচ্ছে আর যেন এদিকেই ধেয়ে আসছে।

দেখতে দেখতে শুরু হলো প্রচণ্ড বজ্রপাত। মেঘের গায়ে যেন আগুন ধরে গেল। যমদূতের মত ধেয়ে এল ঝড়ো বাতাসের উন্মাতাল ধাক্কা। নিরেট একটা পর্দার মত অঝোর ধারায় পড়তে লাগল বৃষ্টি। বাতাসটা যেন দেখাতে চাইছে কতটা ধ্বংসাত্মক শক্তি আছে তার।

বাতাসের তীব্র ধাক্কা সইতে না পেরে কামানের গোলা ফাটার মত আওয়াজ করে ভেঙে পড়ল দ্রাগুতের জাহাজগুলোর একটার প্রধান মাস্তুল। সঙ্গে নিয়ে গেল ওই জাহাজের জনা বারো দাসের প্রাণ। ঝড়ের তোড়ে দাসের ওয়ার্ডেনরা নিজেরাও ভাল করে দাঁড়াতে পারছে না। কিন্তু তবুও চাবুকের আঘাতে জর্জরিত করে দাসদেরকে দাঁড় বাইতে বাধ্য করছে তারা। আসলে ওরাও নিরুপায়। দাঁড়িরা একবার হাল ছেড়ে দিলে জাহাজের মুখ ঘুরে যাবে। আর ঝড়ের দিক থেকে একবার মুখ ঘুরে গেলেই জাহাজের উল্টানো অবশ্যম্ভাবী।

ওদিকে সাগর ক্রমে উত্তাল থেকে আরো বেশি উত্তাল হতে লাগল। শেষে ডেকের উপর উঠে আসতে লাগল বিশাল সব ঢেউ। দাঁড়িদের বসার নিচু জায়গাগুলো ভরাট হয়ে যেতে লাগল সেই পানি দিয়ে। এরমধ্যেই বিষম খেতে খেতে যন্ত্রের মত দাঁড় বেয়ে চলল ওরা। সাগরের বুকে ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ রাত্রি। তীব্র বাতাসের হুঙ্কার, গম্ভীর গর্জনে আত্মা কাঁপিয়ে দেয়া বজ্রনিনাদ আর উন্মত্ত সাগর, সব মিলে বর্ণনাতীত ও প্রলয়ঙ্কর এক রাত। কালো একটা চাদরের মত ওদের ঘিরে রেখেছে অন্ধকার। এর মাঝে হঠাৎ হঠাৎ বজ্রঝলকে কোনরকমে দেখা যাচ্ছে ঝড়ের বিরুদ্ধে ধুঁকতে ধুঁকতে চলছে অন্য গ্যালিগুলো।

ক্যাপিটানার পুপ হোলে তিনটা লণ্ঠন জ্বালিয়ে রাখা হয়েছে।

ঢেউয়ের দোলায় জাহাজের সঙ্গে ওগুলোও সমান তালে দুলছে। লণ্ঠন ঝোলানোর উদ্দেশ্য অন্য জাহাজগুলোকে দিক প্রদর্শন করা। সেইসঙ্গে দ্রাগুতের ক্যাপিটানা থেকে নিয়মিত বিরতিতে কামানও দাগা হচ্ছে, যাতে এই ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সাগরে গ্যালিগুলো তাকে অনুসরণ করতে পারে।

কিন্তু এত কিছুর পরও দেখা গেল দলছুট হয়ে গেছে একটা গ্যালি। সেটা অবশ্য সঙ্কেত দেখতে না পারার কারণে না। ওই গ্যালির ক্যাপ্টেন ইচ্ছাকৃতভাবে ক্যাপিটানার হুকুম লঙ্ঘন করেছে।

ঝড়ের প্রথম ধাক্কায় এই গ্যালিটাই তার মূল মাস্তুল হারিয়েছে। এর কমাণ্ডে রয়েছে খোজা সিনান আল শানিম। দ্রাগুত তার সমস্ত ক্যাপ্টেনের চেয়ে একেই মূল্য দেয় বেশি। কারণ এখন পর্যন্ত তার অসফল হবার কোন রেকর্ড নেই। এবং সুযোগ চিনতে তার কখনো ভুল হয় না বললেই চলে। ঝুঁকি এড়িয়ে কাজ সারতেও সে ভীষণ পটু। আর বিপদ যদি একান্তই না এড়ানো যায় তাহলে ওর মত দৃঢ়চিত্ত হয়ে বিপদের মুখে বুক চিতিয়ে আর কেউ দাঁড়ায় না।

অবশ্য এমনও হতে পারে যে, মূল মাস্তুল না থাকায় জাহাজের নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে সিনান। আর ওই কালিগোলা অন্ধকারে অন্য জাহাজ দেখতে না পারাটা খুব যে অস্বাভাবিক তাও বলা যাবে না। কাজেই ঝড়ের ধাক্কায় একটা জাহাজ দলছুট হয়ে যেতেই পারে। তবে কারণ যা-ই হোক, মূল কথা হচ্ছে দলছুট হয়ে গেছে সিনান।

সিনানের দৃষ্টিতে দুয়েকটা ব্যাপার দ্রাগুতের নজর এড়িয়ে গেছে বা সে ইচ্ছা করেই ব্যাপারটা এড়িয়ে গেছে। তার মধ্যে একটা হচ্ছে, বাতাসের আগে আগে থাকছে ওরা। ফলে একসময় ওরা ঝড়ের নিচে চলে যাবে। তখন অবশ্যম্ভাবীভাবে ওদেরকে ক্যারিবিয়ানের দিকে ঠেলে নেবে ঝড়টা। সম্ভবত ওখানেই আছে

ওদের পিছু ধাওঁয়াকারী ডোরিয়ার নৌবহর। কাজেই ঝড় আর ধাওয়াকারী এই দুই মহাবিপদের হাত থেকে বাঁচতে হলে সিনানের মতে ওদের উচিত আগের কোর্সে ফিরে যাওয়া। দাঁড়িদের যে মূল্যই চুকাতে হোক, ওদের উচিত বাতাসের দিকে মুখ করে যাওয়া। বাতাসের দিকে পেছন ফিরে নয়। আর বাতাসের বাধা কেটে এগিয়ে যেতে পারলেই সার্ডিনিয়ান উপকূল ছুঁতে পারবে ওরা। ওদিকে ডোরিয়া নেই। অন্তত যে-কোন মূল্যে ওদের উচিত ডোরিয়ার সঙ্গে মুখোমুখি হওয়ার ঝুঁকি এড়ানো।

সিনানের মতে যেহেতু এই পথটাই সবচেয়ে উপযুক্ত তাই জাহাজের সবাঁর প্রতিবাদ সত্ত্বেও এই কোর্সেই রওনা হলো সে।

জাহাজের সবাই মৃত্যুর চেহারা খুব কাছ থেকে দেখল। জাহাজ ঘোরানোর সময় পাশ থেকে আঘাত করল পাহাড়ের মত উঁচু আর কালির মত অন্ধকার বিশাল এক ঢেউ। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একই আকৃতির আরেকটা ঢেউ আছড়ে পড়ল জাহাজের উপর। পানির আঘাতে মাস্তুলের উপর আছড়ে পড়ে চিঁড়ে-চ্যাপ্টা হয়ে গেল এক লোক। তাৎক্ষণিক মৃত্যু হলো তার। আরো দু'জনকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল ডেকের উপর দিয়ে চলে যাওয়া ঢেউয়ের স্রোত। ডেকের উপর থেকে পানি সরতেই দেখা গেল গায়েব হয়ে গেছে একজন ওয়ার্ডেন। আর দাসদের সারিতে অজ্ঞান হয়ে বসে আছে একজন দাঁড়টানা দাস। দাঁড়ের ধাক্কায় পাঁজরের হাড় ভেঙে গেছে লোকটার। তবে জাহাজের গঠন ভীষণ মজবুত। আর হোল্ডেও পানি ঢোকেনি। ফলে উত্তাল ঢেউয়ের নিচে তলিয়ে গেলেও সঙ্গে সঙ্গেই আবার কর্কের মত লাফিয়ে ভেসে উঠল জাহাজটা। পরমুহূর্তেই জাহাজকে নিয়ে খোলামকুচির মত খেলতে লাগল বিক্ষুব্ধ সাগর। পুরোপুরি ঘোরার আগে এমন আরো একটা ঢেউয়ের ধাক্কা সহ্য করতে হলো সিনানের জাহাজকে।

ওদিকে ততক্ষণে দক্ষিণ-পূর্বে এক মাইলের বেশি দূরে চলে

বইঘর.কম

গেছে দ্রাগুতের জাহাজ-বহর। নিজেকে একা বলে মেনে নিল সিনান। তীব্র উত্তেজনা, ভয় আর প্রবল অ্যাড্রিনালিনের চাপে কাঁপতে থাকা সিনানের শরীরটাও যেন এতক্ষণে একটু স্থির হবার সুযোগ পেয়েছে। বাকি সবাই ভয় পেয়েছে অবশ্যই, কিন্তু সিনানের মত ভয় আর কেউ পায়নি। কারণ কমাণ্ডারের হুকুম ভঙ্গ করার দায় এককভাবে তার উপরই গিয়ে পড়বে।

ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সেই রাত পার হবার আগে হাজারবার যেন নিজের মৃত্যু দেখল সিনান। বর্তমান কোর্সে চলার আইডিয়া বের করায় নিজেকেই নিজে অভিশাপ দিয়ে চলেছে সে। এতদিন ধরে সাগরে থাকার পরও সাগরের ঢেউয়ের সঙ্গে নিজের পাকস্থলিটাকে মানাতে পারেনি সিনান। জাহাজ যতক্ষণ চলেছে আরেকজনকে হেলমের দায়িত্ব দিয়ে নিজে টিবারনাকলে গিয়ে শুয়ে থেকেছে ডিভানের উপর। জাহাজ যখন ঢেউয়ের চূড়ায় গিয়ে উঠেছে পেটের ভিতর কাঁপুনি ধরে গেছে তার। আবার যখন ঢেউয়ের চূড়া থেকে খাদের মত গভীর ঢেউয়ের ভিতর পতন শুরু হয়েছে তখন শরীরের শিরশিরানিতে চিংড়ির মত বাঁকা হয়ে পড়ে গেছে সে। কাঁপুনির চোটে এমন ঘাম ছুটেছে যে, কেউ দেখলেই ভাববে মাত্রই বুঝি গোসল করে উঠল। ওর কাঁপুনির মাত্রা আরো বাড়িয়ে দিয়েছে তীব্র বাতাসের গোঙানি, ঢেউয়ের ধাক্কার প্রতিবাদে জাহাজের কাঠের জোড়াগুলোর ক্যাঁচকোঁচ শব্দ, ডেকের উপর বারবার আছড়ে পড়া বজ্রনির্ঘোষের মত ঢেউয়ের গর্জন, একঘেয়ে একটানা দাঁড়ের শব্দ আর সবকিছু ছাপিয়ে চাবুকের আঘাতে জর্জরিত ও ঢেউয়ের অত্যাচারে কাতর দাসদের আর্তনাদ। বলা যায়, সব মিলে সিনানের অবস্থা খুবই খারাপ।

যা হোক, সারা রাত এত পরিশ্রমের পরও ওরা খুব একটা এগুতে পারেনি। বরং বলা ভাল, কোনমতে নিজেদেরকে এক জায়গায় ধরে রাখতে পেরেছে শুধু। সকালে ঝড় কেটে যাওয়ার

BG & MAH

পর সার্ডিনিয়ার মন্টি সেভেরোর চূড়া দেখতে পেল সিনান। ভাল করে আলো ফোটার পর আরো একটা জিনিস দেখতে পেল ওরা। এক মাইলেরও কম দূরে সাগরে অসহায়ভাবে ভেসে চলেছে সবুজ-সাদা রঙ করা একটা ফেলুকা। বলার অপেক্ষা রাখে না, ওটার বর্তমান দুরবস্থা ও অসহায়ত্বের কারণ গতরাতের ঝড়।

খবর পাওয়ার কোন সুযোগই কখনো হাত ফসকে যেতে দেয় না সিনান। এবারও তার ব্যতিক্রম হলো না। সাগরে ঢেউগুলো এখনও যথেষ্ট বড়, তবে বাতাস পড়ে গেছে। ঝড়ো বাতাসের বদলে বইছে মৃদুমন্দ সমীরণ। কাজেই বাতাসের সাহায্য যা পাওয়া যায় তা পালে নিয়ে আর বাকি শক্তিটুকু চাবুকের জোরে দাঁড়িদের কাছ থেকে আদায় করে চলছে সিনানের গ্যালি। সিনানের নির্দেশে গ্যালির মুখ এক পয়েন্ট সরিয়ে সোজা ফেলুকাটার দিকে মুখ ঘোরাল হেলমস্‌ম্যান।

একটা জাহাজকে এগিয়ে আসতে দেখে ফেলুকায় যেন একটু প্রাণচাঞ্চল্য দেখা দিল। নড়েচড়ে উঠল দুয়েকজন। ফেলুকার অগভীর কাঠামো থেকে মাথা জাগাল একজন। স্টার্নে কেবিন থেকে আরেকজন মাথা বের করল। দেখতে তাকে লাগছে ঠিক খোঁয়াড় থেকে মাথা বের করে থাকা কৌতূহলী একটা মুরগীর মত। আর বললাম বটে যে, ফেলুকায় 'চাঞ্চল্য' এসেছে, তবে বাস্তবে খুবই মন্থরভাবে কোনমতে নড়ছে তারা। যেন ঝড়ের রেশ এখনও ওই লোকগুলোর মাথা থেকে কাটেনি।

ফেলুকা থেকে সিনানের গ্যালি আর মাত্র দশ-বারো গজ দূরে। এমন সময় ফ্রেঞ্চ ভাষায় ফেলুকাকে গ্যালির পাশে ভেড়াতে হুকুম করল সিনানের বিশালদেহী কাইয়া হিসার। ভেড়ানো ছাড়া ফেলুকার আর কোন উপায় নেই।

দু'জন লোক নিয়ে লাফিয়ে ফেলুকায় নামল হিসার। ওদের রুখতে ফেলুকা থেকে উঠে দাঁড়াল পাঁচজন লোক। তবে ওই

লোকগুলোর অবস্থাও করুণ। দেখেই মনে হচ্ছে স্রেফ ভয় তাড়াতে পারছে না বলেই জেগে আছে এরা। নয়তো বহু আগেই বেহুঁশ হয়ে যেত। লোকগুলোর উপর দিয়ে ঘুরে এল হিসারের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। দেখল কেবিনের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা মলিন চেহারার মহিলাটিকেও। হিসার মনে মনে আল্লাহকে ধন্যবাদ দিল যে, খ্রিস্টান নারীদের মধ্যে চেহারা ঢেকে রাখার নিয়ম প্রচলিত নয়। নইলে এই সৌন্দর্য দেখার সুযোগ কখনোই হত না।

সামনে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটিকে হিসার জিজ্ঞেস করল, 'কে আপনি?'

উত্তরদাতার সাজ-পোশাক আর ব্যক্তিত্ব দেখে হিসার ধারণা করে নিল সে অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ কোন লোক। তবে অন্য নাবিকদের মত এই লোকটির চেহারাতেও তীব্র ক্লান্তির ছাপ। লোকটি হিসারকে উত্তর দিল, 'আমি জেনোয়ার প্রসপেরো।'

দ্রাগুতের এমন কোন অফিসার নেই যার কাছে এই নাম অপরিচিত। চোখ কপালে তুলে সে প্রশ্ন করল, 'এমন দুর্গত অবস্থায় যাচ্ছেন কোথায়, মেসার প্রসপেরো?'

প্রসপেরো বলল, 'সত্যি বলতে, জানি না কোথায় যাচ্ছি।'

'তাহলে আমাদের সঙ্গে চলে আসুন। আমরা আপনাকে আপনার কোর্সে পৌঁছে দেব,' একগাল হেসে বলল হিসার।

'আপনি দয়ালু, কিন্তু আপনার সহৃদয়তার দুরোপযোগ করতে চাই না। বাতাস বইতে শুরু করেছে। আমরাই আমাদের কোর্সে চলতে শুরু করতে পারব।'

'আমাদের সঙ্গে আপনি কিন্তু নিরাপদ থাকতে পারতেন,' বলল হিসার।

এতসব কথোপকথনের পরিণতি কী হবে সে সম্বন্ধে প্রসপেরোর মনে বিন্দুমাত্রও দ্বিধা নেই। মুসলিমদের হাতে বন্দি হতে ওর নিজের অসুবিধা নেই। কারণ দ্রাগুতের হাতে আগেও

BG & MAH

ওর বন্দি হওয়ার অভিজ্ঞতা আছে। কিন্তু জিয়ান্নাও ওদের হাতে বন্দি হবে এই চিন্তাটা ওকে কাঁপিয়ে দিচ্ছে। লাম্বার হাত থেকে বাঁচাতে গিয়ে ওদেরকে হিসারের হাতে এনে ফেলেছে ফেরুচ্চিয়োর হুট করে সাগরে ভাসার সিদ্ধান্ত। লাম্বার ডাকাত দলের সঙ্গে একশ'বার মোকাবেলা করাও জিয়ান্নাকে নিয়ে এই পরিস্থিতিতে পড়ার চেয়ে অনেক ভাল। এসব ভাবতে ভাবতে আনমনেই তলোয়ারের বাটে হাত দিয়ে ফেলল প্রসপেরো।

হিসারের হিসেবে যথেষ্ট ভদ্রতা করা হয়ে গেছে। ওদিকে প্রসপেরো খাপ থেকে ওর তলোয়ার এক ইঞ্চিও বের করার আগেই গলায় ঝোলানো বাঁশি তুলে তাতে ফুঁ দিয়ে দিল হিসার। সঙ্গে সঙ্গেই স্রোতের মত লাফিয়ে ফেলুকায় নামল সিনানের এক ঝাঁক নগ্নপদ নাবিক বা সৈন্য। মানুষ ওখানে এত বেশি হয়ে গেল যে লড়াই করা দূরে থাক, নড়ারই আর উপায় রইল না। শেষে লোক-লস্করসহ গ্যালিতে তুলে নেয়া হলো প্রসপেরোকে।

জিয়ান্নার সঙ্গে ভদ্র আচরণই করল কোর্সেয়ার। ভয় পেয়ে থাকলেও সেটা ভালভাবেই আড়াল করে গেল জিয়ান্না। কোর্সেয়ার হিসারের প্রতি যতই বিরূপ মনোভাব পোষণ করুক, সেটাও নির্লিপ্ততার আড়ালে লুকিয়ে গেল ও। জিয়ান্নাকেও গ্যালিতে তুলে নেয়া হলো এবং স্থান দেয়া হলো টিবারনাকলে। পায়ের উপর পা তুলে বসে আছে ও। আর ওর সামনে বসা লোকটাকে দেখে মনে হচ্ছে স্বর্ণের সুতোয় এমব্রয়ডারি করা স্কারলেট আর কোর্তা পরিহিত গোলাকার একদলা মাংসপিণ্ড। এই লোকটিই সিনান আল শানিম ওরফে সিনান রেইজ।

সিনানের মাথার পাগড়িটার রং কোন একসময় সাদা ছিল। কিন্তু এখন সেটা বিবর্ণ হতে হতে অসুস্থরকম ময়লা হলদেটে হয়ে গেছে। লোকটার চেহারা চর্বিসর্বস্ব ও ফ্যাকাসে। বেমানান কুঁতকুঁতে ছোট চোখ দুটো তার চেহারায় এনে দিয়েছে কেমন

একটা শূকরসুলভ আবহ।

সিনানের দু'চোখ যেন গিলে খাচ্ছে জিয়ান্নার ফর্সা তনুশ্রী। হঠাৎ সে জিয়ান্নার দিক থেকে ফিরে তাকাল নাবিকদের বয়ে আনা ভীষণ ভারী একটা সিন্দুকের দিকে। সিন্দুকের ডালা খুলল হিসার। দেখা গেল চকচকে সোনালি ডাকাট দিয়ে ভরা সিন্দুকটা। সিন্দুকের ভিতর হাত ঢুকিয়ে দিল সিনান। তুলে আনল মুঠো ভরা সোনালি ডাকাট। শরীরের তুলনায় অদ্ভুতরকম চিকন কণ্ঠস্বর তার। চিকন গলায় আরবিতে কিছু একটা হুকুম করল সে। প্রসপেরোর ধনভাণ্ডার স্থান পেল সিনানের টিবারুনাকলের এক কোণে। লাগিয়ে রাখা হলো সিন্দুকের ডালা।

এরপরে লেডির গলায় ঝোলানো মহামূল্য মুক্তোর মালার দিকে সিনানের দৃষ্টি আকর্ষণ করল হিসার। ওটা এতই মূল্যবান যে, কোন প্রিন্সের মুক্তিপণও ওটা দিয়ে পরিশোধ করা সম্ভব।

হিসারের অনুরোধ অনুমোদন করল সিনান। সঙ্গে সঙ্গে দাঁত কেলিয়ে মেকি ক্ষমা প্রার্থনার হাসি দিল হিসার। এবং উপহাসের হাসি হাসতে হাসতেই জিয়ান্নার গলা থেকে মুক্তোর মালাটা খুলে নিল সে।

মালাটার জন্য কষ্টে জিয়ান্নার বুক ফেটে যাচ্ছে। তবে কোন শব্দ ওর মুখ থেকে বের হলো না। যদিও ওটা খুলে নেয়ার সময় ওর ধৈর্য আর সংযমের বাঁধ ভেঙেই যাচ্ছিল প্রায়। এই মালার সঙ্গে জিয়ান্নার বহু স্মৃতি জড়িত। প্রসপেরো যেদিন জিয়ান্নার বাগানে আশ্রয় পেয়েছিল সেদিন ওর গলায় ছিল এই মালা। সেই দিনের স্মৃতির সম্মানে প্রসপেরোর সঙ্গে বাগ্‌দানের দিনও এই মুক্তোর মালাটা পরেছিল জিয়ান্না। আজ এত মূল্যবান স্মৃতিবিজড়িত হার খোয়াতে হওয়ায় ভীষণ কষ্ট পাচ্ছে ও।

ইটালিয়ান ভাষায় কথা বলে উঠল সিনান। বলল, এত্তো মূল্যবান মুক্তোর হার যার কণ্ঠে ঝোলে সে সাধারণ কেউ হতেই

পারে না। কার পদধূলি পড়ে তার গ্যালি সম্মানিত হলো তা জানতে চায় সে।

উত্তর দিতে মোটেও দ্বিধা করল না জিয়ান্না। কারণ ও ভেবেছে পরিচয় পেলে ওর গুরুত্ব বুঝতে পারবে এই লোক। দৃপ্ত কণ্ঠে জিয়ান্না বলল, 'আমি লর্ড ডোরিয়ার ভাতিজি। আমাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করার আগে অবশ্যই কথাটা মাথায় রাখবেন।'

শুনেই চিন্তাশূন্য হয়ে গেল সিনানের মাথা। পরমুহূর্তেই নিজেকে সামলে নিল সে। কুটিল হাসি ফুটে উঠল তার মুখে। হাসির চোটে তার মাংসল গালের ভাঁজে চোখ দুটো আড়াল হয়ে গেল।

বলল, 'আল্লাহর লীলা কেবল আল্লাহই জানে।' হিসারকে ডেকে আরবিতে আবার কী যেন বলতে লাগল সে। একইসঙ্গে জিয়ান্নার পা থেকে মাথা চোখ বুলাতে লাগল। তার দৃষ্টিতে ফুটে উঠল ঘৃণা আর মুখে রইল কুটিল হাসি।

সিনান থামার পর হিসার গিয়ে ডেকের ওপরের একটা ঢাকনি খুলল। স্পষ্ট বোঝা গেল সেটা ডেকের নিচের বন্ধ একটা কেবিন। উপহাসমূলক, অতি-সৌজন্য সহকারে লেডিকে ওই কেবিনে ঢুকতে ডাকল হিসার। আঁতকে উঠল জিয়ান্না। অজান্তেই এক কদম পিছিয়ে গিয়ে শক্ত হয়ে জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ল। মুহূর্তখানেক পর মেনে নিল, এদের সঙ্গে লড়ে ক্ষতি ছাড়া লাভ নেই। নিজের সম্মান বজায় রেখে গাম্ভীর্যের সঙ্গে ধীর কদমে হেঁটে গিয়ে ঢুকে পড়ল ওই কুঠুরির ভিতর। মাথার উপর বন্ধ হয়ে গেল 'সিন্দুকের' মত কেবিনের ডালা। মেনে নিল জিয়ান্না, ভাগ্যে যা আছে, তা-ই হবে।

বইঘর.কম

চব্বিশ

সুলায়মানের জন্য উপহার

যেখানে প্রসপেরোকে ফেলে রাখা হয়েছে ওখানেই পড়ে আছে ও। মুসলিম নামের কলঙ্ক, বদমাশগুলোর হাতে জিয়ান্নার কী অবস্থা হবে ভেবে হতবিহ্বল হয়ে পড়েছে ও। আর সিনানের লোকদের 'মিষ্টি' ব্যবহারে স্থাণুর মত হয়ে গেছে প্রসপেরো।

গরুর চামড়া পাকিয়ে বানানো রশি দিয়ে পিছমোড়া করে বাঁধা প্রসপেরোর হাত। ওর পাঁচ সহযোগীরও একই অবস্থা। পড়ে আছে ওর পাশে। ওদের ভিতর ফেরুচ্চিয়োও আছে। সে-ই কেবল আধা সচেতন। মারের চোটে ওর মাথা ফেটে গেছে। মোটামুটি চেতনা আসার পর থেকে মাথার যন্ত্রণায় থেকে থেকে গোঙাচ্ছে ও। ফেলুকায় যখন সিনানের নাবিকরা হামলে পড়ে, গাধাটা তখন গিয়েছিল ওদের সঙ্গে লড়তে। তখনই বেদম মার খেয়েছে ও। বাকি চারজনের মধ্যে তিনজন প্রবল ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েছে।

পাগড়ি পরা একদল কালো কোর্সেয়ার ওদের ঘিরে দাঁড়িয়ে নানা উপহাস আর কটূক্তি করতে লাগল। পিচ্ছিল সিঁড়িতে কারো আসার ভারী পদশব্দ শোনা গেল। হাস্য-উপহাসরত কালো লোকদের বৃত্ত খুলে গেল। এবং প্রসপেরোর দৃষ্টিতে এল কারুকার্যখচিত জুতোয় ঢাকা পদযুগল। পুরোপুরি সচেতন হয়ে

গেল ও। অতি স্থূল দৈহিক আকৃতি দেখেই প্রসপেরো বুঝতে পেরেছে এটা আর কেউ না, এসেছে সিনান রেইজ।

উপহাস করে প্রসপেরোকে সে বলল, 'বাহ, মেসার প্রসপেরো ফিরেছেন দেখি। এত জলদি আপনাকে আমরা আশা করিনি। দ্রাগুত খুব খুশি হবে। আপনার মুক্তিপণের ব্যাপারে জানতে চাইবে সে। আর ইয়াকুবের খবরও শুনতে চাইবে। তবে তার আগে আমার নিজের কিছু খবর দরকার। ডোরিয়ার খবর জানতে চাই আমি। বলুন কী জানেন তার সম্বন্ধে।'

'আমি কিছুই জানি না,' বলল প্রসপেরো।

'তাহলে বলব আপনি মিথ্যা বলছেন। তবে আমি অবাক হইনি। কারণ মিথ্যা বলা আপনাদের কাছ থেকেই শিখেছি। তবে তার ভাতিজিকে আপনি নিশ্চয়ই চেনেন, তাই না?'

দুয়েকবার চোখ পিটপিট করল প্রসপেরো। বলল, 'হ্যাঁ, ওকে অবশ্যই চিনি, ডোরিয়ার পরিবারের আরো কিছু মানুষকেও চিনি আমি। আন্দ্রের গতিবিধি সম্বন্ধে জানতে চাইছেন? তার সম্বন্ধে আমি কেবল এতটুকুই বলতে পারি, আপনাদেরকে হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে ডোরিয়া। অর্থাৎ এই ব্যাপারে আমি আপনার চেয়ে বেশি জানি না।'

হাসল সিনান। হাসিতে তার চেহারা বিকৃত হয়ে উঠল। বাঁশির মত চিকন কণ্ঠে ভদ্র স্বরে হুমকি দিল সে।

জবাবে প্রসপেরো বলল, 'অযথাই আপনার সময় নষ্ট করছেন। আমি কিছুই বলতে পারব না। তবে একটা উপদেশ দিতে পারি–মানে যদি শোনেন আরকী তাহলেই।'

'উপদেশ! যেমন?'

'ডোরিয়া আপনাকে যখন ধরবে, কীভাবে তার রোষানল থেকে বাঁচবেন তা বলছি। আর হ্যাঁ, নিশ্চিত থাকতে পারেন, আপনারা ধরা পড়বেনই।'

বইঘর.কম

'তাহলে, দিন আপনার উপদেশ,' বলল সিনান।

প্রসপেরো বলছে, 'আপনার জন্য অমূল্য এক সম্পদ অ্যাডমিরালের ভাতিজি। তার সঙ্গে কেমন আচরণ করছেন তার উপর নির্ভর করবে আপনার ভাগ্য। যদি বলেন যে, ভগ্নপ্রায় নৌযান থেকে আপনি ওকে উদ্ধার করেছেন তাহলে ডোরিয়ার কৃতজ্ঞতা ও সবিনয় আচরণ পাবেন। কিন্তু ওর সঙ্গে কোন দুর্ব্যবহার করা হলে সেটাকে ডোরিয়া খুবই খারাপভাবে নেবে। বলা বাহুল্য, আপনার জন্য তা কোনভাবেই ভাল হবে না। ডোরিয়াও আপনাদের বর্বর কায়দাকানুন জানে। শুধু জানেই না, ব্যবহারও করে। হয়তো শুনে থাকবে, আপনাদের তুর্কি জ্ঞাতিভাইরা ভেনেশিয়ান ব্রাগাদিনের গা থেকে জীবন্ত চামড়া তুলে নিয়েছিল। ডোরিয়ার ভাতিজির সঙ্গে দুর্ব্যবহার করলে হয়তো অমন কিছু আপনার ভাগ্যেও লেখা হয়ে থাকতে পারে। আমি ভাবছি, চামড়া তুলে নিলে আপনাকে কেমন দেখাবে, জনাব সিনান।'

সিনানের কুঁতকুঁতে চোখ দুটোয় একবার রাগের একটা ঝলক ফুটে উঠল। ঘৃণাপূর্ণ কণ্ঠে সে বলল, 'আপনার বুঝি ধারণা ডোরিয়ার নাম শুনে ভয়ে কাঁপব আমি? আমার কিছু করতে হলে আগে তো আমাকে ধরতে হবে। কই, এত বছরে একবারও তো সে আমাকে ধরতে পারল না।'

প্রসপেরো বলল, 'হ্যাঁ, এতদিন ভাগ্য তার প্রতি সদয় হয়নি বটে। কিন্তু এখনকার কথা ভিন্ন। এদিকে আপনি একা। যে-কোন মুহূর্তে দিগন্তে দেখা দিতে পারে ডোরিয়ার জাহাজের পাল।'

প্রসপেরোর পাঁজরের নিচে নিজের মণখানেক ওজনের একটা পা তুলে দিল খোজা সিনান। দাঁত কিড়মিড় করে বলল, 'আসুক আগে, তখন দেখব।'

'আমারও একই কথা, আসুক। কিন্তু ডোরিয়ার ভাতিজি

হিসেবে তার প্রাপ্য সম্মান তাকে দিন।'

কুটিল হেসে সিনান বলল, 'ডোরিয়া কীভাবে জানবে তার ভাতিজি এখানে বন্দি হয়ে আছে? আর সে যদি না-ই জানে তাহলে আমার উপর শোধ নেয়ার প্রশ্ন আসছে কোথা থেকে? আল্লাহ জানে, এমনকী সে যদি আমার উপর শোধ নিতেও আসে তবুও আমি ভয় পাই না।'

প্রসপেরো জানে এই লোক অপ্রয়োজনীয় ঝুঁকি কখনোই নেয় না। কিন্তু এখন তার কণ্ঠে লুকিয়ে থাকা অস্বস্তিটা প্রসপেরোর কানে ঠিকই ধরা পড়ে গেছে। হেসে উঠে বসল প্রসপেরো। হেলান দিল ভাঙা মাস্তুলের অবশিষ্টাংশের গায়ে। বলল 'আপনার বিশাল শরীরটা কি বাতাস দিয়ে ভরা? এই হাতির মত শরীরটায় খাটাবার মত মগজ কি একটুও নেই? আমি বলিনি, যে আপনার দরকারের সময় জিয়োভান্না ডোরিয়া আপনার হাতের তুরুপের তাস হয়ে উঠবে? অর্থাৎ আপনি নিজেই তখন তাকে জানাবেন। তবে আপনার করণীয় হচ্ছে তাকে তার প্রাপ্য সম্মান দেয়া ও কোনরকম দুর্ব্যবহারের শিকার যেন সে না হয় সেদিকে খেয়াল রাখা।'

প্রসপেরোর বুকে ধুম করে লাথি বসিয়ে দিল সিনান। বলল, 'খোদার গজব পড়ুক তোর অভিশপ্ত জিভে। অমন দুঃসময় এখনও আসেনি।'

'ঠিক, কিন্তু কেউ জানে না কখন শুরু হবে দুঃসময়।'

আবার লাথি বসিয়ে দিল সিনান। বিড়বিড় করে আরবিতে কী যেন বলে উঠল সে। তারপর চলে গেল। একটু হলেও চিন্তার ছাপ ফুটেছে সিনানের চেহারায়। ওকে চিন্তায় ফেলতে পেরে খানিকটা স্বস্তি পেল প্রসপেরো। অন্তত এখনকার মত হলেও স্বস্তিতে থাকতে পারবে জিয়ান্না। কেউ ওকে বিরক্ত করবে না।

প্রসপেরো জানে ডোরিয়ার ফ্লিটের সঙ্গে ওদের দেখা হওয়ার

বইঘর.কম

সম্ভাবনা অনেক। বলা যায় ধরা এরা পড়বেই। ওরা ধরা পড়লে প্রসপেরোর কী অবস্থা হতে পারে তা খুব ভাল করেই জানে ও। কিন্তু তারপরও জিয়ান্নার স্বার্থে ও মন থেকে প্রার্থনা করল যেন ডোরিয়ার ফ্লিটের মুখোমুখি এরা হয়।

এসব ভাবতে ভাবতেই প্রসপেরো হঠাৎ খেয়াল করল গ্যালির মুখ ঘুরে যাচ্ছে। অর্থাৎ প্রসপেরোর বক্তব্য সিনানের মনে ভালই দাগ কেটেছে। সে ভেবে নিয়েছে এই এলাকা তার জন্য আর নিরাপদ নয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই হিসার এসে ঘোষণা করে গেল ওরা স্ট্রেইট অভ বোনিফেস-এর দিকে রওনা হয়েছে। তবে আগে সার্ডিনিয়ান উপকূল ঘেঁষে দক্ষিণ দিকে যাবে। উত্তর-পশ্চিমা ঝড়ো বাতাসের মুখ খানিকটা ঘুরে গেছে। সাগরের ঢেউও দ্রুত শান্ত হয়ে যাচ্ছে। তুলে দেয়া হয়েছে বাদামি রঙের বিশাল তিনকোনা পাল। সাগরের পানি দু'ভাগ করে দিয়ে ছুটে চলেছে গ্যালি। একই সময় তুলে ফেলা হলো দাঁড়গুলো। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বেঞ্চের উপরই মড়ার মত ঘুমিয়ে পড়ল পরিশ্রান্ত দাসেরা।

সকাল। মাথার উপর চড়তে শুরু করেছে সূর্য। সেইসঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে উত্তাপ। উৎফুল্ল মনে বন্দিদের দেখতে এল হিসার। হিসারের সঙ্গে এসেছে তিন শ্বেতাঙ্গ নাবিক ও এক নিগ্রো দাস। নিগ্রো লোকটি সাসের বাসিন্দা। তার গায়ে একটা সুতাও নেই। তার হাতে এক বালতি পানি আর একটা কাঠের প্লেটে কয়েকটা খেজুর ও বিস্কিট। বন্দিদের হাতের বাঁধন খুলে দেয়া হলো। হিসার তাদের সুসংবাদ দিল যে গ্যালির সামনের অর্ধেক অংশে তারা ঘোরাফেরা করতে পারে। তবে এই স্বাধীনতার বিন্দুমাত্র যেন অপব্যবহার করা না হয়। তাহলে ওদেরকে সাগরে ছুঁড়ে ফেলা হবে।

পালে উত্তুরে হাওয়া পেয়ে তরতর করে এগিয়ে চলেছে সিনানের গ্যালি। গতি ঘণ্টায় প্রায় তিন লিগ। সামনের মাস্তুলে

আর পাল খাটানোর জায়গা নেই। থাকলে আরো দুটো পাল বেশি ঝোলাত সিনান।

পরদিন বিকেলের কথা। ক্রো'জ নেস্টে বসা পাহারাদার মাটির দেখা পেয়েছে। এর কিছুক্ষণের মধ্যেই চিৎকার করে সে জানাল দক্ষিণ দিগন্তে নোঙর করে থাকা জাহাজের দেখা পেয়েছে সে। চোখে দূরবীন তুলে সিনান নিশ্চিত হলো ওটা দ্রাগুতেরই ফ্লিট। কাজেই নিশ্চিন্তে এগিয়ে গেল সিনান রেইজ।

কেপ বোনার উপকূলে রাতের মত নোঙর করল সিনান। ভোরে মুয়াজ্জিন আযান দিলে নামাজ পড়ে রওনা হবার নির্দেশ দিল সে। বাতাস পড়ে গেছে। বিশ্রাম পেয়ে একদম তরতাজা হয়ে উঠেছে দাসেরা। কাজেই দ্রুত পানি কাটতে লাগল দাঁড়। কিন্তু সিনানের যেন তর সইছে না।

মাথার উপর সূর্য আসতে তখনও দুই ঘণ্টা বাকি। দাসদের প্রাণান্ত চেষ্টার পরও ওরা খুব একটা এগুতে পারেনি। এই মুহূর্তে পেন্টালারিয়া আর তিউনিশিয়ান উপকূলের মাঝখান অতিক্রম করছে ওরা। তখনই ওদের সঙ্গে দেখা করতে বা মোকাবেলা করতে সবুজ দ্বীপটার দক্ষিণ দিক থেকে এগিয়ে এল লাল রং করা একটা গ্যালিসে। ওটার মূল মাস্তুলে পতপত করে উড়ছে সাদা আর লাল রঙের পতাকা, মাঝে বাঁকা চাঁদ। পতাকাটা ঘোষণা করছে এটা দ্রাগুতের নিজের জাহাজ।

মোটামুটি আধ মাইল দূর থেকে সিনানের জাহাজটাকে নিজের বহর থেকে হারানো জাহাজগুলোর একটা বলে চিনতে পারল দ্রাগুত। ঝড়ে আরো দুটো জাহাজ হারিয়ে গেছে। দ্রাগুতের গ্যালিসে থেকে সিনানের গ্যালির প্রতি সঙ্কেতের মাধ্যমে হুকুম করা হলো বামে ভিড়তে।

ওদিকে র‍্যামবেডের ধাপে দাঁড়িয়ে এসব দেখছে প্রসপেরোও। বোঝার চেষ্টা করছে কোন কিছু ওর উপকারে আসবে কিনা।

বইঘর.কম

পেন্টালারিয়া হারবারে নোঙর করা মাত্রই সিনানের গ্যালিতে নেমে এল দ্রাগুত। এসেই সে ঢুকে পড়ল পুপ কেবিনে। ওখানেই তার জন্য অপেক্ষা করছে সিনান রেইজ।

দ্রাগুতের পরনে হাঁটু পর্যন্ত লম্বা সবুজ রঙের সাটিনের কোর্তা। সেটায় সোনালি সুতায় লতাপাতার নকশা তোলা। তার হাঁটু ঢাকা লাল রঙের বুট জোড়া সর্বোৎকৃষ্ট কর্ডোভান কারুকার্যের নমুনা। দুই পাটিই স্বর্ণনির্মিত টার্সেল দিয়ে সজ্জিত। সাদা পাগড়ির কপালে ঝকমক করছে অত্যন্ত মূল্যবান রুবি। পাথরটা তার বাজপাখি সদৃশ চেহারার দীপ্তি আর দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা দুটোই যেন বাড়িয়ে দিয়েছে।

দলছুট হওয়ায় সিনানকে আচ্ছামত ঝাড়ার মানসিকতা নিয়ে তার গ্যালিতে পা রেখেছিল দ্রাগুত। কিন্তু সিনানের রিপোর্ট শুনে রাগ দমন করল সে। তার সামনে প্রসপেরোর টাকশাল আর জিয়ান্নার গলা থেকে কেড়ে নেয়া মুক্তোর মালাখানা বের করল সিনান। বলল, 'এই জিনিসগুলো আর যে লোকটাকে বন্দি করেছি তাকে আপনি নিন। আর আমার নিজের জন্য দাবি করছি বন্দি করা মেয়েটিকে।'

দ্রাগুতের চোখ দুটো বিস্ময়ে একটু বড় হলো। সেখানে কৌতুক খেলা করছে। সে জানে সিনানের মেয়েদের প্রতি কোন আগ্রহ নেই। কারণ সে খোজা।

দ্রাগুত বলল, 'প্রশংসা সব আল্লাহতায়ালার। মেয়ে! মেয়ে দিয়ে তুমি কী করবে? তা মেয়েটা কি সত্যিই এমন মহাসুন্দরী যে, তোমার পুরুষত্ব জাগিয়ে তোলার মত অত্যাশ্চর্য ঘটনা ঘটিয়ে ফেলল, সিনান?'

ঠোঁট উল্টে বিরক্তি প্রকাশ করল সিনান। নিজের দুর্বলতা নিয়ে কারো কৌতুক তার পছন্দ হবার কোন কারণ নেই। এবারও করল না। তবে কমাণ্ডার ও সবার শ্রদ্ধার পাত্র হওয়ায় দ্রাগুতকে

কিছু বলল না সে। শান্ত কণ্ঠে শুধু বলল, 'মেয়েটা ভীষণ সুন্দরী। এতই সুন্দরী যে তার উপযুক্ত জায়গা কেবল বিশ্বাসীদের কমাণ্ডারের হারেম। আমি নিজে মেয়েটাকে মহান সুলায়মানের জন্য উপহার হিসেবে নিয়ে যেতে চাই।'

হাসির চোটে দাঁত বেরিয়ে গেল দ্রাগুতের। বলল, 'দারুণ কুশলী লোক হে তুমি, সিনান।'

'মহান সুলায়মানের সামনে খালি হাতে যেতে চাই না। সৌভাগ্যবশত এই চমৎকার উপহার আমি পেয়ে গেছি। লোকটাকে সহ স্বর্ণমুদ্রা সব আপনি রাখুন। আমাকে শুধু মেয়েটাকে দিন।'

'দাঁড়াও, দাঁড়াও। মেয়েটা যদি এতই সুন্দরী হয়ে থাকে তাহলে তুমি কেন ওকে সুলতানের সামনে নেবে, আমিই তো নিতে পারি!'

ঠোঁট বাঁকা করে হেসে সিনান বলল, 'আপনি মেয়েটাকে উপহার হিসেবে নিয়ে গেলে তাকে কি সুলতান আর অতটা মূল্যবান বলে ভাববে?' তার ইঙ্গিত স্পষ্ট।

বুঝতে পেরে হাসল দ্রাগুত। বলল, 'ঠিকই বলেছ। আচ্ছা, ঠিক আছে, তোমার ইচ্ছাই পূরণ হোক। তার আগে "কেবল" সুলতানের জন্য উপযুক্ত মেয়েটাকে এক নজর দেখতে দাও।'

সিনান একবার চিন্তা করল, সুলতানের জন্য নির্ধারিত কোন মেয়েকে অন্য কোন পুরুষের দেখার অনুমতি নেই। তবে দ্রাগুত যেহেতু এই ফ্লিটের কমাণ্ডার, তাই মেয়েটাকে হাজির করার নির্দেশ দিল সিনান। জিয়ান্নাকে দেখে দ্রাগুতের মোহাবিষ্ট চোখ কপালে উঠে গেল। দ্রাগুতকে এভাবে মুগ্ধ হতে দেখে ভীষণ ইতস্তত বোধ করতে লাগল সিনান। কারণ এই আনাতোলিয়ানের লোলুপতা সম্বন্ধে খুব ভালভাবে জানা আছে সিনানের।

দ্রাগুতের সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়াল জিয়ান্না। তারপর মুখ

বইঘর.কম

খুলল দ্রাগুত। 'আমার ক্যাপ্টেন বলল আপনার সেবায় আসার সুযোগ পেয়ে নিজেকে ধন্য ভাবছে সে।'

'তেমন কোন সেবার আমার দরকার ছিল না। তবে আমি, লর্ড ডোরিয়ার ভাতিজি কথা দিচ্ছি, সে যা করেছে তার মূল্য অবশ্যই তাকে পরিশোধ করা হবে।'

জিয়ান্না ভেবেছে কথাগুলো বলে ওদেরকে খানিকটা চাপে ফেলবে সে। কিন্তু দেখল ওর দিকে চোখ গরম করে তাকিয়ে আছে দ্রাগুত। কিন্তু পরমুহূর্তেই নিজেকে সামলে নিল সে। মৃদু হেসে ফেলল। তারপর সিনানের দিকে ফিরে বলল, 'ঠিকই বলেছ, মোটা ভাম, মেয়েটা আসলেই সুলতানের হেরেমেরই উপযুক্ত। কিন্তু এর সঙ্গে লোকগুলো কোথায়? কারা তারা?'

'প্রসপেরোর নাম বলা মাত্রই উজ্জ্বল হয়ে উঠল দ্রাগুতের চেহারা। এবং স্বস্তির সঙ্গে সিনান লক্ষ করল দ্রাগুতের মন থেকে পুরোপুরি দূর হয়ে গেছে জিয়ান্নাকে নিয়ে কৌতূহল। মুহূর্তেই ওদের সামনে থেকে চলে গেল দ্রাগুত। লাফিয়ে লাফিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নামছে সে।

দ্রাগুত এসে দাঁড়াল প্রসপেরোর সামনে। 'সমস্ত প্রশংসা কেবল আল্লাহ্‌তায়ালার, আপনাকে ওরা কোত্থেকে পেল, মেসার প্রসপেরো? আমরা আপনার মুক্তিপণ নির্ধারণ করেছিলাম, আর একজন বন্দির মুক্তির কথাও ছিল, তাই না?'

জবাবে প্রসপেরো বলল, 'আপনি নিশ্চয়ই ধারণা করছেন না যে, আমি ইচ্ছাকৃতভাবে বিশ্বাস ভঙ্গ করছি? আমি পরিস্থিতির শিকার। তবে মুক্তিপণের টাকাটা আপনি এখনি, এখান থেকেই পেতে পারেন। আমার সিন্দুকে টাকাটা রাখা আছে। সিনান নিয়ে গেছে টাকাটা।'

হা-হা করে হেসে উঠল দ্রাগুত। বলল, 'আল্লাহ্‌ আপনার বুদ্ধিশুদ্ধি ফিরিয়ে দিন। আপনি বলতে চাইছেন লড়াই থেকে প্রাপ্ত

BG & MAH

গণিমতের মাল আপনার মুক্তিপণ? একটু পর হয়তো বলে বসবেন, মুক্তিপণ রেখে বাকিটা ফিরিয়ে দিতে,' বলে আবার হেসে উঠল দ্রাগুত।

প্রসপেরো বলল, 'সিন্দুকটা পুরোই আপনি রেখে দিন, শুধু আমার লোকদেরকে ফেলুকা সহ চলে যেতে দিন।'

আবার হেসে উঠল দ্রাগুত। দাড়ি হাতাতে হাতাতে বলল, 'একটা মেয়েও আছে আপনার দলে। তাকেও নিশ্চয়ই চাইবেন না?'

'হ্যাঁ, তাকেও চাইছি, এটা বোঝার জন্য মহাজ্ঞানী হতে হয় না।'

'আমি শুধু বুঝতে পারছি, সিনান খুব সৌভাগ্যবান। লেডি গুইলিয়াকে সুলতানের হেরেমে নিয়ে গিয়েছিল খায়ের-আদ-দীন। আহ, সুলতানের চোখ আর মন তাকে দেখে জুড়িয়ে গিয়েছিল। তবে ওই মহিলাও আমাদের হাতের এই লেডির মত সুন্দরী ছিল না। সিনান সৌভাগ্যবান, কারণ ও-ই এই লেডিকে বিশ্বাসীদের কমাণ্ডারের পদতলে সমর্পণ করবে।'

আতঙ্কে প্রসপেরোর মুখ থেকে রক্ত সরে গেল। 'কিন্তু, দ্রাগুত, ও...' বলতে গিয়েও একবার ভাবল বলবে কিনা। তারপর বলেই ফেলল, 'ও আমার স্ত্রী, দ্রাগুত, আমার বিবাহিতা স্ত্রী।'

'তাই? আহ, দুঃখজনক, খুবই দুঃখজনক। সে কুমারী হলে গ্র্যাণ্ড সিনরের (সুলতানকে বলা হয় গ্র্যাণ্ড সিনর) সুনজর কাড়ত তাড়াতাড়ি। তারপরও মেয়েটা খুব সুন্দরী।'

প্রসপেরোকে প্রায় অবশ করে দিল তীব্র আতঙ্কের ঢেউ। আরো নিচু স্বরে প্রসপেরো বলল, 'দ্রাগুত, আপনি যখন আমার বন্দি ছিলেন, আমার কাছ থেকে ভদ্র ব্যবহার পেয়েছিলেন।'

'হ্যাঁ। আপনি যখন আমার বন্দি ছিলেন তখন আমিও ভদ্র ব্যবহারই ফিরিয়ে দিয়েছি। এখন আমরা সমান সমান,' বলল

দ্রাগুত।

'আমরা দু'জনে একইসঙ্গে পাশাপাশি বসে দাঁড় টেনেছি। তা কি আমাদের মধ্যে কোন বন্ধন তৈরি করেনি? আপনি নিজেই বলেছেন আমাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন তৈরি হয়েছে।'

'যেদিন আপনি আমার বিশ্বাস ভেঙেছেন সেদিনই ভেঙে গেছে ওই বন্ধন।'

'আমি বিশ্বাস ভাঙিনি। আপনি অবশ্যই আমার কাছ থেকে মুক্তিপণের টাকা পেতেন, এখনও পাবেন। আমাদের দু'জনের মুক্তির জন্য আপনি কত টাকা পণ চান বলুন। আমি দেব, কথা দিচ্ছি,' বলল প্রসপেরো।

জবাবে দ্রাগুত বলল, 'আপনাকে আবারও বিশ্বাস করব ভাবছেন?'

'বিশ্বাস করার দরকার নেই। টাকা আপনার হাতে পৌঁছনোর আগ পর্যন্ত আমরা আপনার হাতে বন্দি হয়ে থাকব।'

দাঁত বের করে হাসল দ্রাগুত। বলল, 'যদি বলি দশ হাজার ডাকাট?'

'রাজি,' সঙ্গে সঙ্গেই বলল প্রসপেরো। রক্ত ফিরতে শুরু করেছে ওর চেহারায়। 'আমার লোকেরা আমার হাতে লেখা চিঠি নিয়ে জেনোয়ার ব্যাঙ্ক অভ সেইন্ট জর্জে যাবে। ওখান থেকেই টাকা নিয়ে ফিরবে ওরা।'

আরো চওড়া হলো দ্রাগুতের হাসি। বলল, 'দাঁড়ান, দাঁড়ান, এখনও বলিনি, দশ হাজার বা বিশ হাজার ডাকাট। ভেবেছেন, লক্ষ ডাকাট দিলেও ডোরিয়ার ভাতিজিকে আমি হাতছাড়া করব? ভুলে গেছেন ওই বুড়ো শয়তানটা কথা দিয়ে কতবার আমার সঙ্গে কথা ভেঙেছে? আল্লাহর শপথ, কুত্তাটা এবার নিশ্চয়ই ওই কথাগুলো মনে করবে। কাঁদবে, যখন শুনবে তার ঘরের মেয়ে সুলায়মানের হেরেমে বন্দি। আমাকে শিকলে বেঁধে দাঁড়ে

বসিয়েছিল বলে তখন দুঃখ করবে সে। এভাবেই ওকে ফিরিয়ে দেব আমার পিঠের চাবুকের আঘাতের যন্ত্রণাগুলো।'

আকুতিঝরা কণ্ঠে প্রসপেরো বলল, 'কিন্তু, আমি তো আপনার ক্ষতি করিনি। ডোরিয়ার ভাতিজি আমার বিবাহিতা স্ত্রী তাও তো আপনাকে জানালাম।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে দ্রাগুত বলল, 'এমন কড়া প্রতিশোধ নেয়ার সুযোগ আপনার জন্য আমি কোনমতেই ছাড়তে পারব না। আপনার কাছে আমি ঋণীও নই। আর ঋণ যদি থাকতও, তবুও সর্বজ্ঞানী, সর্বদর্শী মহান আল্লাহতায়ালার সিদ্ধান্ত কে খণ্ডাতে পারে? যদি তার সিদ্ধান্ত হয় অপরাধীর সঙ্গে নিরপরাধও শাস্তি পাবে, তাহলে সেটা ঠেকাবার সাধ্য কারো নেই। আপনার জন্য আমার সহানুভূতি আছে, স্যর প্রসপেরো। কিন্তু তাই বলে এতটা সহানুভূতি নেই যে প্রতিশোধের মিষ্টি পেয়ালায় চুমুক দেয়া থেকে নিজেকে বা সুলতানকে বঞ্চিত করব। সিনানের সিদ্ধান্তকে আমি পূর্ণ সমর্থন করি।'

আত্মনিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলল প্রসপেরো। যা মন চাইল, বকাবকি, গালাগালি করল সে দ্রাগুতকে। হাসিমুখে প্রসপেরোর সামনে দাঁড়িয়ে রইল দ্রাগুত। এমনকী সবচেয়ে জঘন্য গালি শুনেও রাগ করল না। একসময় কমে এল প্রসপেরোর উন্মাদনা। উচ্চারিত গালিগুলোর জন্য নিজেই লজ্জিত নতমস্তক হয়ে গেল প্রসপেরো।

তারপর মুখ খুলল দ্রাগুত। বলল, 'অনেক কিছু বললেন। সৌভাগ্যবশত মুখের কথায় রক্তপাত হয় না। তবে সাবধান, এমন আর একটা শব্দও যেন আপনার মুখ থেকে বের না হয়। হলে শেকলে বেঁধে দাসদের সঙ্গে দাঁড় টানতে বসাব আপনাকে। আপাতত আপনি আর আপনার লোকেরা আমার গ্যালিসেতে আসবেন। যতক্ষণ সাবধান থাকবেন ততক্ষণ আপনাদের কোন

ক্ষতি হবে না। আল্লাহর কসম, সাবধান থাকবেন, নইলে...'

পঁচিশ

ফাঁদ

খুব ছোট্ট হলেও একটু যেন আশার আলো দেখতে পেল প্রসপেরো। জিয়ান্নাকে সুলতানের কাছে পাঠানোর কথা ভাবলে ওকে তেমনভাবেই পাহারা দিয়ে রাখা হবে। আপাতত ওর ক্ষতি করার চিন্তাও করবে না কেউ। তাহলেই সময় পাওয়া যাবে। আর সময়ের স্রোতে নানা ঘটনা ঘটতেই পারে। কাজেই ওরা যা চাইছে তা-ই হবে এমন কথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না।

এদিকে আন্দ্রের ধাওয়ার ঠেলায় দ্রাগুতের লেজে আগুন-ধরার অবস্থা। দ্রাগুত আগে ভেবেছিল খায়ের-আদ-দীনের সঙ্গে ইস্তাম্বুলে গেলে নিশ্চিত নিরাপত্তা পাওয়া যাবে। কিন্তু তা হলো না। কাজেই এখন জেবরায় গিয়ে রিইনফোর্সমেন্ট আসার জন্য অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিল সে। কারণ, ইয়ারিন সাবাহ-র যে বহর আনার কথা সেটা না পেলে দ্রাগুতের লড়াইয়ের শক্তি বাড়ছে না।

পেন্টালারিয়ায় পৌঁছে অতি ধীরগতিতে চলতে লাগল দ্রাগুত। দক্ষিণমুখী একটা কোর্সে চলে মেহেদিয়ার কাছে চলে এল ওরা। তার সাধের শহরের এত কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় নিজেকে পুরোপুরি সংবরণ করতে পারল না দ্রাগুত। ক্ষয়ক্ষতি দেখতে

BG & MAH

বন্দরের আধ মাইলের ভিতর চলে গেল। দেখতে পেল বিধর্মী শয়তানের দল ওর সাধের শহর গুড়িয়ে দিয়েছে। দেখে বন্দরে জাহাজ ভিড়িয়ে দিল দ্রাগুত।

বন্দরে যাওয়া নিয়ে দ্রাগুতের মনে কোন দ্বিধা নেই। তবে এদিকে যেহেতু এখনও দুয়েকটা স্প্যানিশ স্কাউটশিপ ঘোরাঘুরি করছে, তাই দ্রাগুত ওখানে থেমে থাকল না। চুপিসারে এগিয়ে চলল, যেন স্প্যানিশ স্কাউট জাহাজগুলোর চোখ ফাঁকি দিয়ে সবার অগোচরে জেবরা প্রণালীতে ঢুকে পড়তে পারে। অভিজ্ঞতা থেকে দ্রাগুত জানে আগামী কয়েক সপ্তাহের আগে ওর রিইনফোর্সমেন্ট এসে পৌঁছনোর সম্ভাবনা নেই।

বাইরে প্রচণ্ড গরম। এতটুকু বাতাস নেই কোথাও। একদম কাঁচের মত শান্ত, নিস্তরঙ্গ হয়ে আছে সাগরের পানি। গ্যালিগুলোকে গুণ টানার মত করে টেনে নিয়ে চলেছে ব্রিগেন্টাইনগুলো। একে একে ওরা পার হয়ে গেল স্ফ্যাক্স, কারকেনাহ দ্বীপ ও গালফ অভ গেবস্। এসব পার হয়ে শেষ পর্যন্ত এসে পৌঁছুল হোমারের লটোফাগি দ্বীপের কাছে, জেবরার অগভীর পানিতে।

এখানে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে জাহাজ চালাতে হয়। কারণ বিশ মাইল লম্বা আর প্রায় পনেরো মাইল চওড়া এই লেগুনে পানি খুবই অগভীর। ভরা জোয়ারের সময় পানি যখন সর্বোচ্চ উচ্চতায় পৌঁছে কেবল সেই সময়টা ছাড়া লেগুন থেকে বের হওয়া সম্ভব না। প্রায় বৃত্তাকারে জেবরাকে ঘিরে আছে এই লেগুন। ফলে লোকে একে দ্বীপ বলেই মনে করে। এই এলাকার একটা জায়গা তারিক আল জামিল নামে পরিচিত। সেখানে একটা পাথুরে পায়ে হাঁটা রাস্তা আছে। সেটা দ্বীপ থেকে মূল ভূখণ্ড পর্যন্ত চলে গেছে। কাজেই এটা আসলে দ্বীপ নয়, পেনিনসুলা।

বিশাল এই লেগুনে প্রবেশ করে তীর ঘেঁষে এগিয়ে চলল

বইঘর.কম

দ্রাগুতের ফ্লিট। আরেকটু এগিয়ে ওরা গিয়ে পৌঁছুল হাউমৃট আজিম নামের গ্রামের কাছে। গ্রামের ঘরবাড়িগুলো গড়ে উঠেছে সাদা গম্বুজওয়ালা একটা মসজিদ ঘিরে। গ্রামের কিছু বাড়ি পাথর দিয়ে তৈরি আর কিছু বাড়ির দেয়াল কাদা লেপে বানানো। তবে উভয়েরই ছাদ দেয়া হয়েছে নলখাগড়া দিয়ে। এই গ্রামের পাশে উপকূলে নোঙর করল দ্রাগুতের ফ্লিট। পুরো সৈকত জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে অসংখ্য খেজুর গাছ। সৈকতের একটু ওপরে ধূসর-সবুজ জলপাই গাছে ছেয়ে আছে বিস্তীর্ণ জমি। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে এই এলাকার মাটি খুবই উর্বর।

গ্রামের লোকজনের কাছে নৌ-সেনাদের অবতরণ মানে ব্যবসার অনন্য সুযোগ। ফলে নোঙর ফেলতেই সৈকতে লোকজনের ছুটোছুটি শুরু হয়ে গেল। গ্রামের মহিলারা ছুটে এল সবার আগে। পোশাক-আশাক দেখে ওদেরকে অসভ্য বলে মনে হলো নাবিকদের। মহিলাদের গায়ের রঙ হালকা শ্যামলা, অনাবৃত চেহারা। নৌকায় করে এল ওই মহিলারা। নৌকা চালিয়ে আনল তাদের পুরুষরা, কিন্তু কথা বলল মহিলাদের দলগুলোই।

মাথার ঝুড়িতে করে তারা নিয়ে এসেছে রসালো লোকাস্ট বীন, খেজুর, পাকা তরমুজ, সিরিয়াল, ডিম, মুরগি ও আরো নানা হাবিজাবি। জাহাজের কাছে এসে ওরা চিৎকার-চেঁচামেচি জুড়ে দিল যে এসব জাহাজীদের না দিয়ে যাবে না (পড়ুন, বিক্রি না করে)।

পদ্মের ফল কোর্সেয়ারদের পছন্দের খাবার। এই জিনিসও ওদের কাছে দেদার পাওয়া গেল। খুশি হয়েই ওসব নিল নাবিকরা। এমনকী শুকনো বিস্কুট আর দিনে এক মুঠো বীন ভাগ্যে জোটে যেই দাসদের, তারাও গ্রামবাসীদের কল্যাণে দুটো ভালমন্দ মুখে তোলার সুযোগ পেল আজ।

রিইনফোর্সমেন্ট আসার আগ পর্যন্ত নিরাপদে লুকিয়ে থাকতে

পারবে বুঝেই এখানে থেমেছে দ্রাগুত। থেমেই সে কাজে লেগে গেছে। ঝড়ে ওর গ্যালিগুলোর প্রায় সবই কম-বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তীরে একটা অস্থায়ী কামারশালা বানিয়ে দাসদের কাজে লাগিয়ে দিয়েছে ওর লোকেরা। প্রতিবারে পাঁচটা গ্যালি তীরে তুলে মেরামতের কাজ শুরু হলো। পাঁচদিন পর্যন্ত ধীরগতিতে কাজ চলল। পঞ্চম দিনে উটে চড়ে হাউম্‌ট আস সাওম নামের গ্রাম থেকে এল এক সংবাদবাহক। সে সংবাদ নিয়ে এসেছে, গালফ অভ গেবসে বিশাল এক নৌবহরের দেখা পাওয়া গেছে।

ব্যাপারটা দ্রাগুতের জন্য ভীষণ অস্বস্তিকর। ঘোড়ায় করে কয়েকজন অফিসার সহ নিজেই রওনা হলো প্রকৃত পরিস্থিতি জানার জন্য। উপকূলের এক মাইলের কাছাকাছি পৌঁছে ঘোড়সওয়ারদের থামিয়ে দিল সে। দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে দেখল জেবরার অগভীর পানিতে নোঙর করেছে ছত্রিশটা গ্যালি ও গ্যালিসে, সঙ্গে সাপ্লাই বহনকারী অসংখ্য নৌযান। ওগুলোর কোন-কোনটায় উড়ছে স্পেনের লাল-সোনালি পতাকা আর বাকিগুলোয় উড়ছে জেনোয়ার লাল-সাদা পতাকা।

দ্রাগুতকে বলে দিতে হলো না কে নোঙর করেছে। সে ভাবছে আলজিয়ার্স থেকে রিইনফোর্সমেন্ট হিসেবে ওর জন্য যে গ্যালিগুলো ইয়ারিন আনবে তা দিয়েও এত বড় ফ্লিটের মোকাবেলা করা সম্ভব নয়। খোদা মালুম, শয়তানের আছর পড়েছে কিনা। নাকি ব্যাপারটা নাসারাদের জাদু—কে জানে। নয়তো ওই তীব্র ঝড় পাড়ি দিয়ে ডোরিয়া কীভাবে এই পর্যন্ত এসে পৌঁছুল? তখন তার মনে পড়ল যে, মেহেদিয়া পাড়ি দেয়ার সময় উপকূলে চলে গিয়েছিল সে। এবং ওখানে কিছু স্কাউটশিপ দেখে দ্রুত ওই এলাকা ছেড়ে চলে এসেছিল।

শত্রুর দেখা পেয়ে এই প্রথমবারের মত তার মন কু-ডাক দিল। দুশ্চিন্তা জেঁকে বসল তার মনে, ফ্যাকাসে হয়ে গেল রোদে

বইঘর.কম

পোড়া গাঢ় রঙের মুখ। বিধর্মী বেইমানটার দয়ার উপর এখন নির্ভর করতে হবে ওকে। যে লেগুনটাকে সে ভেবেছিল তার জন্য নিরাপদ অভয়াশ্রম, সেটাই এখন মৃত্যুফাঁদ হয়ে দেখা দিয়েছে। কারণ, ফ্লিট নিয়ে এখান থেকে বের হওয়ার আর কোন উপায়ই নেই। হঠাৎ হাজির হওয়া বিধর্মী শয়তানগুলোও যেন ব্যাপারটা আগে থেকেই জানত। নইলে লেগুনে ঢোকার মুখটাতেই ওরা নোঙর করতে যাবে কোন্ দুঃখে? রাগের চোটে অফিসারদের সামনেই পাগলের মত শাপশাপান্ত করতে লাগল ডোরিয়া, জেবরার অগভীর লেগুন, আর নিজের অদূরদর্শিতাকে।

কিছুক্ষণ পর দ্রাগুতের উন্মাদনা কেটে গেল। রাগও কমে আসতে শুরু করল। অফিসারদের নিয়ে দশ মাইল দূরে নিজের হাইড-আউটের দিকে রওনা হলো সে।

ডোরিয়ার আগমন দিবালোকসম সত্যি নিশ্চিত হয়ে বেশ ভাল একটা ঝাঁকি খেয়েছে পুরো কোর্সেয়ার ফ্লিট। কারণ সবাই জানে এই লেগুন থেকে বের হবার উপায় নেই। হতবুদ্ধি হয়ে গেছে অফিসাররা।

অপরদিকে দ্রাগুতের হাতে দাঁড়টানা দাস হিসেবে বন্দি প্রায় দুই হাজার খ্রিস্টানের মধ্যে বয়ে গেল প্রশান্তির একটা চোরা স্রোত। আশুমুক্তির প্রত্যাশায় রইল সবাই।

তবে খবরটা প্রসপেরোর কাছে যতটা প্রশান্তির সুবাতাস বয়ে আনল অতটা শান্তি আর কেউই পায়নি। ওর দিন কাটছিল বিভিন্ন সময়ে ঘটে যাওয়া দুঃসহ স্মৃতি রোমন্থন করে। ওর কয়েকজন লোকও এখন দ্রাগুতের দাসদের সঙ্গে দাঁড় বাইছে। ওকে দাঁড় থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে বটে, তবে সেটাও বন্দিত্ব বই কিছু নয়। প্রসপেরোকে একটা কেবিন দেয়া হয়েছে। সেইসঙ্গে টিবারনাকলে যাওয়ার অনুমতিও দেয়া হয়েছে। দ্রাগুতের সঙ্গে এক টেবিলে বসে খাওয়ার ব্যবস্থাও করা হয়েছে ওর জন্য। নিজের সম-

মর্যাদার একজন ক্যাপ্টেন হিসেবে এ পর্যন্ত ওর সঙ্গে আচরণ করেছে দ্রাগুত। তবে টিবারনাকল এড়িয়ে চলেছে প্রসপেরো, যাতে দ্রাগুতের সৌজন্য ও সাহচর্য পেতে না হয়। বলার অপেক্ষা রাখে না, বর্তমান পরিস্থিতির বিচারে তার লোক দেখানো সৌজন্য একরকম পরিহাস ছাড়া আর কিছু নয়। অবশ্য এক টেবিলে বসে খেতে হওয়ায় দ্রাগুতকে পুরোপুরি এড়িয়েও যেতে পারছে না প্রসপেরো। নইলে না খেয়ে থাকতে হবে। তবে প্রসপেরোকে কোনরকম বিরক্ত সে করছে না। গম্ভীরভাবে চুপচাপ খেয়ে নেয় দু'জনে। ওদিকে জিয়ান্নাকে সুলতানের হাতে তুলে দেবে বলে সিনান যে প্রস্তাব করেছে তা মাথায় রাখলেও চূড়ান্ত অনুমোদন এখনও দেয়নি দ্রাগুত। সেজন্য অবশ্য তার প্রতি প্রসপেরোর কৃতজ্ঞতাবোধ রয়েছে। হাউম্‌ট আস সাওম থেকে ফিরলে পরে তার সঙ্গে কথা বলতে গেল প্রসপেরো। সেই ব্যাপারটাই এখন ক্রমানুসারে সামনে আসছে।

আত্মরক্ষার চিন্তায় মশগুল হয়ে আছে দ্রাগুত। তাই ক্যাম্পের লোকজনের পরিবর্তন তার চোখেই পড়ল না। লড়াই শুরু হলে কীভাবে কী করবে চিন্তা করে সেই অনুযায়ী কাজকর্মের নির্দেশনা দেয়া শুরু করল সে। ভাবছে, মরি তো মরব, কিন্তু ওদের একটা মরণকামড় না দিয়ে ছাড়ব না।

সবচেয়ে শক্তিশালী বারোটা কামান মাটিতে নামাতে বলল দ্রাগুত। সে নিজেই ওগুলোর আনলোডিং তদারক করল। তারপর ডেকে পাঠাল জেবরার গ্রামপ্রধান, বৃদ্ধ শেখ খাবাবকে। লোকটা এলে তাকে বলল, দ্রাগুতের দাস বাহিনীকে সাহায্য করতে খাবাব যেন দুই হাজার লোক দেয়। তারা আর দ্রাগুতের দাসেরা দ্রুত একটা দুর্গ গড়ে তুলবে। দ্রাগুতের পরিকল্পনা হচ্ছে ওখানেই স্থাপন করবে তার গোলন্দাজ ইউনিট। রাতের খাবারের জন্য অপেক্ষা করল না দ্রাগুত। খাবাবের লোকেরা আসার সঙ্গে সঙ্গেই

দাসদের সঙ্গে তাদেরকেও কাজে লাগিয়ে দেয়া হলো।

ওয়ার্ডেনদের কঠোর তদারকিতে দ্রুত কাজ এগিয়ে চলল। দ্রাগুতের অফিসাররাও অক্লান্ত পরিশ্রম করে গেল। কাজে তদারক করল, কর্মীদলকে প্রয়োজনানুযায়ী এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নিয়ে কাজে লাগাল। আর দ্রাগুত যেন সব জায়গায় আছে। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ব্যাপারিও ওর চোখ এড়াচ্ছে না। দ্রুত ভুল সংশোধন করছে বা আরো কার্যকর করে তুলছে সবকিছু। একদল ব্যস্ত-সমস্ত পিঁপড়ের মত সুশৃঙ্খলভাবে কাজ করে চলেছে সবাই। দেখতে দেখতেই মাটি কাটার কাজ শেষ করে ফেলল ওরা। প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা হিসেবে দাঁড় করানো হলো ষাট ফুট লম্বা, পাঁচ ফুট চওড়া দেয়াল। এর মূল কাঠামো হিসেবে ব্যবহার করা হলো ঝাউ গাছের শক্ত গুঁড়ি। গুঁড়িগুলোকে জায়গায় ধরে রাখতে ব্যবহার করা হলো খেজুর গাছের পাতার রশি। মূল কাঠামোকে সুরক্ষিত ও নিরাপদ করতে প্রয়োজন মাফিক মাটিও ফেলা হলো। বন্দুকধারীদের সুবিধার জন্য বুক পর্যন্ত উঁচু আরেকটা সুরক্ষা প্রাচীর তৈরি করা হলো। ভোর হওয়ার অনেক আগেই শেষ করা হলো প্রতিরক্ষা প্রাচীর নির্মাণের যাবতীয় কাজ। তারপর ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত দাসদের দিয়ে টানিয়ে আনা হলো গুলি-বন্দুক, কামান ও ওগুলোর জন্য প্রয়োজনীয় গোলাবারুদ।

শেষ হলো প্রাচীরের কাজ। শেষ মুহূর্তের পরিদর্শন সেরে চওড়া দেয়ালটার উপর থেকে নেমে এল দ্রাগুত। মনে মনে সন্তুষ্টি অনুভব করছে সে। যদিও পরমুহূর্তেই আবার মনে হলো প্রয়োজনের তুলনায় কতটা অপ্রতুল এই নামমাত্র প্রতিরক্ষা। কথাটা ভেবে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল তার সন্তুষ্টি। ঠিক তখন তার পেছন থেকে যেন তার চিন্তাটাকেই মুখে আনল কেউ।

'এত হুলস্থুল, এত কাণ্ড-কারখানা করলেন, কিন্তু ফল পাবেন খুব সামান্যই।'

পাঁই করে ঘুরে দাঁড়াল সে। দেখল কথাটা বলেছে প্রসপেরো। বিস্মিত ও রাগান্বিত দ্রাগুত বলল, 'আপনি এখানে? কার হুকুমে এসেছেন? এখানে আপনার কী কাজ?'

'কাজ নয়, কৌতূহল। আমাকে আসতে কেউ বাধা দেয়নি, বাধ্যও করেনি,' হাসিমুখে শান্তভাবে কথাগুলো বলল প্রসপেরো। ওদিকে ওকে এখানে দেখে রেগে গেছে দ্রাগুত। রাগে তার নাকের পাটা ফুলে গেছে, দ্রুত নিঃশ্বাস ফেলছে সে। প্রসপেরো বলে চলল, 'অযথা আপনার পরিশ্রম দেখছিলাম। না বলে পারছি না, কিন্তু যা করলেন তাতে আসলে আপনার বন্দিশালার দরজা আরো মজবুত হওয়া ছাড়া আর কিছু হয়নি, মেসার দ্রাগুত।'

ভীষণ রেগে গেছে দ্রাগুত। ধরেই নিল তাকে উপহাস করতে এসেছে প্রসপেরো। রাগের চোটে বলে বসল, 'আল্লাহ আপনার আত্মাকে জাহান্নামে নিয়ে ফেলুক।'

প্রসপেরো চলে যেত, কিন্তু যে সুরে দ্রাগুত বলেছে তাতেই আবার জবাব দিল প্রসপেরো। বলল, 'কোথায় আসল নিরাপত্তা আল্লাহ রেখেছেন তা দেখার মত দৃষ্টি যেন তিনি আপনাকে দেন।'

বিস্মিত হলো দ্রাগুত। তবে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করল সে। প্রশ্ন করল, 'নিরাপত্তার কথা বললেন, আপনি জানেন কোথায় তা পাব?'

'জানতাম, যদি আপনাকে ধ্বংস হতে না দিলে আমার কোন উপকার হত, তাহলে,' বলল প্রসপেরো।

'ধ্বংস? কে ধ্বংস হচ্ছে?' আবার রেগে গেছে দ্রাগুত। 'শয়তানের অনুসারী জেনোয়িসরা লেগুনে ঢোকার চেষ্টা করেই দেখুক, কী হাল করি ওদের। তখনই দেখবেন কার ধ্বংস ঘনিয়ে এসেছে।'

'আচ্ছা! বেশ। দেখতেই পাচ্ছি আপনি প্রতিরক্ষার জন্য বেশ ভাল প্রস্তুতি নিয়েছেন। কিন্তু বলুন তো, আন্দ্রে এখানে ঢুকবে

কেন? বাইরে প্রবেশপথ অবরোধ করে বসে থাকলে একসময় না একসময় আপনাকেই তার কাছে যেতে হবে। শকুনের মত ধৈর্য ধরতে জানে ডোরিয়া।'

রেগে গেলেও যুক্তি-বুদ্ধি হারায়নি দ্রাগুত। চিন্তিতভাবে যেন নিজেকেই প্রশ্ন করল, 'আমি কেন ওর কাছে যাব?'

খোঁচা মেরে প্রসপেরো বলল, 'ওকে জানাতে যাবেন, জেরবার মাটি ছেড়ে আপনি কোথাও যাবেন না, এখানেই কৃষিকাজ করে বাকি জীবন কাটাবেন।'

প্রসপেরোর উপহাস উপেক্ষা করল দ্রাগুত। বলল, 'আমি যেমন এখানে চিরকাল থাকতে পারব না আন্দ্রেও পারবে না। কিন্তু আমার আশ্রয় আছে। তাই শীতের ঝড়ো আবহাওয়া ওকে প্রণালীর মুখ থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমিই বরং অপেক্ষা করতে পারি।'

হা-হা করে দ্রাগুতের মুখের উপরই হেসে উঠল প্রসপেরো। দ্রাগুতের সঙ্গে আরো ক'জন ক্যাপ্টেন দাঁড়িয়ে আছে তাদের পাত্তাই দিল না ও। বলল, 'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন, আন্দ্রে একটা গবেট বই কিছু নয়। এ ব্যাপারে সে মোটেও চিন্তাভাবনা করবে না।'

'চিন্তা করলেই বা কী, চিন্তাভাবনা ওর উপকারে আসবে না।'

'আন্দ্রের জায়গায় আমি থাকলে কী করতাম বলতে পারি। আমি জেরবার প্রবেশমুখে একদল সৈন্য নামিয়ে দিতাম। তাদের বলে দিতাম যে-কোন মূল্যে আপনার এই দুর্গ দখল করতে। তারপর পুরো বহর নিয়ে সামনে বাড়তাম। আপনার ধারণা ডোরিয়া এমন কিছু ভাববে না?'

শুনে এবার দ্রাগুতই হেসে ফেলল। বলল, 'আল্লাহ্ ডোরিয়াকে এই কাজ করার জন্য প্ররোচনা দিন। তাহলে ওকে দ্রুত ধ্বংস করতে পারব। এই কাজে ওর অন্তত আধা শক্তি

BG & MAH

ব্যবহার করতে হবে। ও এদিকের দখল নিতে লড়বে, আমি আরেক দিকে বাইরে থাকা ওর দলের অন্য অংশকে নিশ্চিন্তে ধ্বংস করতে থাকব। সেজন্যই এই দুর্গ বানিয়েছি। এবার হয়তো এই দুর্গটা আপনার কাছে কার্যকর কিছু বলে মনে হবে।'

এই পর্যন্ত বলেই দ্রাগুত চলে যেত। কিন্তু প্রসপেরোর হাস্যোজ্জ্বল মুখ দেখে থেমে গেল। প্রসপেরো তখন বলল, 'ভাবছেন, আপনার পরিকল্পনা ডোরিয়া বুঝতে পারছে না? এখানে নামানোর মত লোক আসা পর্যন্ত আপনাকে এখানে অবরুদ্ধ করে রাখতে পারলেই হবে ওর। তাছাড়া নিজের লোক নামাবে না সে। বরং রিইনফোর্সমেণ্ট আনাবে নেপলস থেকে। এখান থেকে খুব একটা দূরে নয় নেপলস। বাজি ধরে বলতে পারি, ইতিমধ্যেই ওদিকে খবর পাঠিয়ে দিয়েছে সে। শীত আসা পর্যন্ত সময়টা অনেক বেশি লম্বা, মেসার দ্রাগুত। আর যেমনটা বলেছি; ডোরিয়া ধৈর্য ধরতে জানে। ঠিক একটা শকুনের মত।'

দ্রাগুতের চেহারায় ইতস্তত ভাব ফুটে উঠলেও কপট হাসির আড়ালে সেটাকে ভালমতই চাপা দিল সে। বলল, 'বোকার মত বাজি ধরেছেন। ডোরিয়ার হাতে আপনার মুক্তির আশায় বসে থাকুন।' নিজের ক্যাপ্টেনদের মনোভাব পড়তে পারছে দ্রাগুত। তাই এবার ধমকে উঠল সে। বলল, 'গ্যালিতে যান। আমার কাজে নাক গলাবেন না। বিনা অনুমতিতে আবার গ্যালি থেকে নামলে বন্দি করা হবে আপনাকে। যান, দ্রুত চলে যান।' বলে ঘুরে দাঁড়াল দ্রাগুত। দু'জন কোর্সেয়ার অফিসারের এসকর্টে গ্যালিতে ফিরে গেল প্রসপেরো। তবে ও ভালভাবেই বুঝেছে, প্রসঙ্গটা আবার উঠবে। তখনই জিয়ান্নার নিরাপত্তা নয়তো মুক্তি নিশ্চিত করবে ও।

পরবর্তী তিন দিনে প্রসপেরোর সামনে আর এল না দ্রাগুত। আসবেই বা কীভাবে, কেবল ঘুমানোর সময় হলে গ্যালিতে আসে

বইঘর.কম

সে। আর জেগে থাকাকালীন পুরো সময় কাটাচ্ছে দুর্গের দেখাশোনা করে।

ডোরিয়ার অবস্থান দ্বীপের একদম দক্ষিণে ঠিক দ্রাগুতের কামানের পাল্লার বাইরে। ওখানে আসলেই শকুনের মত পরম ধৈর্যে বসে আছে জেনোয়িস ফ্লিট। জুলাই মাসের মাথা খারাপ করে দেয়া গরমে ওরা অপেক্ষায় আছে যে হতাশ দ্রাগুত বাহিনী কখন লেগুনের বাইরে আসার জন্য মরিয়া হয়ে আক্রমণ শুরু করবে।

ওদিকে লেগুনের ভিতর বসে দ্রাগুত দেখছে নিজের অভিশপ্ত অবরুদ্ধ অবস্থা। আর দেখছে প্রসপেরো যেমন বলেছে, ডোরিয়া আসলেই তা-ই। ব্যাটা আসলেই শকুনের মত ধৈর্য ধরতে জানে। দিনকে দিন মেজাজ বিগড়াতে শুরু করেছে দ্রাগুতের। তুঙ্গে উঠে থাকছে রাগ, চরম ঘৃণাপূর্ণ হয়ে উঠছে তার দৃষ্টি। গোইয়ালাতার সেই লড়াইয়ের পর আবার কখনো জেনোয়িসদের হাতে তাকে বন্দি হতে হবে, তা দুঃস্বপ্নেও ভাবেনি সে। কিন্তু যেভাবেই ভাবুক না কেন, বন্দিত্ব এড়াবার কোন পথ তার চোখে পড়ছে না। গোইয়ালাতায় তাও লড়ার সুযোগ ছিল, কিন্তু এখানে তো দাঁড়াবার সুযোগই দেখছে না সে।

এদিকে লেগুনে সারাইখানায় জাহাজের কীলের মেরামতি প্রায় বন্ধ হয়ে আছে। কারণ যে-কোন মুহূর্তে সবগুলো জাহাজ ভাসানোর সিদ্ধান্ত নিতে পারে দ্রাগুত। ক্রু-নাবিকরা সবাই অলস বসে থেকে সময় কাটাচ্ছে। দ্রাগুতের হুকুমের অপেক্ষায় বসে আছে ওরা আর এই পরিস্থিতিতে ফেলার জন্য মনে মনে দুষছে খোদাকে।

প্রসপেরোর সঙ্গে কথা বলার তৃতীয় দিনের কথা। অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থে নিজের অহংবোধ ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিল দ্রাগুত। ফিরে এল গ্যালিতে। এসেই প্রসপেরোকে ডেকে পাঠাল।

টিবারনাকলে ডিভানে বসে প্রসপেরোর জন্য অপেক্ষা করছে দ্রাগুত। তার পরনে পা থেকে মাথা পর্যন্ত ধবধবে সাদা পোশাক। কেবল ধূসর দাড়িটা একটু অন্যরকম লাগছে।

প্রসপেরো এলে পরে কথা বলা শুরু করল দ্রাগুত। বলল, 'সেদিন কিছু একটা ব্যাপারে আপনি একটু ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। আসলে কী বলতে চাইছিলেন সেদিন, বলুন তো? হয়তো আপনার মাধ্যমে বাঁচার একটা রাস্তা আল্লাহ্ দেখিয়ে দিতেও পারেন।'

নরম কণ্ঠে প্রসপেরো বলল, 'ডোরিয়ার জাল থেকে আপনি উদ্ধার পান সেটা আপনার একজন বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ী হিসেবে আমিও চাই।'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। প্রার্থনা করি, আল্লাহ আপনাকে উন্নতি করার সুযোগ দিন। আমাকে সাহায্য করার ইচ্ছা আপনার জন্যও বৃথা যাবে না। আপনিও উপকৃত হবেন আশা করি।'

পাশেই আইভরি আর মহামূল্য মুক্তো দিয়ে বানানো একটা নিচু টার্কিশ টুল দেখে ওটায় বসে পড়ল প্রসপেরো। বলল, 'আপনার এই মহা দুর্যোগের সময় সৌভাগ্যবশত আপনার উদ্ধারের উপায় আপনার হাতেই মজুত আছে। মনে হয় ব্যাপারটা আপনার চোখে পড়েনি। ডোরিয়ার কাছে দূত পাঠান যে তার ভাতিজি আর প্রসপেরো আপনার হাতে বন্দি। কেবলমাত্র আপনাকে নিরাপদে সাগরে বের হবার পথ করে দিলেই তাদের মুক্তি দেবেন আপনি।'

ভিতরের উদ্বেগ ভিতরে রেখে স্বাভাবিক কণ্ঠেই কথাগুলো বলল প্রসপেরো। জুয়াড়ির মত সর্বস্ব টেবিলে তুলে দিয়ে ফলাফলের জন্য নিঃশ্বাস বন্ধ করে অপেক্ষা করছে প্রসপেরো।

দ্রাগুতের চোখের পাতাগুলো বেশ খানিকটা প্রসারিত হলো। নীরব হয়ে রইল সে বেশ কিছুক্ষণ। ওদিকে উদ্বেগে প্রসপেরোর দম বন্ধ হওয়ার দশা। মুখ খুলল দ্রাগুত। কিন্তু তার কণ্ঠে ফুটে

উঠল খানিকটা উপহাস। বলল, 'আমি জানি, আপনারা আপনাদের মেয়েদের অনেক মূল্য দিয়ে থাকেন। কিন্তু তাই বলে একটা মেয়ের জন্য দ্রাগুত ও তার পুরো ফ্লিটকে ডোরিয়া ছেড়ে দেবে সেটা বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে না।'

'বিশ্বাস করার দরকার কী, পরখ করেই দেখুন।'

'শুধু শুধু সময়ের অপচয়,' বলল দ্রাগুত।

জবাবে প্রসপেরো বলল, 'আচ্ছা, বলুন তো এখন আপনার সময়ের ব্যবহার করবেন কোথায়? আমার পরামর্শটা যাচাই করে দেখুন। তাতে যদি ফল না-ও আসে ক্ষতি কী? আপনাকে তো কিছু হারাতে হচ্ছে না।'

'হারাতে হবে না বটে, তবে ওই জেনোয়িস কুত্তাটা আমাকে নিয়ে সবার সামনে হাসাহাসি করবে,' বলল দ্রাগুত।

'কিন্তু লোকে তার চেয়েও বেশি হাসবে যখন জানবে সুযোগ হাতে থাকা সত্ত্বেও তা ব্যবহার করেননি।'

'পচুক আপনার জিভ,' রেগে গিয়ে বলল দ্রাগুত। তবে বলল, 'ব্যাপারটা নিয়ে আমি ভাবব।'

প্রসপেরোর প্রস্তাব নিয়ে দ্রাগুত চিন্তাভাবনা করেছে। কিন্তু তার মনে কোন ভরসা জাগেনি। তারপরও পরদিন সিনানের গ্যালিতে চলে গেল সে। কোন সুযোগ, সেটা যত ছোটই হোক ছাড়তে রাজি নয় দ্রাগুত। সিনানের সালামের প্রত্যুত্তরে তখনই জিয়ান্নাকে তার সামনে হাজির করতে হুকুম করল দ্রাগুত।

ঔদাসীন্য ঝেড়ে উঠে দাঁড়াল সিনান। এ কয়দিন এভাবে বসে থেকেই সময় কাটিয়েছে সে। কমাণ্ডারের ইচ্ছা কী বুঝতে না পেরে তার ছোট ছোট চোখে ফুটে উঠল সন্দেহ। ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে সন্দেহযুক্ত কণ্ঠে সে কমাণ্ডারকে প্রশ্ন করল, 'মেয়েটার সঙ্গে কী কাজ, দ্রাগুত? সে আপনার জন্য নয়। ওর ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে গেছে। সুলতানের হেরেম ওর গন্তব্য।'

BG & MAH

চাঁছাছোলা কণ্ঠে দ্রাগুত জবাব দিল, ‘আমি তার জন্য অন্য কোন গন্তব্যও চিন্তা করতে পারি।’

সিনানের রাগ ওঠানোর জন্য এতটুকুই যথেষ্ট। ওর চর্বিসর্বস্ব কাঠামো রাগে কাঁপতে শুরু করল। চিকন কণ্ঠে চিৎকার করে বলল, ‘ওই মেয়ে আমার, সে আমার পুরস্কার। আপনি তাতে সম্মতিও দিয়েছেন। এখন কথা আপনাকে রাখতেই হবে।’

‘আল্লাহ তোমাকে বুঝ দান করুন। বুঝতে পারছ না কেন, সুলতানের হেরেমে একে নিতে হলে আগে জেবরা থেকে আমাদের জীবিত বের হতে হবে।’ বলে প্রণালী থেকে বের হবার জন্য জিয়ান্নাকে কীভাবে কাজে লাগাবে সংক্ষেপে সিনানকে তা বলল দ্রাগুত। তখন খানিকটা অপ্রস্তুত হয়ে, খানিকটা নিমরাজি হয়ে জিয়ান্নাকে দ্রাগুতের সামনে হাজির করতে সম্মত হলো সিনান।

এল জিয়ান্না। ওর দৃপ্ত গাম্ভীর্য যেন দ্রাগুত আর সিনানের বুঝের বাইরে। যখন জিয়ান্নাদেরকে বন্দি করা হয় তখন ধূসর রঙের একটা স্যামাইট পরনে ছিল ওর, এখনও তা-ই আছে। জিয়ান্নার চোখের কোণে অবসাদ আর খানিকটা দুশ্চিন্তার ছাপ পড়েছে। তবে ওদের সামনে এসে জিয়ান্না যখন দাঁড়াল ওর দাঁড়ানোর ভঙ্গিতেই ফুটে উঠল দৃপ্ত-গম্ভীর নির্লিপ্ততা। কোন অভিযোগ তো করলই না, উল্টো ওর নির্লিপ্ততাই যেন চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিল দ্রাগুতের দিকে।

দ্রাগুত বসে ছিল সিনানের কয়েক গজ দূরে একটা ডিভানের উপর। বসে বসে ছুরি দিয়ে পেন্সিল চোখা করছে সে। জিয়ান্নার নির্লিপ্ত ভাব দেখে বিস্ময়ে বাক্যহারা হয়ে গেল সে। পেন্সিল রেখে উঠে দাঁড়াল। সরাসরি চাইল জিয়ান্নার চোখের দিকে।

ওদিকে দ্রাগুতের চোখে রহস্যময় দৃষ্টি ফুটে উঠতে দেখে বিস্মিত হয়েছে সিনানও। রীতিমত অস্বস্তি বোধ করছে সে। একটু

বইঘর.কম

বাঁকা হয়ে বসে অস্বস্তিভরে কোর্তার হাতা খুঁটতে লাগল আর আনমনে বিড়বিড় করে আরবিতে কী যেন বলতে থাকল সিনান।

দ্রাগুত ওকে জানাল, জেবরার বাইরে অবস্থান নিয়েছে ডোরিয়া। এখন, দ্রাগুতকে ফ্লিটসহ এখান থেকে নিরাপদে বের হতে না দিলে জিয়ান্নার পরবর্তী দুরবস্থার জন্য দায়ী থাকবে কেবল ডোরিয়া। এসব এবং আরো কিছু শর্ত দিয়ে জিয়ান্নাকে বলল ডোরিয়ার কাছে চিঠি লিখতে। চিঠিটা জিয়ান্নার হাত দিয়ে লেখানো দ্রাগুতের জন্য খুবই জরুরি। কারণ মুসলিম ফ্লিটে তার অবস্থানের এটাই একমাত্র প্রমাণ।

জিয়ান্নার মাথায় প্রথমেই চিন্তা খেলল যে ডোরিয়া খুব কাছেই আছে। চিন্তাটা ওর ভিতর অন্যরকম একটা শক্তি এনে দিল। ওর চেহারা থেকে খসে পড়ল শান্ত ভাব। আশা আর খুশিটাকে কোনভাবেই চাপা দিয়ে রাখতে পারল না জিয়ান্না। ওর চোখ দুটো একটু প্রসারিত হলো আর চেহারায় ভেসে উঠল রঙের খেলা। উজ্জ্বল হয়ে উঠল মুখ। কিন্তু মুহূর্তের চিন্তা ওর পা মাটিতে এনে দিল। ডোরিয়ার কঠোর দায়িত্বপরায়ণতার কথা মনে পড়ল জিয়ান্নার। ব্যাপারটা সে দ্রাগুতকেও বলল। বলল যে, ওকে জিম্মি হিসেবে ব্যবহার করে কতটুকু ফল দ্রাগুত পাবে, সে ব্যাপারে ওর নিজেরই সন্দেহ আছে।

মুখ কালো হয়ে গেল দ্রাগুতের। বলল, 'আমিও তা-ই বলেছিলাম। কিন্তু মেসার প্রসপেরো বলছে এতেই নাকি কাজ হবে।'

জিয়ান্না বুঝতে পারল প্রসপেরো এই প্রস্তাবটা আসলে দিয়েছে জিয়ান্নার নিরাপত্তার জন্য। আর ওর নিরাপত্তা নিয়ে সিনানকে উদ্বিগ্ন হতে দেখে সিনানের আগের আচরণও ক্ষমা করে দিল জিয়ান্না।

সেদিন বিকেলের কথা। দ্রাগুতের পাঠানো চিঠির জবাব

এসেছে। জিয়ান্না যা ভেবেছিল তা-ই হয়েছে। ভীষণ অপমানজনক চিঠি পাঠিয়েছে ডোরিয়া। দ্রাগুতের মনে হলো প্রসপেরোর উস্কানিতে রাজি হয়েই এমন লজ্জিত হতে হয়েছে ওকে। তাই রাগে কাঁপতে কাঁপতে ভাবছে ওকেও কোন শাস্তি দেবে কিনা।

তবে কোর্সেয়ার ফ্লিটে জিয়ান্নার উপস্থিতি বিশ্বাস করেছে ডোরিয়া। একইসঙ্গে উপহাস করে লিখেছে কয়েক দিনের মধ্যে ভাতিজিকে সে এমনিতেই পাবে। তাহলে অকারণে আর শুধু শুধু বন্দি বিনিময় করে তার লাভ কী। এবং দ্রাগুতকে সে সাবধান করে দিয়েছে যে, জিয়ান্নার যদি একটুও ক্ষতি হয় তাহলে সাধারণ একজন কোর্সেয়ার ধরা পড়লে যতটুকু সম্মান পায় দ্রাগুত তাও পাবে না। একটা বদমাশ জলদস্যুর সঙ্গে সবাই যেমন আচরণ করে দ্রাগুতের সঙ্গেও সেরকম আচরণই করা হবে। ড্রাগুত তখন টের পাবে হুকের সঙ্গে বেঁধে মাস্তুলে ঝুলিয়ে রাখলে কেমন লাগে। সবশেষে দ্রাগুতকে সে প্রস্তাব দিয়েছে সময় নষ্ট না করে ইম্পিরিয়াল কমাণ্ডার অর্থাৎ ডোরিয়ার কাছে আত্মসমর্পণ করতে। অথবা দ্রাগুত অপেক্ষা করতে পারে, ততদিনে ডোরিয়ার প্রস্তুতি নেয়াও শেষ হবে। তখন নিজেই আক্রমণে নামবে সে।

চিঠিটা দ্রাগুতকে পড়ে শোনাচ্ছিল একজন খ্রিস্টান দাস। থাবা দিয়ে তার হাত থেকে চিঠিটা কেড়ে নিল দ্রাগুত। টানের চোটে ছিঁড়ে গেল চিঠির নিচের অংশটা। দাঁতে দাঁত ঘষে কাগজটা দুমড়ে মুচড়ে ফেলল সে। সামনে পেলে হয়তো ডোরিয়াকেও একইভাবে মোচড়াত ও। একজন ওয়ার্ডেনকে নির্দেশ দিল প্রসপেরোকে টিবারনাকলে নিয়ে আসতে। প্রসপেরো টিবারনাকলে ঢুকতে ঢুকতে শুনতে পেল ডোরিয়াকে শাপশাপান্ত করছে দ্রাগুত। তারপর ঘোষণা করল ওদের ঘরের সব মেয়েই অভিশপ্ত। ভবিষ্যদ্বাণী করল কুকুর দিয়ে তুলে খাওয়াবে কবরে শায়িত

ডোরিয়ার মৃতদেহ। আর আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করল ডোরিয়ার বংশ যেন তিনি নির্বংশ করে দেন ও ডোরিয়াকে যেন পাঠিয়ে দেন জাহান্নামের অতল গহ্বরে।

একসময় ঠাণ্ডা হলো দ্রাগুতের মেজাজ। মেঝেতে বসে পড়ল সে। প্রসপেরোকে বলল, 'দেখুন, শয়তানের ঔরসজাত ডোরিয়া কী জবাব পাঠিয়েছে। আপনার উপদেশ আমার জন্য কী অপমান কিনে এনেছে দেখুন। আপনার পরামর্শের কল্যাণে আমার অবস্থা এখন আগের চেয়েও নাজুক। নিন, নিজেই পড়ুন।'

পড়তে শুরু করল প্রসপেরো। আর ওকে ঘিরে শেকলবন্দি চিতার মত পায়চারী করতে থাকল দ্রাগুত।

পড়া শেষ করে শান্ত স্বরে প্রসপেরো বলল, 'যাক, অন্তত এটা জানা গেছে যে, জিয়ান্নার সঙ্গে খারাপ ব্যবহারের ফল কী হবে।'

জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ল দ্রাগুত। এমনভাবে প্রসপেরোর দিকে তেড়ে এল যেন ঝাঁপিয়ে পড়বে ওর উপর। রাগে দ্রাগুতের চোখ দুটো বড় হয়ে গেছে, দাঁতে দাঁত ঘষছে সে। বলল, 'আমাকে চিঠিটা লিখতে উস্কে দিয়েছেন, কারণ এই জবাব আসবে সেটা আপনি জানতেন। আমার অবস্থার কথা ফাঁস করাই ছিল আপনার লক্ষ্য।'

'না, আমি আশা করেছিলাম ডোরিয়া আপনার সঙ্গে যথাযথ আচরণ করবে। ভেবেছিলাম, জিয়ান্না আপনার হাতে আছে জানলে আপনাকে একটা সুযোগ দেবে সে,' বলতে বলতে চিঠিটা এগিয়ে দিল প্রসপেরো।

প্রসপেরোর হাত থেকে থাবা দিয়ে চিঠিটা নিল দ্রাগুত। দুমড়ে এক কোণে ছুঁড়ে ফেলে বলল, 'আপনার ষড়যন্ত্র সফল হয়েছে মনে করেছেন? ভাবছেন ইটালিয়ান কূটকৌশল দিয়ে আমাকে বোকা বানাতে পেরেছেন? মোহাম্মদ (সাঃ)-এর দাড়ির শপথ, আপনি এ থেকে কোন উপকার পাবেন না। আর যদি দেখি কোন

BG & MAH

সুবিধা পেয়ে গেছেন, তাহলে আপনাকে আমার নিজের হাতে ফাঁসিতে ঝোলাব।' রাগে দ্রাগুতের গলা আবার চড়ে গেছে। রীতিমত চিৎকার করে কথা বলছে সে। 'ডোরিয়ার মত ভাবছেন, আমি লেগুনের বাইরে যাই বা এখানে বসে অপেক্ষা করি, আমার ধ্বংস নিশ্চিত? ভাবছেন এখন আমার করার কিছুই নেই? কিন্তু আল্লাহর কাছে হাজার শুকরিয়া, এখনও আমার হাতে দুয়েকটা কৌশল আছে,' বলে পাগলের মত হেসে উঠল সে। 'এখান থেকে বেরুবার আরো একটা পথ আছে, যেটার ব্যাপারে আপনারা জানেন না। কাল সেই পথেই এখান থেকে বেরিয়ে যাব আমি। যদিও সেজন্য খুব চড়া মূল্য দিতে হবে। কিন্তু তাতে আপনার বা ডোরিয়ার কোন লাভ হবে না। আমার একটা লোক বা একটা জাহাজও ওই অবিশ্বাসী বদমাশ ডোরিয়ার হাতে পড়তে দেব না।' বলে চলেছে, 'আগামী কাল আমরা লেগুন অতিক্রম করে বুখারায় ল্যাণ্ড করব। তারপর পায়ে হেঁটে আলজিয়ার্সের পথে রওনা হয়ে যাব। তবে তার আগে ধ্বংস করে দিয়ে যাব আমার ফ্লিটের জাহাজগুলো।

ডোরিয়া যখন দেখবে একটা শূন্য দ্বীপ পাহারা দিচ্ছে সে আর খাঁচা ছেড়ে পালিয়ে গেছে তার সাধের পাখি, তখন তার কেমন লাগবে বলুন দেখি? তখন, আমার শর্তে রাজি না হওয়ায় বসে বসে হাত কামড়ানো ছাড়া ওর আর কোন উপায় থাকবে না। আর যখন শুনবে সুলতানের হেরেমে নয় বরং আমার ভোগের সামগ্রী হয়েছে তার ভাতিজি জিয়ান্না, তখনই বা তার কেমন লাগবে? দুঃখ রাখার জায়গা থাকবে না তার। বুক চাপড়ে সে বলবে, আমার প্রস্তাবে রাজি হলেই ভাল করত।'

প্রসপেরোর মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ার অবস্থা। কোনভাবে নিজেকে সামলাল ও। তারপর প্রায় যান্ত্রিক কণ্ঠে বলল, 'হয়তো। কিন্তু ফ্লিট হারিয়ে আপনাকে যে পরিমাণ কষ্ট সইতে হবে তার

বইঘর.কম

অর্ধেকও ডোরিয়া পাবে না।'

দ্রাগুতের ফ্লিট তার কাছে যে-কোন কিছুর চেয়েও বেশি প্রিয়। ফলে প্রসপেরোর কথাটা শেলের মত গিয়ে বিঁধল তার বুকে। প্রসপেরোর মনে হলো, দ্রাগুতের চোখে পানি বুঝি চলেই এল। তিক্ত কণ্ঠে দ্রাগুত বলল, 'আগেই তো স্বীকার করেছি, এর জন্য আমাকে চরম মূল্য দিতে হবে।' বহু কষ্টে নিজেকে শান্ত করল সে। শান্ত কণ্ঠেই বলল, 'তবে যেহেতু এটাই আল্লাহর ইচ্ছা, তাই কষ্ট হলেও পরোয়া নেই। এই কাজটাই করব আমি।'

দ্রাগুতের মন-মানসিকতা এখন ভীষণ বিপজ্জনক। তবুও প্রসপেরো বলল, 'সত্যি বলতে, আপনার এখান থেকে পালিয়ে যাওয়ার মধ্যে ডোরিয়ার জন্য বিজয় ছাড়া আর কিছু আমি দেখছি না। আপনার ফ্লিট ডুবে যাবে, লোক-লস্কর নিয়ে ফেরারির মত ঘুরে বেড়াবেন মরুভূমিতে। আবার কবে সাগরে ফিরতে পারবেন কেবল ঈশ্বর জানে। এর চেয়ে বেশি ডোরিয়া আর কী চাইতে পারে। তবে, আপনার জায়গায় আমি থাকলে সর্বশক্তি নিয়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তাম আমি। তাতেও একই ফল হত, কিন্তু অন্তত নিজের সম্মান বাঁচত। তাছাড়া এখন আপনার আর হারানোর আছেই বা কী?'

'পরামর্শ দিচ্ছেন না পরিহাস করছেন? একবার তো আপনার পরামর্শ শুনে মান-সম্মানের ভরাডুবি করিয়েছি। উপহাস করার আগেই সাবধান হোন। কারণ আজীবন আমার ধৈর্য থাকবে না। কাজেই সাবধান,' বলে ঝড়ের মত প্রসপেরোকে পাশ কাটিয়ে চলে গেল সে। গেল তীরে হাউমৃট আস সাওম-এ তার বানানো দুর্গে। ওখান থেকেই তার চোখে পড়ল এক মাইল দূরে কয়েকটা ইম্পিরিয়াল গ্যালি নড়তে-চড়তে শুরু করেছে। স্পষ্টতই ওগুলো স্কাউটশিপ। সঙ্গে সঙ্গেই হুকুম করল, ওই গ্যালিগুলোর উপর যেন সবগুলো কামান থেকে গোলাবর্ষণ করা হয়। যদিও সবারই জানা

আছে, অতদূরে গোলাবর্ষণ করলেও কোন লাভ হবে না। কারণ জাহাজগুলো কামানের আওতার বাইরে।

কামানের গোলার আওয়াজে কেঁপে উঠল পুরো দ্বীপের আকাশ-বাতাস। সিগাল আর অন্যান্য সামুদ্রিক পাখির আতঙ্কিত কাকলিতে মুখরিত হয়ে উঠল দ্বীপের বাতাস। দ্বীপের বাসিন্দারাও বেরিয়ে এল ঘটনা কী জানার জন্য। লাভের মধ্যে লাভ হলো, ডোরিয়ার জানা হয়ে গেল দ্রাগুতের কামান কয়টা। এমনকী দ্রাগুত যে একটা দুর্গও বানিয়েছে সেটাও জেনে গেল সে।

ডোরিয়া অবশ্য এমন কিছু আশা করেনি। প্রসপেরো যেমনটা ধারণা করেছিল ঠিক সেভাবেই এগুনোর প্রস্তুতি নিচ্ছে সে। ইতিমধ্যেই পদাতিক সৈন্য চেয়ে তার সবচেয়ে দ্রুতগামী ট্রাইরেমটা নেপলসের দিকে পাঠিয়ে দিয়েছে। আশা করছে সৈন্য আসার আগ পর্যন্ত দ্রাগুতকে লেগুনেই আটকে রাখতে পারবে। আর এরমধ্যেই তার জাহাজগুলোর মেরামতির কাজও সেরে ফেলবে। কারণ ইম্পিরিয়াল বাহিনী এলে তাদের সামনে ফ্লিটের পর্যুদস্ত চেহারা দেখাতে চায় না সে। ওদিকে সম্রাটের কাছে এরই মধ্যে খবর পাঠিয়ে দিয়েছে যে, সম্রাট ধরে নিতে পারে, দ্রাগুতকে ধরে ফেলেছে ডোরিয়া। এমনকী এটাও ধরে নিতে পারে যে পুরো ফ্লিট সহ ধ্বংস হয়ে গেছে দ্রাগুত। সঙ্গে যুক্ত করেছে মেহেদিয়ায় আক্রমণ করে ওই শহরটাকে গুঁড়িয়ে দেয়ার কথা। অনেকের কাছেই এটা ডোরিয়ার খ্যাতির মুকুটে আরেকটি উজ্জ্বল পালক বলে পরিগণিত হয়েছে।

দ্রাগুতের গোলাবর্ষণ দেখে হাসি পেয়ে গেল ডোরিয়ার। দ্রাগুতের শিশুসুলভ বোকামি দেখে খানিকটা মজাও পেয়েছে সে। তবে নিজের গ্যালিগুলোকে তীর থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখার নির্দেশ দিতে ভুলল না ডোরিয়া।

বইঘর.কম

ছাব্বিশ

পলায়নের পরিকল্পনা

সুবহে সাদিক। মুয়াজ্জিনের সুমিষ্ট কণ্ঠের আজানধ্বনিতে ভরে উঠেছে আকাশ-বাতাস। শুরু হয়েছে আরেকটি নতুন দিন। আজানের শব্দে প্রাণচাঞ্চল্য জেগে উঠল নোঙরে দাঁড়িয়ে থাকা গ্যালিগুলোতে। মুসল্লিরা নামাজের জন্য কাতারবন্দি হয়ে দাঁড়িয়ে গেল জাহাজের ডেকের উপর। ইমামের কিরাতের শব্দে ঘুম ভাঙল সিগাল ও অন্যান্য সামুদ্রিক পাখিরও। জাহাজ ঘিরে চক্কর দিতে দিতে কর্কশ ডাকাডাকি করতে লাগল পাখিগুলো। পাখির ডাকের শব্দেই ঘুম ভেঙেছে প্রসপেরোর। এই মুহূর্তে শেকলবন্দি করে ডেকের উপর ফেলে রাখা হয়েছে প্রসপেরোকে। কীভাবে ও বন্দি হলো সেকথা যথাসময়েই জানা যাবে। এখন একটু পিছনে ফিরে যাই।

গতকাল নিজের ভয়াবহ পরিকল্পনার কথা প্রসপেরোকে জানিয়ে চলে গিয়েছিল দ্রাগুত। জিয়ান্নার কী হবে এই আতঙ্কে তখন মৃতবৎ হয়ে গিয়েছিল প্রসপেরো। 'সময় পেলে অনেক কিছুই হতে পারে' ভেবে ক্ষীণ যে আশা ছিল প্রসপেরোর, দ্রাগুতের ইচ্ছা জানার পর সেই আশাও আর রইল না। কারণ সুলতানের জন্য জিয়ান্নাকে যদি রাখা না হয়, তাহলে আর ওকে সেভাবে রক্ষা করা হবে না। উপরন্তু, দ্রাগুতের লোলুপ দৃষ্টি

পড়েছে ওর উপর। কেবল ঈশ্বরের দৈব সাহায্য ছাড়া ওকে রক্ষার আর কোন উপায়ও দেখছে না প্রসপেরো।

আতঙ্কে প্রসপেরোর ভিতর থেকে সব উল্টে আসতে চাইছে। সমস্ত যুক্তি-বুদ্ধি দিয়ে ও চেষ্টা করছে এই অবস্থা থেকে অন্তত জিয়ান্নার মুক্তির একটা ব্যবস্থা করতে। কিন্তু কিছুই ওর মাথায় আসছে না। মাথায় হাত দিয়ে বসে আছে প্রসপেরো। মরিয়া হয়ে চিন্তা করছে কিছু একটা উপায় বের করতে। ঠিক তখনই হঠাৎ আলোর ঝলকের মত একটা আইডিয়া খেলে গেল প্রসপেরোর মাথায়। ভাবল ব্যাপারটা যাচাই করবে। কিন্তু কাজটা বিপজ্জনক। শুধু বিপজ্জনক না, ভীষণ বিপজ্জনক। তবে প্রসপেরো সিদ্ধান্ত নিল ঝুঁকিটা ও নেবে।

সিদ্ধান্ত নিয়ে আর দেরি করল না। তাড়াহুড়া করে বেরিয়ে এল প্রসপেরো। গ্যালির পাশেই ভেড়ানো আছে একটা লংবোট। সাধারণত জরুরি কারণে কেউ তীরে যেতে চাইলে সেজন্য এটা স্ট্যাণ্ডবাই হিসেবে রাখা হয়। সেটাই দখল করল প্রসপেরো। তীরে পৌঁছে ক্যাম্পে গেল ও। সেখান থেকে দ্রাগুতের জন্য জরুরি কাজে লাগবে এমন কথা বলে সামান্য তর্ক-বিতর্কের পর আদায় করল একটা ঘোড়া। চড়া রোদ থেকে মাথা বাঁচাবার জন্য একটা সাদা বড় রুমাল মাথায় বেঁধে নিল প্রসপেরো। পায়ে আছে নরম চামড়ার ধূসর রঙের লেসওয়ালা জুতো। এই সাজেই গোপন অভিযানে রওনা হলো ও।

কয়েক ঘণ্টা পর ফিরে এল প্রসপেরো। এবং এসেই দেখল প্রচণ্ড রাগে রুদ্র-তাণ্ডব রূপ ধারণ করে আছে দ্রাগুত। প্রসপেরোর কী সাফাই দেয়ার আছে সেদিকে বিন্দুমাত্রও কর্ণপাত না করে সঙ্গে সঙ্গেই হুকুম করল প্রসপেরোকে শেকলে বেঁধে ডেকের উপর ফেলে রাখতে।

নিজেকে গুটিয়ে নিল প্রসপেরো। ওদিকে যে বিষয় যাচাই

করতে প্রসপেরো বেরিয়েছিল তা পুরোপুরি সফল। আর ডেকের উপর শেকলে বাঁধা অবস্থায় পড়ে থাকার সময়টায় মাথা খাটিয়ে ওর মতলবটাকে আরো শানিয়ে প্রায় নিখুঁত বানিয়ে ফেলেছে প্রসপেরো। ও ভাবল রাতে দ্রাগুতের রাগ ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। প্রসপেরো নিশ্চিত ওর পরিকল্পনা সম্বন্ধে খানিকটা আভাস দিতে পারলেই ওর কথা শুনবে কোর্সেয়ার কমাণ্ডার দ্রাগুত। এসব ভাবতে ভাবতেই ঘুমিয়ে পড়েছিল ও। তারপর মুয়াজ্জিনের আজানের শব্দ আর পাখির কাকলিতে সকালে ঘুম ভেঙেছে ওর। খাঁচায় শুয়ে শুয়ে বাতাসের মর্মর শুনছে আর দেখছে ঢেউয়ের মাথায় রূপালী ফেনার ভাঙন।

ধর্মকর্ম দিয়ে দিনের শুরু করার পর শুরু হলো অন্য সব কাজ। শুরু হলো জাহাজ থেকে মালামাল নামানোর প্রস্তুতি। কিন্তু দ্রাগুতের গ্যালিসে কেমন যেন থম মেরে আছে। সন্দেহ নেই অন্য গ্যালিগুলোর অবস্থাও একইরকম। ক্রুরা মাল হাতাহাতি করছে বটে কিন্তু কাজ এগুচ্ছে না। এর কারণ অনুমান করাও কঠিন কিছু না। এভাবে সব ফেলে পালানোকে ক্রু ও নাবিকরা নিজেদের লজ্জাস্কর পরাজয় ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারছে না। আরেকটা ব্যাপারেও ওদের মাথাব্যথা আছে। সেটা হচ্ছে, আলজিয়ার্স পর্যন্ত পথটা কম-বেশি তিনশ' লিগ লম্বা। বলার অপেক্ষা রাখে না, মরুর উপর দিয়ে চলে যাওয়া এই পথটা প্রায় নরকের মত উত্তপ্ত। এই চরম উত্তপ্ত পথের প্রায় পুরোটাই ওদেরকে পায়ে হেঁটে পাড়ি দিতে হবে। ঘোড়া বা উট যে কয়টা আছে তার সবই ব্যবহৃত হবে জাহাজের অফিসার ও মালামাল পরিবহনের জন্য। কাজেই এত লম্বা পথ পায়ে হাঁটা ছাড়া ওদের আর কোন উপায় নেই।

পুপ কেবিনে বসে একের পর এক হুকুম জারি করে যাচ্ছে দ্রাগুত। তখনই একটা স্লুপ এসে ভিড়ল দ্রাগুতের জাহাজের গায়ে। ওটায় করে এসেছে বিশাল বপু সিনান। গড়ানোর মত

করে হেঁটে দ্রাগুতের চেম্বারের দিকে এগিয়ে গেল সে। প্রায় হিংস্র কণ্ঠে তার সঙ্গে কথা বলল দ্রাগুত। জিজ্ঞেস করল, 'কেন এসেছ, সিনান? তোমাকে তো ডাকিনি, তোমার গ্যালিতে ফিরে যাও। নোঙর তোলার প্রস্তুতি নাও গিয়ে। আর ওই বন্দি মেয়েটাকে আমার গ্যালিতে পাঠাও। এই মুহূর্তে পাঠাবে, শুনেছ কি বলেছি? এই মুহূর্তে পাঠাবে।'

রাগ উঠে গেছে সিনানেরও। সে-ও বলল, 'শুনেছি, দ্রাগুত, শুনেছি। তবে আপনার কথায় আমার আপত্তি আছে। আমার অভিযান থেকে প্রাপ্য অংশ হিসেবে মেয়েটিকে দাবি করেছি আমি। রাসূল (সাঃ)-এর কসম, আমাকে এভাবে ডাকাতি করতে দেব না।'

এভাবেই কোর্সেয়ারদের নেতা আর তার অধীনস্থের মধ্যে আরবি আর ফ্রেঞ্চ ভাষার মিশ্রণে শুরু হলো বাকযুদ্ধ। ওদের বক্তব্যের সারমর্ম বুঝতে প্রসপেরোর অসুবিধা হচ্ছে না। ওদিকে ওদের দু'জনের তর্ক-বিতর্কে পুরো জাহাজ জুড়ে নেমে এল নীরবতা।

দ্রাগুতের কথা হচ্ছে, বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে সুলতানের কাছে যাওয়া তো দূরের কথা, জান বাঁচানোই দায়। কেবল আল্লাহ জানে ইস্তাম্বুলের দিকে কবে ওরা রওনা হতে পারবে। তাহলে মেয়েটাকে নিয়ে সিনানের আর দরকার কী। কারণ সিনানের নিজের জন্য কোন নারীসঙ্গের দরকার নেই। কিন্তু সিনান ওদিকে কোন যুক্তির তোয়াক্কা না করে নিজের দাবিতেই অটল হয়ে রইল।

শেষে আর সহ্য করতে না পেরে দ্রাগুত হুমকি দিয়ে বসল যে ওর কথা না শুনলে সিনানকে সাগরে ছুঁড়ে ফেলে দেবে। অবশ্য তারপরই বলল, 'তোমাকে ঠকানোর কোন ইচ্ছা আমার নেই, সিনান। মেয়েটার জন্য একটা ন্যায্য মূল্য বলো। আলজিয়ার্সের

বইঘর.কম

সৌক-এ বাজারে তুললে ওর দাম যা উঠত তা-ই বলো। সেই দাম দিতেও আমি রাজি। আমার প্রস্তাব তো শুনেছ, এবার তোমার কাইয়া-কে নিয়ে ভাগো, কাজ করো গিয়ে।'

দ্রাগুতের ইচ্ছা নিয়ে প্রসপেরোর মনে আর কোন সন্দেহই নেই। জিয়ান্নার আগুনের মত রূপ দেখেই প্রলুব্ধ হয়েছে দ্রাগুত। তার উপর ও হচ্ছে ডোরিয়ার ভাতিজি। ওর উপর কামলিপ্সা চরিতার্থ করলে ডোরিয়ার উপর প্রতিশোধ নেয়া হবে ভেবেছে দ্রাগুত। প্রতিশোধ আর লিপ্সা—এ দুইয়ের তাড়নায় সমস্ত মূল্যবোধ সিন্দুকে ভরে সাগরে ফেলে দিয়েছে সে। এদিকে জিয়ান্নার জন্য ডোরিয়ার ভাতিজি পরিচয়টাই এখন অভিশাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

রাগ উঠে গেছে প্রসপেরোরও। চিৎকার করে ডাকল, 'দ্রাগুত!'

টিবারনাকলে ঢুকতে যাচ্ছিল দ্রাগুত। ফিরে বন্দির দিকে তাকিয়ে শয়তানি হাসি দিল সে। বলল, 'ডাকছেন নাকি, মেসার প্রসপেরো?'

রাগ নিয়ন্ত্রণে আনল প্রসপেরো। বলল, 'কিছু কথা বলার আছে আমার।' শেকল টেনে কষ্টসাপেক্ষ পদক্ষেপ ফেলে এগুতে থাকল প্রসপেরো।

ঘুরে দাঁড়িয়েছে দ্রাগুত। তখন প্রসপেরো আবার দ্রাগুতকে ডেকে বলল, 'আমার কথাটা এখনই না শুনলে বাকি জিন্দেগী আফসোস করতে হবে আপনার। আপনার নিশ্চিত মুক্তির উপায় আছে আমার কাছে।'

কম্প্যানিয়ন ওয়ের গোড়ায় পৌঁছে গেছে প্রসপেরো। ওর দিকে ফিরে কুটিল হেসে দ্রাগুত বলল, 'আপনার জাতির কাছ থেকে অনেক স্বাধীনতা ইতিমধ্যেই আমি পেয়েছি। আমার মুক্তির পথ আমি নিজেই খুঁজে নেব।'

প্রসপেরো বলল, 'হ্যাঁ, দেখেছি আপনার মুক্তির পথ। সেটা ধ্বংসেরই নামান্তর। কিন্তু আমার কথা শুনলে বেঁচে যাবে আপনার ফ্লিট।'

লম্বা একটা সময় ধরে তীব্র দৃষ্টিতে প্রসপেরোর দিকে তাকিয়ে রইল দ্রাগুত। তবে কিনা দ্রাগুতের অবস্থাটাই এখন এমন যে খড়-কুটো ধরে হলেও বাঁচার চেষ্টা করবে সে। 'আমার ফ্লিট বাঁচবে বললেন? সব প্রশংসা মহান আল্লাহতায়ালার। আল্লাহ্‌র শপথ, প্রতারণা করলে আপনার এমন ব্যবস্থা করব, দুনিয়ার আর কারো সঙ্গে কখনোই আর প্রতারণা করতে পারবেন না।'

জবাবে প্রসপেরো বলল, 'আপনি জানেন, আমি প্রতারক নই,' বলতে বলতে অতি কষ্টে টিবারনাকলে পৌঁছে গেল প্রসপেরো। একটু ছায়ায় দাঁড়িয়ে দ্রাগুতকে ইশারা করল ওকে অনুসরণ করতে। যেতে যেতে দ্রাগুত আবার আগে বলা সতর্কবার্তাটা প্রসপেরোকে মনে করিয়ে দিল।

প্রাণের উপর বাজি ধরেছে প্রসপেরো। তাই দ্রাগুতের রাগ উপেক্ষা করে নিজের মত করে খেলা চালানো শুরু করল ও। বলল, 'গতকাল জাহাজ থেকে নেমেছিলাম একটা সুযোগ পরখ করতে। নিশ্চিত হয়েই ফিরেছি। এখান থেকে পালানোর একটা সুযোগ এখনও আছে। আপনাকে তখন সেটা বলতেও চেয়েছিলাম। কিন্তু আপনি শোনেননি। উপকার করতে চাওয়ার প্রতিফল হিসেবে আমার কপালে জুটেছে লোহার শিকল। এখন আপনার কপালেও ধ্বংস নেমে আসছে।'

রাগত গলায় দ্রাগুত বলল, 'এখন তো আমি শুনছি, বলুন। আল্লাহর দয়ায় যদি কোন রাস্তা আপনার নজরে আসে তো বলুন।'

'উপায় বলব, যখন আমার শর্তে আপনি রাজি হবেন, তখন,' বলল প্রসপেরো।

বইঘর.কম

‘শর্ত? ইয়া, আল্লাহ্, আপনি কি ভাবছেন আমার সঙ্গে শর্তে আসার মত অবস্থায় আছেন আপনি?’ বিস্মিত দ্রাগুত প্রশ্ন করল।

জবাবে প্রসপেরো বলল, ‘আপনি নিজে হলে কী করতেন? এমন সার্ভিস দিলে তার দাম নিতেন না? রিক্ত হাতে আলজিয়ার্সে ফিরে যাওয়ার বদলে পুরো ফ্লিট আর গর্ব নিয়ে ফাঁদ থেকে বের হবার রাস্তা দেখাব আমি, বিনিময়ে কি কিছুই আপনার দেবার নেই?’

হেসে ফেলল দ্রাগুত। লৌহকঠিন হাতে প্রসপেরোর কাঁধ ধরল সে। বলল, ‘শুনি, কী পরিকল্পনা করেছেন?’

‘আমার প্রস্তাবের উত্তর কিন্তু দেননি।’

‘কী ভাবছেন তা না জানালে হ্যাঁ-না বলব কীভাবে?’ বলল দ্রাগুত।

‘আমার চাহিদা পূরণের শপথ না করলে পরিকল্পনাটাই বা ফাঁস করি কী করে?’

‘জাহান্নামে জায়গা হোক আপনার। আমার ফ্লিট উদ্ধার করতে পারবেন তা নিশ্চিতভাবে না জেনেই শপথ করব, বোকা ভেবেছেন?’

‘শর্তসাপেক্ষে শপথ করবেন। আপনার কাজ শেষ হবার আগে অর্থাৎ ডোরিয়াকে কাঁচকলা দেখিয়ে সাগরে নামার আগে আমাকে কিছু দেবেন না, এভাবে শপথ করতে পারেন,’ বলল প্রসপেরো।

আবারো হেসে ফেলল দ্রাগুত। তখন তাকে প্রসপেরো মনে করিয়ে দিল, ‘আমি তো আপনার হাতেই আছি। আমার পরিকল্পনা ব্যর্থ হলে আমাকে নিয়ে যা ইচ্ছা করার ক্ষমতা তো আপনার হাতেই রইল।’

কথাটা মনে ধরল দ্রাগুতের। বলল, ‘হ্যাঁ, তা ঠিক। বলুন তাহলে, কী চান আপনি।’

‘খুব বেশি কিছু চেয়ে আপনাকে বিপদে ফেলব না। আপনার

যা আছে তার অর্ধেকও চাইতে পারতাম, কিন্তু তাও চাইছি না। শার্শেলের ঘটনায় আমি আপনার কাছে আমার মুক্তিপণের টাকা দেনা আছি। প্রথমেই ওটা থেকে মুক্তি চাই।'

'দিলাম। আর?'

'এবার আমার আর আমার স্ত্রীর জন্য দাবিকৃত মুক্তিপণ থেকে মুক্তি চাই।'

তীব্র দৃষ্টিতে প্রসপেরোর দিকে তাকিয়ে দ্রাগুত বলল, 'ওই মহিলার মুক্তি নেই।'

প্রসপেরোর মন চাইছিল ঝাঁপিয়ে পড়ে কোর্সেয়ারের টুঁটি চেপে ধরে ওর প্রাণ-প্রদীপ নিভিয়ে দেয়। তবে নিজের মনোভাব প্রকাশ করল না ও। হেসে ফেলল প্রসপেরো। বলল, 'সেক্ষেত্রে আমারও আর কিছু বলার নেই।'

লৌহকঠিন হাতে প্রসপেরোর কাঁধ ধরল দ্রাগুত। ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, 'কথা বলানোর উপায় আমার খুব ভালই জানা আছে।'

এবার প্রসপেরো হেসে ফেলল। বলল, 'বোকামি করতে চাইলে কে আপনাকে বাধা দেবে। তবে কিনা, আপনাকে ভদ্র তো বটেই, জ্ঞানীও ভেবেছিলাম। এখন দেখছি আপনি কোনটাই নন। হতাশ করলেন। আমার স্ত্রীর দিকে কুনজর দিয়েছেন আপনি। পরস্ত্রীর দিকে কুনজর দেয়া নিয়ে কি আপনাদের নবী কোন বিধান দিয়ে যাননি? আর নবী যদি বিধান না-ও দিয়ে থাকেন, তারপরও বলছি, আপনার কাছে একটা অবিশ্বাসী মহিলার দাম কি আপনার পুরো ফ্লিটের চেয়েও বেশি?'

প্রসপেরোর কাঁধ ছেড়ে দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল দ্রাগুত। হাত কচলাতে কচলাতে হাঁটা শুরু করল কেবিনের এমাথা থেকে ওমাথা পর্যন্ত। 'আপনার বুদ্ধিটার বিনিময়ে আর কী চান বলুন।'

'আমার লোক, যাদের সিনান ধরেছে, তাদের সবার মুক্তি চাই।'

‘পাবেন। যথেষ্ট চেয়েছেন, এবার বলুন আপনার পরিকল্পনা কী,’ দ্রাগুত বলল।

‘দাঁড়ান, দাঁড়ান, আমার কথা শেষ হয়নি এখনও। আমার ডাকাটগুলো আপনার কাছে আছে, ওগুলোও ফেরত দেবেন। ওগুলো আপনার কাছে আছে, আপনার কাছেই চাইছি, কিন্তু ওর প্রত্যেকটা আমার সম্পদ। প্রয়োজনীয় লোক ও সাপ্লাই সহ আমাকে একটা নৌযান দেবেন, যাতে আমি আমার আগের গন্তব্যে রওনা হতে পারি। ছাব্বিশ দাঁড়ের একটা গ্যালি হলেই চলবে।’

‘আল্লাহ করুক, আপনাকেও যেন কেউ এভাবে শোষণ করে নেয়। শেষ হয়েছে?’

‘আমি আপনাকে এই লেগুন থেকে বের করে দিতে পারব তা নিশ্চিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এই গ্যালিটা আমার হাতে ন্যস্ত করবেন। এবং সেটা আজই হতে হবে। আমার লোক, ডাকাট আর স্ত্রীকে নিয়ে আজই আমি ওটায় উঠে পড়ব।’ তারপর দ্রাগুতের সন্দেহ নিরসন করতে ও বলল, ‘অবশ্য, প্রতারণার ভয় পেলে আমার আশপাশে আপনার যত ইচ্ছা প্রহরী নিযুক্ত করতে পারেন। এই আমি চাই।’

ধমকে উঠে দ্রাগুত বলল, ‘পরিকল্পনাটা বলুন।’

‘পরিকল্পনা হচ্ছে, আপনার জন্য খোলা সাগরের দিকে একটা পথ উন্মুক্ত করে দেব আমি।’

‘হ্যাঁ, হ্যাঁ, বুঝেছি। আমাকে পাগল বানিয়ে ফেলবেন নাকি, কী করে বের করবেন সেটা বলুন।’

‘বলব, কিন্তু আপনি এখনও বলেননি, আমার শর্তগুলো আপনি মেনে নিয়েছেন কিনা।’

‘হ্যাঁ, মেনে নিয়েছি। আপনি শপথ নিতে চান? এই ফাঁদ থেকে বের হবার রাস্তা দেখান যাতে ইসলামের শত্রুদের গলায়

BG & MAH

আবার আমি সিমিটার ঠেকাতে পারি। আর পারি নবীর আইন প্রতিষ্ঠা করতে। নবী (সাঃ) ও আল কোরানের নামে আপনার কাছে শপথ করছি, এখান থেকে আপনি আমাকে বের করতে পারলে আপনার দেয়া সবগুলো শর্ত আমি অবশ্যই পালন করব। হয়েছে?'

'হ্যাঁ, হয়েছে,' বলল প্রসপেরো। সবাই জানে, কথা দিলে তা প্রাণ দিয়ে রক্ষা করে দ্রাগুত।

'সব প্রশংসা আল্লাহর। এবার বলুন, কীভাবে কী করতে চান।'

'জেবরা যে সরু পথটা দিয়ে মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে মিলেছে সেই জায়গায় চলুন। স্বচক্ষেই সব দেখবেন।'

দ্রাগুতের চোখ থেকে ভরসার ছাপ মিলিয়ে গেল। বলল, 'ওদিকে কিছু করার চিন্তা করাও বোকার স্বপ্ন।'

'আমি বোকা নই। জায়গাটা আমি খুব ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করেছি। আমার সঙ্গে চলুন, দেখাচ্ছি রাস্তা কোথায় আছে।'

সন্দেহের দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ প্রসপেরোর দিকে তাকিয়ে রইল সে। ভাবল, নিয়তি আবার তাকে নিয়ে কৌতুক করছে কিনা। শেষে বলল, 'আল্লাহর দ্বারা সবকিছুই সম্ভব।' অবশ্য কণ্ঠে ফুটে থাকা সন্দেহ লুকানো থাকেনি তাতে। 'চলুন, দেখা যাক কী ভেবেছেন।'

শেকল থেকে মুক্ত হয়ে গতদিনের পোশাকেই রওনা হলো প্রসপেরো। পাশে দ্রাগুত আর পিছনে চলেছে ছয়জন অশ্বারোহী প্রহরী। জলপাই গাছের বনের ভিতর দিয়ে এগিয়ে গেল ওরা। গাছগুলো এই এলাকায় সর্বপ্রথম রোপণ করেছিল রোমানরা। পরে সেটা ছড়িয়ে পড়েছে।

গ্রামের ভিতর দিয়ে যাবার সময় বাচ্চারা ভয়ে ঘরে গিয়ে লুকালো আর উৎসুক নয়নে তাকিয়ে রইল গ্রামের মহিলারা।

গ্রামের প্রায় সর্বত্রই ছড়িয়ে আছে পাথরের উপর খোদাই করা রোমান নকশা। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, এককালে রোমানদের আউটপোস্ট ছিল এখানে।

যা হোক, দ্বীপের প্রান্তে জলাভূমির পাশে গিয়ে পৌঁছুল ওরা। জায়গাটা ফ্লেমিঙ্গোদের আস্তানা। দেখা যাচ্ছে সাগর আর লেগুনের মাঝে দাঁড়িয়ে আছে দুই মাইল লম্বা একটা ভূখণ্ড। সাগরের ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে এর গায়ে। প্রতিটা ঢেউয়ের খানিকটা পানি উঠে আসছে মাটির এই বাঁধের উপর। ডজনখানেক ঘোড়া আর উট নিয়ে ওই জায়গাটা পার হবার চেষ্টা করছে একদল বেদুইন।

স্টিরাপে সোজা হয়ে বসে লম্বা ভূমিখণ্ডটা দেখিয়ে প্রসপেরো বলল, 'ওই যে আপনার মুক্তির রাস্তা।'

রেগে গেল কোর্সেয়ার। বলল, 'ওখানে কোন পথ নেই, দেখতে পাচ্ছেন না? ওদিকে কোন চ্যানেল থাকলে এখনও আমি বসে থাকি নাকি? এমাথা থেকে ওমাথা পর্যন্ত উট চলার অভগ্ন পথ দেখতে পাচ্ছেন না?'

'অভগ্ন দেখছি, কিন্তু ভাঙা যাবে না এমন তো নয়। আমরাই ওটা ভাঙব,' বলল প্রসপেরো।

'ধরলাম ভাঙলেন। কিন্তু জাহাজগুলোকে পিছনের জলাভূমি পার করব কী করে? হাওয়ায় ভাসিয়ে?'

'সামনে চলুন,' বলে দলবল নিয়ে রোমান আউটপোস্টের ধ্বংসাবশেষের দিকে এগিয়ে গেল প্রসপেরো। জলার শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেছে ওরা। ঘোড়ার রাশ টেনে ধরল সবাই। ওদের সামনে এখন খোলা সাগর। সোনালি তটের উপর আছড়ে পড়ছে সাগরের ঢেউ। বামদিকে উপসাগর আর পিছনে জেবরার উঁচু ভূমি। উপসাগর দেখিয়ে প্রসপেরো বলল, ওই পথে যাবেন আপনি।

যতটা উচ্ছল প্রসপেরোর কণ্ঠ ততটাই নিরুত্তাপ দ্রাগুতের

কণ্ঠ। সে বলল, 'একই কথা বারবার বলছেন কেন? কৌতুক করছেন আমার সঙ্গে? তা-ই যদি করেন তাহলে এটাই হবে আপনার জীবনের শেষ কৌতুক। আমরা কি ফ্লেমিঙ্গো নাকি, যে উড়ে পিছনের ওই জলাভূমি পাড়ি দেব?'

'না, তা নন, কিন্তু বলতে বাধ্য হচ্ছি আপনারা ক্ষীণ চিন্তাশক্তিসম্পন্ন,' জবাব দিল প্রসপেরো।

'হাহ্, তাই নাকি? তা বলুন আপনি কোথায় পথ দেখছেন? আল্লাহ সাক্ষী, পথ দেখাতে পারলে আপনার পায়ের নিচে ধুলো হয়ে আজীবন পড়ে রইব আমি। কিন্তু ব্যর্থ হলে...'

প্রসপেরো বলল, 'আমার হাত মুক্ত করে ছয় দিন সময় দিন। এই সময়ের ভিতরই আপনার ফ্লিট এই উপসাগরের পানিতে ভাসাব আমি। তারপর রাতের আঁধারে এখান থেকে রওনা হবেন, পরদিন সূর্য ওঠার আগেই চলে যাবেন দিগন্তের ওপাশে। কেউ জানবে না আপনি এখান থেকে চলে গেছেন। বসে বসে তখন শূন্য ফাঁদের মুখ পাহারা দেবে ডোরিয়া।'

দ্রাগুতের সঙ্গের সবাই রীতিমত চমকে উঠল। তবে দ্রাগুত এত সহজে ভুলবার বান্দা নয়। বলল, 'স্বপ্ন দেখছেন আপনি, মাতাল স্বপ্ন।'

'স্বপ্ন সত্যি হবে। আর কাজ তো শুরুই হয় স্বপ্ন দেখে। আমিও আমার স্বপ্ন বাস্তব করব। সেজন্য আপনার জাহাজের প্রতিটা দাস, প্রতিটা সৈন্য আর প্রতিটা নাবিকের সামর্থ্যের শেষ বিন্দু কাজে লাগাতে হবে। জেবরার প্রতিটা কর্মক্ষম লোককেও কাজে লাগাতে হবে, সেটা যেভাবেই হোক। আমার হিসাব মতে জেবরায় পাঁচ হাজার কর্মক্ষম লোক আছে। সর্দারের আস্থা জিতে নিন আর আপনার সৈন্যদের দিয়ে ওদের থেকে কাজ আদায় করিয়ে নিন। দরকার হলে তলোয়ারের ভয় দেখিয়ে ওদের দিয়ে কাজ করান। ওদের যত বেলচা, কোদাল, ঝুড়ি আছে সব আনিয়ে

বইঘর.কম

দিন। তারপর বাকিটা আমার হাতে ছাড়ুন। দেখুন, কী ভেল্কি দেখিয়ে দিই।'

এতক্ষণে দ্রাগুতের সামনে ভাসতে শুরু করেছে প্রসপেরোর প্রজেক্ট। এর বিশালতা ভেবে রীতিমত শিঁউরে উঠল সে। গম্ভীর গলায় প্রশ্ন করল, 'ওদের দিয়ে আপনি এক লিগ (প্রায় দুই মাইল) লম্বা খাল খুঁড়বেন নাকি?'

'সাত হাজার হাত দিয়ে ওই চমৎকারিত্বই করা হবে। তবে খালটাকে গভীর করব না। গ্যালির সমস্ত মালামাল নামিয়ে ফেলব। শুধু খোলটা অবশিষ্ট থাকবে। তখন খালি গ্যালিগুলো অগভীর পানিতেই ভাসবে। তখন এই খাল দিয়ে গ্যালিগুলো ভাসিয়ে গভীর সাগরে এনে আবার সব মাল ভরে ফেললেই হবে।'

ধীরে ধীরে দ্রাগুতের বিশ্বাস জন্মাতে শুরু করল যে প্রসপেরোর চিন্তাটা বাস্তবায়ন করা আসলেই সম্ভব। সে আরো বিশ্বাস করল, দ্রাগুতের মুক্তির জন্যই স্বয়ং সর্বজ্ঞানী, সর্বশক্তিমান আল্লাহ প্রসপেরোকে পাঠিয়েছেন এখানে। যেন ইসলামের ঝাণ্ডা সমুন্নত রাখতে লড়াই চালিয়ে যেতে পারে ইসলামের খোলা তলোয়ার দ্রাগুত রেইজ।

সাতাশ

পুনর্মিলন

ইতিবাচক সিদ্ধান্ত নেয়ার পর একমুহূর্ত সময়ও নষ্ট করল না দ্রাগুত। সঙ্গে সঙ্গেই রওনা হলো রৌমট আস সাওমের সর্দারের

BG & MAH

কাছে।

সর্দার লোকটা বয়স্ক। বহু আগেই ধূসর হয়ে গেছে তার সব দাড়ি। তার কাছে গিয়ে নিজের চাহিদার কথা জানাল দ্রাগুত। বলল দ্বীপের প্রত্যেকটা কর্মক্ষম পুরুষ চাই তার। তবে কেন তাদের দরকার তা সর্দারকে জানানো হলো না। প্রথমে সর্দার বেশ গাঁইগুঁই করল। তখন খানিকটা ঘুষ দিয়ে আর খানিকটা মুসলিম ভ্রাতৃত্বের দোহাই দিয়ে তাকে মানাল কৌশলী দ্রাগুত। সেইসঙ্গে লোক না দিলে কী হতে পারে সেই বিষয়ে আভাসে একটুখানি হুমকিও দিল সে।

দ্রাগুতের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি মোতাবেক ঘুষের সমস্ত ডাকাট আদায় করে নিল সর্দার। তারপর ডাকল দ্বীপের সমস্ত পুরুষদের। সঙ্গে সব কর্মক্ষম মহিলা, এমনকী সাহায্য করতে পারবে এমন শিশুদেরও ডাকল সে। প্রত্যেকটা গ্রামে সর্দারের সমন নিয়ে গেল তার দূত। ওদের সঙ্গে দ্রাগুতের লোকও গেল কিছু। যাতে তারা বুঝতে পারে ডাকে সাড়া দিতে শৈথিল্য দেখালে কপালে কী মুসিবত আসবে।

ওদিকে কোর্সেয়ার ফ্লিট লেগুন পাড়ি দেয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল। তাদেরকে জানানো হলো হুকুম প্রত্যাহার করা হয়েছে।

ওই দিন বিকেল হতে হতেই প্রায় দুই হাজার গ্রামবাসী জড়ো হয়ে গেল। বিকেলেই তাদেরকে নিয়ে যাওয়া হলো আসল কাজের জায়গায়। রাতে ওখানেই তাদেরকে থাকার হুকুম দেয়া হলো। যাতে পরদিন ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গেই ওদেরকে কাজে লাগানো যায়। তারপর জলাভূমির পাড়ে কিছু ওয়ার্ডেনকে পাঠানো হলো ওদের ওভারশিয়ার হিসেবে, যেন কোথাও বিশৃঙ্খলা তৈরি হতে না পারে।

ঠিক কোথা থেকে খাল কাটার কাজ শুরু করতে হবে সেই বিষয়ে আগেই যথাযথ নির্দেশনা দিয়ে দিয়েছিল প্রসপেরো। এর

বইঘর.কম

আগেই অবশ্য কিছু অফিসারদের নিয়ে প্রসপেরোর সঙ্গে পাথুরে বাঁধটা সার্ভে করে এসেছে দ্রাগুত।

যা হোক, প্রসপেরোর কথায় দ্রাগুতের দুর্গ থেকে স্প্যানিশ গ্যালির দিকে কামানের একটা গোলা ছোঁড়া হলো। গ্যালিটা ওদের দিকে খানিকটা এগিয়ে এসেছিল। সেটাকে বুঝিয়ে দেয়া হলো দ্রাগুতরা সতর্ক অবস্থায় আছে। তাই এদিকে এর বেশি আর এগুনো নিরাপদ নয়। যদিও কামানের গোলাটা গ্যালিটার কোন ক্ষতি করেনি।

যা হোক, বিকেল নাগাদ কাজ বেশ এগিয়ে গেছে বলা চলে। ওদিকে জাহাজ থেকে দাসদের নামিয়ে দক্ষিণে রওনা করিয়ে দেয়ার পর থেকেই নাবিক-সৈনিকদের মধ্যে ব্যাপক উত্তেজনা বিরাজ করছে। গুজব তাদের কানেও এসেছে যে দাসদেরকে এমন একটা কাজে নেয়া হচ্ছে যার ফলে ওরা এই ফাঁদ থেকে বের হতে পারবে। ফলে সবাই উৎসুক হয়ে আছে যে, আসলে হচ্ছেটা কী! কিছু সময় পরেই দ্রাগুত আর অফিসারদের তরফ থেকে নিশ্চিত করা হলো গুজবটা আসলে গুজব নয়, সত্য।

নাবিকদের প্রশ্নের জবাবে দ্রাগুত তাদের বলল, 'সব প্রশংসা মহান সেই সত্তার, যার কোন অংশীদার নেই। তোমরা যা শুনেছ, সত্য। নাসারা কুকুরদের ঘোল খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ওরা এসে এখানে দেখবে খাঁচা শূন্য, পালিয়ে গেছে তাদের শিকার।'

হাসতে হাসতে নাবিক আর সৈন্যদের খবরটা জানাল দ্রাগুত। এখন তার মুড খুব ভাল। প্রসপেরো ভেবে দেখল এটাই ওর সুযোগ। ওর শর্তগুলো পূরণের জন্য এখনই দ্রাগুতকে তাগাদা দেয়া যেতে পারে।

দ্রাগুত তার কথার কোন হেরফের করল না। কেবলমাত্র কথা রাখার জন্যই দ্রাগুত জাহাজ দেয়ার হুকুম করেনি। সে ভেবে দেখেছে, যদিও কী করা হবে তা প্রসপেরো বলে দিয়েছে কিন্তু

BG & MAH

তারপরও পরিকল্পনাটা বাস্তবায়নে নানারকম সমস্যা উদ্ভব হতে পারে। ওই সমস্যাগুলো সমাধানে প্রসপেরোর চতুর মাথাটাকে খাটতে দেয়াই সবচেয়ে ভাল। ফ্রান্সের রাজা চতুর্থ হেনরি যেমন ভেবেছিল, যে-কোন মূল্যে প্যারিস ধরে রাখতে হবে, তেমন দ্রাগুতও ভেবেছে একটা মেয়ের চেয়ে তার ফ্লিটের মূল্য অনেক বেশি। কাজেই বাদ দিয়েছে জিয়ান্নাকে ধরে রাখার অপচিন্তা। তাকে প্রসপেরোর হাতে তুলে দিতেই মনস্থ করেছে সে।

সেইসঙ্গে হুকুম করেছে তার ছাব্বিশ দাঁড়ের কালো গ্যালি আসাদকে প্রসপেরোর জন্য প্রস্তুত করে রাখতে। ওতে কয়েকজন লোক নিয়ে কেবল জাহাজটার তুর্কি কমাণ্ডার ইউসুফ বিন হামিদকে থাকতে বলেছে। তবে সেই অর্থে প্রহরী রাখা হয়নি। ওদিকে গ্যালিটা প্রস্তুত করা হতে হতে প্রসপেরোকে নিজের গ্যালিসেতে নিয়ে গেল দ্রাগুত। জিয়ান্নাকে ওখানে আগেই আনিয়ে রাখা হয়েছে। সে অবশ্য জানে না যে, কী হচ্ছে বা হতে যাচ্ছে। তবে ক্ষীণ একটু আশা, হয়তো ওখানে তার প্রিয়তমের সঙ্গে দেখা হতে পারে।

গ্যালিসেতে সিনানও আছে। দ্রাগুতকে পেয়েই সে জিয়ান্নাকে হাতছাড়া করার ব্যাপারে তার অমতের কথা বেশ জোরের সঙ্গে উচ্চারণ করল। কিন্তু তাকে পাত্তাই দিল না দ্রাগুত। বিশটা মাত্র শব্দ ব্যবহার করে তাকে জানিয়ে দিল কোথায় কীভাবে কী পরিবর্তন আসছে। ফলে উবে গেল সিনানের আপত্তি। খাঁটি বিশ্বাসীদের প্রতি আল্লাহর রহমতের প্রশংসা করতে করতে বিদায় নিল সে। সেইসঙ্গে বুঝল তার দাসদের কেন সরিয়ে নেয়া হয়েছে।

ওদিকে দ্রাগুত যখন সিনানের কাছে সব ব্যাখ্যা করছে তখন জিয়ান্নার কাছে প্রসপেরোও সংক্ষেপে সব খোলাসা করল। স্বস্তির সাগরে ডুব দিয়ে উঠল জিয়ান্না। অবশ্য ও জিজ্ঞেস করল না যে এই বুদ্ধি কীভাবে পেল প্রসপেরো। একসঙ্গে রাতের খাবার

খাওয়ার জন্য ওদেরকে ধরে রাখল দ্রাগুত।

দ্রাগুতের টিবারনাকলে সাপার করতে বসেছে ওরা। খুশিতে দ্রাগুত ডগমগ করছে যে, কী ঘোলটাই না খাবে ডোরিয়া। এবং এই অবিশ্বাস্য পরিকল্পনা দেয়ায় প্রসপেরোর উপযুক্ত প্রশংসা করতেও ভুলল না সে। সেইসঙ্গে ইসলামে বিশ্বাসীদের সুলতানের অধীনে এলে প্রসপেরো কতটা সম্মানিত হতে পারবে সেই কথাও বলল। সুলতানের সেবায় আসার পর অচিয়ালি পাশা ও অন্যান্য রেনিগেডরা কতটা সম্মান আর সম্পদের অধিকারী হয়েছে সেকথাও বলল। সেইসঙ্গে মনে করিয়ে দিতে ভুলল না যে, এখানে যা করেছে, তারপর স্পেনের সম্রাটের দরবারে কোনভাবেই আর আগের অবস্থান ফিরে পাবে না প্রসপেরো।

প্রসপেরোও বুঝল কী করতে গিয়ে কী করে ফেলেছে ও। কিন্তু এমন কিছু যে হতে পারে তা ওর মাথায় একবারও আসেনি। কিন্তু তারপরও ব্যাপারটাকে এক পাশে রাখল প্রসপেরো। বলল, 'ওদেরকে হারানো বা আপনাকে জিতিয়ে দেয়ার জন্য এই কাজটা আমি করছি না।'

বিস্মিত দ্রাগুত প্রশ্ন করল, 'তাহলে কীসের জন্য করছেন?'

'কাজটার জন্য আপনি আমাকে যা মূল্য দিচ্ছেন (জিয়ান্নার মুক্তি) তার জন্যই করছি,' বলল প্রসপেরো।

দুঃখিত দৃষ্টি ফুটে উঠল দ্রাগুতের চোখে। বলল, 'তারপরও ফলাফল আপনার জন্য একই হবে। যাক, কী আর করা। সবারই নিয়তি নির্ধারিত হয়ে আছে।'

প্রসঙ্গটা বাদ দেয়া হলো। খাবারে মনোযোগ দিল সবাই। ওদের সামনে সার্ভ করা হয়েছে রূপার তশতরিতে জলপাই আর ডিম দিয়ে সাজানো মুরগির একটা সুস্বাদু ডিশ। এটা কোর্সেয়ারদের প্রিয় ও নিয়মিত পরিবেশিত খাবার। খাওয়া শেষে গোলাপজল মেশানো পানি দিয়ে হাত ধুয়ে নিল সবাই। শেষে

প্রসপেরো আর জিয়ান্নাকে আসাদ পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এল স্বয়ং দ্রাগুত।

এতক্ষণে একান্তে বসার সুযোগ পেল প্রসপেরো আর জিয়ান্না। তারপর ডাইনিঙে বসে দ্রাগুতের বলা কথাগুলোর প্রকৃত অর্থ জিয়ান্নাকে বুঝিয়ে বলল প্রসপেরো। তখনই পরিস্থিতি সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা পেল জিয়ান্না। বুঝতে পারল ওকে মুক্ত করতে গিয়ে প্রসপেরোকে কী করতে হয়েছে এবং তার জন্য কী মূল্য ওকে চুকাতে হতে পারে।

সব বুঝতে পেরে একদম নিশ্চুপ হয়ে গেল জিয়ান্না। অন্ধকারে নিষ্পলক তাকিয়ে রইল সে। ভারী হয়ে উঠেছে বাতাস। জিয়ান্নার না বলা কথাগুলো স্পষ্ট বুঝতে পারছে প্রসপেরো। ঝুঁকে ওর হাতটা তুলে নিল প্রসপেরো। বলল, 'তুমি কিছু বলছ না যে?'

'মা মেরি! কী বলব, কী বলার আছে আমার?' গম্ভীর উদ্বেগাকুল কণ্ঠে কথাগুলো বলল জিয়ান্না। 'কী করছ তা একবারও আমাকে জানানোর প্রয়োজন বোধ করলে না তুমি? এ যে খ্রিস্টান জাতিসত্তার সঙ্গে বেইমানি করা হলো।'

'বেইমানি?' অস্বস্তিভরে মাথা নাড়ল প্রসপেরো। বলে চলল, 'যেখানে কোন আনুগত্য অবশিষ্ট নেই সেখানে বেইমানির প্রশ্ন আসতে পারে না। ঈশ্বর জানে, ডোরিয়ার প্রতি আমার কোন আনুগত্য নেই। অন্তত শার্শেলে আমাকে ওভাবে ওর ফেলে পালিয়ে আসার পর তো আর কিছুই বাকি নেই।'

জিয়ান্না বলল, 'আমি ডোরিয়ার কথা ভাবছি না। আমি চিন্তা করছি সম্রাটের রোষ নিয়ে। স্পেন সম্রাটের সেবক তুমি। এবং ক্রিশ্চিয়ানিটিরও। কিন্তু তোমার সাহায্যে দ্রাগুত এই ফাঁদ থেকে বেরিয়ে গেলে মনে করা হবে সম্রাট আর ক্রিশ্চিয়ানিজমের সঙ্গে বেইমানি করেছ তুমি। এরপরও তুমি ক্ষমা পাবে তা আশা করা বৃথা। সেজন্যই দ্রাগুত তোমাকে প্রস্তাব দিয়েছে যে অচিয়ালির মত

তুমিও তুর্কি সুলতানের কাছে আশ্রয় নাও। এছাড়া আর কী-ই বা করার আছে?' জিয়ান্না আফসোস করে বলল, 'এ তুমি কী করলে, প্রসপেরো...'

কিন্তু বিতর্ক চালিয়ে গেল প্রসপেরো। বলল, 'আমাকে ছাড়াও দ্রাগুত পালাতে পারত। সে আগেই পরিকল্পনা করেছিল, নিজের গ্যালিগুলো নষ্ট করে বুখারা হয়ে স্থলপথ দিয়ে আলজিয়ার্সে পালিয়ে যাবে। আমি শুধু ওর ফ্লিট বাঁচিয়ে দিয়েছি।'

'কিন্তু ওই ফ্লিটটাই তো আসল ব্যাপার। দ্রাগুতের ক্ষমতাই তো তার ফ্লিট। আর সবার মত তুমিও এটা জানো,' জিয়ান্না বলল।

'আমরা ভয়াবহ বিপদে ছিলাম, এখনও তা-ই আছি। এই বিপদ থেকে উদ্ধারের আর কোন উপায় আমি দেখিনি। তাই বাধ্য হয়েছি দ্রুত ও বেপরোয়া সিদ্ধান্ত নিতে। এতসব ঘটতে পারে তা ভাবিনি তখন। এখন বুঝতে পারছি। তবে, আগে বুঝতে পারলেও একই কাজ আমি করতাম আমি।'

তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জিয়ান্না বলল, 'জীবন কি এতই মূল্যবান যে আত্মসম্মান বলি দিয়ে হলেও জীবিত থাকতে হবে? এরপর কী বেঁচে থাকতে আর ভাল লাগবে?'

প্রতিধ্বনি তুলে প্রসপেরো বলল, 'জীবন! আহ, যদি জীবনই সব হত! বলতে পারবে কবে আমি আমার প্রাণের মায়া করেছি? গোইয়ালাতা, মেলফি, প্রসিডা বা শার্শেল—বলতে পারবে কোথায় আমার প্রাণের মূল্য দিয়েছি আমি?'

জবাবে জিয়ান্না বলল, 'জানি। কিন্তু আমি তোমার প্রাণের কথা বলছিলাম না। বলছিলাম আমার কথা।'

'শুধু যদি তোমার বেঁচে থাকার কথা বলো...এখনো তুমি জানো না কীসের জন্য এসব করেছি আমি। জানো না, বিনিময়ে কী পাচ্ছি...' এরপরই খুলে বলল যে, জিয়ান্নাকে নিয়ে প্রথমে কী করবে বলে ভেবেছিল সিনান। পরে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে

জিয়ান্নার সম্ভ্রমহানি করে ডোরিয়ার উপর দ্রাগুতের প্রতিশোধ নেয়ার পরিকল্পনার কথাও বলল। শেষে বলল, স্বর্গ থেকে ঈশ্বর নিজ হাতে ওদের বাঁচিয়ে দিয়েছেন।

লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে গেল জিয়ান্নার।

প্রসপেরো বলল, 'এসব জেনেও কীভাবে চিন্তা করি, ক্রিশ্চিয়ানিটি আর সম্রাটের প্রতি আমার দায়িত্ব কী? যে-কোন মূল্যে তোমার মুক্তির উপায় খুঁজতে থাকি আমি। তারই ফলশ্রুতিতে মুক্তির উপায় দেখাতে হচ্ছে দ্রাগুতকে। এখন যদি ক্রিশ্চিয়ানিটি আর সম্রাটের প্রতি বিশ্বাসভঙ্গের জন্য আমাকে মৃত্যুদণ্ডও দেয়া হয়, তবুও ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাব যে, সময়মত তিনি ঠিক পথটি দেখিয়েছেন।'

দু'হাতে মুখ ঢেকে বসে রইল জিয়ান্না। পাশে হাঁটু গেড়ে বসে আন্তরিক সুরে প্রসপেরো বলল, 'বলতে পারো, ওই সময়ে তোমার উদ্ধার ছাড়া আর কিছু কীভাবে আমি ভাবতাম?'

মুখ থেকে হাত সরিয়ে নিল জিয়ান্না। কান্নাভেজা ওর চোখ। অন্ধকার চেহারায় যেন দূরাগত এক ফোঁটা আলোর আভাস। প্রসপেরোর মাথাটা নিজের দু'হাতে তুলে নিল জিয়ান্না। কাঁদতে কাঁদতেই বলল, 'যা বলেছি, না বুঝে বলেছি, ক্ষমা করে দিয়ো, প্রিয়। আমি ভেবেছিলাম, ডোরিয়ার উপর প্রতিশোধ নিতেই বুঝি অমন পদক্ষেপ নিয়েছ তুমি। ভুলেও ভাবিনি, এরা এমন জঘন্য কিছু...' থেমে গেল জিয়ান্না। তিক্ত কণ্ঠে ও বলল, 'কিন্তু পরে কী হবে, প্রসপেরো? দ্রাগুত যখন এখান থেকে চলে যাবে তখন কী হবে? ওকে সাহায্য করার জন্য দায়ী করা হবে তোমাকে। কী করবে তখন?'

'আরে, রোসো, একবারে একটা করে ঝামেলা সামলাই। ভবিষ্যতের ঝামেলা নিয়ে এখনই মাথা ঘামালে বর্তমানের সমস্যা মেটাতে পারব না। এখন আমার প্রথম দায়িত্ব, হাতের কাজটা

বইঘর.কম

শেষ করা। মনে রেখো, কোন ঝামেলাই চিরস্থায়ী না। সবকিছুরই শেষ আছে। এই কাজের ফল যত যন্ত্রণাদায়কই হোক, সেটাও একসময় মিটবে। কাজেই ওসব আমাকে বিরক্ত করছে না। তোমার মনেও যেন কোন দ্বিধা না আসে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, তোমাকে ইস্তাম্বুল বা আলজিয়ার্সের নরক দেখতে হবে না। মুসলিমরা বলে, যা ঈশ্বর লিখে রেখেছে তা-ই চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত। এটা ঘটবেই। কেউ ফেরাতে পারবে না,' বলে জিয়ান্নাকে জড়িয়ে ধরল প্রসপেরো। ওর গাল ভিজিয়ে দিল জিয়ান্নার অশ্রু, কৃতজ্ঞতার অশ্রু।

প্রসপেরো বলল, 'ভেবে দেখো, এখন আমরা একসঙ্গে আছি, ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য নয়? নিশ্চয়ই ঈশ্বর আছেন আমাদের সঙ্গে। নইলে এর কিছুই হত না। কাজেই ভবিষ্যতে যা-ই ঘটুক, তাঁর উপর ভরসা রেখো। তাঁর সাহায্যে ভবিষ্যতেও একসঙ্গেই থাকব আমরা।'

আটাশ

নতুন যাত্রা

'আগে বেঁচে থাকা বা মারা যাওয়া আমার কাছে তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু ছিল না। কিন্তু এখন বেঁচে থাকাটা বড় লোভনীয় মনে হয়। বিশেষ করে সময়টা যখন তোমার সঙ্গে কাটে। তাই এখন আর ডোরিয়ার স্বেচ্ছাচারিতার বলি হতে চাই না। ওর হাতে পড়লে নির্ঘাত তোমার কপালে জুটবে কনভেন্টের নান হওয়া। আর

BG & MAH

আমার ভাগ্যে জুটবে জেলখানার কয়েক গজের সেল বা হয়তো তার চেয়েও খারাপ কিছু। কিন্তু অমন কিছু হোক তা কখনোই চাই না,' বলল প্রসপেরো।

ওর কথাগুলো গভীরভাবে নাড়া দিয়ে গেছে জিয়ান্নাকে।

শ্রমিকদের সঙ্গে উদয়াস্ত খেটে চলেছে প্রসপেরো। ওদিকে এই সময়টা একাকী জাহাজে বসে কাটাচ্ছে জিয়ান্না। ওর সঙ্গী হিসেবে আছে কেবল প্রসপেরোর ফেলুকার পাঁচ নাবিক। ওদেরকে জিয়ান্নার দেহরক্ষী হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে প্রসপেরো।

জাহাজের দাস আর গ্রাম থেকে আনা শ্রমিকদের কয়েকটা দলে ভাগ করে কাজ করাচ্ছে প্রসপেরো। শ্রমিকদের দলে গ্রামের নারীদেরও ভিড়িয়ে দিয়েছে সর্দার। ফলে চাহিদার চেয়েও বেশি শ্রমিক পাওয়া গেছে। এদের দিয়েই জলাভূমিতে খাল কাটানো হচ্ছে। জলা থেকে সাগরের দিকে খাল কাটতে কাটতে এগুচ্ছে ওরা। গ্যালি ভাসাবার জন্য ঠিক যতটুকু দরকার, খালটাকে তার চেয়ে একটুও বেশি গভীর বা বেশি চওড়া করা হয়নি।

প্রত্যেকটা জায়গায় নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তদারক করছে প্রসপেরো। কোন সমস্যাই ওর নজর এড়াচ্ছে না। এবং সব সমস্যারই বুদ্ধিদীপ্ত সমাধান দিয়ে চলেছে ও। এত দ্রুত কাজ এগিয়েছে যে, শুরুর দু'দিনের মাথায়ই জলাভূমিতে খাল কাটার কাজ শেষ হয়ে গেছে। খালে পানিও চলে এসেছে। ওদিকে বাঁধটা কাটতে লাগিয়ে দেয়া হয়েছে আরেকটা দল। কিন্তু মাটি খুঁড়তে গিয়ে দেখা গেল এই কাজটা খুবই কঠিন। কারণ বাঁধের মাটিতে প্রচুর পাথর। আর মাটিও যেন পাথরের মত শক্ত। ফলে এটা একটা অত্যন্ত শ্রমসাধ্য ও সময়সাপেক্ষ কাজ।

জায়গাটা ভাল করে জরিপ করে প্রসপেরো বুঝল এটা কাটার জন্য যদি অপেক্ষা করতে হয় তাহলে সময়ের মধ্যে কাজ কোনভাবেই শেষ করা সম্ভব হবে না। কাজেই অন্য বুদ্ধি বের

বইঘর.কম

করল ও। বাদ দিল বাঁধ কাটার চিন্তা। রোলারের উপর দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে গ্যালিগুলোকে জায়গাটুকু পার করার পরিকল্পনা করল ও। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই গাছের গুঁড়ি কেটে বাকল ছিলে অল্প সময়ের মধ্যেই সেগুলোকে রোলার হিসেবে প্রস্তুত করে ফেলা হলো।

এই কাজটা হয়ে যাওয়ার পরই বাঁধের অপর দিক থেকে সাগর পর্যন্ত খাল খনন করার কাজে দাস আর শ্রমিকদের লাগিয়ে দিল প্রসপেরো। কারণ সাগরের ঢেউ বাঁধ পর্যন্ত চলে এলেও বালুকাবেলা এতটা গভীর নয় যে গ্যালিগুলো ওখানে ভাসতে পারবে। তাই ওখানেও খাল কাটতে লোক লাগাতে হলো।

ওদিকে একদল যখন খাল কাটার কাজ করছে আরেক দলকে ও লাগিয়ে দিয়েছে গ্যালিগুলো থেকে মালামাল নামানোর কাজে। শুধু কামান-বন্দুক আর ব্যালাস্ট নয়। সহজে নড়ানো যায় এমন সবকিছু নামাতে বলে দিয়েছে ও। ঠিক কী করতে হবে বুঝিয়ে দেয়ার পর দ্রাগুত নিজেই মালামাল নামানোর কাজ তদারক করছে। গ্যালিগুলো থেকে এমনকী দাঁড়গুলোও নামিয়ে ফেলা হয়েছে। ফলে অনেকটা উঁচু হয়ে ভাসছে গ্যালিগুলো। ওগুলো এখন বাঁধ পার হওয়ার জন্য প্রস্তুত। সমস্ত মালামাল নামিয়ে ফেলার পর গ্যালিগুলো এখন মাত্র পাঁচ ফুট গভীর পানিতেই ভাসছে।

গ্যালিগুলোর সঙ্গে আগেই রশি বাঁধা হয়েছে। তীর থেকে গুণ টানার মত করে রশি ধরে টেনে গ্যালিগুলোকে খাল পার করা হবে। রাত নামার আগেই আসাদ সহ দ্রাগুতের সবগুলো গ্যালিকে জলার খালে নিয়ে আসা হলো। তারপর সেদিনের মত বিশ্রাম দেয়া হলো সবাইকে।

পরের দিনের কথা। সবচেয়ে কঠিন আর পরিশ্রমসাধ্য কাজটা করতে হবে আজ। বাঁধের উপর দিয়ে রোলারে চাপিয়ে পার করতে হবে গ্যালিগুলো। তারপর গ্যালিগুলো নামানো হবে বাঁধের

পরের খালের পানিতে। সন্ধ্যা নাগাদ শেষ করা হলো এই কাজটাও। সূর্য ডোবার একটু আগে তেরোটা গ্যালির সবগুলোই শেষপর্যন্ত, বাঁধ পার করিয়ে খালের পানিতে ভাসানো গেল।

তবে উদ্দেশ্যমূলকভাবে পিছনে ফেলে আসা হয়েছে দুটো ব্রিগেন্টাইন। দ্রাগুতের দুর্গের কিছুটা দূরে দুই পাশে রাখা হয়েছে ওই দুটোকে। যেন ডোরিয়াদের টহল গ্যালি থেকে অনায়াসে ওগুলো দেখা যায়। ব্রিগেন্টাইন দুটো দেখে ডোরিয়ার লোকেরা বুঝে নেবে দ্রাগুত এখনও তার লোক-লস্কর নিয়ে অসহায় হয়ে ওখানেই বসে আছে। স্বভাবতই ব্রিগেন্টাইন দুটো দেখলেই ডোরিয়ার লোকেরা পরামর্শ দেবে প্রণালীতে ঢোকার আগে যতটা সম্ভব লোক-লস্কর নিয়ে তারপর যেন ঢোকা হয়।

ব্রিগেন্টাইন দুটো এখানে নোঙর করার আগেই ও-দুটো থেকে সমস্ত মালামাল নামিয়ে নিয়েছে প্রসপেরো। অন্ধকার নামতেই ব্রিগেন্টাইন দুটো থেকে লোকজনও সব সরে এল। পরদিন সকালে ডোরিয়ার জন্য আরেকটু ভেল্কি দেখানোর ব্যবস্থা করল প্রসপেরো। দ্রাগুতের দুর্গ থেকে ভারী ব্যাসিলিস্কো কামানগুলো সরিয়ে ফেলার আগে ওগুলো থেকে ডোরিয়ার ফ্লিটের দিকে ছয়টা গোলা ছুঁড়ল প্রসপেরো। জেবরায় এটাই ওদের শেষ কাজ। উদ্দেশ্য, ডোরিয়াকে নিশ্চিত করা যে, 'আমরা এখনও এখানে আছি।' এরপরে কামানগুলোকে ষাঁড় দিয়ে টানিয়ে এনে খোলা সাগরে ভাসতে থাকা গ্যালিতে তুলে ফেলা হলো।

শেষ হয়েছে প্রসপেরোর জাদু দেখানো। সময়ের আগেই জেবরার প্রণালী থেকে সবগুলো গ্যালি বের করে এনেছে ও। মালামাল, লোক-লস্করে সুসজ্জিত হয়ে দ্রাগুতের ফ্লিট অপেক্ষা করছে রাত নামার জন্য। অন্ধকার হলেই চুপিসারে সাগরে নেমে পড়বে ওরা। দারুণ মুডে আছে দ্রাগুত। আগামী এক সপ্তাহ ধরে ডোরিয়া কীভাবে বোকার মত শূন্য ফাঁদ পাহারা দেবে তা নিয়ে

অধীনস্থদের সঙ্গে হাসাহাসি করছে সে।

এদিকে সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। দ্রাগুতের কাছ থেকে বিদায় নেয়ার জন্য পুপ কেবিনে দাঁড়িয়ে আছে প্রসপেরো।

আন্তরিকতার সঙ্গেই প্রসপেরোকে বিদায় জানাল দ্রাগুত। বলল, 'আপনাকে বিদায় জানাতে কষ্টই হচ্ছে আমার। তবে চুক্তি চুক্তিই। আপনি আপনার কথা রেখেছেন। এখন আমাকেও আমার কথা রাখতে হবে। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, যদি কখনো ডোরিয়া আজকের ঘটনা জানতে পারে, তখন যেন আল্লাহ আপনাকে রক্ষা করেন।'

হাত বাড়িয়ে দিল প্রসপেরো। বলল, 'একবার আপনি আমার বন্দি ছিলেন আর দু'বার আমি আপনার বন্দি হয়েছি। এ-ই যথেষ্ট। শত্রু হিসেবে আর কখনো আপনাকে দেখতে চাই না।'

'আমীন। আল্লাহ আপনার যাত্রা শুভ করুক,' বলল দ্রাগুত। বিদায় নিয়ে চলে এল প্রসপেরো।

আসাদ বা অন্য গ্যালিগুলোর একটাতেও আলো জ্বালানো হলো না। ফলে অন্ধকারের ভিতর ভূতের মত কতগুলো কালো কাঠামোর নড়াচড়া চোখে পড়ল কেবল। এর বেশি কিছু বোঝার উপায় রইল না। প্রসপেরো আসাদে ওঠার আধ ঘণ্টার মধ্যেই খোলা সাগরে চলে এল সবগুলো গ্যালি।

গ্যালি আসাদকে চালাবার জন্য যথেষ্ট সংখ্যক লোক-লস্কর সঙ্গে এনেছে প্রসপেরো। তাদের সবাই খ্রিস্টান। তবে ওরা কেউই এখন আর দাস নয়, সবাইকে মুক্ত করে দিয়েছে প্রসপেরো। বাড়ি যাওয়ার জন্য স্বেচ্ছাশ্রমে জাহাজের দাঁড় বাইছে ওরা। এবং জাহাজের নিরাপত্তার জন্য যে-কোন সময় হাতে আরাকুইবাস বা ক্রসবো তুলে নিতেও প্রস্তুত সবাই।

পুব দিকে মুখ করে খোলা সাগরের দিকে রওনা হয়েছে আসাদ সহ দ্রাগুতের পুরো ফ্লিট। মধ্যরাত পর্যন্ত একই কোর্স ধরে

রাখল ওরা। ততক্ষণে জেবরা থেকে বিশ মাইলের বেশি সাগর পাড়ি দিয়ে ফেলেছে পুরো ফ্লিট। এখানেই দ্রাগুতের ফ্লিট থেকে আলাদা হয়ে গেল প্রসপেরোর আসাদ। উত্তর দিকে জাহাজের মুখ ঘুরিয়ে নিল প্রসপেরো।

পরদিন সকাল। রেইলিঙের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে প্রসপেরো। পালে শান্ত দক্ষিণা হাওয়া নিয়ে ধীর গতিতে এগিয়ে চলেছে আসাদ। আশপাশে আর কোন নৌযান দেখা যাচ্ছে না। শান্ত সাগরের ঢেউয়ের চূড়ায় সূর্যালোকের প্রতিফলন রীতিমত উপভোগ করছে প্রসপেরো। দাঁড়িরা সবাই তখনও ঘুমাচ্ছে। আসাদের জন্য মাত্র বারোজন নাবিক এনেছে প্রসপেরো। এদের মধ্যে পাঁচজনই ওর নিজের লোক। সিনানের হাতে বন্দি হয়েছিল এই লোকগুলো। ওরা সবাই জেনোয়া থেকে প্রসপেরোর সঙ্গে ফেলুকায় উঠেছিল। বর্তমানে আসাদের মাস্টার-এর দায়িত্ব দেয়া হয়েছে ফেরুচ্চিয়োকে (জাহাজের অত্যন্ত গুরুদায়িত্বসম্পন্ন একটি পদ মাস্টার)।

প্রসপেরোকে কেবিন থেকে বের হতে দেখে নাবিকদের ছোট্ট জটলা থেকে আলাদা হয়ে গেল ফেরুচ্চিয়ো। কিচেন হয়ে প্রসপেরোর কাছে এগিয়ে এল সে।

অদ্ভুত পোশাক গায়ে চড়িয়েছে ফেরুচ্চিয়ো। ঊর্ধ্বাঙ্গে কেবল লিনিনের লাল-সাদা স্ট্রাইপের ঢোলা একটা কোর্তা। কোমরের উপর সেটা আবার বেল্ট দিয়ে বাঁধা। মাথায় আস্ত একটা ব্যাগের মত দেখতে লাল রঙের টুপি লাগিয়েছে। এই জিনিসটা দাসদের মধ্যে ব্যাপক জনপ্রিয়। প্যান্ট, পাজামা কিছুই সে পরেনি। ফলে সব মিলিয়ে ওকে দেখতে লাগছে ভারী অদ্ভুত। তবে পোশাক যেমনই হোক, দায়িত্ব পালনে বিন্দুমাত্র গাফিলতি করছে না ও।

প্রসপেরোর সঙ্গে কথা বলছে ফেরুচ্চিয়ো, 'বাতাসের এই গতি বজায় থাকলে আশা করি আগামীকাল সকাল নাগাদ মাল্টায়

বইঘর.কম

পৌঁছে যাব। আর বাতাস যদি পড়েও যায় তবুও রাতের মধ্যেই পৌঁছতে পারব সম্ভবত।’

দ্রাগুত কোন্ দিকে গেছে জানতে চাইল প্রসপেরো। জবাবে ফেরুচ্চিয়ো বলল, ‘সূর্য ওঠার দুই ঘণ্টা আগে পশ্চিমে রওনা হয়েছে দ্রাগুতের ফ্লিট।’

বিষয়টা প্রসপেরোকে বেশ অবাক করল। কারণ ওর জানামতে বারবারোসার সঙ্গে মিলিত হবার জন্য অনতিবিলম্বে গোল্ডেন হর্নের দিকে যাবার কথা দ্রাগুতের। বেশ বোঝা যাচ্ছে অন্য কোন পরিকল্পনা করেছে সে। প্রসপেরো অনুমান করল হয়তো আলজিয়ার্সের দিকে যাবে দ্রাগুত। ওখান থেকেই ওর কাইয়ার মাধ্যমে কেনা গ্যালিগুলো ফ্লিটে যুক্ত করবে সে।

কিন্তু প্রসপেরোর অনুমান পুরোপুরি ঠিক নয়। দ্রাগুত কেবল একটা গ্যালি পাঠিয়েছে আলজিয়ার্সে। সেটায় করেই হুকুম পাঠাতে যাচ্ছিল যে, নতুন কেনা গ্যালিগুলোকে ইস্তাম্বুলের দিকে রওনা করিয়ে দিতে হবে। ওখানেই দ্রাগুতের ফ্লিটে যুক্ত হবে ওরা। কিন্তু তখন ওকে বাধা দেয় সিনান। অন্য একটা পরামর্শ দেয় সে। বলে, ‘এখন খ্রিস্টানদের উপকূল পাহারা দেবার কেউ নেই! এমন সময় আপনি সমুদ্র ছেড়ে চলে যাবেন ভাবছেন?’

সিনানের বক্তব্য প্রথমে দ্রাগুত বুঝতে পারেনি। তখন নিজের চিন্তা খুলে বলল কূটকৌশলী সিনান। ‘ডোরিয়া গাধাটা ওর পুরো শক্তি নিয়ে জেবরার মুখে বসে বসে ডিমে তা দিচ্ছে। তার মানে ওদের বন্দরগুলোর পাহারায় এখন কেউ নেই। তাহলে আমরা অবিশ্বাসীদের বন্দরে হামলা করছি না কেন? বিশাল সম্পদ নিয়ে সুলতানের সামনে যাওয়ার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও খালি হাতে যাবেন কেন? স্বয়ং আল্লাহ আমাদের সামনে এই সুযোগ এনে দিয়েছেন, ভেবে দেখুন।’

বুঝতে পেরেছে দ্রাগুত। কিন্তু বুদ্ধিটা ওর নিজের মাথায় না

BG & MAH

আসায় নিজের উপরই ভীষণ রাগান্বিত আর লজ্জিত হয়েছে ও। তবে পরামর্শটা মেনে নিয়েছে। ফলে পশ্চিমে ঘুরিয়ে নিয়েছে তার ফ্লিটের গতিপথ। আলজিয়ার্স থেকে রিইনফোর্সমেণ্ট আনবে বটে, তবে পথে যতগুলো সম্ভব অবিশ্বাসীদের নগর-বন্দরে হামলে পড়ে যতটা সম্ভব সম্পদ জড়ো করবে তার ফ্লিট।

এতকিছু অবশ্য প্রসপেরো অনুমান করতে পারেনি। কারণ মাত্রই একটা মারাত্মক ফাঁদ থেকে বেরিয়েছে দ্রাগুত। বলা চলে বর্শাটা কান ঘেঁষে বেরিয়ে গেছে ওর। এখন স্বভাবতই নিরাপত্তা খোঁজ করার কথা তার। এবং সেজন্য বারবারোসার ফ্লিটের সঙ্গে যোগ দেয়াটাই যুক্তিগ্রাহ্য। কিন্তু তা না করে সে যে এত দ্রুত খ্রিস্টান বন্দরে হামলা করার সিদ্ধান্ত নেবে তা ভাবাটা যে কারো পক্ষেই একটু কঠিন। এবং আগেই বলেছি, প্রসপেরোও তা ভাবতে পারেনি।

এদিকে প্রসপেরো যখন দ্রাগুতকে নিয়ে ভাবছে তখন টিবারনাকল থেকে বেরিয়ে এল জিয়ান্না। পরনে সবুজাভ ধূসররঙা একটা গাউন। রংটা অনেকটা ডাহুকের মত। আসাদের আগের মালিকের অব্যবহৃত পোশাক। জিনিসটা কোনভাবে তার চোখ এড়িয়ে এখানে রয়ে গেছে। তবে গাউনটায় জিয়ান্নাকে দেখতে একটুও খারাপ লাগছে না। পুপ কেবিনের রেইল ধরে নিচে নামতে নামতে প্রসপেরো আর ফেরুচ্চিয়োকে সুপ্রভাত জানাল জিয়ান্না।

জিয়ান্নাকে নিচে নামতে দেখে আবার কিচেনের দিকে রওনা হয়ে গেছে ফেরুচ্চিয়ো। সিঁড়ি বেয়ে খানিকটা উঠে জিয়ান্নার কাছে চলে এল প্রসপেরো। বলল এই গতিতে চললে আগামীকাল মাল্টায় পৌঁছে যাবে ওরা। তখনই প্রসপেরোর অনুক্ত শঙ্কার কথা মুখ ফুটে বলল জিয়ান্না। বলল, 'পৌঁছানোর পর কী হবে, প্রসপেরো?'

জবাবে অস্বস্তি লুকিয়ে প্রসপেরো বলল, 'কী আবার হবে,

স্পেনের দিকে রওনা হব আমরা। এ তো আগে থেকেই ঠিক করা আছে। বার্সেলোনায় চলে যাব।'

পরিকল্পনা ছিল বার্সেলোনায় পৌঁছেই একজন প্রিস্টকে ধরে বিয়ের আনুষ্ঠানিকতাটা সেরে নেবে ওরা। ডেল ভাস্টোর উপর ভরসা করে আছে প্রসপেরো। ধরে নিয়েছে ডেল ভাস্টোর সহায়তায় সম্রাটের পরিষদে একটা জায়গা ঠিকই পেয়ে যাবে ও।

কিন্তু জিয়ান্নার মুখ থেকে ওর শঙ্কাটাই আবার প্রকাশিত হলো। 'তা কি আদৌ সম্ভব? জেবরায় তুমি যা করেছ সেটা জানার পর ওরা কীভাবে তোমাকে নেবে ভেবে দেখেছ?'

'শুধু কী করেছি তা-ই কি ওরা জানবে? কেন কাজটা করতে বাধ্য হয়েছি তা জানবে না? সব যখন জানবে তখন...'

প্রসপেরোর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে জিয়ান্না বলল, '...ওরা জানবে তুমি কেবল দু'জনকে রক্ষা করেছ; তোমাকে আর আমাকে। কিন্তু কীসের বিনিময়ে? আন্দ্রে জিতলে মুসলিমদের জাহাজ থেকে অন্তত দুই হাজার খ্রিস্টান দাস মুক্তি পেত। এখন দ্রাগুত মুক্তি পেয়ে উল্টো খ্রিস্টানদের শহর-বন্দরে হামলে পড়বে। কেবল ঈশ্বরই জানেন আরো কত লোক ওর হাতে বন্দি হবে আর মারা পড়বে। না জানি কত লোককে আমাদের মুক্তির মূল্য চুকাতে হবে!'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল প্রসপেরো। বলল, 'কোন কুশলী বীর যোদ্ধা হয়তো এই ব্যাপারটা অনুমান করতে পারত। কিন্তু আমি অতটা কুশলী লোক নই, দেখতেই পাচ্ছ,' দুঃখমাখা একটুখানি বিদ্রূপের হাসি ফুটল প্রসপেরোর ঠোঁটে।

প্রসপেরোর হাতটা নিজের হাতে তুলে নিল জিয়ান্না। বলল, 'আমি তোমার কাজের বিচার করছি না। শুধু মনে করিয়ে দিচ্ছি অন্যরা কীভাবে কাজটাকে মূল্যায়ন করবে। দ্রাগুতের উপর সম্রাট কতটা রেগে আছে তা তুমি ভাল করেই জানো। আর ওর ধ্বংস

দেখতে সে কতটা উদ্‌গ্রীব তাও তোমার অজানা নেই। কিন্তু তুমিই তাকে ফাঁদ কেটে বের হতে সহায়তা করেছ জানার পরও তারা কি তোমাকে সহানুভূতি জানাবে? এ কি আদৌ সম্ভব?'

মরিয়া হয়ে প্রসপেরো প্রশ্ন তুলল, 'কিন্তু ওদের জানাতে যাচ্ছে কে?'

'এতকিছু গোপন রাখতে পারবে?' পাল্টা প্রশ্ন করল জিয়ান্না।

'এটা গোপন রাখায় কোন অসম্মান তো আমি দেখছি না।'

'কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে ব্যাপারটা আদৌ গোপন থাকবে কিনা? তোমার দিকে আঙুল তোলার মত কেউই কি নেই?'

'নিশ্চিন্ত থাকো, দ্রাগুত কখনো স্বীকারই করবে না যে একটা নাসারার সহায়তায় জেবরা থেকে পালিয়েছে সে।'

'এই জাহাজের মাল্লারা, যাদের তুমি দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়েছ তাদের বেশিরভাগই স্প্যানিশ। ওদের দিয়েও খাল কাটিয়েছ তুমি। ওরা কি মুখ বন্ধ রাখবে?'

'কৃতজ্ঞতাবোধ থাকলে মুখ বন্ধ রাখবে। ডোরিয়ার ফ্লিট হামলা করলে ওদের কয়জন বাঁচত, বলতে পারো?

'আমি তোমাকে দোষ দিচ্ছি না, প্রসপেরো? ঈশ্বর জানেন, কখনো তোমাকে দোষী ভাবিনি আমি।'

কোমর জড়িয়ে ধরে জিয়ান্নাকে কাছে টানল প্রসপেরো। বলল, 'যা হবার হয়েছে। এসো, আমাদের মুক্তি দেয়ার জন্য ঈশ্বরকে কৃতজ্ঞতা জানাই। তাঁর উপর বিশ্বাস রাখো। নিশ্চয়ই তিনি আমাদেরকে অসহায় অবস্থায় ফেলবেন না।'

'ভাগ্যে বিশ্বাস রাখার চেষ্টা আমি করছি। কিন্তু দেখো, ভাগ্য আজ আমাদের কোথায় এনে ফেলেছে। আরেকটু হলেই তো এমন একটা দুর্ঘটনা ঘটে যেত যার কোন ক্ষতিপূরণ নেই। সেজন্যই সতর্ক করছি, যেন ভবিষ্যতের জন্য আগে থেকেই প্রস্তুত থাকতে পারো,' বলল জিয়ান্না।

'তবুও বলব, ভাগ্যই পথ দেখিয়ে দেবে,' বলল প্রসপেরো।

আগস্টের মৃদুমন্দ হাওয়ায় ধীরগতিতে ওরা এগিয়ে চলল উত্তরদিকে। দুই দিন হয় ওরা মাল্টা পার হয়ে এসেছে। তবে ওখানে থামেনি। কারণ সেইন্ট জনের নাইটের হাজারটা প্রশ্নের উত্তর দেয়ার ইচ্ছা বা মানসিকতা কোনটাই এই মুহূর্তে প্রসপেরোর নেই। এর পরের দুই দিন সিসিলি উপকূল ডানে রেখে চলল ওরা।

জেবরা ছেড়ে আসার ছয়দিনের মাথায় স্ট্রেইটস অভ মেসিনায় পৌঁছুল প্রসপেরোর গ্যালি আসাদ। ওখানে হঠাৎ উদয় হলো দক্ষিণগামী একটা ফ্লিট। আরেকটু হলে ফ্লিটের গায়ের উপর উঠে পড়ত প্রসপেরোরা। ফ্লিট আর ওদের মাঝে দূরত্ব আধ মাইলও হবে না। ফ্লিটে সবার সামনে থাকা তিন মাস্তুলের বিশাল গ্যালিটাকে চিনতে পেরে প্রায় দম বন্ধ হয়ে গেল প্রসপেরোর। স্পেনের রাজকীয় পতাকা বহনকারী গ্যালিটা ওর নিজের গ্যালি *প্রসপেরা*। ফ্লিটে আছে ছাপ্পান্ন দাঁড়ের আরো নয়টা শক্তিশালী গ্যালি। ওগুলোকে অনুসরণ করে আসছে চারটা গ্যালিয়ট আর সাপ্লাই বহনকারী তিনটা রাউণ্ডশিপ।

নিয়াপলিটান স্কোয়াড্রনের মুখোমুখি হয়েছে প্রসপেরো। ওদের গন্তব্য অনুমান করাও ওর জন্য কঠিন কিছু না। নির্ঘাত ডোরিয়াকে সাহায্য করার জন্য রিইনফোর্সমেন্ট নিয়ে জেবরার দিকে রওনা হয়েছে এই স্কোয়াড্রন। স্থলপথে হামলা চালানোর জন্য রাউণ্ডশিপে করে সৈন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। প্রসপেরো বুঝতে পারছে না, হাসবে নাকি কাঁদবে।

জিয়ান্নাকে ও বলল, 'ভাগ্যের কী খেলা, আমার নিজের ফ্লিটের সামনে পৌঁছে গেছি আমি। এখনও নিয়াপলিটান স্কোয়াড্রনের ক্যাপ্টেন জেনারেল আমি। এই ফ্লিটের অর্ধেক গ্যালিও আমার নিজের সম্পদ।'

ফেরুচ্চিয়োও দেখেছে ওই ফ্লিটটাকে। তাই পরবর্তী হুকুম

জানার জন্য ডেকে উঠে এসেছে সে।

প্রসপেরো তাকে হুকুম দিল, 'পাল নামাও। দাঁড় বাইবার জন্য দাঁড়িদের প্রস্তুত হতে বলো।'

হুকুম তামিল করা হলো। প্রস্তুত হলো দাঁড়।

তখনি আসাদের দিকে এগুতে শুরু করল নিয়াপলিটান ফ্লিটের ক্যাপিটানা। আরাকুইবাসিয়াররা প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ওটার ডেকের উপর। অবশ্য এটাই স্বাভাবিক। কারণ আসাদ নিয়ে যেভাবে হঠাৎ প্রসপেরো হাজির হয়েছে তাতে স্বভাবতই কেউ তাকে বিশ্বাস করবে না। তার উপর আসাদে কোন পতাকা তোলা নেই, ফলে বোঝার উপায় নেই এটা কাদের গ্যালি।

যা হোক, ক্যাপিটানার টিবারনাকল থেকে বেরিয়ে এল হলুদ পোশাক পরা মোটাসোটা এক লোক। প্রসপেরো চিনতে পারল তাকে। লোকটি হচ্ছে কারবাজাল। চিৎকার করে করে হাত নেড়ে তার পাশ থেকে একজন জানতে চাইল, 'আহোয়, কারা আপনারা?'

অভাবনীয় জবাব পেল সে। তখন কারবাজালকে সে বলল, 'ও, ঈশ্বর! স্যর, উনি নিয়াপলিটান ফ্লিটের আগের ক্যাপ্টেন, মেসার প্রসপেরো।'

উনত্রিশ

ফিরে আসা

লং বোটে করে প্রসপেরোর তুর্কি গ্যালি আসাদে উঠে এল

কারবাজাল। এসেই বিস্মিত কণ্ঠে ডন প্রশ্ন করল, 'আসলেই আপনি এসেছেন, ডন প্রসপেরো? রক্তমাংসের মানুষ!' বলতে বলতে প্রসপেরোকে বুকে টেনে নিল সে। বলল, 'আপনি ফিরেছেন, অনেক শোকার্ত মানুষ এখন শান্তি ফিরে পাবে।'

আলভারোকে দেখে প্রসপেরো নিজেও খুব খুশি হয়েছে। মানুষটাকে সত্যিই ও পছন্দ করে। তাকে দেখে আন্তরিক হাসি হাসল ও। বলল, 'সত্যি বলছেন? কিন্তু আমার অভিজ্ঞতা বলে, মৃত মানুষ হঠাৎ জীবিত হয়ে উঠলে অনেক জীবিত লোকই তখন আর খুশি থাকে না।'

'হয়তো, কিন্তু আপনার বেলায় একথা সত্যি হতে পারে না। আমাদেরকে বলা হয়েছিল আপনি মারা গেছেন। ভীষণ লড়াই করে সম্মানের সঙ্গে মারা গেছেন আপনি। আপনার মৃত্যুর সংবাদে স্বয়ং সম্রাটও শোক করেছেন। চিঠি লিখে কথাটা আমাকে জানিয়েছে ডেল ভাস্টো। মৃত্যু-সংবাদের মধ্য দিয়ে যে সম্মান আপনি অর্জন করেছেন এখন বাস্তবে সেটা পাবেন। চলুন,' বলল আলভারো।

শুষ্ক কণ্ঠে প্রসপেরো প্রশ্ন করল, 'আমাদের ইম্পিরিয়াল অ্যাডমিরাল, সে কি আমার ফিরে আসায় খুশি হবে? সে-ও তো আমার মৃত্যু-সংবাদে শোক করেছিল, নাকি?'

প্রসপেরোর সন্দেহকে অব্যক্তভাবে সত্যি বলছে আলভারোর চোখের দৃষ্টি। তবে মুখে সে বলল, 'আপনাকে হারানোয় তার চোখ দিয়ে অশ্রু নয়, রক্ত ঝরা উচিত ছিল। আপনি ফিরে এসেছেন, এবার হয়তো বাস্তবেই তা ঝরবে। এখন আসল ঘটনা বলুন, কী ঘটেছিল সেদিন? আমার আর তর সইছে না।'

হাত ধরে কম্প্যানিয়ন ওয়ে দিয়ে আলভারোকে পুপ কেবিনে নিয়ে গেল প্রসপেরো। কিন্তু টিবারনাকলে ঢোকার মুখেই থমকে দাঁড়িয়ে গেল আলভারো। জিয়ান্নাকে দেখে ভীষণ বিস্মিত হয়েছে

BG & MAH

সে। বিস্ময়ে খানিকক্ষণ নিশ্চল দাঁড়িয়ে থেকে তারপর বাউ করল। চরম অবাক হওয়া কণ্ঠে বলল, 'বারবার আমাকে বিস্মিত করছেন আপনি।'

জবাবে প্রসপেরো বলল, 'ব্যাখ্যা করলেই সব সহজ হয়ে যাবে।' তাকে বসতে বলল প্রসপেরো। জিয়ান্নাও বসল। তবে দাঁড়িয়ে রইল প্রসপেরো। শুরু করল গল্প বলা।

'শার্শেলে সেদিন আপনারা চলে আসার পর দ্রাগুতের হাতে বন্দি হই আমি। আপনি জানেন, সে-ও একবার আমার হাতে বন্দি হয়েছিল। তখন আমার কাছ থেকে ভাল ব্যবহার পেয়েছিল সে। সেই ঋণই সে শোধ করেছে। আমার স্বাধীনতার জন্য মুক্তিপণ নিতে রাজি হয় সে। এবং জেনোয়ায় গিয়ে আমাকে সেই টাকা জোগাড়ের অনুমতিও দেয়। কিন্তু আমি পৌঁছানোর আগেই স্প্যানিশ ইম্পিরিয়াল নৌবাহিনীর অভিযান শুরু হয়ে যায়। ফলে ডোরিয়ার মুখোমুখি হতে পারিনি আমি। ওদিকে আমাকে ফেলে শার্শেল থেকে ডোরিয়ার চলে আসা ও তারপর আমার প্রতি অন্য ডোরিয়াদের আচরণের কারণে আমার বিশ্বাস দাঁড়িয়ে যায় যে আমাদের আগের শত্রুতা নতুন করে জন্ম হয়েছে। এমনকী জিয়োভান্নার সঙ্গে আমি বাগ্‌দান করেছি বলে আমার নিজ বংশের লোকেরাও আমার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। তখন সিদ্ধান্ত নিই স্পেনেই আবার ফিরে আসব আমি। আমার ফেলুকায় আস্তানা নিই। ওই ফেলুকাটা নিয়েই দ্রাগুতের কাছ থেকে জেনোয়ায় এসেছিলাম।' এরপর ও বলল কীভাবে ওকে সাবধান করতে ফেলুকায় এসে উঠল জিয়ান্না, তারপর সদলবলে লাম্বা ডোরিয়ার আকস্মিক আক্রমণ আর ফেরুচ্চিয়োর সাহসী পদক্ষেপে আক্রমণকারীদেরকে পিছনে ফেলে সাগরে চলে আসা ইত্যাদি।

প্রসপেরো বলে চলেছে, 'যে ঝড়টা শুরুতে আমাদের বাঁচিয়ে দিয়েছিল, সেটাই পরে আমাদের মারতে বসেছিল। এবং ওটাই

আবার আমাদেরকে নিয়ে ফেলল দ্রাগুতের মুঠোর ভিতর। দ্রাগুতের সঙ্গে আমাদের মুক্তির শর্ত নিয়ে আলোচনা করি, ওর শর্ত পূরণ করি। তারপর তো দেখতেই পাচ্ছেন, আপনার সামনে বসে আছি আমরা। সংক্ষেপে এটাই আমার গল্প।'

গভীর উদ্বেগ নিয়ে আলভারোর চেহারা জরিপ করছে জিয়ান্না। একইসঙ্গে শুনছে প্রসপেরোর গল্পের রাখা-ঢাকা সার-সংক্ষেপ।

ওদিকে আশ্চর্য হয়ে প্রসপেরোর গল্প শুনল আলভারো। বিস্ময়ে রসগোল্লার মত বড় বড় হয়ে উঠেছে তার চোখজোড়া। সে বলল, 'আমার বিশ্বাস, স্বয়ং ঈশ্বর চান আপনাদের দু'জনের মিলন ঘটুক। ডোরিয়ারা যত বাধাই দিক, কিছু আসে-যায় না। আমার আরো ধারণা, আপনাদেরকে বিবাহিত অবস্থায় দেখতে চায় স্বয়ং অ্যাডমিরাল ডোরিয়া। আরেকটা ভাল খবর আছে। ওই মাথা খারাপ মুসলিম দ্রাগুত সম্ভবত আর কখনো আমাদের কোনভাবে বিরক্ত করতে পারবে না।'

'তা, কীভাবে সে "সম্ভবত" বিরক্ত করতে পারবে না?' প্রশ্ন করল প্রসপেরো।

সগর্বে আলভারো জানাল, ভূমধ্যসাগরের সবগুলো খ্রিস্টান বন্দরে খবর চাউর হয়ে গেছে, দ্রাগুতকে জেবরা উপসাগরে অবরুদ্ধ করে রেখেছে আন্দ্রে। স্থলপথে দ্রাগুতকে আক্রমণ করার জন্য প্রয়োজনীয় লোক-লস্কর আর অস্ত্রপাতি নিয়ে ওদিকেই রওনা হয়েছে নিয়াপলিটান ফ্লিট।

আলভারো আশা করেছিল খবরটা শুনে অবাক হবে প্রসপেরো। কিন্তু প্রসপেরোর কথা শুনে উল্টো সে-ই হতভম্ব হয়ে পড়ল।

প্রসপেরো বলল, 'এটাই আপনার মিশন হলে উল্টো ঘুরে বাড়ির পথ ধরুন। নিশ্চিত হয়েই বলছি, দ্রাগুতের ফ্লিট অবরুদ্ধ

তো নয়ই, এমনকী জেবরার উপসাগরেও সে নেই। সপ্তাহখানেক আগে তিউনিশিয়ান উপকূলের আশপাশে কোথাও থেকে আমাকে ছেড়েছে সে। তখনই পশ্চিমমুখী একটা কোর্সে রওনা হয়ে গেছে।'

প্রথমে হতভম্ব হয়ে গেল আলভারো, তারপর রীতিমত বিস্ফোরিত হলো সে। 'ঈশ্বরের শপথ, আপনার নিশ্চয়ই কোথাও ভুল হচ্ছে, ডন প্রসপেরো।'

'না, জেবরার উপসাগরে আমিও দ্রাগুতের সঙ্গেই ছিলাম। ওখান থেকে একসঙ্গেই বেরিয়েছি আমরা। দ্বীপের দক্ষিণ প্রান্ত দিয়ে বেরিয়ে গেছে তার ফ্লিট।'

অধৈর্য হয়ে উঠল আলভারো। বলল, 'ওই দ্বীপটা আমি চিনি। দক্ষিণ দিক দিয়ে সাগরে বের হবার জন্য কোন পথ নেই।'

'হ্যাঁ, পথ ছিল না, কিন্তু এখন পথ তৈরি করা হয়েছে। যা দেখেছি তা-ই বলছি। জলাভূমির উপর দিয়ে একটা খাল তৈরি করে দ্বীপ থেকে বেরিয়ে গেছে দ্রাগুত। আর বোকার মত শূন্য ফাঁদের মুখ পাহারা দিচ্ছে ডোরিয়া।'

চরম বিস্ময়ে আলভারোর মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, 'ও, ভার্জিন মেরি!' তারপর ব্যাপারটার কৌতুককর দিকটা দেখতে পেয়ে হঠাৎ হাসিতে ফেটে পড়ল সে। এবং তখনই ব্যাপারটার গভীরতাও তার গোচরীভূত হলো। গম্ভীর হয়ে গিয়ে বলল, 'আপনার কথা সত্যি হলে, ডোরিয়া শুধু বোকাই বনেনি, ধ্বংস হয়ে গেছে। সম্রাটের ধৈর্যের বাঁধ ভাঙার পর্যায়ে চলে গেছে। এই ব্যাপারটা এখন তাকে বিস্ফোরণোন্মুখ করে তুলবে। বললেন, জলার ভিতর দিয়ে খাল কেটে বেরিয়ে গেছে দ্রাগুত? এই বুদ্ধি ডোরিয়ার মাথায়ই আসবে না। অবশ্য কে-ই বা একথা ভাববে!'

'আমি ভাবতাম,' জিয়ান্নার দিকে এক পলক তাকিয়ে কথাটা বলল প্রসপেরো। দেখল ভয়ে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে জিয়ান্নার মুখ।

বইঘর.কম

ডন বলল, 'হয়তো আপনি ভাবতেন, কিন্তু কথা সেটা না। এখন কী করা যায় সেটাই প্রশ্ন। ভাইসরয় আমাকে নির্দেশ দিয়েছে জেবরায় গিয়ে ডোরিয়ার সঙ্গে যোগ দিতে। কিন্তু এখন আর তার কোন অর্থ নেই।'

প্রসপেরো বলল, 'প্রকৃত অবস্থা আরো খারাপ। দ্রাগুতকে পশ্চিমমুখী একটা কোর্স ধরতে দেখেছি আমি। কাজেই ধরে নেয়া যায় রিইনফোর্সমেন্টের জন্য আলজিয়ার্সের দিকে যাবে সে। আরেকটা ব্যাপারও বিবেচনা করতে হবে, যেহেতু ডোরিয়া এক জায়গায় গ্যাঁট হয়ে বসে আছে, তার মানে আমাদের উপকূলবর্তী বন্দরগুলো এখন অরক্ষিত। মানে, দ্রাগুতের জন্য ওগুলো এখন মোক্ষম টার্গেট। সুতরাং আপনার উচিত, এখনি নেপলসে ফিরে গিয়ে বন্দরগুলো পাহারা দেয়ার ব্যবস্থা নেয়া।'

পরিস্থিতির গভীরতা ও গুরুত্ব খুব ভালভাবে অনুধাবন করতে পারল আলভারো। বলল, 'জেবরার মুখে অযথা বসে থেকে খালি জায়গা পাহারা দিচ্ছে ডোরিয়া। অথচ বোকা লোকটা আত্মপ্রশংসা করে লম্বা লম্বা চিঠি লিখছে সম্রাটের কাছে। ভাল। তার আত্মম্ভরিতার ভাল একটা শিক্ষা হতে যাচ্ছে। আর যেমনটা বললেন, আসলেই ইটালির মাটি অরক্ষিত রেখে আমার কোথাও যাওয়া উচিত হবে না।'

প্রসপেরায় ফিরে গেল আলভারো। হুকুম জারি করল, নেপলস ফিরে যেতে হবে। দক্ষিণা বাতাসের আনুকূল্য পাওয়ায় পাল তুলে দেয়া হলো। বিশ্রাম পেল দাঁড় টানা দাসেরা। উত্তরমুখী কোর্স ধরে নেপলসের দিকে রওনা হলো নিয়াপলিটান ফ্লিট। সেদিন বিকেলে ট্রামণ্টায় পৌঁছুতেই বাতাস পড়ে গেল। দাঁড় তুলে নিল মাল্লারা। কমে এল এগুনোর গতি। উপকূলের পাশ ঘেঁষে ধীরগতিতে দিনের বেলা এগিয়ে চলল তারা। রাতে নোঙর করে বিশ্রাম দেয়া হলো মাল্লাদের।

প্রসপেরোর বক্তব্য বিনা প্রশ্নে মেনে নিয়েছে আলভারো। ফলে আপাতত দূর হয়েছে জিয়ান্নার উদ্বেগ। আর সৌভাগ্য সঙ্গে আছে এই বিশ্বাস নিয়ে নিজের ফ্লিটে ফিরেছে প্রসপেরো। ওর ছয়টা গ্যালির সবগুলোই ঘুরে দেখেছে ও। প্রতিটা গ্যালির ক্যাপ্টেন ও ক্রুরা উষ্ণ ও আন্তরিক অভ্যর্থনা জানিয়েছে ওকে। ফ্লিটের ক্রু ও ক্যাপ্টেনরা সবাই ওর নিজের নিয়োগ করা। জানতে পারল, ওর মৃত্যুর খবর প্রচার হতেই ওর চাচা রেইনাল্ডো এই ছয়টা গ্যালির মালিকানা দাবি করেছে। কিন্তু তাতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে সম্রাট। সম্রাটের অস্বীকৃতিতে সন্তুষ্ট হলো প্রসপেরো। উগ্র মেজাজী ও স্বার্থান্ধ চাচা রেইনাল্ডোর হতাশা অনুভব করে হেসে ফেলল ও। ওই সময়টায় কাজ তেমন কিছু না থাকায় আবার লিগুরিয়াদের কলেবর বাড়ানোয় মন দিল প্রসপেরো। প্রায় পঞ্চাশ স্তবক লিখে ফেলল ও। কবিতার ওই লাইনগুলোয় মেহেদিয়ায় ডোরিয়া কী করেছে, কাব্যের ভাষায় তাও বলল প্রসপেরো।

প্রসপেরোর বর্তমান উদ্দেশ্য জানতে চাইল জিয়ান্না। কারণ নিয়াপলিটান ফ্লিট এখন সহজেই ওর ইচ্ছাপূরণে ব্যবহার করা যেতে পারে। জবাবে হেসে প্রসপেরো বলল, এখন ওর আপ্ত বাক্য, 'ঈশ্বরের উপর ভরসা রাখো।'

প্রসপেরো বলছে, 'দ্রাগুত সবসময় বলত, "প্রত্যেকটা মানুষের ভাগ্য লিখে সেটা আল্লাহতায়ালা তার সঙ্গে বেঁধেও দিয়েছেন।" তাহলে অযথা কেন অন্য কিছু করার চেষ্টা করতে যাব? আমি শুধু নিয়তি অনুসরণ করে চলি। আমার বিশ্বাস জন্মে গেছে যে স্বয়ং ঈশ্বর দয়া করে আমাদেরকে রক্ষা করেছেন, একত্র করেছেন। কাজেই, প্রিয় জিয়ান্না, আমি যেমন তাঁর উপর ভরসা করছি, তুমিও তাঁর উপর বিশ্বাস রাখো।'

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে জিয়ান্না বলল, 'আমি তোমার

বইঘর.কম

উপর ভরসা রেখেছি।'

আগস্টের কোন এক রবিবার। ভিসুভিয়াসের চূড়া থেকে গড়িয়ে নামছে কমলা রঙের লাভা স্রোত। আগ্নেয়গিরির বাস্তবতা যতই কঠোর হোক, দূর থেকে সন্ধ্যার প্রায় অন্ধকার আকাশের পটভূমিতে পাহাড়ের গা বেয়ে কমলা রঙের লাভা স্রোত নামতে দেখা আসলেই দৃষ্টিসুখকর একটা দৃশ্য।

ওরা বন্দরে আসতেই সন্ধ্যার নীরবতা খানখান হয়ে গেল। ভেসে এল ট্রাম্পেট আর ড্রাম পেটানোর আওয়াজ। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ভেসে এল সতর্কঘণ্টি বাজার শব্দ। এর কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই দেখা গেল আগুন জ্বলে উঠেছে দুর্গ নওভো-তে। ভেসে এল কামানের গোলা ছোঁড়ার গর্জন। গোলাটাও এল সঙ্গে সঙ্গেই। সেটা পিছনে বাঁধিয়ে এনেছে ঝাঁটার মত ফুলকির বিচ্ছুরণ। একদম সামনের গ্যালিটার শ'খানেক গজ সামনে পানিতে পড়ল গোলাটা। একই সময় ক্যাপিটানা থেকে ট্রাম্পেটের মাধ্যমে ভেসে এল দাসদের আবার বেঞ্চে ফিরিয়ে আনার কমাণ্ড।

ক্যাপিটানায় আলভারোর সাথে আছে জিয়ান্না আর প্রসপেরো। তাদেরকে ডিনারের দাওয়াত দিয়েছিল আলভারো। তাই বিকেল থেকেই ওখানে আছে ওরা। ডিনারে মাংসের একটা ডিশের সঙ্গে ডেজার্ট হিসেবে আছে রসালো মালাগা। বাইরের দেশ থেকে আনানো কিছু অপরিচিত ফলও আছে সঙ্গে। আলভারো নিজের জন্য ডিনারে সাধারণত খুব বেশি কিছুর আয়োজন করায় না। তবে সেদিন মিউজিশিয়ানদের একটা দলকে ডিনার টেবিলের পাশে হাজির করিয়েছে সে। ডিনারের সময় ও তারপরেও মিষ্টি সুর বাজিয়ে শুনিয়েছে ওদের। কাজেই এমন একটা সুন্দর আনন্দদায়ক সন্ধ্যায় মেজবানকে ছেড়ে মেহমানরা আর যায়নি।

আর ঠিক ওই সময়ই শুরু হয়েছে দুর্গ থেকে গোলাবর্ষণ।

প্রথমে একটু হতভম্ব হয়ে গেলেও পরমুহূর্তে হুঙ্কার দিয়ে উঠল আলভারো, 'কেউ কি বলবে, হচ্ছেটা কী? নওভো দুর্গের সবাই কি পাগল হয়ে গেল? ওই গোলাটা আর একশ' গজ এদিকে পড়লেই তো একটা গ্যালি হারাতাম এখন।'

প্রসপেরো বলল, 'ডন, আপনাকে এখানে কেউ আশা করছে না। সবাই ধরে নিয়েছে এতদিনে জেবরায় ডোরিয়ার সঙ্গে আছেন আপনি।'

'কিন্তু তাই বলে গোলা ছুঁড়বে?'

'ওরা মনে হয় খুব আতঙ্কিত হয়ে আছে,' বলল প্রসপেরো।

'আতঙ্কিত! কিন্তু আতঙ্কিত কেন হবে?' বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করল আলভারো।

নওভোর উদ্দেশে সঙ্গে সঙ্গেই একটা স্লুপ পাঠানো হলো। এর প্রায় ঘণ্টাখানেক পর প্রসপেরার পাশে এসে ভিড়ল বারো দাঁড়ের একটা বার্জ। কালো ক্লোকে আপাদমস্তক ঢাকা লম্বা এক লোক উঠে এল মই বেয়ে। হাতে লণ্ঠন। মাথা থেকে আবরণ সরানোর পর দেখা গেল লোকটি স্বয়ং ভাইসরয়, প্রিন্স অভ অরেঞ্জ। সংক্ষিপ্ত অভিবাদন সেরে আলভারোকে সরাসরি প্রশ্ন করল সে, 'আপনি এখন এখানে যে আলভারো?'

'জানতে পেরেছি, ইয়োর হাইনেস, জেবরায় আমার উপস্থিতির আর প্রয়োজন নেই। ডোরিয়াকে কলা দেখিয়ে ফাঁদ কেটে বেরিয়ে গেছে দ্রাগুত,' জবাব দিল আলভারো।

ডন ভেবেছিল খবরটা শুনে বিস্মিত হবে প্রিন্স। কিন্তু সে বলল, 'ব্যাপারটা দ্রুতই আপনি জানতে পেরেছেন তাহলে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, সময়মত এসে পৌঁছেছেন। আমরাও খবর পেয়েছি, দ্রাগুত বড়সড় ফ্লিট নিয়ে এদিকেই আসছে। তিন দিন আগেই সে কর্সিকায় রেইড করেছিল। টারিগনানো থেকে সান নিকোলো পর্যন্ত এলাকায় ছয়টা শহর লুট করেছে সে। গুঁড়িয়ে

বইঘর.কম

দিয়েছে চার্চগুলো, লুট করেছে ঘরবাড়ি, হাজারের বেশি লোক বন্দি করে নিয়ে গেছে।'

আঁতকে উঠল আলভারো, 'হা, ঈশ্বর!'

আরো তিক্ত স্বরে প্রিন্স বলে চলল, 'ওই সময় "ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখো" গানটা গাইতে গাইতে লুটপাট করেছে ওরা। তখনই আমরাও বুঝেছি, ডোরিয়ার দ্রাগুতকে আটকে রাখার দাবি ফাঁকা বুলি ছাড়া আর কিছু না। আর সম্রাট তার উপর এমন রেগে গেছে যে, এখন আস্ত একটা রাজত্ব দিয়ে দিলেও আমি ডোরিয়ার হয়ে কথা বলব না। সন্ধ্যার আধো আলোতে আপনার ফ্লিটকে এখানে ভিড়তে দেখে আমরা ভেবেছি বুঝি দ্রাগুতই চলে এল! আপনি ফিরে আসতে পারেন এমন কথা আমরা ভাবতেও পারিনি। এই গুরুতর পরিস্থিতিতে যে কয়টা পেরেছি জাহাজ জোগাড় করেছি আমি। ওস্টাসিয়া থেকে তিনটা গ্যালি পাঠিয়েছেন হোলি ফাদার (পোপ)। কিন্তু দ্রাগুত যদি এখানে নাক জাগায় তো ওকে সামলাবার মত অবস্থায় আমি ছিলাম না।'

'অতবড় বোকামি তার করা উচিত না।'

'ওই লোকটার ঔদ্ধত্যের কোন সীমা আছে নাকি? যাক, কথা বলে সময় নষ্ট না করে আপনার ফ্লিটকে নির্দেশ দিন বন্দরের মুখে টহল বসাতে।'

কাজেই নড়তে শুরু করল গ্যালিগুলো।

ঘুরে দাঁড়াল ভাইসরয়। এবং তখনই সে খেয়াল করল তারা ছাড়াও আরো দু'জন উপস্থিত আছে সেখানে। মূল মাস্তুলে ঝোলানো আলো গিয়ে পড়েছে প্রসপেরোর মুখে। রীতিমত আঁতকে উঠল ভাইসরয়। ডনকে বলল, 'ঈশ্বর! গ্যালিতে ভূত নিয়ে ঘুরে বেড়ান নাকি, আলভারো?'

হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল আলভারোর মুখ। কিন্তু সে কিছু বলার আগেই লাফিয়ে সামনে বেড়েছে ভাইসরয়। বিস্মিত কণ্ঠে

প্রসপেরোর নাম ধরে ডাকল সে, 'প্রসপেরো? জীবিত! কিন্তু কোন্ অলৌকিক ক্ষমতাবলে বেঁচে ফিরে এলেন?'

ত্রিশ

ক্ষতিপূরণ

নেপলসে আসার পরের দিনের কথা। নওভো দুর্গের বেভারেল্লো টাওয়ারে চেম্বার অভ এঞ্জেলসে ভাইসরয় আর আলভারোর সঙ্গে বসে আছে প্রসপেরো। এক বছর আগে এখানে বসেই নির্ধারণ করা হয়েছিল আমালফিতে অবরোধকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করা হবে। সেই যুদ্ধের ঘটনাক্রম আগেই বর্ণনা করা হয়েছে। এখন এখানে বসে ভাইসরয় আর আলভারোর কাছে প্রসপেরো খুলে বলছে ঠিক কী হয়েছিল জেবরায়।

গতরাতের প্রায় পুরোটা সময় ধরে প্রসপেরো ভেবেছে। ভেবে সিদ্ধান্ত নিয়েছে ফলাফল যা-ই হোক, জেবরার ঘটনা সম্বন্ধে সবিস্তারে ভাইসরয়কে জানাবে ও। ভয়ে ভয়ে সায় দিয়েছে জিয়ান্না। সে-ও বলেছে, এখন কথাগুলো গোপন করে গেলেও পরে কখনো যদি তা ফাঁস হয় তখন সম্মান বলে প্রসপেরোর আর কিছুই থাকবে না। কাজেই এখনই সব স্বীকার করে নেয়া ভাল।

যা হোক, প্রসপেরোর গল্প শুনে সম্পূর্ণ ভিন্ন চিন্তা এল দুই শ্রোতার মনে। আলভারো রসিক মনের মানুষ। জেবরা থেকে কীভাবে ডোরিয়াকে বোকা বানিয়ে দ্রাগুত পালিয়েছে তার

কৌতুককর দিকটা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে সে। ফলে প্রসপেরোর গল্প শুনে যারপরনাই আনন্দিত সে। তবে ডোরিয়ার প্রতি কোন সহানুভূতি সে দেখাল না।

কিন্তু প্রিন্সের প্রতিক্রিয়া সম্পূর্ণ ভিন্ন। কর্তৃত্বপূর্ণ কণ্ঠে সে বলল, 'আপনি নিজে কথাগুলো বলার পরও আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। ওই বদমাশটাকে ফাঁদ থেকে বের হবার রাস্তা দেখিয়ে দিয়ে খ্রিস্টানদের নিশ্চিত ধ্বংসের উপায় করে দিয়েছেন আপনি। এখন ও আমাদের শহরের পর শহর ধ্বংস করে যাচ্ছে। কিন্তু গল্পটা এখনও আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।'

জবাবে প্রসপেরো বলল, 'কারণ ভাবতে পারছেন না যে, এই কাজটা না করলে আমি নিজেও ধ্বংস হয়ে যেতাম।'

'এটা কাপুরুষের কথা, আপনার মুখে মোটেও মানানসই নয়।'

মাথা নেড়ে প্রসপেরো বলল, 'ঘটনাটা সম্রাটের নজরে আনা উচিত।'

ভাইসরয় বলল, 'কিন্তু এই গল্পে আপনার "প্রসপেরো সুলভ" সাফাই নেই। আমি জানি আপনি কাপুরুষ নন যে, মারা যাওয়ার ভয়ে বদমাশটাকে পালাতে সাহায্য করবেন।'

প্রিন্সকে সমর্থন দিয়ে আলভারো বলল, 'গোইয়ালাতায় আপনার অসম সাহসিক লড়াইয়ের কথা সারা দুনিয়া জানে। সেদিন ডোরিয়াকে উদ্ধার করেছিলেন আপনি। আর প্রসিডার কথা যদি বাদও দিই তবুও শার্শেলে আপনাকে নিজ চোখে সামনে থেকে দেখেছি। আমি জানি, জানের পরোয়া করার বান্দা আপনি নন। কাজেই, ডন প্রসপেরো, হিজ হাইনেসকে সব খুলে বলুন। ঠিক কী কারণে দ্রাগুতকে ফাঁদ কাটার পথ দেখালেন? ডোরিয়ার উপর প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিলেন?'

ডনের কথাটাকে খপ করে ধরে ফেলল প্রিন্স। বলে ফেলল,

'তাই তো! ঠিক বলেছেন, ডন। এবার বুঝেছি। ডোরিয়ার সঙ্গে আপনার বংশের পূর্বশত্রুতার জের ধরে এই কাজ করেছেন আপনি। কিন্তু একবারও কি ভাবেননি যে, ওকে মুক্ত করে দিলে কত প্রাণ দিয়ে তার মূল্য চুকাতে হতে পারে? আমি আপনার ঘাড়ে দোষ চাপাচ্ছি না। কিন্তু এই কাজটার ফলে ক্রিশ্চিয়ানিটির সঙ্গে বেইমানি করা হয়েছে আর ভঙ্গ করা হয়েছে সম্রাটের বিশ্বাস। তার আশাভঙ্গের কথা না হয় বাদই দিলাম। এটাই কি আসল ঘটনা নয় মেঁসার প্রসপেরো?'

মাথা নেড়ে প্রিন্সের অভিযোগ অস্বীকার করল প্রসপেরো। বলল, 'না, ইয়োর হাইনেস, ঘটনা তেমন কিছু নয়। স্বীকার করছি, ডোরিয়াদের সঙ্গে আমার বংশের শত্রুতা অনেক আগে থেকেই ছিল। আমিও এর সঙ্গে ভীষণভাবে জড়িয়ে ছিলাম। কিন্তু তারপরের ঘটনা ভিন্ন। আপনিও জানেন, সুযোগ পেয়েও আমি শোধ নিইনি। আর শার্শেলের কথা বললেন, আলভারো। আপনি যা-যা জানেন তারপরও অনেক কিছু ঘটেছে। আমার বেঁচে থাকার খবর জানিয়ে ও আমার মুক্তির জন্য মুক্তিপণ সংগ্রহ করে নিয়ে যাওয়ার জন্য লোক পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু সেই খবর আর লোক, দুটোকেই ইচ্ছাকৃতভাবে গায়েব করে ফেলা হয়। যেন আমার বেঁচে থাকার খবর কেউ জানতে না পারে। ফলে মুসলিমদের গ্যালিতে শেকলে বাঁধা দাসের মত মৃত্যু হত আমার বা শত্রুর তলোয়ারের নিচে মাথা পেতে দিতে বাধ্য হই আমি। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। দ্রাগুতের হাত থেকে জিয়ান্নাকেও রক্ষা করতেই হত। কারণ ডোরিয়ার উপর মহাখাপ্পা দ্রাগুত। তাই চাইছিল ডোরিয়ার ভাতিজি আর আমার বাগ্‌দত্তা স্ত্রী জিয়ান্নার শ্লীলতাহানি করে ডোরিয়ার উপর প্রতিশোধ নিতে। ডোরিয়ার ভাতিজি হওয়ার অপরাধে দ্রাগুতের প্রতিশোধপরায়ণ ও লোভী চোখে জিয়ান্নার একমাত্র স্থান ওর হেরেমের সবচেয়ে নিম্ন কক্ষ।

জেবরার ফাঁদ থেকে দ্রাগুতকে বের হবার পথ দেখানোই ছিল ওর মুক্তিপণ।' শেষের কথাটা একইসঙ্গে পরিতাপ ও কষ্ট মাখা কণ্ঠে বলল প্রসপেরো। 'জিয়ান্নাকে দ্রাগুতের হাতে ছেড়ে দেয়ার মত সাহস বা মনোবল আমার ছিল না। ওই কাজ করতে হলে আমাকে মানুষ না বরং শয়তানের কাছাকাছি কিছু একটা হতে হত। তা আমার দ্বারা সম্ভব ছিল না।'

প্রসপেরোর বক্তব্য ভীষণ নাড়া দিয়ে গেছে আলভারোকে। সে বলল, 'আপনি যা করেছেন তার কারণ হিসেবে এতটুকুই যথেষ্ট।'

তবে প্রিন্সের চেহারায় কোন পরিবর্তন এল না। একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল কেবল সে। বলল, 'অবশ্যই আপনি ডোরিয়ার সঙ্গে শত্রুতাকে সামনে রেখে কাজ করেছেন। বলা চলে ধ্বংস হয়ে গেছে ডোরিয়া। আজ যে অবস্থানে তাকে আপনি নামিয়েছেন ওখান থেকে আর কখনোই উঠে দাঁড়াতে পারবে না সে। লড়াইয়ে না নেমেই ডোরিয়ার যুদ্ধ জিতে যাওয়ার দাবি আর কর্সিকায় দ্রাগুতের চালানো ধ্বংসলীলা, দুটো খবরই সম্রাটকে একসঙ্গে দেব আমি। খবরটা শুনে অবশ্যই ডোরিয়াকে মাটিতে আছড়ে ফেলবে সম্রাট।' তারপর তিক্ত কণ্ঠে সে বলল, 'ডোরিয়াদের সঙ্গে আপনার লম্বা ও তিক্ত লড়াইয়ে শেষ পর্যন্ত জয় আপনারই হয়েছে।'

জবাবে প্রসপেরো বলল, 'কী হয়েছে আমি দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু হিজ হাইনেস দেখতে পাচ্ছেন না যে, যা হয়েছে তা আমার ইচ্ছাকৃত বা কোন কূট পরিকল্পনার ফসল নয়। স্রেফ ঘটনাচক্রে হয়ে গেছে। আমি ওখান থেকে বের হবার সময় চিন্তা করিনি ডোরিয়ার কী হতে পারে।'

'নিশ্চয়ই বলছেন না যে, যা হতে যাচ্ছে তার কিছুই আপনি আঁচ করেননি?' প্রশ্ন করল প্রিন্স।

অনিশ্চিতভাবে কাঁধ ঝাঁকাল প্রসপেরো। 'অত কিছু ভাবতে

BG & MAH

হলে আমার মত সাধারণ মানুষ দিয়ে কাজ হবে না, একজন সন্ন্যাসীকে আমার জায়গায় বসিয়ে দিতে হবে। যা হয়েছে, আমি বলব আমার সর্বনাশ করতে চাওয়ায় ডোরিয়ার উপর নিয়তির প্রতিশোধ। নিয়তি ওর উপর কাব্যিক প্রতিশোধ নিয়েছে।'

ধুম করে টেবিলের উপর কিল বসিয়ে দিল প্রিন্স অভ অরেঞ্জ। রীতিমত ধমকে উঠে বলল, 'শয়তানে নিয়ে যাক আপনার লড়াই আর শত্রুতা! তাকিয়ে দেখুন, আপনাদের দু'জনের লড়াই কোথায় এনে ফেলেছে আমাদেরকে। ঘরবাড়ি হারিয়েছে শতাধিক কর্সিকান, খুন হয়েছে অনেক লোক, ধর্ষণের শিকার হয়েছে বহু নারী, আর কতজনের ভাগ্যে যে আজীবন দাসত্বের শেকল জুটেছে ঈশ্বর ছাড়া কেউ জানে না। ধূলিসাৎ হয়ে গেছে সম্রাটের সমস্ত আশা। যিশুর ক্রুস এখন গড়াগড়ি খাচ্ছে লুটেরাদের পায়ের নিচে। আর আপনি কিনা বলছেন কাব্যিক প্রতিশোধ নিয়েছে নিয়তি। এত সব ক্ষয়ক্ষতির একমাত্র কারণ আপনাদের দু'জনের শত্রুতা, বুঝতে পারছেন?'

'কারো প্রতি শত্রুতার বশবর্তী হয়ে আমি কিছু করিনি। যা করেছি, কেন করেছি, তা আপনিও জানেন। ওখানে শত্রুতার লেশমাত্র ছিল না। আমার দৃষ্টিতে আমি সঠিক কাজটিই করেছি। অবশ্য হিজ হাইনেসের দৃষ্টিতে আমার কাজটা সঠিক মনে না-ও হতে পারে। তবে এখন আপনার হাতে আছি আমি,' বলে থামল প্রসপেরো।

জবাবে গম্ভীর কণ্ঠে প্রিন্স বলল, 'আমাকে গভীরভাবে ভাবতে হবে,' বলে চলে গেল সে।

এই ঘটনার এক ঘণ্টা পার হবারও আগে আবার ডাক পড়ল প্রসপেরোর। এবার অবশ্য আরেকজন অপরিচিত লোকও আছে। ওদের জানানো হলো ওই লোকটি একজন ফ্রেঞ্চ শিপমাস্টার। এই মাত্র নেপলসে ল্যাণ্ড করেছে সে। লোকটা খবর নিয়ে

এসেছে, দুই দিন আগে সার্ডিনিয়ার পশ্চিম উপকূলের শ'খানেক মাইল দূরে অনেকগুলো গ্যালির শক্তিশালী একটা ফ্লিট দেখে এসেছে সে। তার বিশ্বাস ওগুলো কোর্সেয়ার ফ্লিটের গ্যালি।

খবরটা মুষড়ে দিল ভাইসরয়কে। তার ধারণা স্পেনের উপকূলের দিকে এগিয়ে আসছে দ্রাগুতের ফ্লিট। তখন বাস্তবমুখী একটা প্রস্তাব নিয়ে এগিয়ে এল প্রসপেরো। বলল, 'দ্রাগুতের গন্তব্য যা-ই হোক, আফ্রিকার উপকূলে সে পৌঁছনোর আগেই তার উপর আমাদের আক্রমণ করা উচিত।'

ওদিকে প্রসপেরোর কথা শুনে ভাইসরয় প্রায় হুঙ্কার দিয়ে বলল, 'আমাদের হাতে আক্রমণ করার মত অস্ত্রশস্ত্র আছেটা কী? সব নিয়ে জেবরার মুখে বা তার আশপাশে বসে আছে ডোরিয়া। এক সপ্তাহ লাগবে তার কাছে খবর পাঠাতে। আরো এক সপ্তাহ লাগবে ডোরিয়ার ফিরে আসতে। আর এই বিষয়টা দ্রাগুত আমাদের চেয়ে ভালভাবেই বুঝতে পেরেছে বলেই একের পর এক শহর আক্রমণ করে চলেছে সে। এবার তো বুঝতে পেরেছেন কত বড় সর্বনাশ করেছেন আপনি?' প্রসপেরোকে বলল সে।

জবাবে নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে প্রসপেরো বলল, 'আমি ভাবছিলাম, কী করতে হবে সে ব্যাপারে বুঝি আমার কিছু দায়িত্ব আছে।'

'কী করার আছে?' জিজ্ঞেস করল ভাইসরয়।

'অবশ্য আমাকে যদি বিশ্বাসই করা না হয়, তাহলে কী-ই বা বলার থাকে...'

'আমাদের হাতে এই মুহূর্তে যা আছে তা দিয়েই বা কী করা সম্ভব?' হতাশাভরে কথাগুলো বলে ফ্রেঞ্চ শিপমাস্টারের দিকে ফিরে দাঁড়াল প্রিন্স অভ অরেঞ্জ। জিজ্ঞেস করল, 'কোর্সেয়ার ফ্লিটের শক্তি কেমন দেখেছেন?'

'গ্যালি আর গ্যালিয়ট মিলিয়ে সাতাশটা জাহাজ গুনেছি। সেগুলোর বাইশটাই ছিল বিশালাকার ওয়ার গ্যালি।'

প্রসপেরোর দিকে ঘুরে দাঁড়াল প্রিন্স। 'হা, ঈশ্বর! শুনেছেন, প্রসপেরো? আর আপনি যেন কী প্রস্তাব করেছিলেন? হাহ্, আমাদের হাতে মোট গ্যালিই আছে এখন তেরোটা। এই নগণ্য শক্তি নিয়ে কী করবেন বলে ভাবছেন? এই দিয়ে লড়তে গেলে নিজেরা ধ্বংস হওয়া ছাড়া আর কিছুই হবে না।'

জবাবে শীতল কণ্ঠে প্রসপেরো বলল, 'এই শক্তি দিয়েও দ্রাগুতকে একটা শক্ত কামড় দিতে পারি আমরা। তখন নিজের ধ্বংস না চাইলে এদিকে আবার আসার আগে কয়েকবার ভেবে দেখতে বাধ্য হবে সে। এটাকে কি কম পাওয়া বলে মনে হচ্ছে আপনার?'

সশব্দে একবার শ্বাস ফেলল আলভারো। তার দিকে বিরক্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে প্রসপেরোকে প্রিন্স প্রশ্ন করল, 'নিয়াপলিটান ফ্লিট কুরবানি দিতে চাইছেন আপনি?'

'পরিস্থিতি যেহেতু তেমনই গম্ভীর, তাহলে চাইব না কেন? এতে লাভ যে হবে না, তা তো নয়। জরুরি মুহূর্তে এটাও একটা জরুরি রণকৌশল,' বলল প্রসপেরো।

কথাটা প্রিন্সের মাথায় ঢুকেছে। ধীরে ধীরে সে-ও স্বীকার করল, হ্যাঁ, এটা করা যেতে পারে। তারপর শিপমাস্টারকে বিদায় করে দিল সে। অস্বস্তিভরে বলল, 'কিন্তু...এমন একটা কৌশল ব্যবহারের অনুমতি যদি আমি দিই, তারপরেও কথা থেকে যায়। কথা হচ্ছে, ফ্লিটের কমাণ্ড কার হাতে দেব? নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে গিয়ে পড়তে কাকে হুকুম করব আমি?'

প্রসপেরো তখন বলল, 'মৃত্যু যে-কোন সময়ই আসতে পারে। একে এড়ানো কারো পক্ষেই সম্ভব না।'

ওর কথায় সায় দিয়ে মাথা ঝাঁকাল আলভারো। বলল, 'যুদ্ধে নামলে অনেক ঘটনাই ঘটতে পারে। আগে থেকে কিছু বলা সম্ভব না।'

বইঘর.কম

উঠে দাঁড়াল প্রসপেরো। গাম্ভীর্যের সঙ্গে বলল, 'কমাণ্ড আমার হাতে তুলে দিন। এতে অন্তত আপনার দৃষ্টিতে আমার কৃত "অপকর্মের" কিছুটা হলেও প্রায়শ্চিত্ত হবে।'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল প্রিন্স। বলল, 'আপনাকে খুব আত্মবিশ্বাসী মনে হচ্ছে, স্যর প্রসপেরো।'

'আমার কাজের দায় থেকে দায়িত্বটা নিতে চাইছি। হিজ হাইনেস বলছেন, এদিকে দ্রাগুতের আসতে পারাটা আমার কৃতকর্মের ফল। তাহলে ওই ক্ষতি যতটা সম্ভব পূরণ করার চেষ্টা করাও আমার দায়িত্ব,' বলল প্রসপেরো।

চেয়ারে বসে হাতে মাথা রাখল প্রিন্স। কিছুক্ষণ চিন্তা করার পর আলভারোর দিকে তাকাল সে। বলল, 'আপনি কী বলেন, আলভারো? সর্বোপরি, নিয়াপলিটান ফ্লিটের কমাণ্ডার এখন আপনি।'

অত্যন্ত ভদ্রতাভরে ডন বলল, 'যেহেতু ডন প্রসপেরো ফিরে এসেছে, তাই আমি আর এই ফ্লিটের কমাণ্ডার নই। ফ্লিটের অর্ধেক গ্যালিই মেসার প্রসপেরোর নিজের সম্পত্তি। ওগুলো ধ্বংস হবার ঝুঁকিও সে নিচ্ছে। তবে হিজ হাইনেস অনুমতি দিলে এই অভিযানে গর্বের সঙ্গে ডন প্রসপেরোর সঙ্গী হব আমি।'

'আপনিও একই কথা বলছেন?' বিশ্বাস করতে পারছে না যেন প্রিন্স অভ অরেঞ্জ।

'অনেক, অনেক সম্মান নিয়ে ফিরব আমরা। আপনার সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পেয়ে গর্বিত বোধ করছি, মেসার প্রসপেরো,' বলল আলভারো।

জবাবে আলভারোকে প্রসপেরো বলল, 'আমার চেয়ে বেশি গর্বিত আপনি নন। কারণ আপনার সঙ্গে কাজ করা আর আপনার পরামর্শ পাবার সৌভাগ্য পেয়েছি আমি।'

ওদেরকে এমন আত্মবিশ্বাসী দেখে দ্বিধাগ্রস্ত প্রিন্সের তিক্ত হয়ে

BG & MAH

থাকা মেজাজ আরো তেতো হয়ে গেল। 'দু'জনেই একমত? বাহ্, খুব ভাল! কিন্তু আমাকে আরো ভাবতে হবে। কারণ আপনাদের বাজির পরিমাণ বিশাল।'

'নষ্ট করার মত একমুহূর্তও সময় নেই, হাইনেস। কারণ একমুহূর্ত সময় নষ্ট করা মানে আত্মসমর্পণের দিকে এক কদম এগিয়ে যাওয়া। আজকের মত আর কখনো এত দ্রুত সিদ্ধান্ত দেয়ার মত পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়নি, মাই লর্ড। এদিকে আমরা ভেবে সময় নষ্ট করব আর ওদিকে প্রতিমুহূর্তে আমাদের দিকে এগিয়ে আসতে থাকবে দ্রাগুত। আজই জাহাজ ভাসাতে হবে, এতে ভাবাভাবির কিছু নেই।'

আলভারোর বক্তব্যে প্রসপেরো এমন জোরালো সমর্থন দিল যে, ভাইসরয়ের কথা আর হালে পানি পেল না। এরপরই ওরা বেরিয়ে গেল যথাযথ প্রস্তুতি নেয়ার কাজে। জাহাজে লোক-লস্কর, পর্যাপ্ত সাপ্লাই ও গোলা-বারুদের মজুত তোলা হলো অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে। ঠিক হলো সেদিন বিকেলেই স্ট্রেইট অভ বোনিফেসের উদ্দেশে উত্তর-পশ্চিমমুখী কোর্সে রওনা হবে নিয়াপলিটান ফ্লিট।

প্রিন্স অভ অরেঞ্জ ও তার বোন কাউন্টেস অভ নাসাউ-এর জিম্মায় আছে জিয়ান্না। কাউন্টেসের সঙ্গে একটা রাজকীয় অ্যাপার্টমেন্ট দেয়া হয়েছে ওকে। এই অ্যাপার্টমেন্টে আগে বাস করত ডেল ভাস্টো।

বিদায় নেয়ার জন্য জিয়ান্নার সঙ্গে দেখা করতে ওখানেই গেল প্রসপেরো। কথাবার্তার এক পর্যায়ে জিয়ান্না বলল, 'অনেক বড় বিপদের মুখে যাচ্ছ তুমি।'

'হ্যাঁ, তবে বিপদের মুখোমুখি হওয়া আমার জন্য নতুন কিছু নয়,' বলল প্রসপেরো।

কাতরে উঠল জিয়ান্না। বলল, 'কিন্তু আগে কখনো এমন

ভয়াবহ ঝুঁকি মাথায় নিয়ে কাজে নামোনি তুমি। দ্রাগুতের নতুন ফ্লিটের শক্তির কথা আমিও শুনেছি। সম্ভব হলে তোমাকে যেতে দিতাম না। কিন্তু আমিও মেনে নিয়েছি, তা সম্ভব নয়। পরিস্থিতির কারণে আমাদের দু'জনকেই মেনে নিতে হচ্ছে সব।' জিয়ান্নার চেহারা থেকে নির্লিপ্ততার মুখোশটা একটু আলগা হয়ে গেল। 'তোমার প্রতিশোধের আগুন আজ আমাদের কোথায় নিয়ে এসেছে দেখতে পাচ্ছ? আন্দ্রের ধ্বংস দেখার শপথ করেছিলে তুমি। কিন্তু তার প্রতিক্রিয়া আজ আমাদেরও সইতে হচ্ছে।'

প্রিন্সকে যা বলেছিল জিয়ান্নাকেও তা-ই বলল প্রসপেরো। 'ডোরিয়া পরিস্থিতির শিকার। আমি পরিকল্পনা করে তার বিরুদ্ধে কিছুই করিনি।'

'কিন্তু যা হয়েছে তা কি তুমি ফেরাতে পারবে, প্রসপেরো?'

'যা হয়ে গেছে তা কারো পক্ষেই ফেরানো সম্ভব নয়। তবে সুযোগ পেলে ডোরিয়ার সঙ্গে আবার সন্ধি করার চেষ্টা করব আমি।'

'অনেক দেরি হয়ে গেছে, প্রিয়। এখন যা করতে যাচ্ছ সেটাই করার মত একমাত্র কাজ। যদিও খুব ভয় হচ্ছে যে হয়তো তোমাকে চিরতরে হারাব, তবুও এই অভিযানে আপত্তি করব না। কারণ এই অভিযানের মাধ্যমেই হয়তো আগের কাজটার দায়মুক্তি পাবে তুমি।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে প্রসপেরো বলল, 'দায়মুক্তি পাব কিনা তা ভবিষ্যতেই জানা যাবে। এটা আমার ইচ্ছার উপর নির্ভর করছে না। যা করতে যাচ্ছি তাতে হয়তো আমার হৃত সম্মান খানিকটা ফিরে পাব। নইলে তার চেয়েও বড় কিছু হারাতে হতে পারে।'

'এখন হারানোর মত আর আছেটা কী?'

'তুমি, জিয়ান্না। তোমাকে হারাতে হতে পারে।'

BG & MAH

একটু হাসল জিয়ান্না। বলল, 'তোমার কি ধারণা যে, অন্যরা তোমাকে নিয়ে কী বলল আমি তার পরোয়া করি? আমার চোখে কখনোই তুমি অসম্মানের পাত্র না। যা-ই ঘটুক, যতদিন পরেই তুমি আসো না কেন, আমি তোমার অপেক্ষায় থাকব।'

ওকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরল প্রসপেরো। বলল, 'সাহসী মেয়ে। খুব শীঘ্রিই ফিরব আমি। বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে, তোমার উপর আমার দাবি প্রতিষ্ঠা করতে আসব। আমার সবকিছু বাজি ধরেছি। এখন আমাকে জেতার জন্যই খেলতে হবে। এই খেলায় আমার হারার সুযোগ নেই।'

'কিন্তু তুমি যদি...' আর বলতে পারল না জিয়ান্না। কারণ প্রসপেরো ওর মুখের কথা কেড়ে নিয়েছে। ও বলল, 'যদি আমি ফিরে না...নাহ্ এই বিষয়টা নিয়ে আমরা ভাবব না। আমি জিততে না পারলে ধরে নেব আমি তোমার উপযুক্ত নই।'

কিন্তু এসব মন ভোলানো কথায় ভুলবার পাত্রী জিয়ান্না নয়। প্রসপেরো যখন বলেছিল যে ও সবকিছু বাজির পাল্লায় তুলে দিয়েছে, তখনই জিয়ান্না বুঝেছিল যে, ফিরতে না পারার কথাই বুঝিয়েছে প্রসপেরো।

জিয়ান্না জানে, আজই হয়তো শেষবারের মত দেখছে ওর খুব প্রিয় এই মানুষটাকে। জোর করে কান্না ঠেকিয়ে রেখেছে জিয়ান্না। গম্ভীর হয়ে আছে ওর চেহারা। বলল, 'তোমাকে নিয়ে আজকের চেয়ে বেশি গর্বিত আর কখনো হইনি, প্রসপেরো। তুমি ফিরে না আসা পর্যন্ত আমি প্রার্থনা থেকে উঠব না।'

'প্রার্থনার চেয়ে শক্তিশালী আর কোন ঢাল নেই। আমি তোমার প্রার্থনায় বিশ্বাস রাখছি। তুমিও আমার জন্য সৌভাগ্য প্রার্থনা কোরো,' বলল প্রসপেরো। তারপর শেষবারের মত জিয়ান্নাকে জড়িয়ে ধরল প্রসপেরো। পরমুহূর্তেই এমনভাবে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল যেন মামুলি একটা কাজে বাইরে যাচ্ছে।

বইঘর.কম

একটু পরই আবার ফিরে আসবে ও।

সূর্য অস্ত যাচ্ছে। মাল্লাদের দাঁড়ের টানে পসিলিপোর হেডল্যাণ্ডের পাশ ঘেঁষে এগিয়ে যাচ্ছে ছোট্ট নিয়াপলিটান ফ্লিট। অত্যন্ত বিষণ্ন মনে ক্যাপিটানার টিবারনাকলে বসে আছে প্রসপেরো। জিয়ান্নার সঙ্গে দেখা করার সময় যে আত্মবিশ্বাস ও দেখিয়েছিল তার কিছুই এখন আর ওর ভিতর অবশিষ্ট নেই। ওখানে জায়গা নিয়েছে বিষণ্নতা আর তিক্ততা।

জিয়ান্নার কাছ থেকে বিদায় নেয়ার সময়টার কথা ভাবছে প্রসপেরো। ও খুব ভালভাবেই জানে বিরাট কোন অলৌকিক ঘটনা না ঘটলে জীবিত ফিরে আসার বা জিয়ান্নাকে আবার দেখতে পাবার কোন সম্ভাবনা ওর নেই।

ভারী পদক্ষেপের শব্দ কানে এল প্রসপেরোর। পরক্ষণেই টিবারনাকলের প্রবেশমুখে দেখা দিল আলভারোর বিশাল শরীর। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আলভারোকে ও বলল, 'সৈনিকের জীবনে প্রেম থাকা উচিত নয়। কারণ তখন জীবনটাকে খুব কাঙ্ক্ষিত মনে হয়। তখন আর সহজে ঝুঁকি নিয়ে কাজ করা যায় না,' বলল প্রসপেরো।

জবাবে আলভারো বলল, 'কিন্তু প্রেম একজন সৈনিকের মন এমন শক্তিশালী করে তোলে যে ফিরে আসার জন্য সবকিছুর বিরুদ্ধে লড়তে পারে সে। পথ চলতে গিয়ে এই শিক্ষাই পেয়েছি আমি। আর আমার মনে হয়, এই শিক্ষাটাই মেসার দ্রাগুতকে দিতে যাচ্ছেন আপনি। প্রিন্স হয়তো ভাবছেন আমাদেরকে আত্মহত্যার অনুমতি দিয়েছেন তিনি। কিন্তু আমি জানি, ডন প্রসপেরো, সফলতার পথে চলেছি আমরা।'

একত্রিশ

মার্স আলটর

সোমবার সারাদিন অবিশ্রান্তভাবে দাঁড় বেয়ে চলল দাঁড়িরা। ক্যাপিটানা প্রসপেরাকে সবার পিছনে রেখে এক সারিতে পানি কেটে এগিয়ে চলেছে ফ্লিট। ক্যাপিটানার সামনে রয়েছে অত্যন্ত ভারী অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত একটা আন্দালুসিয়ান গ্যালিয়ন। ভাসমান একটা দুর্গ বলা যায় এটাকে। চারটা গ্যালি টেনে নিয়ে চলেছে এটাকে। প্রিন্স অভ অরেঞ্জের সঙ্গে রীতিমত তর্ক-বিতর্ক করে অত্যন্ত ভারী এই গ্যালিয়নটা ফ্লিটের সঙ্গে যুক্ত করেছে প্রসপেরো। প্রিন্স প্রথমে রাজি হতে চায়নি। কারণ, এই ভীমকায় জাহাজটা দ্রুত নড়তে পারে না। প্রিন্স এই যুক্তি দিয়েই বলেছিল, যদি এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় যে লেজ গুটিয়ে পালানো দরকার, তখন অনুকূল বাতাসের সহায়তা না পেলে এই জাহাজটা কেবল দেরিই করিয়ে দেবে।

কিন্তু প্রসপেরোর মাথায় তখন একটাই চিন্তা, যদি অতগুলো গ্যালির বিরুদ্ধে সত্যিই লড়তে হয় তাহলে নিজের পাল্লা যতটা সম্ভব ভারী করতেই হবে। নইলে লড়াই থেকে ফিরতে হবে না। কাজেই প্রিন্সের সামনে ও তুলে ধরল রাউণ্ডশিপ চালানোয় কারবাজালের দক্ষতার কথা। এবং কারবাজালও ওকে সমর্থন দিয়ে বলল এই গ্যালিয়নটা দরকারের সময় তিনটা গ্যালির সমান লড়তে পারবে। ফলে অনিচ্ছা থাকলেও ভাসমান দুর্গ 'ইমাকুলাটা'

নামের গ্যালিয়ন দিতে রাজি হলো প্রিন্স। প্রয়োজনীয় লোক-লস্করও সরবরাহ করল। দ্রাগুতের কাছ থেকে পাওয়া তুর্কি গ্যালিটাকেও ফ্লিটে নিয়ে নিল প্রসপেরো। চুক্তিভুক্ত বোনেভোগলেদের নেয়া হলো এর মাল্লা আর নাবিক হিসেবে। এখন ওরা দাঁড় বাইছে বটে, কিন্তু দরকারের সময় দাঁড় ফেলে আরাকুইবাস আর ক্রসবো তুলে নিতে একটুও দেরি করবে না। প্রসপেরোর ইচ্ছানুযায়ী ফ্লিটে মুসলিম আর খ্রিস্টান দাঁড়িদের আলাদা আলাদাভাবে গ্যালিতে তোলা হয়েছে। এদের ভাগ করা হলে দেখা গেল আসাদ সহ ফ্লিটের পাঁচটা গ্যালিতেই উঠেছে খ্রিস্টান দাসেরা। এদের কেউ যুদ্ধবন্দি, কেউ ধর্মদ্রোহী, ইহুদি বা অপরিচিত ধর্মাবলম্বী। এদের অনেককে রোমের হোলি অফিস থেকে শাস্তি হিসেবে দাঁড় বাইতে পাঠানো হয়েছে। এরা ছাড়াও ইটালি আর স্পেন থেকে আসা সাধারণ কিছু অপরাধীও আছে। অপরাধের শাস্তি হিসেবে নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত ওদেরকে জাহাজের দাঁড় বাইতে হবে। মুসলিম ব্যতীত এসকল দাস কাম মাল্লাদের জানিয়ে দেয়া হয়েছে, যুদ্ধ শুরু হলে ওদেরকে শেকলমুক্ত করে হাতে অস্ত্র তুলে দেয়া হবে। জান বাজি রেখে লড়াইয়ে নামতে হবে সবাইকে। এবং লড়াই থেকে যারা জীবিত ফিরবে, পুরস্কার হিসেবে বন্দরে পৌঁছে তাদের সবাইকে দাসত্বের কঠিন শৃঙ্খল থেকে মুক্তি দেয়া হবে।

খবরটা ভীষণ ইতিবাচকভাবে নিয়েছে দাসেরা। এখন ওরা জান বাঁচানোর জন্য লড়বে না, বরং স্বাধীনতা পাওয়ার জন্য জীবন দিয়ে দেবে। আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে, এতে করে এক লাফে নিয়াপলিটান ফ্লিটের সৈন্যসংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হয়ে গেছে।

পরদিন সকাল। একদম কাঁচের মত শান্ত হয়ে আছে সাগরের জল। বাতাস না থাকায় এক ইঞ্চিও আগে বাড়ছে না ফ্লিট। ওদিকে সারা রাত ধরে একাধারে দাঁড় বেয়েছে দাঁড়িরা। ওদের

BG & MAH

ক্লান্ত শরীর আর চলছে না। আধ ঘণ্টার ভিতর ওদেরকে সরিয়ে দিয়ে দাঁড় বাইতে বসবে নতুন একদল দাস। ওই দলের দাসেরা বিশ্রাম পেয়েছে। তাই খুব একটা ক্লান্ত নয়। কিন্তু তারপরও ওদের কাছ থেকেও খুব বেশি কিছু আশা করা যায় না। কারণ ওয়ার্ডেনরা বর্তমান পরিস্থিতির গুরুত্ব জানে। তাই দাসদের দিয়ে ওরা প্রতি মিনিটে চব্বিশবার দাঁড় টানাচ্ছে। এটাই ওদের দাঁড় টানার সর্বোচ্চ ক্ষমতা।

পুপ কেবিন থেকে দাসদের বেঞ্চের দিকে তাকিয়ে আছে প্রসপেরো। ব্যাপারটা চোখে পড়ল এক ওয়ার্ডেনের। কাজ দেখাতে গিয়ে দাসদের পিঠে মারার জন্য চাবুক তুলল সে। সঙ্গে সঙ্গেই চিৎকার করে লোকটাকে থামার হুকুম করল প্রসপেরো। বলল, 'থামো। এরা যন্ত্র নয়, ক্লান্ত পরিশ্রান্ত একদল মানুষ। চাবুক নয়, ওয়াইন দাও ওদের।'

ওয়াইন সরবরাহ করা হলো। বেঞ্চ থেকে বেঞ্চে ঘুরতে থাকল কাপ। কৃতজ্ঞ চিত্তে কাপে চুমুক দিল ক্লান্ত দাসরা। আর ঠিক তখনি পুব থেকে এল হাওয়ার দমক। এ যেন প্রসপেরোর মানবিক আচরণের পুরস্কার হিসেবে খোদ ঈশ্বরের পাঠানো উপহার।

অভিজ্ঞ নাবিক মাত্রই জানে, লেভান্তে থেকে আসা এই বায়ুপ্রবাহকে বলে হারবিঞ্জার। অস্থিরমতি কিন্তু স্থায়ী এই বাতাস প্রবাহ। জাহাজের মাস্তুলে তুলে দেয়া হলো ত্রিকোনাকার পাল, এখন একটু ঘুমিয়ে বিশ্রাম নিতে পারবে পরিশ্রান্ত দাঁড়িরা।

সকালের পর থেকে বাতাসের গতি ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকল। শেষে এমন অবস্থা হলো যে প্রতিটা ঢেউ কাটার সময় ফোয়ারার মত পানি ছিটাতে শুরু করল প্রসপেরার বো। মানে ভয়াবহ গতি। কিন্তু তবুও পাল নামাতে বা গতি কমাতে রাজি হলো না প্রসপেরো। একইভাবে ক্যাপিটানাকে অনুসরণ করতে

বাধ্য হলো ফ্লিটের অন্য জাহাজগুলোও। এখন সম্পূর্ণ ভিন্ন ফর্মেশন তৈরি করে এগুতে শুরু করেছে ফ্লিট। পাশাপাশি চলছে জাহাজগুলো। দলের মাঝখানে আছে ক্যাপিটানা প্রসপেরো। আর গ্যালিয়নটা আছে সর্ব ডানপ্রান্তে। পালে পর্যাপ্ত বাতাস পেয়ে নিজে নিজেই চলছে এখন গ্যালিয়ন ইমাকুলাটা। তবে এটার সবগুলো মাস্তুলে এখনো পাল তোলা হয়নি। তুললে ফ্লিট ছেড়ে এর এগিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। বিকেল নাগাদ মূল ভূখণ্ড নজরে এল। স্ট্রেইট অভ বোনিফেসে প্রবেশ করছে ফ্লিট। ক্যাপিটানার টিবারনাকলে খেতে বসেছে প্রসপেরো। সঙ্গে কারবাজাল আর ওর সেকেণ্ড-ইন-কমাণ্ড জেনোয়ার বাসিন্দা আদ্রিয়ানো আলোরি। ফ্লিটের গতি এখন মোটামুটি ঘণ্টা প্রতি তিন থেকে চার লিগ।

কেপ ফেরো ছাড়িয়ে যাওয়ার সময় একটা ফ্রেঞ্চ ব্রিগেণ্টাইনের সঙ্গে কথা হয় ওদের। ফ্রেঞ্চ ক্যাপ্টেন ওদেরকে জানায় যে দুই দিন আগে মিনোরকার মাইল পঞ্চাশেক পুবে কোর্সেয়ার ফ্লিটের দেখা পেয়েছে সে। তখনও ওই ফ্লিট পশ্চিম দিকে চলছিল। তখন আলভারো আর প্রসপেরো, দু'জনেই বুঝে নেয় দ্রাগুতের গন্তব্য অবশ্যই বেলিয়ারিক দ্বীপপুঞ্জ।

আলভারো বলল, 'স্পেনের দোরগোড়ায় আক্রমণ করতে যাচ্ছে দ্রাগুত। অথচ বাধা দেয়া দূর, ওর ধারে-কাছেও এখনও কেউ আমরা নেই। সম্রাটের কানে খবরটা যখন যাবে, ডোরিয়াকে যেন ঈশ্বর রক্ষা করে।'

কায়মনোবাক্যে ঈশ্বরের কাছে প্রসপেরো প্রার্থনা করে যাচ্ছে যাতে বাতাসটা পড়ে না যায়। তাতে যদি-বা দ্বীপ রক্ষা করতে না-ও পারে অন্তত প্রতিশোধ নিতে পারবে। ঈশ্বর যেন প্রসপেরোর প্রার্থনা শুনল। বাতাস শুধু যে রইল তা-ই নয় বরং দিনভর বাতাসের গতি বেড়েই চলল। কিন্তু এমন ভয়াবহ গতি ওঠার পরও একটা পাল নামাতেও রাজি হলো না প্রসপেরো। ওই

প্রবল বাতাসের মুখেও সবগুলো পাল তুলে ঝড়ের গতিতে ফ্লিট নিয়ে এগিয়ে চলল ও। রাত নামার পর বাতাসের তোড় কমে এল। ধীর গতিতে বইতে থাকল বাতাস। সঙ্গে সঙ্গেই দাঁড় নামানো হলো, যাতে ধীর গতির বাতাসের সঙ্গে দাঁড়ের শক্তিতেও এগিয়ে যাওয়ার গতি ধরে রাখা যায়। পুরো রাত ধরে এভাবেই পশ্চিমমুখী কোর্সে এগিয়ে চলল ওরা। পরদিন সকালে আবার বাতাস উঠল। প্রসপেরোর দমে যাওয়া মন বাতাসের গতি দেখে আবার চাঙা হয়ে উঠল। গতকালের মতই আবার গতির ঝড় তুলে ভীষণ বিপজ্জনকভাবে ছুটতে থাকল নিয়াপলিটান ফ্লিট।

শেষ বিকেল নাগাদ দেখা গেল পশ্চিমাকাশে মেঘ জমতে শুরু করেছে। সন্ধ্যার একটু আগে দিয়ে সাগরে ঢেউয়ের দোলায় দুলতে থাকা কিছু একটা দেখা গেল। স্বভাবতই একটা নৌকা সেটা। পাল তুলে ওটার উদ্দেশে রওনা হয়ে গেল ইমাকুলাটা। সন্ধ্যা নাগাদ নৌকাটাকে বেঁধে টো করে নিয়ে এল ইমাকুলাটা। পাঁচ ক্রু-অলা ফেলুকা টাইপের মাছ ধরা নৌকা ওটা। মিনোরকা থেকে স্পেনের দিকে পাড়ি দেয়ার চেষ্টা করছিল নৌকাটা। নৌকার মালিক যে গল্পটা শোনাল তাতে চুল খাড়া হয়ে গেল সবার।

কাতালান টানে কথা বলছে লোকটা। ভাষাটা প্রসপেরোর জানা নেই। তবে সৌভাগ্যবশত কারবাজালের জানা আছে এই ভাষা। দুই দিন আগে সারাসেন (মানে মুসলিম) ফ্লিট কীভাবে পালমা ডি মালোরকার উপর হিংস্র শ্বাপদের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে তার রোমহর্ষক বর্ণনা দিল ফেলুকার মালিক।

পুরো ছত্রিশ ঘণ্টা ধরে পালমায় তাণ্ডব চালায় সারাসেনরা। শেষে ওরা যখন চলে যায় স্রেফ নরকের মত চেহারা নিয়েছে পুরো শহর। বন্দরে থাকা প্রতিটা জাহাজ হয় ডুবিয়ে দিয়েছে নয়তো তাতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে ওরা। বার্সেলোনা থেকে

আসা দুটি গ্যালিয়নেরও একই দশা করেছে। বন্দরে হামলা করে প্রথমেই তারা দুর্গ দখল করে নেয়। তারপর বন্দি করে গ্যারিসনের সবাইকে। পরে তাদের সবাইকেই নৃশংসভাবে হত্যা করেছে সারাসেনরা। এরপর ধীরে সুস্থে হামলা চালায় শহরে। ক্যাথেড্রালের যেখানে যত স্বর্ণ আর রৌপ্যের তৈরি যা কিছু পেয়েছে লুটে নিয়েছে। খুন করেছে বিশপকে আর রীতিমত ধ্বংস করে দিয়ে গেছে এপিসকোপাল প্রাসাদ। পুরো একটা দিন আর একটা রাত ধরে শহরময় লুটপাট চালিয়েছে ওরা। যারাই ওদের বাধা দিতে গেছে নির্বিচারে খুন করেছে তাদের। সবশেষে গণহত্যা আর গণধর্ষণ শেষে ওদের অভিশপ্ত জাহাজে তুলে নিয়ে গেছে হাজারখানেক তরুণ-তরুণীকে। এরপর মিনোরকার দিকে রওনা হয়ে গেছে ওরা। সন্দেহ নেই পালোরমার ভাগ্য বরণ করতে হবে মিনোরকাবাসীদেরও।

যারা পালমা থেকে খোলা নৌকায় করে পালাতে পেরেছে তারা এই খবরগুলো মিনোরকাবাসীদের কাছে নিয়ে এসেছে। ফেলুকার মালিকও মিনোরকার অধিবাসী। সারাসেন ফ্লিট অ্যাহন বন্দরের কাছাকাছি আসতেই মরিয়া হয়ে বার্সেলোনার দিকে রওনা হয়েছিল সে, যাতে ওখান থেকে কোন সহায়তা আনতে পারে। সারাসেনদের যদি বাধা দেয়া না-ও যায়, স্প্যানিশরা যেন অন্তত এই হতভাগাদের হয়ে প্রতিশোধ নিতে পারে। ঈশ্বর আর সন্ন্যাসীদের ধন্যবাদ দিয়ে সে বলল যে অপ্রত্যাশিতভাবে এই ফ্লিটের দেখা পেয়ে গেছে। নিশ্চয়ই ঈশ্বর পাঠিয়েছেন তাদের। প্রসপেরোদের সতর্ক করে দিয়ে সে বলল সারাসেন ফ্লিট খুবই শক্তিশালী। ওদের অন্তত দ্বিগুণ হবে ওরা সংখ্যায়। তবে তার বিশ্বাস, ঈশ্বর ওদের সঙ্গে আছেন, নয়তো ঠিক সময়মত এখানে কীভাবে ওরা উদয় হলো। কাজেই শয়তান সারাসেনদের সংখ্যা যা-ই হোক, জয় ওদেরই হবে।

'আমরাও একই প্রার্থনা করি,' লোকটার সুরে সুর মিলিয়ে বলল প্রসপেরো। রাগে ওর সারা শরীর কাঁপছে। সঙ্গে সঙ্গেই হুকুম করল সবগুলো পাল তুলে যেন রওনা হয় ফ্লিট। হলোও তাই। কিন্তু গতদিনের মতই সন্ধ্যায় পড়ে গেল বাতাসের গতি। শান্ত গতিতে বইতে থাকল বাতাস।

আলভারো আর আলোরিকে নিয়ে জরুরি সভা ডাকল প্রসপেরো। এলাকাটা আলোরির পরিচিত। সে জানাল দ্বীপটার উত্তরদিকে একটা পেনিনসুলা আছে। আর শহরটা বেশ উঁচু জায়গায় অবস্থিত। বেশ ভাল প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাও আছে এর। আচমকা আক্রমণ করে নগর দখল করা সম্ভব। তবে পালমা আক্রমণের খবর মিনোরকায় যেহেতু আগেই পৌঁছেছে, তাই হঠাৎ আক্রমণ করে ওদের বেসামাল করে দেয়ার সুযোগ এখন আর দ্রাগুতের নেই।

তখন একটা প্রস্তাব করল কারবাজাল। বলল দ্বীপের উত্তরদিকে সবার অজান্তে ল্যাণ্ড করা যায়। তারপর দ্বীপে দ্রাগুতের ল্যাণ্ড করার অপেক্ষায় থাকবে ওরা। মুসলিম বাহিনী দ্বীপে নামা মাত্রই আক্রমণে যাবে নিয়াপলিটান ফ্লিট। আচমকা আক্রমণ করে শত্রুপক্ষকে টালমাটাল করে দেয়ার সুযোগও থাকবে তাতে। আরেকটা ব্যাপারও মাথায় রাখতে বলল যে, দ্রাগুত আরো সাপ্লাই জোগাড় করার আগ পর্যন্ত তার আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদের সংখ্যাও এখন কম থাকতে বাধ্য।

কিন্তু আলভারোর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল প্রসপেরো। কারণ হিসেবে বলল দ্রাগুতকে ল্যাণ্ড করার সময় দিলে পালমায় যা ঘটেছে পোর্ট অ্যাহনেও তা-ই ঘটবে। ও বলল, 'আমাদের প্রথম দায়িত্ব শহরটাকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা।'

তখন ডন বলল, 'হ্যাঁ, তা-ই। কিন্তু, "যদি" সেটা আমাদের দ্বারা সম্ভব হয় তাহলেই। কিন্তু আদৌ কি আমাদের পক্ষে এখন

শহরটাকে রক্ষা করা সম্ভব?'

'আমাদের কিছু বাড়তি সুবিধা আছে। প্রথমত, এখানে কেউ আমাদের আশা করছে না। দ্বিতীয়ত, এখন রাত। এই সময় এগিয়ে গেলে কারো চোখে ধরা পড়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে কম,' বলল প্রসপেরো।

'কিন্তু প্রণালীর প্রবেশমুখে অবশ্যই পাহারাদার রাখবে দ্রাগুত। তাদের এড়ানো কি সম্ভব?' প্রশ্ন করল কারবাজাল।

জবাবে প্রসপেরো বলল, 'তারপরও ভিতরে ঢোকার আগ পর্যন্ত ওরা আমাদের দেখতে পাবে না। আর পেলেও অনেক দেরি হয়ে যাবে। একটা বিষয় আপনি ঠিকই বলেছেন, দ্রাগুতের হাতে গানপাউডার এখন কমই আছে। এটাও আমাদের পক্ষে যাবে। ওর সঙ্গে ক্লোজ-কোয়ার্টার যুদ্ধ (সম্মুখ যুদ্ধ) এড়িয়ে যাব আমরা।'

তখন কথা বলল আলোরি। বলল, 'এই ব্যাপারটা খোলা সাগরের জন্য বেশি উপযুক্ত। কিন্তু এখানে জায়গা কম। অল্প পানিতে এমন লড়াই হলে বিপরীত প্রভাবে পড়ব আমরা।'

'ঠিকই বলেছেন। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে খোলা সাগরে লড়তে গেলে এলিমেন্ট অভ সারপ্রাইজ হারাচ্ছি আমরা,' বলতে বলতে চিন্তিত ভঙ্গিতে কেবিনের এমাথা-ওমাথা পর্যন্ত পায়চারি করতে লাগল প্রসপেরো। সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না ও। আলভারো বলল, 'সবগুলো পথই ঝুঁকিপূর্ণ। ভাবার বিষয় হচ্ছে কোনটায় ঝুঁকি সবচেয়ে কম।'

ফিরে এসে চেয়ারে বসল প্রসপেরো। চার্টের উপর নজর বোলাতে শুরু করল ও। শেষে সিদ্ধান্ত নিল সবাইকে নিয়ে কথা বলতে হবে। কারণ ওর মাথায় একটা পরিকল্পনা উঁকি দিতে শুরু করেছে। পুরো স্কোয়াড্রনকে তিন ভাগে ভাগ করবে। প্রত্যেক ডিভিশনের একজন কমাণ্ডার থাকবে। আলভারোকে নিতে হবে

ইমাকুলাটার দায়িত্ব। নিজের তিনজন সেরা ক্যাপ্টেনকে ডেকে আনাল ও। সেইসঙ্গে হুকুম দিল কোন গ্যালিতেই যেন আলো জ্বালানো না হয়। এবং গ্যালিগুলো যতটা সম্ভব পরস্পরের কাছাকাছি থাকার চেষ্টা করবে।

প্রসপেরোর ডাক পাওয়া তিন ক্যাপ্টেন হচ্ছে আলোরি; সে ইতিমধ্যেই ওদের সঙ্গে আছে, ক্যাপরানিকা নামের একজন জেনোয়িস ক্যাপ্টেন আর অপরজন নিয়াপলিটানের বাসিন্দা সার্ডি। প্রসিডার লড়াইয়ে প্রসপেরোর একটা গ্যালির কমাণ্ডে ছিল এই সার্ডি।

দ্বীপের সঙ্গে পাঁচ মাইল দূরত্ব বজায় রেখেছে প্রসপেরোর ফ্লিট। সাগরের মৃদু স্রোতের সঙ্গে ভেসে আগামী পাঁচ থেকে ছয় ঘণ্টার মধ্যে মিনোরকার প্রবেশমুখের কাছে পৌঁছে যাবে ওরা।

ওদের এক ঘণ্টার আলাপ-আলোচনা পুরোপুরি নিষ্ফল প্রমাণিত হলো। একের পর পরিকল্পনা এল, কোন না কোন খুঁতের কারণে সেটা বাতিল করতে বাধ্য হলো সবাই। শেষে মনে হতে লাগল আলভারোর প্রস্তাবটাই বুঝি সবচেয়ে বেশি কার্যকর। তাই সব বাদ দিয়ে ওদিকেই যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল প্রসপেরো। কিন্তু কথাবার্তায় যে সময়টুকু নষ্ট হয়েছে সেটা নিয়েও চিন্তিত হয়ে পড়েছে ও। তারপরও উত্তরে গালফ অভ আনফোর্স-এর দিকে রওনা হতে হুকুম করল। আর কৌশলগত সিদ্ধান্ত নেয়া আপাতত স্থগিত রেখে ক্যাপ্টেনদেরকে যার-যার ডিভিশনের কমাণ্ড নিতে বলল ও। সেইসঙ্গে জানিয়ে দিল, কখন কী করতে হবে, সেই বিষয়ে যথাসময়ে তাদের কাছে হুকুম পাঠানো হবে।

সার্ডি আর ক্যাপরানিকা—দু'জনকেই পাঁচটা করে গ্যালির কমাণ্ড দেয়া হয়েছে। ওরা চলে যাওয়ার পর কীভাবে কী করবে তা নিয়ে ভাবতে শুরু করল প্রসপেরো। পরের আরো প্রায় এক ঘণ্টা গ্যাং ডেকের উপর পায়চারি করে বেড়াল ও।

বইঘর.কম

গ্যাং ডেকের মাঝ বরাবর এক ডেক নিচেই জাহাজের রান্নাঘর। ওখানে বসে এক গোলন্দাজের সঙ্গে ফিসফিসিয়ে কথা বলছে কুক। ভেসে আসছে গ্যাং ডেকের নিচে ঘুমন্ত দাসদের ভারী শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ। কামানগুলোর সামনে থেকে কাঠের পাল্লা তুলে রাখা হয়েছে। যদি আচম্বিতে লড়াই বেঁধে যায় সেজন্য আগে থেকেই প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছে গানাররা। আরাকুইবাসিয়াররাও প্রস্তুত হয়ে বসে আছে তাঁদের আরাকুইবাস নিয়ে। পালা করে ডিউটি দিচ্ছে তারা। ওদের ফিসিফিসানিও শোনা যাচ্ছে।

এত কিছু ঘটছে, কিন্তু এসবের কিছুই প্রসপেরোর নজরে আসেনি। আসবে কী করে, ওর মাথায় কেবল ঘুরপাক খাচ্ছে পোর্ট অ্যাহনের প্রবেশমুখের কাল্পনিক চিত্র। দু'পাশের উঁচু ক্লিফের মাঝ দিয়ে বয়ে যাওয়া সরু জলপথটাই বন্দরের প্রবেশমুখ। এর ভিতর ঢুকে বসে আছে কোর্সেয়ার ফ্লিট। বন্দরের এক মাইলের মধ্যে বসে আছে তারা। কল্পনায় ওই ফ্লিটের উপর অন্তত বারোবার হামলে পড়েছে ও। প্রতিবার ভিন্ন কৌশল চিন্তা করেছে। কল্পনায় প্রাথমিকভাবে ও জিততে পারলেও শেষ পর্যন্ত প্রতিবারই তিক্ততার সঙ্গে হার স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে ও। সেইসঙ্গে ফ্লিটটাও খোয়াতে হয়েছে। তবে কল্পনায় দ্রাগুতকেও প্রায় পঙ্গু বানিয়ে ছেড়েছে ও। শেষ পর্যন্ত দ্রাগুতের যা টিকে যায় তা নিয়ে বাড়ির পথ ধরা ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না তার। তবে শেষ কথা হচ্ছে হেরেছে প্রসপেরো। যদিও এমন হার নিয়ে গর্ব করা যায়। আর এর দ্বারাই হয়তো জেবরার কাজের খানিকটা প্রায়শ্চিত্ত হবে ওর। এরপর হয়তো ইস্তফা দিতে হবে এই লড়াকু পেশা থেকে।

জিয়ান্নার চিন্তা মাথা থেকে সম্পূর্ণ ঝেড়ে ফেলেছে প্রসপেরো। নইলে হয়তো ভয় জেঁকে বসতে পারে ওর মনে।

অনেক চিন্তাভাবনা করে প্রসপেরো সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে, নিজের নিশ্চিত ধ্বংস মেনে নিয়েই দ্রাগুতকে এলাকাছাড়া করতে হবে। আর কোন বিকল্প আপাতত ওর হাতে নেই।

এসব চিন্তা করতে করতে গ্যাং ডেকের মাথা থেকে পুপ কেবিনের দিকে ফিরছে, এমন সময় অন্ধকারে একটা লোককে কিছু একটা করতে দেখে থমকে দাঁড়াল ও। ভাল করে খেয়াল করে দেখল লোকটা ওর মাস্টার গানার। ছোটখাট, বয়স্ক, প্রায় বনমানুষের মত দেখতে এই গ্রিক লোকটার নাম ডায়োমিডাস। আগুনের কাজ-কারবারে এই লোকের জুড়ি মেলা ভার। পাইরোটেকনিক (বারুদ নিয়ে কাজ করার বিদ্যা) আর ব্যালেস্টিকসের (ক্ষেপণাস্ত্র সংক্রান্ত কাজ) মহাওস্তাদ এই লোক। অন্যরা চুপচাপ বসে থাকলেও এই লোকটা কিছু একটা নিয়ে ব্যস্ত। বালতিতে কিছু একটা ঢালছে সে।

'কী করছ?' জানত চাইল প্রসপেরো।

প্রসপেরোর গলা শুনে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। বলল, 'সলতে বানাচ্ছি, মাই লর্ড।'

'সলতে?' বিদ্যুৎ চমকের মত একটা বুদ্ধি খেলে গেল ওর মাথায়। 'আমার সঙ্গে এসো,' বলে লোকটাকে পুপ কেবিনে নিয়ে গেল প্রসপেরো। পুপ কেবিনে ঢুকে মৃদু আলো জ্বালল প্রসপেরো। ডিভানে হেলান দিয়ে আছে আলভারো। তন্দ্রা মত এসে গিয়েছিল তার। প্রসপেরোর ঢোকার আওয়াজে উঠে বসল সে। বলল, 'আমার এখন ইমাকুলাটায় গিয়ে ওঠা দরকার। কোন সিদ্ধান্তে এলে আমাকে জানিয়ে দেবেন, তাহলেই হবে।'

'একটু অপেক্ষা করুন,' বলে গ্রিক লোকটার দিকে ফিরল প্রসপেরো। জিজ্ঞেস করল, 'সবচেয়ে ধীরগতিতে জ্বলে এমন সলতে দরকার আমার। কতটা ধীরে জ্বলা সলতে তুমি বানাতে পারবে?'

বইঘর.কম

‘ধীর সলতে?’ বলে আনমনে মাথা চুলকাল লোকটা। কিছুক্ষণ পর বলল, ‘এক গজ সলতে পুরো এক মিনিট সময় নিয়ে জ্বলবে, এমন বানাতে পারব।’

‘অমন দশটা বানাতে পারবে যেগুলো দুই মিনিট ধরে জ্বলবে?’ জানতে চাইল প্রসপেরো।

‘আরো লম্বা হলেও পারব, লর্ড। কিন্তু জ্বলার গতি একই থাকবে। এর চেয়ে আর কমানো সম্ভব না।’

‘এর উপর নিশ্চিন্তে নির্ভর করতে পারব? একটুও তাড়াতাড়ি জ্বলবে না তো? বুঝে শুনে হিসেব করে উত্তর দিয়ো।’

একমুহূর্ত চিন্তা করে ডায়োমিডাস বলল, ‘নিশ্চিন্ত থাকুন, লর্ড। সলতে ঠিকঠাক কাজ করবে।’

‘একশ’ গজ লম্বা সলতে বানাতে কেমন সময় চাও?’

কয়েক মুহূর্ত হিসেব করে লোকটি বলল, ‘তিন ঘণ্টা লাগবে, মাই লর্ড, যদি সঙ্গে সাহায্য করার মত একজন লোক পাই।’

‘যে কয়জন লোক লাগে নাও। কিন্তু আগামী চার ঘণ্টার মধ্যে সলতে তৈরি হওয়া চাই। যেমনটা বলেছ ঠিক তেমনই যেন হয়। হেরফের হলে চলবে না। ধীরে জ্বলা সলতে চাই আমি। আর সময় চার ঘণ্টার একমুহূর্তও বেশি লাগানো যাবে না।’

প্রসপেরোকে ওর বেঁধে দেয়া সময়ের ভিতরই সলতে বানিয়ে দেবে কথা দিয়ে চলে গেল গ্রিক মাস্টার গানার। রহস্যাবৃত আলভারো জানতে চাইল কী পরিকল্পনা করেছে প্রসপেরো।

খানিকটা উত্তেজিত প্রসপেরো রহস্যময় হাসি হেসে জবাব দিল, ‘রাউণ্ডশিপ ইমাকুলাটা চালাব আমি। ওটা নিয়েই আমি অ্যাকশনে নামব। আর আমার অনুপস্থিতিতে আপনি নেবেন ফ্লিটের কমাণ্ড।’

বত্রিশ

কেপ মোলার যুদ্ধ

ভোরের আলো ফুটতে শুরু করছে। ঠিক তখনই মুসলিম নৌবাহিনীর নজরে এল লা মোলার প্রবেশমুখের ঠিক বাইরে দাঁড়িয়ে আছে নিয়াপলিটান ফ্লিট। ফ্লিটটা যেন আকাশ থেকে পড়েছে। প্রহরী লোকটা ভীষণ অবাক হয়েছে। দাঁড়িয়ে চোখ কচলে নিল দু'বার। নিজের চোখকেই যেন বিশ্বাস করতে পারছে না। আল্লাহর নাম জপতে জপতে নিজেকেই প্রবোধ দিচ্ছে যে, আস্ত একটা ফ্লিট ভূত হতে পারে না। কিন্তু ভূত না হলে এমন নিঃশব্দে কীভাবে ওটা উদয় হলো! কোন ব্যাখ্যাও তো সে পাচ্ছে না। তবে ফ্লিটের প্রথমে থাকা ভীমকায় স্প্যানিশ গ্যালিয়নটাকে দৃষ্টিবিভ্রম ভাবার কোন অবকাশই নেই।

আলো বাড়ছে। প্রহরী লোকটা হতভম্ব হয়ে তাকিয়েই আছে। বেশ কিছুক্ষণ পর বোধোদয় হলো তার। আগুনের সঙ্কেত দেয়ার জন্য ম্যাচ তুলতে শুরু করেছে সে।

ভোরের ধূসর আলো কেটে গেছে ইতিমধ্যেই। লালিমা ছড়িয়ে পড়ছে। ভেসে এল মুসলিম নৌবাহিনীর গ্যালিগুলোর দাঁড় ঝপাঝপ পানিতে পড়ার শব্দ। ওদিকে একই সময় গ্যালিয়নটাও তুলে দিল তার সবগুলো পাল। ফলে দ্রুত এগুতে শুরু করেছে ওটাও। পোর্টের সরু প্রবেশপথের দিকে ঘুরতে শুরু করেছে

গ্যালিয়ন।

ওদিকে প্রহরী লোকটা একটা আরাকুইবাস তুলে নিয়েছে হাতে। আর ঠিক তখনই কামানের গোলার বিস্ফোরণের শব্দে খানখান হয়ে গেল ভোরের নীরবতা।

ঘটনা হচ্ছে, পেনিনসুলার ভিতর পোর্ট অ্যাহনের কাছেই রয়েছে দ্রাগুত। নিয়াপলিটান ফ্লিটের উদয় হওয়া সম্বন্ধে এখনো সম্পূর্ণ অনবগত সে। পোর্ট দখল করতে তার নিজের একটা পরিকল্পনা রয়েছে। সেটা ধরেই এগুচ্ছে সে। সন্তর্পণে এগুতে এগুতে অ্যাহনের দুর্গকে কামানের পাল্লার মধ্যে পেয়ে তখনই দুর্গ লক্ষ্য করে কামান দেগেছে দ্রাগুত। কামানের গোলার বিস্ফোরণে ধুলোর ঝড় উঠেছে দুর্গের বেলে পাথরের দেয়ালে। ধুলো কমার পর দেখা গেল দুর্গ থেকে তাদের গ্যালির প্রতি পাল্টা গোলাবর্ষণ শুরু হয়েছে, কিন্তু প্রচেষ্টা খুবই দুর্বল। গ্যালির ক্ষতি করতে ব্যর্থ লক্ষ্যভ্রষ্ট কিছু গোলা কাছাকাছি আসায় গ্যালিগুলোকে ওদের কামানের পাল্লার বাইরে সরিয়ে আনল দ্রাগুত।

এই দৃশ্য দেখেই দুর্গের ওরা খুব খুশি। এত দূর থেকেও শোনা যাচ্ছে তাদের উল্লাস ধ্বনি। ওদের উল্লাসের জবাবে আবার গোলাবর্ষণ শুরু করল দ্রাগুত।

ওদিকে কেপ মোলায় দ্রাগুতের সেই প্রহরী কামানের গোলাবর্ষণের শব্দে আরো বেশি ভড়কে গেছে। পাশের প্রহরা পোস্টকে সতর্ক করতে আরাকুইবাস ফেলে আল্লাহকে ডাকতে ডাকতে ছুটল সে।

তবে তার আসলে দরকার ছিল না। বিশাল বড় গ্যালিয়নটাকে ইতিমধ্যেই দেখতে পেয়েছে দ্রাগুত। দেখছে গ্যালিয়নটা বন্দরের প্রবেশপথের মুখে পৌঁছে মুখটাকেই একরকম বন্ধ করে ফেলল। ট্রাম্পেটের মাধ্যমে সঙ্কেত দেয়া হলো। সর্বোচ্চ গতি তুলে মূল ফ্লিট ছেড়ে বেরিয়ে এল দ্রাগুতের বারোটা গ্যালি।

সিনান আল শানিম (সিনান রেইজ নয়) রয়েছে এই বারোটা গ্যালির কমাণ্ডে। প্রসপেরো অনুমান করল, সিনানকে হুকুম দেয়া হয়েছে, যে-কোন মূল্যে গ্যালিয়নটাকে দখল করতে হবে। বহির্বিশ্ব থেকে আসা একটা পুরস্কার হিসেবে এটাকে দেখছে ধাওয়াকারীরা।

পোর্ট অ্যাহনের দুর্গের পাল্লার বাইরে মূল ফ্লিটের সঙ্গে নিরাপদে বসে আছে দ্রাগুত। ওদিকে অগ্রসরমাণ কোর্সেয়ার ফ্লিটের গতি দেখেও গ্যালিয়ন থেকে প্রতিরোধমূলক কোন পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে না দেখে ওদের সাহস বেড়ে গেছে। হইচই করে চিৎকার করতে করতে এগিয়ে আসছে তারা। ভেবে নিয়েছে গ্যালিয়নটা তাদের হয়েই গেছে। শুধু ওটায় পা দেয়া বাকি। ভুলেও কেউ ভাবেনি এভাবে ওদেরকে ফাঁদের দিকে টেনে আনা হতে পারে।

ওদিকে গ্যালিয়নের সমস্ত কাজ করে রেখে একটা লং বোটে করে এর সব ক্রুরা চলে গেছে। এই ব্যাপারটা কোর্সেয়াররা কেউ খেয়াল করেনি। গ্যালিয়নে এখন আছে কেবল তিনজন। এক, হেলম সামলাচ্ছে গ্যাস্টন নামে এক ক্রু (হেলম: জাহাজ নিয়ন্ত্রণের জন্য গাড়ির স্টিয়ারিং হুইলের মত কিন্তু আকারে বড় হুইল)। দুই, ডেকে সলতে নিয়ে কাজ করছে মাস্টার গানার ডায়োমিডাস। আর তিন, সলতেয় আগুন ধরানোর জন্য একটা লাঠির মাথায় আগুন নিয়ে গ্যালিগুলো জায়গামত আসার অপেক্ষায় বসে আছে প্রসপেরো।

পাশাপাশি এগিয়ে আসছে গ্যালিগুলো। কিন্তু ওই সরু জায়গাটায় গ্যালিয়ন ঘুরিয়ে কোর্সেয়ারদের মুখোমুখি হবার কোন উপায় নেই। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে কোর্সেয়াররা উল্লাসে ফেটে পড়ছে। গ্যালিয়নের পাশে চলে এসেছে একটা গ্যালি। হিংস্র উল্লাস করতে করতে ইম্রাকুলাটায় নামতে শুরু কবল পাগড়ি

পরিহিত কোর্সেয়ার নাবিক আর ক্রুরা।

প্রসপেরোর পাশে হঠাৎ হাজির হলো ডায়োমিডাস। জানাল সব প্রস্তুত। একবার মাথা নেড়ে লোকটার হাতে আগুনসহ লাঠিটা দিল ও। একমুহূর্ত মাত্র সময় নিল ডায়োমিডাস। তারপর একটা সলতে তুলে নিয়ে আগুন দিল তাতে। প্রথম বিস্ফোরণটা হলো দুটো গ্যালির মাঝখানে। নির্বিষ সেই বিস্ফোরণে কিছু পানি ছলকে ওঠা ছাড়া আর কারো কোন ক্ষতি হলো না। কিন্তু দ্বিতীয়বারের বিস্ফোরণটা বড়সড়। গ্যালিয়নে চড়ার জন্য তক্তা ফেলেছিল কোর্সেয়ার নাবিকরা। ওই তক্তাগুলোকে হাজার টুকরো করে হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়েছে এই বিস্ফোরণ। সঙ্গে গ্যালিয়নে চড়তে যাওয়া এক ক্রু উড়ে গিয়ে আছড়ে পড়েছে পাথুরে তীরে। অলৌকিকভাবে ও ব্যাটা তখনও বেঁচে আছে। প্রবল আতঙ্কে চিৎকার করতে করতে সাহায্যের জন্য ছুটতে শুরু করেছে সে।

ডায়োমিডাসকে হুকুম করল প্রসপেরো, 'গ্যাস্টনকে বলো হেলমটা বেঁধে রাখতে। তারপর ওকে নিয়ে নেমে যাও।' কিন্তু ইতস্তত করতে লাগল ডায়োমিডাস। আবার তাকে প্রসপেরো বলল, 'দেরি কোরো না, যাও। কী করতে হবে তোমার জানা আছে, যাও।'

'আপনি বেশি দেরি করবেন না তো?' শঙ্কাযুক্ত গম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন করল ডায়োমিডাস।

'নিশ্চিত থাকো, অমন কিছু হবে না। যাও।'

উঠে গেল ডায়োমিডাস। হেলমে দড়ি বেঁধে পিছনের একটা জানালা দিয়ে নিচে নেমে এল দু'জনে। ওখানে একটা স্লুপ বাঁধা আছে। ওটায় চড়ে দড়িটা শুধু কেটে দিল একজন। ওরা হাতে দাঁড় তোলেনি। শুধু তাকিয়ে থেকে দেখল, স্রোতের সঙ্গে এগিয়ে যাচ্ছে বিশাল জাহাজটা।

ডায়োমিডাস চলে যাওয়ার পর মাত্র একমুহূর্ত ওখানে বসে

রইল প্রসপেরো। গ্যালিয়নের গতি থেকে ও বুঝে নিল আর পাঁচ থেকে ছয় মিনিটের মধ্যে ধাওয়াকারী গ্যালিগুলোর কাছে পৌঁছে যাবে ইমাকুলাটা। কী করতে হবে আগেই ছকে রেখেছে প্রসপেরো।

দুই ডেক মিলিয়ে ইমাকুলাটায় বিশটা কামান আছে। বারোটা মেইন ডেকে, আটটা জাহাজের মিড ডেকে। এরমধ্যে জাহাজের ডানদিকের চারটা কামানে ভিন্ন ভিন্ন সময় জ্বলবে এমন সলতে বেঁধে দিয়ে গেছে ডায়োমিডাস। বামদিকেও আছে। তবে ওই দিকে যেহেতু ভূমি, তাই ওদিকের কামানগুলো স্রেফ প্রদর্শনী করা ছাড়া আর কোন কাজে আসবে না। তবে ওগুলো থেকে গোলাবর্ষণ হলে অন্তত আশা করা যায়, শত্রুরা ধরে নেবে জাহাজে পর্যাপ্ত লোক আছে।

যা হোক, দৌড়াতে দৌড়াতে কয়েকটা সলতেয় আগুন দিল প্রসপেরো। দিয়েই নিচে গিয়ে অন্য কাজ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে গেল ও। তখনই ভেসে এল কামানের প্রথম গোলা বিস্ফোরণের শব্দ। মিনিটখানেক পরই আরো দুটো গোলা ফাটল।

নিচের তিনটা ডেকেই গানপাউডার ভরা ব্যারেল জড়ো করে বিশাল স্তূপ করা হয়েছে। ওগুলোতে সলতে বসানো নিয়েই রাতের বেশ কয়েক ঘণ্টা অতি ব্যস্ত ছিল ডায়োমিডাস। এমন ব্যবস্থা ও করেছে যে, কোন কারণে দুটো স্তূপও যদি মিসফায়ার করে তবুও তৃতীয় স্তূপটা অবশ্যই বিস্ফোরিত হবে। স্তূপগুলোর প্রতিটায় বিশ গজ লম্বা সলতে বসিয়ে গেছে ডায়োমিডাস। দ্রুত সলতেয় আগুন দিল প্রসপেরো। একমুহূর্ত অপেক্ষা করল সলতে ঠিক মত জ্বলছে কিনা দেখার জন্য। নিশ্চিত হয়েই দিল ছুট। ডেকে এসে দেখল পালে হাওয়া নিয়ে স্থির গতিতে এগিয়ে চলেছে ইমাকুলাটা। আর দেরি করল না ও। ডায়োমিডাসদের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল পানিতে। অত উঁচু থেকে পড়ায় ভেসে উঠতে

কয়েক মুহূর্ত সময় লাগল। যখন মাথা তুলল দেখতে পেল প্রায় পঞ্চাশ গজ এগিয়ে গেছে গ্যালিয়ন। ওদিকে ওর অপেক্ষায় স্লুপ নিয়ে আগের জায়গাতেই বসে আছে হেলমস্‌ম্যান ও মাস্টার গানার ডায়োমিডাস।

কয়েক মুহূর্ত পরই বিপক্ষের গ্যালিগুলোও এগুতে শুরু করল। এবং খুব অল্প সময়ের মধ্যেই পৌঁছে গেল গ্যালিয়নের পাশে। ওগুলোর দাঁড় তুলে ফেলা হয়েছে। দেখতে লাগছে পাখির গোটানো পাখার মত। গ্যালি থেকে গ্র্যাপনেল ছুঁড়ে দেয়া হলো গ্যালিয়নের রেইলিং লক্ষ্য করে। কাছাকাছি হতেই পাশের গ্যালিগুলো শক্ত করে নিজেদেরকে ওটার সঙ্গে বেঁধে ফেলল। তবে গ্যালিয়নের গতি তাতে রুদ্ধ হলো না। গ্যালিগুলো পাশে বাঁধিয়ে এগিয়ে চলেছে বিশাল জাহাজটা।

ডানপাশে তিনটা আর বামপাশে তিনটা মিলে একে স্থির করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তখন সপ্তম একটা গ্যালি এগিয়ে এল। ওটা গিয়ে গ্র্যাপনেল দিয়ে নিজেকে আটকে নিল পেছন দিকে। বাকি গ্যালিগুলো খানিকটা পিছনে দাঁড়িয়ে আছে। দাঁড়িয়ে আছে না বলে বলা ভাল ওগুলো চেষ্টা করছে পেছন থেকে গ্যালিয়নটাকে টেনে ধরতে। একইসঙ্গে কোর্সেয়ার গ্যালিগুলোর ক্রুরা চেষ্টা করছে দ্রুত ওটায় চড়তে।

প্রথমে গ্যালিয়নে চড়ল আরাকুইবাসিয়াররা। এরপরই গেল তীরন্দাজদের বড়সড় একটা দল। নেমেই চোখ বন্ধ করে তীর আর গুলিবর্ষণ শুরু করল ওরা। আরাকুইবাসের গুলি আর তীরের আঘাতে প্রায় ঝাঁঝরা হয়ে গেল প্রথম ডেক। কিন্তু ডেকে কোন প্রতিরোধকারীই নেই। তখনই ওরা অনুভব করল কিছু একটা গণ্ডগোল আছে। নইলে ডেক এমন খালি থাকতে পারে না।

খবরটা ওদের অফিসারদের কাছে পৌঁছেও সারতে পারেনি। প্রলয়ঙ্কর বিস্ফোরণের শব্দে কেঁপে উঠল আকাশ-বাতাস। যেন

একসঙ্গে গর্জে উঠেছে শত নয়, হাজারটা কামান।

দেখার মত একটা দৃশ্য বটে! বিস্ফোরণে গ্যালিয়নটা চতুর্দিকে ফুলে উঠল। তীব্র গতিতে উপর দিকে ছুটল পুরো আপার ডেক। নিশ্ছিদ্র দেয়ালের মত চারদিকে ছুটে গেল আগুনের শিখা। আর গ্যালিয়নে ধরে যাওয়া আগুন যেন আকাশ ছোঁয়ার জোগাড় করেছে।

বিস্ফোরণের ধাক্কা পানিতেও ভীষণ ভয়াবহ প্রতিক্রিয়া করেছে। বিস্ফোরণের শকওয়েভের ফলে তৈরি হওয়া বিশাল ঢেউ জলোচ্ছ্বাসের মত ছুটে গেল সরু তীরের দিকে। ঢেউয়ের ধাক্কায় পোর্ট অ্যাহ্নের মুখে দাঁড়িয়ে থাকা দ্রাগুতের মূল ফ্লিটের জাহাজগুলোও পরস্পরের সঙ্গে ভয়ানকভাবে ধাক্কা খেতে থাকল।

ওদিকে এই বিস্ফোরণস্থল থেকে মাত্র দুইশ' গজ দূরে আছে প্রসপেরো। পানি কুশনের মত কাজ করায় বিস্ফোরণের প্রথম ধাক্কা ওর উপর তেমন প্রভাব ফেলেনি। কিন্তু এর পরপরই ছুটে এল পাহাড়ের মত বিশাল এক ঢেউ। প্রথমে ঢেউটা ওকে পাহাড়ের মতই উঁচুতে তুলে নিল। তারপর আছড়ে ফেলল ঢেউয়ের নিচে। বলার অপেক্ষা রাখে না, শোচনীয় অবস্থা ওর। আর ওর কাছ থেকে একশ' গজ দূরে দাঁড়িয়ে থাকা স্লুপটাকে নিয়ে খোলামকুচির মত লোফালুফি করছে পাহাড়ের মত উঁচু উন্মত্ত জলোচ্ছ্বাস। প্রসপেরো যতক্ষণে মাথা তুলতে পেরেছে ততক্ষণে আশপাশে আবর্জনা ছাড়া আর কিছু নেই। গ্যালিয়ন আর কোর্সেয়ার গ্যালিগুলোর অবশিষ্টাংশ আবর্জনা হয়ে ভেসে যাচ্ছে ওর পাশ দিয়ে।

এ-ই শেষ নয়। কী ঘটল দেখতে তীর ঘেঁষে এগিয়ে আসছিল কোর্সেয়ার ফ্লিটের বিশাল একটা গ্যালিসে। ওটার লাল-সাদার উপর নীল কাস্তে আকৃতির চাঁদ আঁকা পতাকা দেখে বোঝা গেল ওটা দ্রাগুতের নিজের ফ্ল্যাগশিপ বা কোর্সেয়ার ফ্লিটের ক্যাপিটানা।

বইঘর.কম

পাহাড়প্রমাণ বিশাল একটা ঢেউ ওটাকেও তুলে নিয়ে ছুটে চলল পাথুরে তীরের দিকে। কিন্তু গ্যালিসেটার কিছুই করার নেই, জাহাজ নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে। নিয়তির হাতে আত্মসমর্পণ করেছে ওটার ক্রুরা। মুহূর্তের মধ্যে ওটাকে পাথুরে তীরে আছড়ে ফেলল পর্বতপ্রমাণ ঢেউ।

এগিয়ে এল প্রসপেরোকে নেয়ার জন্য অপেক্ষারত স্লুপ। ওকে টেনে তুলল দু'জন মিলে। ক্লান্ত প্রসপেরো গড়িয়ে পড়ল স্লুপের খোলে জমে থাকা পানির মধ্যে। একমুহূর্ত পর উঠে বসল ও। মুখে বিজয়ীর হাসি। ক্লান্ত কণ্ঠে কিন্তু হাসি মুখেই ও বলল, 'একটু হলেও ওদের ছাঁটতে পেরেছি। এখন তাড়াতাড়ি জায়গামত পৌঁছতে না পারলে আমাদের আর কোন সুবিধা থাকবে না।'

কোর্সেয়াররা যে ওদের স্লুপটাকে দেখতে পাবে সেটা প্রসপেরোর মাথায় আছে। এগারোটা গ্যালি হারাবার পর সবকিছুকেই অত্যন্ত সন্দেহের দৃষ্টিতে ওরা দেখবে সেটাই স্বাভাবিক। এবং বাস্তবে হলোও তা-ই। ছোট্ট নৌকাটাকে ওরা দেখতে পেল। এবং সঙ্গে সঙ্গেই হা-হা করে ওটার দিকে ধেয়ে এল ছয়টা গ্যালি। কয়েক মুহূর্ত পর অবশ্য দুটো গ্যালি দাঁড়িয়ে পড়ল। সিনানের গ্যালির ধ্বংসাবশেষ থেকে কাউকে উদ্ধার করা যায় কিনা খুঁজে দেখছে ওই দুটো গ্যালি। বাকি চার গ্যালি অবশ্য একটুও গতি কমাল না। ব্লাডহাউণ্ডের মত ধেয়ে আসছে।

আতঙ্কিত ডায়োমিডাস আর গ্যাস্টন পাগলের মত দাঁড় বাইছে। ওদেরকে শান্ত করার চেষ্টা করল প্রসপেরো। আস্তে দাঁড় বাইতে বলল।

জবাবে গ্যাস্টন বলল, 'সব শয়তানের নামে কসম করে বলতে পারি, ধরতে পারলে সারাসেন বদমাশগুলো জীবন্ত অবস্থায় আমাদের চামড়া ছিলে নেবে। আলেপ্পোতে একবার এমন করতে দেখেছি ওদের। ওই বেচারার নারকীয় যন্ত্রণা নিজের চোখে

দেখেছি। ওর ভাগ্য আমি বরণ করতে চাই না।'

একবার পিছনে তাকিয়ে প্রসপেরো বলল, 'ওই অবস্থায় তুমি এখনও পড়োনি।'

ধাওয়ারত গ্যালিগুলো ওদের থেকে আর মাত্র চারশ' গজ পিছনে। আর পেনিনসুলার প্রবেশমুখ দুইশ' গজ দূরে। ওদিকে কোর্সেয়ার ফ্লিটের মূল অংশ সিনান যেখানে আকস্মিক হামলার শিকার হয়েছে সেদিকে এগুতে শুরু করেছে। ফ্লিট ছেড়ে সামনে এগিয়ে এসেছে একটা বিশাল গ্যালিসে। বুম করে গর্জে উঠল একটা কামান। ওখান থেকে পাগলের মত পতাকা নেড়ে চলেছে এক লোক। আসলে ধাওয়াকারী গ্যালিগুলোকে আর এগুতে নিষেধ করে সঙ্কেত দিচ্ছে সে। কিন্তু গ্যালির দায়িত্বে থাকা লোকেরা তার সঙ্কেতের ভুল অর্থ করল। তারা ভাবল ওখান থেকে হয়তো সাহায্য চাওয়া হচ্ছে। ফলে ধাবমান চারটা গ্যালিই এড়িয়ে গেল তার সঙ্কেত।

ওদিকে ক্রিকের বাইরে চলে এসেছে প্রসপেরো। দেখল সার্ডির স্কোয়াড্রন আর ওর নিজের গ্যালিগুলোও জায়গামত অবস্থান নিয়ে ফেলেছে। ক্যাপরানিকা অবস্থা নিয়েছে ইনলেটের ভিতর কিন্তু ওদের বিপরীত পাশে।

গ্যালিতে উঠেও সারতে পারল না প্রসপেরো, ভালুকের মত বিশাল এক লোক জড়িয়ে ধরে স্বাগত জানাল ওকে। সে আর কেউ না, আমাদের কারবাজাল। হোক না প্রসপেরোর গা ভিজে চুপচুপে, কিন্তু ও আস্ত ফিরে আসতে পারায় যারপরনাই আনন্দিত হয়েছে ডন। তারই বহির্প্রকাশ এই আলিঙ্গন। ওদিকে ধাওয়াকারী চার গ্যালি ক্রিকের মুখ পার হয়ে খোলা পানিতে চলে এসেছে। এসেই ওরা বুঝতে পারল দারুণ এক অ্যাম্বুশের ভিতর পড়ে গেছে তারা।

বাঁচতে হলে গ্যালিগুলোর উচিত ছিল সর্বোচ্চ গতিতে

বইঘর.কম

প্রসপেরোর ফাঁদ পার হবার চেষ্টা করা। তাতে একটা গ্যালি হারাতে হলেও বাকিগুলোকে অন্তত কোর্সেয়ার ফ্লিটের মূল অংশ উদ্ধার করতে পারত। কিন্তু গতি তুলে এগুবার চেষ্টা না করে বোকার মত ওরা প্রবৃত্তির দাবি শুনল। চাইল, যেদিক থেকে এসেছে লেজ গুটিয়ে সেদিকেই পালাতে।

পালানোর জন্য গতি তুলতে গিয়ে গ্যালিগুলোর অতিরিক্ত দাসরাও দাঁড়ে বসে গেছে। সর্বোচ্চ চেষ্টা করছে সবাই। কিন্তু ইনলেটে ওদের ঢোকার পথ রুদ্ধ করে দাঁড়িয়ে গেছে সার্ডির ইউনিট। সার্ডির গ্যালিগুলো থেকে একসঙ্গে গর্জে উঠল দশটা কামান। কোর্সেয়ার গ্যালির খোল ভেঙে জাহাজ ডোবানোর জন্য ওরা ব্যবহার করেছে পাথরের গোলা। পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে সার্ডির ছোঁড়া গোলাগুলোর দুটো গিয়ে সরাসরি আঘাত করেছে একটা কোর্সেয়ার গ্যালির ওয়াটার লাইনের একটু নিচে। বলার অপেক্ষা রাখে না, ওই গ্যালিটাকে আর বাঁচানোর উপায় নেই। ডুবে যাচ্ছে গ্যালিটা। আরো দুটো গ্যালিও হজম করেছে পাথুরে গোলার আঘাত। ভাঙা মাস্তুল আর ভেঙে যাওয়া দাঁড় নিয়ে ধুঁকে ধুঁকে কোনরকমে তখনো ভেসে আছে জাহাজ দুটো। দুটোরই ডেকের উপর পড়ে আছে মৃত আর মারাত্মক আহত নাবিক-যোদ্ধারা। এদের সিংহভাগেরই বাঁচার সম্ভাবনা নেই।

তবে গোলাবর্ষণে চতুর্থ গ্যালিটার কিছুই হয়নি। প্রচণ্ড রাগে অন্ধের মত জাহাজটা ছুটে এল গোলাবর্ষণকারী সার্ডির ইউনিটের দিকে। ক্রোধোন্মত্ত মহিষের মত সোজা চড়ে বসল স্বয়ং সার্ডির গ্যালির উপর। ওরা ক্রোধে এতই অন্ধ হয়ে গেছে যে গোলাবর্ষণের মত অবস্থাও রাখেনি। এমনকী বন্দুক তুলে নেবার কথাও ভুলে গেছে। সার্ডির বাহিনীর বিরুদ্ধে স্রেফ সিমিটার নিয়ে হাতাহাতি লড়াইয়ে নেমে গেছে ওরা।

ওদিকে সার্ডির লোকেরা প্রস্তুত হয়ে বসেই ছিল। কোর্সেয়ার

গ্যালি থেকে নেমে আসা প্রথম দল পড়ল সার্ডির আরাকুইবাসিয়ারদের গুলির মুখে। ওদের পিছুপিছু ধেয়ে আসা আরেকদল সিমিটারধারী গিয়ে পড়ল আরাকুইবাসিয়ার ও পাশের আরেকটা ফ্ল্যাঙ্কের গুলির মুখে। লড়াই পাঁচ মিনিটও স্থায়ী হলো না। অস্ত্র সমর্পণে বাধ্য হলো কোর্সেয়াররা।

ওদিকে লেংচে লেংচে চলতে থাকা দুই কোর্সেয়ার গ্যালির আত্মসমর্পণ নিশ্চিত করেছে ক্যাপরানিকা। ডুবন্ত জাহাজ দুটো থেকে তুর্কি সেনাদের তুলে আনল সে।

দ্রুতই ছাড়িয়ে ফেলা হলো কোর্সেয়ার গ্যালির সঙ্গে আটকে যাওয়া সার্ডির গ্যালি। একই সময় স্প্যানিশ ফ্লিটের খ্রিস্টান দাসদের দাঁড় থেকে সরিয়ে আনা হয়েছে। তুর্কি গ্যালিগুলো থেকে উদ্ধার করা আরাকুইবাস ও অন্যান্য অস্ত্র তুলে দেয়া হয়েছে তাদের হাতে। ওরা সবাই স্বাধীনতার স্বাদ পাওয়ার জন্য উন্মুখ। মুখিয়ে আছে লড়াইয়ে নামার জন্য। অপরদিকে কোর্সেয়ার ফ্লিট থেকে বন্দি করা নাবিক ও সৈন্যদের বসিয়ে দেয়া হয়েছে দাঁড় বাইবার বেঞ্চে।

বলাই বাহুল্য, সবাইকে ওখানে জায়গা দেয়া সম্ভব না। কাজেই ওখানে যাদের জায়গা হয়নি তাদেরকে লাগিয়ে দেয়া হয়েছে গ্যালিগুলোর ডেক পরিষ্কার করার কাজে। ক্ষণিক আগের লড়াইয়ে ডেকের এখানে-ওখানে জমে আছে রক্তের ছোটখাট পুকুর। সেগুলোই পরিষ্কার করছে ওরা। একইসঙ্গে গ্যালিগুলোর যেখানে যা ক্ষতি হয়েছে সেগুলো সারানোর কাজও ধরা হয়েছে। মানে, লড়াইয়ের ময়দানে দাঁড়িয়ে যতটুকু সারাই করা সম্ভব আরকী।

ওদিকে নিজের গ্যালিসে হারানোর পর অপর একটা গ্যালিতে গিয়ে উঠেছে দ্রাগুত। ওটায় বসেই অবশিষ্ট ফ্লিটকে কমাণ্ড করছে সে। এতগুলো গ্যালি হারিয়ে রাগে তার মাথা খারাপ হওয়ার

দশা। প্রতিশোধ নেয়ার জন্য রণক্ষেত্রের দিকে অগ্রসর হচ্ছে সে।

দূর থেকেই দেখতে পেল ছোট্ট স্তূপটাকে ধাওয়াকারী চার গ্যালির করুণ দশা। তখনই আরো সাত গ্যালির উপস্থিতি লক্ষ করেছে দ্রাগুত। ধরে নিয়েছে ওই সাত গ্যালির সঙ্গেই তার মোকাবেলা হবে। মনে মনে নবীর নামে দ্রাগুত শপথ নিল যে, এমন মোকাবেলা করবে যা সারা পৃথিবী মনে রাখবে। শয়তানরা ওর যা ক্ষতি করেছে তার জন্য ওই বদমাশের দলকে অবশ্যই মূল্য চুকাতে হবে, অনেক বড় মূল্য। এতদিনের এতগুলো রেইডের ফসল ওরা কেড়ে নিয়েছে, প্রায় ধ্বংস করে ফেলেছে ওর এত সাধের ফ্লিটটাকে। শয়তানগুলোকে ধরে ধরে জীবন্ত আগুনে পুড়িয়ে মারবে। এরমধ্যেও কেউ বেঁচে গেলে আস্ত চামড়া তুলে আনবে গা থেকে।

রাগে দ্রাগুতের রক্ত ফুটতে থাকলেও করণীয় ভুলে যায়নি সে। তেরোটা গ্যালি নিয়ে শত্রুর দ্বিগুণ শক্তি ওর। কাজেই ধরে নিল, দ্বিগুণ শক্তি নিয়ে ওদের সাধারণদর্শন গ্যালিগুলোর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লে ওগুলো দখল করে নেয়া কঠিন হবে না। এতে অন্তত হারানো গ্যালিগুলোর কিছুটা ক্ষতিপূরণ হবে। তাই নিজের লোকদের কাছে হুঁশিয়ারি পাঠিয়ে দিল যে, তার 'ভবিষ্যৎ সম্পদগুলোর' যেন বেশি ক্ষতি করা না হয়। হুকুম করা হলো, কামান ব্যবহার করা যাবে না। ওই গ্যালিগুলোতে চড়ে মুখোমুখি হাতাহাতি লড়াই করবে কোর্সেয়াররা।

দ্রাগুতের গ্যালিটার নাম রাখাম। ওটা নিয়ে ক্রিকের বাইরে বেরিয়ে এসে শত্রুর পুরো শক্তি দেখতে পেল দ্রাগুত। বুঝল, কেবল নৌযান সংখ্যায়ই নয়, সবদিক থেকেই শত্রুদের থেকে পিছিয়ে গেছে সে। শত্রুপক্ষ সাতটা গ্যালি দেখিয়ে তাকে প্রলুব্ধ করলেও তাদের আসল শক্তি ওর দৃষ্টির আড়ালে সরিয়ে রেখেছিল। আর যখন শত্রু ফ্লিটের ক্যাপিটানায় উড়তে থাকা

পতাকায় দুই মাথাঅলা রাজহাঁসের ছবি দেখল, বুঝল সেটা প্রসপেরোর ফ্লিট। প্রথমে হতভম্ব হলেও পরে প্রচণ্ড রাগে দিশাহারা হয়ে গেল সে।

পরমুহূর্তেই ওদিক থেকে ছুটে এল ছত্রিশ পাউণ্ডের একটা গোলা। ওটা সরাসরি এসে বিস্ফোরিত হলো দ্রাগুতের গ্যালি রাখামের ডেকের উপর। র‍্যামবেডকে গুঁড়ো করে ফেলল গোলাটা, একইসঙ্গে ডেকে থাকা ক্রসবোধারীদের স্রেফ পিষে ফেলল। সংবিৎ ফিরল দ্রাগুতের।

পুপ রেইলের পাশে দাঁড়িয়ে আছে দ্রাগুত। হুঁশ ফিরতেই অন্ধ ক্রোধ দখল করে নিল তার সমগ্র অস্তিত্ব। হাতের তলোয়ার ঝাঁকিয়ে ক্রোধান্ধ মোষের মত হুকুম জারি করল শত্রুপক্ষের সবচেয়ে কাছের গ্যালিটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে। পড়লও তাই। ওরা সরাসরি গিয়ে চড়াও হলো ক্যাপরানিকার গ্যালির উপর। অপ্রতিরোধ্য জলস্রোতের মত ক্যাপরানিকার গ্যালিতে উঠে পড়ল সিমিটারধারী কোর্সেয়ার যোদ্ধারা। প্রতিরোধকারীদের হাওয়ায় উড়িয়ে দিল ওরা। কিন্তু তারপরই ওরা গিয়ে পড়ল একসারিতে অবস্থান নেয়া আরাকুইবাসিয়ারদের বন্দুকের মুখে। এখানে বেশ লড়াই হলো। দুই পক্ষই ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করল। কিন্তু কোর্সেয়ার বাহিনীকে পেছন থেকে সামলে রেখেছে স্বয়ং দ্রাগুত। অসমসাহসী এই লোকটার নিরন্তর উৎসাহ আর কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরাকুইবাসিয়ারদের লাইনটাকেও হটতে বাধ্য করল। এমনকী পুপ কেবিনের দখলও নিয়ে নিল তারা। প্রতিরোধকারীদের স্রেফ কচুকাটা করা হলো। মারা পড়ল ক্যাপ্টেন ক্যাপরানিকা।

চারপাশে গর্জন করছে কামান-বন্দুক, ধোঁয়া যেন কুয়াশার চাদরের মত ঢেকে ফেলেছে গ্যালির ডেক। বারুদের কটুগন্ধে নিঃশ্বাস নেয়া দায়। কিন্তু এরমধ্যেই টিবারনাকলের দখল চলে এসেছে দ্রাগুতের হাতে। রক্তের তৃষ্ণায় পাগলের মত এদিক-

ওদিক চোখ বুলিয়ে চলল রক্তাক্ত সিমিটারধারী দ্রাগুত। কিন্তু খুন করার মত আর কেউ অবশিষ্ট নেই। ওর হিংস্র আক্রমণ কাউকেই রেহাই দেয়নি। দ্রাগুত ধরে নিল বিজয় পেয়ে গেছে। রক্তাক্ত সিমিটার মাথার উপর তুলে ধরে বুনো উল্লাসে হিংস্র চিৎকার ছাড়ল সে।

তখনই ধোঁয়ার পর্দা ভেদ করে বাইরে নজর গেল তার। এবং যে দৃশ্যটা দেখল তাতে রক্ত শীতল হয়ে গেল দ্রাগুতের। মাত্র দশ গজ দূরেই দাঁড়িয়ে ছিল ওর চমৎকার রণসজ্জিত একটা গ্যালি। ডুবে যাচ্ছে ওটা। এদিকে ওর গ্যালি রাখামে আর সৈন্য নেই বললেই চলে। সেটাও প্রসপেরোরা দখল করেই নিয়েছে প্রায়।

ওদিকে ক্যাপরানিকার গ্যালি থেকে দখলকারী কোর্সেয়ারদের তাড়াতে ভলপি নামে ক্যাপরানিকার এক ক্যাপ্টেন আরাকুইবাসিয়ারদের শক্তিশালী একটা দল নিয়ে এগিয়ে আসছে। ভেঙে পড়া র‍্যামবেডের আড়াল ব্যবহার করে আরাকুইবাসিয়ারদের এক-একটা দল ঢেউয়ের মত আছড়ে পড়ল দ্রাগুতের বাহিনীর উপর। ওদের নির্দয় গুলির মুখে দ্রাগুতের প্রতিরক্ষাহীন ক্রসবোধারীরা ডেড ওয়ার্কের পিছনে আশ্রয় নিতে বাধ্য হলো। ওখানে বসেই ক্রসবো ব্যবহারের প্রস্তুতি নিতে লাগল ওরা। কিন্তু ক্রসবো দিয়ে কি আর বন্দুকের সঙ্গে পাল্লা দেয়া যায়।

যা হোক, শুরু হলো হাতাহাতি লড়াই। আক্রমণকারী ও আক্রান্ত সৈন্যদের রণবাদ্য, ছোট আগ্নেয়াস্ত্রের হুঙ্কার, তলোয়ারের ঝনঝনানি, ক্রসবোর টঙ্কার, ভেঙে পড়তে থাকা কাঠের মড়মড়ানি আর খ্রিস্টান ও মুসলিম উভয় দলের কামানের গর্জনে কেঁপে উঠতে লাগল আকাশ-বাতাস।

দ্রাগুত ভেবেছিল খ্রিস্টান ফ্লিটকে বাগে পেয়ে গেছে সে। নিজের দ্বিগুণ শক্তি ব্যবহার করে সহজেই খ্রিস্টান গ্যালিগুলো

দখল করে নেবে। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে কোর্সেয়ারদের হতভম্ব করে দেয়ার সুযোগ পেয়েছে প্রসপেরোর বাহিনী। ফলে লড়াইয়ের পাল্লা ওদের দিকেই ঝুঁকতে শুরু করেছে। খ্রিস্টানদের গ্যালিগুলো দখল করার স্বপ্ন দিবাস্বপ্নে পরিণত হয়েছে বহু আগেই। জান দিয়ে লড়ছে কোর্সেয়াররা। জয়ের জন্য লড়ছে না ওরা। শত্রুদের মারছে যাতে নিজেদের মরতে না হয়।

ছোট্ট একটা লড়াই জিতেই দ্রাগুত ভেবেছিল যুদ্ধ জিতে গেছে। কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছে ওর দখল করা ক্যাপরানিকার গ্যালির অর্ধেক ইতিমধ্যেই বেদখল হয়ে গেছে। এখন এটার জন্য লড়তে থাকলেও এটা বাঁচানোর সম্ভাবনা কম। উপরন্তু ভলপির বাহিনীর বল্লম আর বন্দুকের মুখে থাকা ওর নিজের গ্যালি রাখামও খ্রিস্টানদের দখলে চলে যাচ্ছে।

পুপ রেইলের পাশে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলতে লাগল দ্রাগুত, মহান আল্লাহতায়ালার ডাক উপেক্ষা করার ক্ষমতা কারোরই নেই। অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল যে, ওর লোকেরা কেউ হাল ছেড়ে দিচ্ছে, কেউ বা আহত বা নিহত হয়ে লুটিয়ে পড়ছে। লড়াই ক্রমে সরে আসছে ওর দিকে। স্পষ্ট বুঝতে পারল হেরে গেছে দ্রাগুত। প্রস্তুতি নিল ঝাঁপিয়ে পড়ে লড়তে লড়তেই আত্মাহুতি দেবে বলে। ঠিক তখনই জামিল নামে একটা গ্যালি এসে ভিড়ল এই গ্যালিটার বামপাশে। এটা সিনান রেইজের গ্যালি। শুনতে পেল, নিজের লোকদের দ্রুত এই গ্যালিতে আসার নির্দেশ দিচ্ছে সিনান। কিন্তু অনেক দেরি হয়ে গেছে। দ্রাগুতের বাহিনীতে উদ্ধার করার মত খুব বেশি আর বেঁচে নেই। যে দুয়েকজন বেঁচে আছে বা তখনও লড়ছে, সিনানের বাহিনীকে দেখে ওরা বুঝে নিল, এতে লড়াইটা একটু প্রলম্বিত হবে কেবল। কিন্তু পরাজয় এড়ানোর উপায় নেই। অযথাই নিজের লোকদের গালাগাল করল দ্রাগুত যে, শয়তানের চ্যালাদের

বইঘর.কম

সামনে আত্মসমর্পণ করছে ওরা। ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত লোকগুলো তারপরও যতক্ষণ সম্ভব গ্যালির একটা অংশের দখল ধরে রাখার চেষ্টা চালিয়ে গেল।

এরমধ্যে সিনানের নির্দেশে ওর লোকেরা ক্যাপরানিকার গ্যালির দাঁড়গুলোর দখল নেয়ার চেষ্টা করল। উদ্দেশ্য, তাতে অন্তত ওর সৈন্যরা এই গ্যালিতে উঠতে পারবে। তখন আবার লড়ার সুযোগ পাবে তারা। বৃথা চেষ্টা। ভলপির আরাকুইবাসিয়ারদের বৃষ্টির মত গুলির মুখে এই চেষ্টায় ক্ষান্ত দিতে বাধ্য হলো তারা।

জামিলের ডেক থেকে চিৎকার করে দ্রাগুতকে সিনান বলল ওখানে লাফিয়ে পড়তে। দ্রাগুতও দেখতে পেল এছাড়া আর কোন পথ তার সামনে খোলা নেই। অনেক আগেই যুদ্ধ জেতার আশা ত্যাগ করেছে দ্রাগুত। শেষ কয়েকটা লোক ওর জন্য পথ ধরে রাখল। গ্যালির প্রান্তে চলে এল দ্রাগুত। শেষ একবার ক্রুদের দেখল সে, তারপর লাফিয়ে-পড়ল জামিলের ডেকে। হুকুম করল খোলা সাগরের দিকে রওনা হতে। ওখান থেকেই যুদ্ধের প্রকৃত অবস্থা যাচাই করে পরবর্তী কর্তব্য ঠিক করা যাবে।

ওখান থেকে গ্যালি জামিল নিয়ে একশ' গজের মত দূরে সরে এল দ্রাগুত। দেখতে পেল, চারশ' গজ দূরে দুটো জাহাজ পরস্পরের সঙ্গে জান-প্রাণ দিয়ে লড়ছে। জাহাজ দুটোর মধ্যে দূরত্ব পঞ্চাশ গজও হবে না। এত কম দূরত্বে ভারী কামান তেমন কাজ করবে না বলে উভয় দলই কামান ব্যবহার থেকে বিরত রয়েছে। কিন্তু স্বল্প পাল্লার হালকা ফায়ার-লকগুলো অনবরত গর্জে চলেছে। উগরে দিচ্ছে কমলা আগুনের হলকা। দুই জাহাজের মধ্যে ঝুলে রয়েছে পাতলা ধোঁয়ার পর্দা।

পশ্চিমে শত্রুপক্ষের তিনটা গ্যালির উপর চড়াও হয়েছে দ্রাগুতের চারটা গ্যালি। শত্রুপক্ষের একটা গ্যালি ছেয়ে আছে ওর

নিজের পাগড়িধারী সৈন্য দিয়ে। বোঝা যাচ্ছে ওটার দখল পেতে যাচ্ছে কোর্সেয়াররা। কিন্তু আরেকটু দূরে পাঁচটা কোর্সেয়ার গ্যালি লড়ছে ছয়টা স্প্যানিশ গ্যালির সঙ্গে। দ্রাগুতের দৃষ্টিতে এই লড়াইয়ের পাল্লা উভয় পক্ষেই ঝুঁকতে পারে। ঠিক তখনই অত্যন্ত হতাশ হয়ে দ্রাগুত খেয়াল করল ওর ফ্লিট থেকে তিনটা গ্যালি গায়েব হয়েছে কিন্তু শত্রুপক্ষ হারিয়েছে মাত্র একটা গ্যালি।

লড়াইরত ওই দুই দল থেকে মোটামুটি আশি গজ দূরে দাঁড়িয়ে আছে প্রসপেরোর ক্যাপিটানা প্রসপেরা। দাঁড়িয়ে থেকে দেখছে, নির্দেশনা দিচ্ছে, আবার প্রয়োজন পড়লে লড়াইয়ে যোগ দিয়ে সাহায্যও করছে।

পশ্চিম রণক্ষেত্র থেকে হঠাৎ একটা স্প্যানিশ রণতরী লড়াইয়ের বাইরে বেরিয়ে এসে সাহায্য চেয়ে সঙ্কেত দিল। সঙ্গে সঙ্গেই নড়তে শুরু করল প্রসপেরা। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই আবার থমকে দাঁড়িয়েও পড়ল সেটা। কারণ ভলপি ইতোমধ্যেই সেদিকে রওনা হয়ে গেছে। রাখামের দখল নিয়ে নিয়েছে সে। এখন বিপদগ্রস্ত স্প্যানিশ গ্যালির ডাকে সাড়া দিতে এগিয়ে যাচ্ছে। একইসঙ্গে রাখামের দাঁড় বাইবার বেঞ্চে বসিয়ে দেয়া হয়েছে বন্দিকৃত মুসলিম সৈন্যদের। ওই গ্যালিটাকেও সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে আসছে সে। এভাবেই চারটা কোর্সেয়ার গ্যালির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে গেল তিনটার জায়গায় ছয়টা স্প্যানিশ গ্যালি। একের পর লড়াইয়ের ফল কোর্সেয়ারদের বিপক্ষে চলে গেল।

অবস্থা দেখে দ্রাগুত চাইল তখনই ওই লড়াইয়ে যোগ দিতে। কিন্তু তাকে বাধা দিল সিনান। পুব দিকের লড়াই দেখিয়ে বলল ওখানে যোগ দিলে ওদের ভাগ্যে হয়তো ভাল কিছু জুটতেও পারে। ওই লড়াই জিতলে তখন দল একটু ভারী করে এদিকে আবার মনোযোগ দেয়া যাবে। সিনানের পরামর্শের গভীরতা বুঝতে পারল দ্রাগুত। আর ঠিক তখনই দ্রাগুতকে অবাক করে

দিয়ে উদয় হলো তিনটা কোর্সেয়ার গ্যালি। উল্লসিত হয়ে উঠল দ্রাগুত। কারণ ও ভেবেছিল ওই গ্যালি তিনটা ডুবে গেছে। উৎফুল্ল হয়ে বলল, 'সব প্রশংসা সর্বশক্তিমান আল্লাহর। আল্লাহ তাঁর বিশ্বাসী বিপদগ্রস্ত বান্দাদের জন্য সাহায্য পাঠিয়েছেন। আমরা এখনো হারিনি, সিনান। এবার লড়াইয়ের পাল্লা আমাদের দিকে হেলবে। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য অবশ্যই বিজয় দেবেন।'

তখন তাকে বাস্তবতা সম্বন্ধে অবহিত করল সিনান। বলল, 'ওই গ্যালিগুলো অবিশ্বাসীরা দখল করে নিয়েছে। দাঁড় বাইবার বেঞ্চে বসিয়ে দিয়েছে আমাদেরই মুসলিম ভাইদের। আর ওদের উপর ছড়ি ঘোরাচ্ছে সাবেক খ্রিস্টান বন্দিরা।'

প্রচণ্ড রাগে সবকিছুর প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে উঠল দ্রাগুত। ক্ষিপ্ত কণ্ঠেই সিনানকে গালি দিয়ে বলল, 'আল্লাহ তুলে নিক তোমাকে, ওই গ্যালিগুলো ওদের হাতে পড়ল কেমন করে? তখন তুমি কী করছিলে?'

'ওগুলো যখন ওদের হাতে পড়ে তখন ওই লড়াইয়ে আমি ছিলাম না।'

ব্যঙ্গ করে দ্রাগুত বলল, 'থাকবে কেমন করে, তখন তো তোমার কফিনে গ্রিজ মাখাচ্ছিলে। যেখানে দরকার সেখানে কখনোই তোমাকে পাওয়া যায় না।'

'সব প্রশংসা আল্লাহর, আপনার দরকারের সময় তিনিই আমাকে আপনার কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। তাহলে কেন আমাকে নিয়ে কটূক্তি করছেন?' জবাব দিল সিনান।

এসব এখন আর দ্রাগুতের চোখে পড়ছে না। সে বলল, 'আল্লাহ সাক্ষী, যখন তলোয়ারে তলোয়ারে লড়াই বাধে, তার ধারে-কাছেও তুমি থাকো না,' বলে পূর্বদিকে লড়াইরত গ্যালিগুলোর দিকে সিমিটার তুলে ইশারা করে বলল দ্রাগুত।

দ্রাগুতের বাড়ানো হাত ধরে মৃদু কণ্ঠে সিনান বলল, 'লড়াই

নয়, ওখানে আমাদের নিশ্চিত মৃত্যু লেখা আছে।'

'যা হওয়ার তা হবেই। সবার ভাগ্যই পূর্ব নির্ধারিত। তুমি মরতে ভয় পাও, সিনান?'

'পাই, যদি আমার মৃত্যু আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণ হয়। আর ওখানে যারা অসম শক্তি নিয়ে নতুন করে লড়তে যাবে, আল্লাহর দয়ায় প্রাপ্ত প্রাণের প্রতি তাদের আত্মদানের কোন অর্থই থাকবে না,' বলল সিনান।

রাগে চোখ বড়-বড় করে মুহূর্তখানেক সিনানের দিকে তাকিয়ে রইল দ্রাগুত। তারপর বলল, 'তোমার অজুহাতের অভাব নেই।'

কথাটা সিনানের গায়ে লাগল। খেপে গিয়ে ও বলল, 'বেশ, যা ইচ্ছে করুন। ক্ষুদ্র একটা মুহূর্তের রাগ সামলাতে পারছেন না আপনি? আজকের ঘটনার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য বেঁচে থাকার বদলে "ইসলামের উন্মুক্ত তরবারি" কিনা চাইছে লড়াইয়ের নামে আত্মহত্যা করতে। বাহ...'

কথাগুলো দ্রাগুতকে নাড়া দিয়ে গেল। সত্যিই তো, আজকের যুদ্ধ সে সত্যিই হেরে গেছে। এখান থেকে কিছুই আর ফিরে পাওয়ার উপায় নেই। পুব দিকে চারটা কোর্সেয়ার গ্যালি লড়ছে বটে। কিন্তু বিপক্ষ অনেক ভারী। খ্রিস্টানদের পক্ষে ওখানে লড়ছে ছয়টা গ্যালি। পরাজয় এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র। আরেক জায়গায় ছয়টা কোর্সেয়ার গ্যালির বিপক্ষে লড়ছে আটটা খ্রিস্টান গ্যালি। এর উপর ব্যাপক সামরিক সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে প্রস্তুত রয়েছে প্রসপেরোর বিশাল গ্যালিসে প্রসপেরা। ওটার ক্রু আর যোদ্ধারা এখনও লড়াইয়ে নামেইনি। ওটা যে-কোন লড়াইয়ের মোড় ঘুরিয়ে দেয়ার ক্ষমতা রাখে।

বাস্তবতা-দৃষ্টে একবার গুঙিয়ে উঠে তীব্র হতাশায় মুখ ঢাকল দ্রাগুত। তারপর গিয়ে ঢুকল জামিলের টিবারনাকলে। তলোয়ারটা

হাত থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিল সে। মুখ ঢেকে ডিভানে বসে তার এই দুর্ভাগ্যের জন্য দায়ী ব্যক্তিকে অভিশাপ দিতে থাকল সে। মাত্র দুই ঘণ্টা আগেও সে ছিল শক্তিশালী এক ফ্লিটের সম্মানিত কমাণ্ডার। তার জাহাজের হোল্ড ভরা ছিল অজস্র রত্ন আর সম্পদে। আর ছিল পালমা থেকে ধরে আনা যুবক-যুবতীরা। এমনকী পোর্ট অ্যাহ্ন থেকেও একইরকম লাভ করার আশা করেছিল সে। কিন্তু খোদার গজবের মত কোত্থেকে এই খ্রিস্টান ফ্লিট উঠে এসে ধ্বংস করে দিল সব। ওর নিজের গ্যালিসেটা কেপ মোলার পাথুরে তীরে আছড়ে পড়েছে। ওটার হোল্ডেই ছিল ওই সমস্ত ধনরত্ন আর বন্দিরা। সুন্দরী মেয়েগুলোকে হয়তো সুলতানের হারেমে পাঠিয়ে দিত। কিন্তু বাকিদের ভাগ্যে ছিল সৌক আল আবিদ-এর দাসবাজার। অতগুলো বন্দি থেকে বিপুল পয়সার মুখ দেখত দ্রাগুত। কিন্তু মাত্র দুই ঘণ্টার ব্যবধানে সবকিছুই এখন স্বপ্নের মত মনে হচ্ছে। এর জন্য দায়ী কেবল এক শয়তানের চ্যালা, যে কিনা শয়তানেরই ছত্রচ্ছায়ায় ওকে ধ্বংস করে দিয়েছে। কিন্তু সর্বশক্তিমান আল্লাহর শপথ, এক মাঘে শীত যায় না। একদিন এর জন্য ওই লোকটাকে ওর কাছে হিসেব দিতে হবে।

টিবারনাকলের প্রবেশমুখে এসে দাঁড়িয়েছে সিনান। নীরবে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে দেখল ইস্পাতের মত শক্ত, গর্বিত দ্রাগুতের দর্প চূর্ণ হওয়া। কিন্তু ওকেও নিজেদের চামড়া বাঁচানোর কথা ভাবতে হচ্ছে। মৃদু কণ্ঠে প্রশ্ন করল, 'সময় থাকতে থাকতেই এখান থেকে সরে যাওয়ার হুকুম করবেন?'

শোকার্ত দ্রাগুত মাথা তুলে বলল, 'পালানোর জন্য অস্থির হয়ে গেছ, না? ঠিক আছে, যাও, হুকুম করো।'

কথা না বাড়িয়ে নীরবে চলে গেল সিনান। কোথাও কোন ভেরী বাজল না বা সঙ্কেতসূচক পতাকাও তোলা হলো না

কোথাও। নীরবে পানিতে নেমে এল জামিলের দাঁড়গুলো। সর্বোচ্চ গতি তুলে দক্ষিণ সাগরের দিকে রওনা হয়ে গেল জামিল। কেউ ধাওয়া করল না গ্যালিটাকে। করবে কী করে, স্প্যানিশ বাহিনী তখন লড়াইয়ের মিষ্টি ফল ঘরে তুলতে ব্যস্ত। অর্থাৎ কেপ মোলার এই মহান লড়াইয়ে কোর্সেয়ার ফ্লিটের বেঁচে যাওয়া গ্যালিগুলো দখল করছে তারা।

আরেকটা বিষয়, জামিলের সঙ্গে দ্রাগুতও যে পালিয়ে গেছে সেটা কারো নজরেই আসেনি। তবে তারপরও জামিলের পালিয়ে যাওয়াটা মুসলিম সেনাদের জন্য একটা সঙ্কেত যে, এবার আত্মসমর্পণ করতে পারো।

তেত্রিশ

সম্রাটের স্বস্তি

স্মরণীয় এই যুদ্ধের লাভক্ষতির হিসাব নিল প্রসপেরো। চোদ্দটা গ্যালি নিয়ে এখানে এসেছিল ও, এখন ছাব্বিশটা গ্যালি নিয়ে ফিরবে। দ্রাগুতের তেরোটা গ্যালি দখল করতে গিয়ে প্রসপেরো কেবল ওর নিজের একটা গ্যালি হারিয়েছে। এই ছাব্বিশটা গ্যালির মধ্যে দ্রাগুতের ক্যাপিটানা, যেটা ঢেউয়ের ধাক্কায় তীরে আছড়ে পড়ে প্রায় অচল হয়ে গিয়েছিল, সেটাকে গোনায়ই ধরেনি। তবে ওটার ক্রুদের বন্দি করে দাঁড় বাইবার কাজে লাগানো হয়েছে। পক্ষান্তরে মুক্ত করে দেয়া হয়েছে খ্রিস্টান

দাসদের। দ্রাগুতের ব্যবহৃত দ্বিতীয় ক্যাপিটানাকেও আনা হয়নি। কেপ মোলার পাড়ে ফেলে আসা হয়েছে ওই জাহাজটাকে। তবে এটার ক্রুদের তুলে আনা হয়েছে। মুক্তি দেয়া হয়েছে বন্দিদের। উপরন্তু এর হোল্ডে পাওয়া গেছে পালমা ও অন্যান্য জায়গা থেকে লুট করে আনা বিপুল পরিমাণ স্বর্ণমুদ্রা, প্রচুর রত্ন আর মেজরকা থেকে ধরে আনা প্রায় তিনশ' যুবক-যুবতীকে। এদের ভাগ্যে প্রায় নির্ধারিতই হয়ে গিয়েছিল যে, দাসবাজারে বিক্রি করা হবে। বেঁচে গেছে ওরা। মুক্ত করা দাসের সংখ্যা হিসেব করতে গিয়ে প্রসপেরো দেখল যে প্রায় তিন হাজার খ্রিস্টান দাস মুক্তি পেয়েছে। একইসঙ্গে দুই হাজার মুসলিম যোদ্ধা ও নাবিককে বন্দি করে স্প্যানিশ বাহিনীর নৌযানগুলোয় দাঁড় বাইবার কাজে লাগিয়ে দেয়া হয়েছে।

গতকাল যারা দাসদের পিঠে চাবুক চালিয়েছে, আজ তারাই বাধ্য হয়েছে ওই দাসদের বেঞ্চে বসতে। আর ওদের পিঠে চাবুক-নির্দেশ দিয়ে চলেছে সেই সাবেক দাসেরাই। কী ভাগ্য! যা হোক, পতাকা নেড়ে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে প্রসপেরোদের সাদরে বরণ করে নিল পোর্ট অ্যাহনবাসীরা। মিনোরকার অধিবাসীরা তীরে দাঁড়িয়ে কোর্সেয়ারদের সঙ্গে প্রসপেরোদের লড়তে দেখেছে। তাই জানে ওরা এখনো স্বাধীনতার স্বাদ উপভোগ করতে পারছে কেবল এই স্প্যানিশ যোদ্ধাদের কল্যাণে। কাজেই তাদেরকে বীরের মত স্বাগত জানাল নগরবাসীরা।

নাবিক আর যোদ্ধারা ব্যস্ত নগরবাসীদের দেয়া উপহার সংগ্রহ ও তাদের পাঠানো ওয়াইনের কাপে চুমুক দিতে। শুক্রবার ক্যাথেড্রালে ওদের সৌজন্যে বিশেষ সারমনের আয়োজন করা হলো। মেজরকা থেকে এলেন আর্চবিশপ। সারমনের বক্তৃতার সময় নগণ্য সংখ্যক গ্যালি নিয়ে অত বড় কোর্সেয়ার ফ্লিটের বিরুদ্ধে জয় পাওয়াকে তিনি তুলনা করলেন গোলিয়থের বিরুদ্ধে

BG & MAH

নবী ডেভিডের জয়ের সঙ্গে। লড়াইয়ে নিহত চারশ' স্প্যানিশ সেনাদের আত্মার কল্যাণে চার্চে বিশেষ প্রার্থনা করা হলো।

পোর্ট অ্যাহনে তিনদিন অবস্থান করল নিয়াপলিটান ফ্লিট। এই কয়দিনে ক্ষতিগ্রস্ত গ্যালিগুলো আবার সাগরে নামাবার জন্য যথাসম্ভব মেরামত করা হলো। বলার অপেক্ষা রাখে না, লড়াইয়ে সবগুলো গ্যালিই কমবেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এরমধ্যে ওগুলোতে প্রয়োজনীয় সাপ্লাই তোলা হলো আর দাস ও নাবিকদের মধ্যে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার কাজটাও করতে হলো। শৃঙ্খলা বলতে, নাবিকরা আসলে মাটিতে নামার সুযোগ পায় খুব কম। ফলে যখনই তারা এই সুযোগ পায়, চেষ্টা করে সুদে-আসলে সবটা পুষিয়ে নিতে। কিন্তু এই করতে গিয়ে নৌবাহিনীর সাধারণ শৃঙ্খলা ও দায়িত্বের কথা ভুলে যায় তারা। তখন তাদেরকে শুঁড়িখানা থেকে তুলে এনে, যার জন্য যেমন দরকার তেমন–নরম হয়ে, গরম হয়ে, শাস্তি দিয়ে, পুরস্কার দিয়ে তাদের মধ্যে আবার শৃঙ্খলাবোধ ফিরিয়ে আনা হয়।

যা হোক, পরদিন, সোমবার সকাল। মিনোরকার পোর্ট অভ অ্যাহন থেকে নোঙর তুলল নিয়াপলিটান ফ্লিট। গন্তব্য স্পেনের বার্সেলোনা। অবশ্য পরিচর্যার জন্য মিনোরকানদের জিম্মায় রেখে যাওয়া হচ্ছে প্রায় তিনশ' মারাত্মক আহত সেনাকে। এরা এতই অসুস্থ যে সমুদ্রযাত্রার ঝক্কি সহ্য করতে পারবে না।

এদিকে মিনোরকা রক্ষায় নিয়াপলিটান ফ্লিট পাঠানোয় স্পেনের সম্রাটকে ধন্যবাদ জানিয়ে চিঠি পাঠিয়েছে আর্চবিশপ আর গভর্নর। চিঠিটা পাঠানো হয়েছে একটা ফ্রিগেটে করে। চিঠিতে কেপ মোলায় নিয়াপলিটান ফ্লিটের বীরত্ব ও তাদের মহান বিজয়ের নাটকীয় বর্ণনা করা হয়েছে। সেইসঙ্গে ভূয়সী প্রশংসা করা হয়েছে প্রসপেরোদের। সত্য বলতে, ঘটনা যেভাবে ঘটেছে তার চেয়েও নাটকীয় বর্ণনা করা হয়েছে চিঠিটায়।

লড়াইয়ের পর কারবাজাল ঘোষণা দিয়ে ফেলেছে যে, তার আর প্রসপেরোর রক্তটাই শুধু আলাদা, কিন্তু এছাড়া ওরা দু'জন আপন ভাইয়ের চেয়ে কোন অংশেই কম নয়। ডন চাইছে সম্রাটের কাছ থেকে রাজকীয় ধন্যবাদ নেয়ার জন্য প্রসপেরো নিজে যেন ফ্লিট নিয়ে বার্সেলোনার দিকে রওনা হয়।

কিন্তু প্রসপেরো তাতে সম্মত হয়নি। ও বলেছে, 'নেপলসে একটা মেয়ে আমার ভাল-মন্দের চিন্তায় উৎকণ্ঠিত হয়ে বসে আছে। দুশ্চিন্তায় হয়তো পাগল হওয়ার দশা হয়েছে তার। দুনিয়ার সব সম্রাটের কাছ থেকে ধন্যবাদ পাবার চেয়ে আমার কাছে বরং তাকে দুশ্চিন্তামুক্ত করাটা বেশি জরুরি। সামনাসামনি দেখা করতে না পারলে অন্তত তাকে চিঠি লিখে হলেও সব জানাতে হবে,' বলে চিঠি লেখার জন্য গেল প্রসপেরো।

তবে চিঠি লেখার আসলে দরকার ছিল না। কারণ সেই কাজ ইতিমধ্যেই গভর্নর আর আর্চবিশপ করে ফেলেছেন। তবে প্রসপেরোর চিঠির উদ্দেশ্য ভিন্ন। আসলে ও জিয়ান্নার কাছে প্রমাণ করতে চাইছে যে, প্রতিশোধের সুযোগ পেলেই তার সদ্ব্যবহার করা ওর অভ্যাস নয়। তাছাড়া ও এখানে এসেছে জেবরায় ওর হাতে ঘটে যাওয়া অঘটনের ফলে খ্রিস্টানদের যে ক্ষতি হয়েছে তার প্রায়শ্চিত্ত করতে। মানে ওর ক্ষুদ্র প্রচেষ্টায় যতটুকু সম্ভব তা-ই করতে। এখন সাফল্য ওর হাতে ধরা দিয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত খ্রিস্টানদের জন্য ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থাও হয়েছে। তাই, প্রসপেরোর মতে এখন ওর দায়িত্ব হচ্ছে ডোরিয়ার জন্য ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা। এই মানসিকতা নিয়ে সম্রাটকে চিঠি লিখতে বসল প্রসপেরো:

'ইয়োর ম্যাজেস্টি এতদিনে নিশ্চয়ই অবগত হয়েছেন যে কোর্সেয়ার দ্রাগুতকে ধরার জন্য জেবরায় ফাঁদ পেতেছিল ডিউক অভ মেলফি, লর্ড ডোরিয়া। কিন্তু স্বর্গের নির্ধারিত নিয়তি অনুসারে

BG & MAH

তাকে ফাঁকি দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল দ্রাগুত। লর্ড ডোরিয়া পুবের সাগরে টহল দিচ্ছিলেন। তাই আমার উপর বর্তায় পশ্চিম সাগর টহল দেয়ার দায়িত্ব। আর আমার সৌভাগ্য যে, পোর্ট অ্যাহনেই দ্রাগুতকে পেয়ে যাই আমি। তখনই ওর ফ্লিটের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে পুরো কোর্সেয়ার ফ্লিট ধ্বংস করে দিই। তবে এই কাজের মূল পরিকল্পনা ডিউক অভ মেলফি লর্ড ডোরিয়ারই ছিল।'

আলভারোও সম্রাটকে কোন চিঠি লিখে বসতে পারে, তাই তাকে নিজের চিঠিটা দেখাল প্রসপেরো। চিঠি পড়েই আপত্তি করল আলভারো। বলল, 'এটা তো সত্যি নয়!'

'কিন্তু এরমধ্যে মিথ্যে কী পেলেন, বলুন তো?' আলভারোকে প্রশ্ন করল প্রসপেরো।

আবার চিঠিটা পড়ল আলভারো। বলল, 'নির্দিষ্ট করে বলতে পারব না কোন্ কথাটা মিথ্যে। কিন্তু বক্তব্যটায় সত্যতা নেই। এই লড়াইয়ে ডোরিয়া কোথায় কী করল যে, ওকে কৃতিত্ব দিচ্ছেন?'

জবাবে প্রসপেরো বলল, 'ডোরিয়ার পরিকল্পনা ছিল দ্রাগুতকে ধ্বংস করা। ওই পরিকল্পনাটাই তো বাস্তবায়িত হলো, তাই না? এখন বলুন, ডোরিয়া কী পুব সাগরে চষে বেড়াচ্ছিল না? আর নিয়াপলিটান ফ্লিট তো তারই অধীন স্প্যানিশ নৌবাহিনীর অংশ। ভুল বলেছি?'

তখন আলভারো বলল, 'এই মহান অর্জনকে পায়ে ঠেলে দিয়ে আসলে কী পেতে চাইছেন আপনি?'

'ঋণের দায় থেকে মুক্তি পেতে চাইছি, সম্মানের ঋণ।'

'কিন্তু আমার দৃষ্টিতে ডোরিয়ার কাছে আপনার কোন ঋণ নেই, বরং উনিই আপনার কাছে ঋণী।'

'পুরো বিষয়টা আপনি জানেন না। তাই একথা বলছেন। কিন্তু এই বিজয়ের কৃতিত্ব আমি ডোরিয়াকেই দিতে চাই,' বলল প্রসপেরো।

প্রসপেরোকে খুশি করার জন্য ওর কথায় আপাত সম্মতি দিল আলভারো। কিন্তু মহান এই যুদ্ধের জয় যে কেবলমাত্র প্রসপেরোর কুশলী রণনৈপুণ্যের জন্যই হয়েছে তাতে আলভারোর মনে কোনরকম সন্দেহ নেই। প্রসপেরোর বুদ্ধিতেই বিশাল গ্যালিয়নটাকে বিরাট একটা বোমায় রূপান্তর করা হয়েছে। আর সেটা ব্যবহার করেই এক ধাক্কায় ছেঁটে ফেলা গেছে কোর্সেয়ার ফ্লিটের তিন ভাগের একভাগ। আলভারোর তখন মনে হচ্ছিল আসলেই অজেয় এক যোদ্ধা প্রসপেরো।

শেষ কথাটা খানিকটা বাড়িয়ে বলা হলেও চিন্তাটা কেবল আলভারোর একার না। আরো অনেকেই প্রসপেরোর ব্যাপারে একই মনোভাব পোষণ করে। কারণ এত অল্প শক্তি নিয়ে জয় ছিনিয়ে আনার ইতিহাস কেবল এই লা মোলারই নয়, বরং প্রসিডার বিজয়ও ছিল একইরকম বীরত্বপূর্ণ। এসব জয়ের ফলে জনমনে প্রসপেরোরকে নিয়ে যে উচ্ছ্বাস আছে তা ভুল বলার বা অস্বীকার করার খুব একটা সুযোগ নেই। তবে, খানিকটা বিস্ময়কর হলেও সত্যি যে, স্পেন সম্রাট পঞ্চম চার্লস ওকে নিয়ে বা ওর সাফল্য নিয়ে ততটা উচ্ছ্বসিত নন।

পনেরো দিন আগের কথা। খবর পৌঁছেছে জেবরায় দ্রাগুতকে ফ্লিট সমেত ফাঁদে ফেলেছে ডোরিয়া। এখন ওকে চূড়ান্তভাবে ধ্বংস করার জন্য স্থলবাহিনীর সাহায্য চেয়ে পাঠিয়েছে ডোরিয়া।

খবর শুনে দারুণ উচ্ছ্বসিত সম্রাট। নিয়াপলিটান ফ্লিটের সঙ্গে জেবরায় যাবার জন্য তিনি নিজেও চলে আসেন বার্সেলোনায়। ইচ্ছা, দ্রাগুতের ধ্বংস নিজের চোখে দেখবেন। ডোরিয়ার জেবরা সাফল্যকে সম্রাট নিজের সাফল্য বলেই মনে করছেন। কারণ রাজসভার অনেক গণ্যমান্য সভাসদের মতের বিরুদ্ধে গিয়ে ডোরিয়াকে তার নৌবাহিনীর প্রধানের দায়িত্ব দিয়েছেন তিনি।

সুতরাং ডোরিয়া সফল হলে সম্রাটের বিরোধিতাকারীদের থোঁতা মুখ ভোঁতা হয়।

কিন্তু তারপরই খবর আসে, ডোরিয়ার ফাঁদ কেটে বেরিয়ে গেছে দ্রাগুত। এমনকী যে-কোন সময়ের চেয়েও বেশি ভয়ঙ্কর রূপে খ্রিস্টান নগর-বন্দরগুলোর উপর হামলে পড়ছে সে। শুনে যারপরনাই মুষড়ে পড়লেন সম্রাট। ডোরিয়ার সামর্থ্য নিয়ে তখন প্রশ্ন উঠল নিজের মনেই। যদিও অতীতে অনেক সাফল্য অর্জন করেছে সে, কিন্তু এবারের ব্যর্থতা সব ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছে। সবাই প্রশ্ন তুলছে, ওই সাফল্যগুলোর কতটা আসলেই তার নিজের অর্জিত, কতটা শত্রুদের দুর্বলতার কারণে প্রাপ্ত আর কতটাই বা ডোরিয়ার নিজের অধীনস্থদের বুদ্ধি ও দক্ষতার মাধ্যমে অর্জিত।

এই অবস্থায় সম্রাটের রাগের আগুনে ঘি ঢালতে উপস্থিত হয়ে যায় অনেকেই। এদের মধ্যে একটা দল হচ্ছে, যাদের মতের বিরুদ্ধে গিয়ে সম্রাট ডোরিয়াকে নিয়োগ দিয়েছেন, তারা। আরেকটা দল হচ্ছে যারা ডোরিয়ার আসনটা পেতে চেয়েছিল। বলাই বাহুল্য, উভয় দলই ডোরিয়ার ধ্বংস দেখতে উদ্গ্রীব। কিন্তু এদের বিষোদ্গার মোটেও কানে তুললেন না সম্রাট। বরং ওদের সবার উপরই তেতে উঠতে লাগলেন তিনি।

ডোরিয়ার বিরুদ্ধে বিষোদ্গারকারীদের মধ্যে প্রসপেরোর সুবন্ধু মারকুইস ডেল ভাস্টোও আছে। শোকাহত ডেল ভাস্টো বিশ্বাস করে ডোরিয়ার অবিবেচনা আর ভুল রণকৌশলের কারণেই সে তার বন্ধু প্রসপেরোকে হারিয়েছে। গোইয়ালাতার লড়াইয়ে প্রসপেরোর সাফল্যের কথা সরাসরিই তুলল সে। বলল, ডোরিয়ার অধীন এক ক্যাপ্টেনের নিপুণ রণকৌশল আর চরম সাহসিকতার জন্যই আজও হেঁটে-চলে বেড়াচ্ছে ডোরিয়া। সেই ক্যাপ্টেনের নাম প্রসপেরো। প্রথমে জেনোয়ায়, পরে স্প্যানিশ বাহিনীতেও

বইঘর.কম

ডোরিয়ার অধীনে কাজ করেছে সে। শেষ পর্যন্ত শার্শেলে সম্রাটেরই পাঠানো মিশনে সেই ডোরিয়ারই অধীনে কাজ করতে গিয়ে বীরত্বের সঙ্গে আত্মত্যাগ করেছে প্রসপেরো। মারকুইস অভিযোগ করল, গোইয়ালাতার লড়াইয়ে ডোরিয়াকে বাঁচিয়েছিল প্রসপেরো। কিন্তু শার্শেলে প্রসপেরোকে সে সাহায্য তো করেইনি, উল্টো ওকে মৃত্যুর মুখে ফেলে চলে এসেছে অ্যাডমিরাল ডোরিয়া।

কথাগুলো শুনে হতাশার সঙ্গে মাথা নাড়ল সম্রাটের সভার গণ্যমান্য সভাসদবৃন্দ। ডোরিয়ার এই রূপ উন্মোচিত হওয়ায় নাবিক হিসেবে তার প্রকৃত মূল্য কতটুকু তা নিয়েও এখন তারা সন্দিহান। তবে নিজেদের মনোভাব এর বেশি আর কেউ প্রকাশ করল না। কারণ এ-ই যথেষ্ট। ভিতরে ভিতরে যথেষ্ট লজ্জিত বোধ করছেন সম্রাট। বিদেশি এক অ্যাডমিরালের ব্যর্থতার দায়ে সভাসদদের কথা শুনতে হচ্ছে তাঁকে।

ঠিক এই সময়ই সম্রাটের কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দিতে খবর পৌঁছুল মেজরকায় আক্রমণ করেছে দ্রাগুত। স্প্যানিশ রাজত্বের দোরগোড়ায় আঘাত হেনেছে সে। খবরটা শুনে সম্রাট এতই রেগে গেলেন যে, তাঁর মুখ দিয়ে কথাই সরছে না। কিন্তু অন্যদের মুখ তো আর বাঁধা নেই। এবার প্রকাশ্যেই তারা ডোরিয়ার বড়-বড় কথা বলা আর কাজ না করার সমালোচনা করতে শুরু করল।

যা হোক, ভীষণ হতাশ মনে নৌযাত্রার চিন্তা বাদ দিয়ে বার্সেলোনা থেকে মাদ্রিদে ফেরার প্রস্তুতি নিতে শুরু করলেন সম্রাট। আর ঠিক তখন আঁধারের বুক চিরে ছুটে আসা প্রথম আলোর মত দারুণ আশাপ্রদ একটা খবর পৌঁছুল সম্রাটের কানে। অসম শক্তি নিয়ে লড়েও লা মোলায় বিশাল জয় পেয়েছে নিয়াপলিটান ফ্লিট, ধ্বংস হয়ে গেছে দ্রাগুতের বহর, মেজরকার দুর্ঘটনার ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা হয়েছে আর মুক্তি পেয়েছে অসংখ্য

খ্রিস্টান বন্দি দাস।

খবরগুলো এসেছে প্রসপেরোর চিঠির মাধ্যমে। এবং এর সত্যতার নিশ্চয়তা দিয়েছে লা মোলার স্প্যানিশ গভর্নরের পাঠানো চিঠি। এক জায়গায় তিনি লিখেছেন: ইয়োর ম্যাজেস্টির ক্যাপ্টেন জেনারেলের অধীন ক্যাপ্টেন মেসার প্রসপেরোর নেতৃত্বে দারুণ বীরত্বপূর্ণ লড়াইয়ে দ্রাগুতের ফ্লিটকে স্রেফ গুঁড়িয়ে দিয়েছে নিয়াপলিটান স্কোয়াড্রন। আমরা দ্বীপবাসীরা আপনার মাধ্যমে আপনার বাহিনীর ক্যাপ্টেন জেনারেল, তার অধীন ক্যাপ্টেন ও অন্য সবাইকে অন্তরের অন্তস্তল থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তাদের সময়োচিত ও অত্যন্ত সাহসী পদক্ষেপের ফলেই আমরা আজও স্বাধীন আছি। এটা তাদেরই কৃতিত্ব যে, মিনোরকাবাসীদের মেজরকার মত দুর্ভাগ্য বরণ করতে হয়নি।

চিঠিটা স্বস্তির সাগরে ভাসিয়ে দিল সম্রাটকে। ডোরিয়ার জন্য ব্যাপারটা অবশ্যই স্বস্তিকর। কিন্তু তার চেয়ে বড় কথা হচ্ছে এই বিজয়ে সবচেয়ে বড় স্বস্তি পেয়েছেন স্বয়ং সম্রাট। এবার যারা ডোরিয়ার সমালোচনার নামে কার্যত তাঁরই সমালোচনা করেছে তাদের টুঁটি চেপে ধরবেন তিনি। সমালোচকদের কণ্ঠ রুদ্ধ করতে চিঠি দুটোর ব্যাপক প্রচার করলেন সম্রাট। সমালোচকদের বললেন অযথাই তারা ডোরিয়ার সমালোচনা করেছে। জেবরা থেকে যে কারণেই দ্রাগুত ছুটে গিয়ে থাকুক, এবার লা মোলায় সে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে গেছে। তাই জেবরার ঘটনায় ডোরিয়া অবশ্যই ক্ষমার যোগ্য। আর লা মোলায় বিজয় অর্জিত হয়েছে ডোরিয়ার অধীন এক ক্যাপ্টেনের মাধ্যমে। কাজেই এই বিজয় ডোরিয়ার বিজয়ও বটে। একইসঙ্গে এটা তাঁরও বিজয়। কারণ ডোরিয়াকে নিয়োগ দিয়েছেন তিনি।

সম্রাটের মুখে এমন স্পষ্ট কথা শুনে এমনকী ডেল ভাস্টোও আর কথা বাড়াবার সাহস পেল না। নিজের অবস্থান সে ভাল

বইঘর.কম

মতই জানে। আর সম্রাটের মনও খানিকটা বোঝে। তাই সে ভাল করেই বুঝতে পারছে, এখন প্রসপেরোকে নিয়ে কিছু বলতে গেলে প্রসপেরোর প্রতি সম্রাটের মনই কেবল বিষিয়ে তোলা হবে। উপকার কিছুই হবে না। যদিও ডেল ভাস্টো খুব ভাল করেই বুঝতে পারছে, ডোরিয়ার কারণে নয়, বরং যুদ্ধক্ষেত্রে ডোরিয়া অনুপস্থিত থাকার ফলেই এই অসম লড়াইয়ে জয় ছিনিয়ে আনতে পেরেছে প্রসপেরো।

চৌত্রিশ

প্রকৃত ঘটনা উদ্ঘাটন

ঠিক যেদিন কেপ লা মোলায় দ্রাগুতের সঙ্গে লড়াই করছে প্রসপেরো, সেদিনই জেবরায় পৌঁছুল নেপলস থেকে আসা একটা গ্যালিয়ট। ওটায় করে ভাইসরয়ের পাঠানো সংবাদ নিয়ে এসেছে মেসার পাওলো কারাসসোলো।

কারাসসোলো বয়সে তরুণ, লম্বা ও সুদর্শন। মাথায় লালচে সোনালি চুল। সবসময় বিদ্রূপাত্মক একটা ভাব লটকে থাকে তার ঠোঁটের কোণে। নিজের মনোভাব ব্যক্ত করতে কখনো একটুও দ্বিধা করে না সে। তবে অন্যদের মনোভাবের থোড়াই পরোয়া করে। এক কথায় উদ্ধত একটা লোক।

ভাইসরয় প্রিন্স অভ অরেঞ্জের পাঠানো সংবাদটা সে জেবরায় নিয়ে এসেছে, কারণ পুরো ব্যাপারটা তার কাছে কৌতুককর বলে

মনে হয়েছে। অ্যাডমিরালের গ্যালিতে যখন সে পা রাখল, ভাতিজাদ্বয়কে নিয়ে ডিনার করছে ডোরিয়া।

সরাসরি ডোরিয়ার কাছে চলে এল লোকটা। এসেই বলল, 'হিজ হাইনেস, দ্য প্রিন্স অভ অরেঞ্জ আপনাকে অভিবাদন জানিয়েছে। জানতে চেয়েছে এই মুহূর্তে এখানে ঠিক কী করছেন আপনি।'

তিন জোড়া চোখ একসঙ্গে প্রশ্নকর্তার দিকে তাকাল। তিনজনই ভাবছে, লোকটা পাগল নাকি। ডোরিয়ার মুখে প্রতিধ্বনিত হলো তারই প্রশ্ন, 'কী করছি আমি?'

'হ্যাঁ, সেটাই ভাইসরয়ের প্রশ্ন, এখানে কী করছেন আপনি?'

দ্বিধায় পড়ে গেছে ডোরিয়া, 'কিন্তু...কিন্তু...নেপলসে কি আমার বার্তা পৌঁছেনি? আমি সৈন্য চেয়ে বার্তা পাঠিয়েছি। জেবরায় সৈন্য মোতায়েন করতে হবে।'

'ওহ্, ওই বার্তা। কিন্তু সে তো জেবরা উপসাগর ছেড়ে দ্রাগুতের বেরিয়ে যাওয়ার অনেক আগের কথা,' বলল কারাসসোলো।

'বেরিয়ে যাওয়ার আগের কথা!' বিস্ময়ে ডোরিয়ার চোয়াল ঝুলে পড়ার অবস্থা।

মুখ খুলল ফিলিপ্পিনো, 'আপনি হয়তো বলতে পারবেন, এই মুহূর্তে কোথায় আছে দ্রাগুত।'

'কোথায় আছে তা নির্দিষ্ট করে বলতে পারব না। তবে কোথায় নেই তা নিশ্চিতভাবে জানি। জেবরা উপসাগরে সে নেই,' বলল কারাসসোলো।

'জেবরায় নেই? হাহ্! নির্ঘাত আপনার মাথা নষ্ট হয়ে গেছে।'

ওদের কথা শুনে একটু অস্বাভাবিক আচরণ করল জিয়ানেট্টিনো। হেসে উঠল সে। হাত তুলল যেন কিছু একটা বলবে, কিন্তু আবার নিজেকে সামলে নিল। ওর মুখ দিয়ে শুধু বের

বইঘর.কম

হলো, 'বোঝো এবার...'

তখন রীতিমত হুঙ্কার দিয়ে উঠল ফিলিপ্পিনো, 'আসলেই কি আপনি ভাইসরয়ের কাছ থেকে এসেছেন? নাকি ধাপ্পাবাজি করতে এসেছেন এখানে?'

কথাটা গায়ে লাগল কারাসসোলোর। ব্যঙ্গ করে সে বলল, 'এভাবে কথা বলা সভ্য আচরণ নয়। এখানে আসার জন্য লিখিতভাবে আমাকে হুকুম দেয়া হয়েছে। লেখাটা পড়ে ক্ষমা চাইবেন আপনি। আর ওই একই চিঠিতে দেখবেন, দশ দিন আগে কর্সিকার উপকূলে আতঙ্ক ছড়িয়ে বেড়িয়েছে দ্রাগুত।'

'তা হতে পারে না, এ স্রেফ মিথ্যাচার,' অবিশ্বাসী কণ্ঠে আপত্তি জানিয়ে বলল ডোরিয়া।

'এটাই সত্য।'

'হয়তো অন্য কেউ দ্রাগুতের নাম ভাঙিয়ে এমনটা করছে,' বলল ফিলিপ্পিনো।

কিন্তু কারাসসোলো নিশ্চিত করল যে উপকূলে হামলাকারীদের পরিচয় নিয়ে কোন সংশয় নেই। বলল, 'অন্তত দশ দিন ধরে দ্রাগুত এখানে নেই। আমার তো সন্দেহ, আদৌ সে এখানে এসেছিল কিনা।'

কথাটা শুনে রাগে রক্ত উঠে এল অ্যাডমিরালের চেহারায়। হুঙ্কার দিয়ে সে বলল, 'দ্রাগুতের পুরো ফ্লিটকে ধাওয়া করে এখানে এনে ঢুকিয়েছি আমি। তারপর থেকেই তো জেবরা প্রণালীর একমাত্র প্রবেশমুখে বসে আছি আমি। তাহলে সে পালাবে কোথা দিয়ে?'

মেসার কারাসসোলো বিড়বিড় করে বলল, 'মুসলিমরা বলে আল্লাহর দ্বারা সবই সম্ভব। তাই বলছি, আপনারা যদি বিশ্বাস করেন দ্রাগুত এখানে বন্দি, তাহলে আমি বলব, সে যে এখান থেকে পালিয়ে গেছে সেই বিষয়েও কোন অনিশ্চয়তা নেই। তাই...

পরের কথাগুলো বলল সে বিদ্রূপাত্মক দন্তবিকশিত হাসি দিয়ে, '...কোন সন্দেহ নেই, সম্রাটের রোষ হজম করতে হবে আপনাকে।'

'দেখি, আপনার চিঠিটা দেখান,' বলল ডোরিয়া। চিঠিটা বাড়িয়ে ধরতেই থাবা দিয়ে কারাসসোলোর হাত থেকে সেটা নিয়ে নিল সে।

একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে মাথার হ্যাট খুলে ফেলল কারাসসোলো। ওটা দিয়েই নিজেকে বাতাস করতে লাগল সে। বলল, 'আগেও শুনেছি, কিন্তু আজকের আগে কখনো বিশ্বাস করিনি যে জেনোয়িসরা আসলেই সৌজন্যবোধের পরোয়া করে না।' কিন্তু তার বিদ্রূপ তিনজনের কারো কানে যায়নি বা গেলেও কেউ গ্রাহ্য করল না। ওদের বরং ভাবার মত আরো বড় বিষয় দিয়েছে সে।

দুই ভাতিজাকে দুই পাশে নিয়ে চিঠিটা পড়ছে ডোরিয়া। অক্ষরগুলোর উপর ঝড়ের গতিতে তার দৃষ্টি ছুটে যাচ্ছে। স্তম্ভিত ফিলিপ্পিনোকে দেখে মনে হচ্ছে ওর হৃৎস্পন্দনও বুঝি থেমে গেছে। অপরদিকে জিয়ানেট্টিনোর মেয়েলি মুখে লটকে আছে একটা তিক্ত হাসি। কারণ গত এক সপ্তাহ ধরে ও ক্রমাগত চেঁচিয়ে যাচ্ছে যে দ্রাগুতের দুর্গের সবকিছু ভীষণ ঠাণ্ডা মেরে আছে। কিছুই নড়ছে না। তাই ও চাইছিল একটু সামনে গিয়ে দুর্গের কামানের সামনে বড়সড় একটা টোপ হিসেবে নিজেকে উপস্থাপন করতে।

কিন্তু ওর চাচা স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছে যে, কোন অবস্থাতেই অমন কিছু করা যাবে না। তার ভাষ্য ছিল, 'হ্যাঁ, নিজেকে টোপ বানাও আর ওই ডাকাতটার ইচ্ছে পূরণ হোক। বদমাশটা শেয়ালের মত ওত পেতে লুকিয়ে আছে। চাইছে আমরা যেন বোকা হাঁসের মত ওর সামনে গিয়ে ধরা দিই। খবরদার, স্থলবাহিনী এখানে পৌঁছানোর আগে কিছুই করবে না। ততদিনে

ডাকাতটা ওখানে বসে থেকে নিজেকে শেয়াল ভাবতে থাকুক। ওর ভণ্ডামিতে আমি ভুলছি না।'

জবাবে জিয়ানেট্টিনো বলে, 'আচ্ছা ঝুঁকি নেয়ার চিন্তা বাদ দিলাম, কিন্তু ওরা কী করছে তা তো খবর নেয়া দরকার।'

'ওর আর কী করার ক্ষমতা আছে!' ডোরিয়ার নিস্পৃহ জবাব।

জিয়ানেট্টিনোর মন্তব্য, 'জানি না কী করছে, কিন্তু আমার মন বলছে কিছু একটা গণ্ডগোল অবশ্যই আছে।'

'মনে হলে হোক। তোমার মনের চেয়ে আমি বরং আমার যুক্তি-বুদ্ধির উপরই বেশি নির্ভর করব,' জবাব দিয়েছিল ডোরিয়া।

এখন চিঠিটা হাতে নিয়ে সবাই দেখছে, ডোরিয়ার যুক্তি-বুদ্ধির চেয়ে জিয়ানেট্টিনোর বোকা মনই বেশি বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছিল। রীতিমত আর্তনাদ করে জিয়ানেট্টিনো বলল, 'দেখেছেন, আগেই বলেছিলাম, এখানে কোথাও একটা ঘাপলা আছে।'

অ্যাডমিরালের রাগের আগুনে ঘি ঢালার জন্য এটাই বাকি ছিল। এমন রাগত দৃষ্টিতে জিয়ানেট্টিনোর দিকে সে তাকাল, যেমনটা জিয়ানেট্টিনো আগে কখনো দেখেনি। ডোরিয়া বলল, 'বোকার অনুমান কখনো এমন সত্যের কাছাকাছি পৌঁছে যায় যা জ্ঞানীর দৃষ্টি থেকে সরিয়ে রাখা হয়েছে। কিন্তু বোকার অনুমান নিয়ে কে মাথা ঘামায়?' তারপর বার্তাবাহকের দিকে ফিরে সংযত কণ্ঠে বলল, 'চিঠিটা পড়ে সব বুঝতে পেরেছি। কিন্তু এ সত্যি হতে পারে না, ঈশ্বরের শপথ, এ কেমন করে সত্যি হয়?' ডোরিয়ার হাঁটু কাঁপছে। পাশের একটা টুলে বসে পড়ল সে। ভাবছে, এই ষাট বছর বয়সে এসে এভাবে আছাড় খেতে হবে তা কল্পনাও করেনি কখনো।

তখনই এগিয়ে এল জিয়ানেট্টিনো। বলল, 'মাই লর্ড, এতদিন যা করতে নিষেধ করেছেন, তা-ই করতে যাচ্ছি এখন। জেবরায় নামব, সব সন্দেহ নিরসন করে তবেই ফিরে আসব,' বলে

অনুমতির অপেক্ষা না করেই বেরিয়ে গেল জিয়ানেট্টিনো।

সূর্য ডোবার পর ফিরে এল জিয়ানেট্টিনো। এসে দেখল ফিলিপ্পিনো আর সকালের সেই লোকটাকে নিয়ে বসে আছে অ্যাডমিরাল। যে গল্প নিয়ে ও ফিরেছে, ভাইসরয়ের পাঠানো চিঠির সঙ্গে তার কোনরকম দ্বন্দ্ব নেই। বরং চিঠির বক্তব্যের বিস্তারিত ব্যাখ্যা নিয়ে ফিরেছে ও। জেনে এসেছে যে, ওরা যখন জেবরার প্রবেশমুখ পাহারা দিচ্ছে, দ্রাগুত তখন পিছনে দরজা বানিয়ে সেটা দিয়ে ভেগেছে। জিয়ানেট্টিনোকে ওদের কাটা খালও দেখিয়েছে জেবরার শেখ।

অ্যাডমিরালের কাছে রিপোর্ট করছে জিয়ানেট্টিনো, 'শেখ লোকটা বলেছে, একজন ফ্র্যাঙ্কের তত্ত্বাবধানে ওই খাল কাটা হয়েছে। ফ্র্যাঙ্ক লোকটার নাম প্রসপেরো।' তিক্ত হেসে সে বলল, 'আমাদের বন্ধুর ধূর্ততায় আমাদের গর্বিত হওয়া উচিত। ওর মেধা আর বুদ্ধি ঠিকঠাক মত ব্যবহার করা গেলে আমরা আরো অনেক উন্নতি করতে পারতাম। উল্টো এখন আমাদের সর্বনাশ করেছে প্রসপেরো। এভাবেই প্রতিশোধ নেয়ার গোপন ইচ্ছা পূরণ করেছে ও।'

তারপর সবকিছু খুলে বলল জিয়ানেট্টিনো। তখন জেবরায় জিয়ান্নার উপস্থিতির ব্যাপারে আরো কিছু যোগ করল মেসার কারাসসোলো। জানাল ঘটনাচক্রে কীভাবে এখানে উপস্থিত ছিল জিয়ান্না। অন্য কোন অবস্থায় হলে হয়তো জিয়ান্নার উপস্থিতিকে সহানুভূতির সঙ্গে দেখত ডোরিয়া। কিন্তু এই মুহূর্তে ওর কথা ডোরিয়ার মনে কেবল বিতৃষ্ণাই জন্মাল।

স্তম্ভিত ডোরিয়ার সামনে এসে দাঁড়াল ফিলিপ্পিনো। বলল, 'আসলে আমাদের ভাগ্যে এমনই হওয়ার কথা। আমাকে যদি আমার নিজের মত করে ওই প্রতারক শয়তানটাকে সামলাতে দিতেন তাহলে আজ এই অবস্থা তৈরিই হত না। আগেই আপনাকে

সতর্ক করেছিলাম, লর্ড।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোমরা সবাই আমাকে সতর্ক করেছিলে, আমিই তোমাদের কথা শুনিনি, দোষ সব আমার, তাই আমাকেই এখন সম্রাটের রাগ দেখতে হবে। এতদিন আমি যা যা করেছি তার সবই এখন বিফল হয়ে যাবে। সবাই এখন আমাকে নিয়ে হাসবে।'

জিয়ানেট্টিনোকে ফিলিপ্পিনো জিজ্ঞেস করল, 'শেখকে জিজ্ঞেস করেছিলে, এতদিনেও আমাদের কাছে কোন খবর কেন পৌঁছল না?'

'হ্যাঁ, করেছি। হয়তো প্রসপেরোরই পরামর্শে, দ্রাগুত জেবরার সমস্ত নৌকায় হয় আগুন লাগিয়ে দিয়েছে, নয়তো ডুবিয়ে দিয়ে গেছে। কিন্তু এখন কি এতে কিছু আসে যায়?'

এবার কথা বলল মেসার কারাসসোলো, 'আসলেই। এখন তাতে কী আসে যায়? মূল কথা হচ্ছে, চিঠির বক্তব্য প্রমাণিত হয়েছে। কাজেই আপনারা নোঙর তুলছেন। এবং সেটা এখনই।'

'কোথায় যাব?' জানতে চাইল ডোরিয়া।

'কেন, নেপল্‌সে যাবেন,' কারাসসোলোর সংক্ষিপ্ত উত্তর।

'লোকের হাসির পাত্র হতে?'

'আরে নাহ্, ভাইসরয়ের কাছ থেকে নতুন অর্ডার নিতে যে, নতুন করে দ্রাগুতকে কোথায় ধাওয়া করবেন।'

রাগত চোখে কারাসসোলোকে জরিপ করছে ডোরিয়া। দেখছে, লোকটা তাকে নিয়ে মস্করা করার মত দুঃসাহস করছে কিনা। কারণ ডোরিয়ার এখন মনে হচ্ছে সবাই-ই তাকে তামাশার পাত্র ভাবছে। কারণ যে ডাকাতকে বন্দি করে ফেলেছে বলে সম্রাটকে চিঠি লিখে জানিয়েছে সে, তাকেই আবার কোথা থেকে ধাওয়া করতে হবে সেই নির্দেশনা নিতে নেপল্‌সে যেতে বলা হচ্ছে ওকে!

পঁয়ত্রিশ

শেষ ভরসা

দ্রাগুতকে ধাওয়া করে কেপ মোলায় আসার সময় প্রসপেরোকে দারুণ সাহায্য করেছিল পুবালী বাতাস। কিন্তু সেই পুবালী বাতাসই এখন নেপলসে যাওয়ার পথে প্রবল বাধা দিচ্ছে ওকে। পাল তোলা হলে প্রচণ্ড বাতাস আবার ওদেরকে ঠেলে ফেরত নিয়ে যাবে কেপ মোলার দিকে। কাজেই দাঁড় বেয়ে এগিয়ে চলল ওরা।

দাঁড় বেয়ে ঘণ্টায় তিন মাইল গতিতে এগুতে পারছে। এ হিসেবে দিনে ষোলো ঘণ্টা দাঁড় বেয়ে মাত্র আটচল্লিশ মাইল পাড়ি দিতে পারছে প্রসপেরোরা। বাকি আট ঘণ্টা দাসদের বিশ্রাম দিতে হচ্ছে। যদি পশ্চিমা বাতাস না আসে তাহলে নেপলসে পৌঁছতে ওদের আরো তিন সপ্তাহের বেশি সময় লাগবে।

অথচ আসার সময় অনুকূল বাতাস পেয়ে এই পথ মাত্র তিন দিনে পাড়ি দিয়েছিল ওরা। এদিকে জিয়ান্নাকে দেখতে আর তর সইছে না প্রসপেরোর। তাই এই শম্বুক গতিতে অস্থির হয়ে ও সিদ্ধান্ত নিল উত্তরে গালফ অভ লিয়নস-এর দিকে ফ্লিটের মুখ ঘুরিয়ে নেবে। মার্সেই-এ ভিড়ে জিয়ান্নাকে চিঠি লিখল ও। এবং সেটা স্থলপথে নেপলসে পাঠিয়ে দিল। চিঠিটায় ও জিয়ান্নাকে অনুরোধ করল জেনোয়ায় চলে যেতে। কারণ ও নিজেও এখন ওদিকেই রওনা হয়েছে।

প্রসপেরো লিখেছে:

'প্রিয় জিয়ান্না, আমাদের দেশ থেকে নিজেদেরকে আমি বিতাড়িত ভাবতে চাই না। আমার দৃষ্টিতে এখনই দেশে ফেরার সবচেয়ে উপযুক্ত সময়। তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে, প্রসিডায় বিজয়ের পর জেনোয়াবাসীরা আমাকে কেমন সাদর অভ্যর্থনা জানিয়েছিল? আর ওই সময় আমার শত্রুরা কেমন চুপসে গিয়েছিল তাও নিশ্চয়ই মনে আছে? ছুরি-তলোয়ার খাপে ঢুকিয়ে রাখতে বাধ্য হয়েছিল তারা। সেকথা মাথায় রেখেই বলছি, কেপ মোলায় প্রায় তিন হাজার মুসলিম কোর্সেয়ার সৈন্য বন্দি হয়েছে আমার হাতে। একইসঙ্গে বন্দিদশা থেকে মুক্তি পেয়েছে প্রায় সমসংখ্যক খ্রিস্টান। এদের মধ্যে প্রায় এক হাজারই জেনোয়িস। সেইসঙ্গে দখল করেছি চোদ্দটি মুসলিম গ্যালি আর দ্রাগুতকে ধ্বংস করার সুখবর তো আছেই। এসব নিয়ে জেনোয়ার বন্দরে হাজির হলে আমার সবচেয়ে বড় শত্রুও তখন জনমতের বিপক্ষে গিয়ে আমার বিরুদ্ধে কিছু করার দুঃসাহস দেখাবে না। সুতরাং বুঝতেই পারছ, জেনোয়ায় যাওয়ার এখনই সময়। চলে এসো, জেনোয়ায় আমরা মিলিত হব। ওখানে যাওয়ার জন্য তোমার যা-যা লাগে তার ব্যবস্থা করে দেবেন হিজ হাইনেস, প্রিন্স অভ অরেঞ্জ।'

এই চিঠিটার সঙ্গেই পোর্ট অভ অ্যাহনের অবস্থা সবিস্তারে জানিয়ে প্রিন্স অভ অরেঞ্জকে আরেকটি চিঠি লিখল প্রসপেরো। তবে সেটায় ওর নিজের কৃতিত্ব গোপন রাখল। তবে এই ব্যাপারটা পুষিয়ে গেল একই সময়ে প্রিন্সকে লেখা আলভারোর কাব্যিক চিঠির কল্যাণে। যদিও প্রসপেরো তা জানল না। একই চিঠিতে জিয়ান্নার জেনোয়ায় যাবার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করে দিতেও প্রিন্সকে অনুরোধ করল প্রসপেরো।

প্রসপেরোর চিঠি জিয়ান্নার জন্য স্বস্তির সুবাতাস হয়ে এসেছে।

তবে মৃদু বাতাসের পিছনে ঘনাতে থাকা মেঘরাশি যে নতুন একটা ঝড় ডেকে আনতে পারে তাও ওর দৃষ্টির আড়ালে থাকেনি।

চিঠিতে প্রসপেরো যেমন আত্মবিশ্বাস আর জেনোয়িসদের উপর ভরসা দেখিয়েছে, বাস্তবে তা কতটুকু সত্যি হবে তা নিয়ে জিয়ান্নার মনে সন্দেহ রয়েই গেছে। সন্দেহের কারণ অতীতের তিক্ত অভিজ্ঞতা। কাজেই ও সিদ্ধান্ত নিল যত দ্রুত সম্ভব জেনোয়ার পথে রওনা হবে। যাতে বিপদ এলে তখন যেন অন্তত প্রসপেরোর পাশে থাকতে পারে ও।

প্রসপেরোর জেনোয়ায় যাওয়ার পরিকল্পনাটাকে কোনভাবেই ভুল বলা যাবে না। সুযোগটা ও ভালই চিনতে পেরেছে। সুযোগ দেখামাত্রই চিনতে পারা ও সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারার গুণই ওকে ওর সময়ের সেরা নেতা বানিয়েছে। যা হোক, একটা সময় পর্যন্ত অন্য অনেকের মত প্রসপেরোও বিশ্বাস করত দ্রাগুত আসলেই লা মোলার যুদ্ধে মারা পড়েছে। তবে সেটা ভিন্ন গল্প।

মূল কথা হচ্ছে, জেনোয়ায় প্রসপেরোর নৌবহর আসার অনেক আগেই দ্রাগুতকে পরাজিত ও তার নৌবহর ধ্বংস করে দেয়ার গল্প সেখানে পৌঁছে গিয়েছিল। সত্যি বলতে ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে এমন কোন খ্রিস্টান অধ্যুষিত উপকূল শহর ছিল না যার অধিবাসীরা এই খবর শুনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেনি।

জেনোয়ায় অবতরণ করেই বীরের সংবর্ধনা পেল প্রসপেরো। প্রসপেরোর মহান ও প্রায় অসম্ভব অর্জনকে স্বীকৃতি জানাতে বিশাল আয়োজন করেছে জেনোয়াবাসীরা। তার সম্মানে বন্দরে বিশাল এক তোরণ নির্মাণ করা হয়েছে। জাহাজ থেকে অবতরণের জায়গায় প্রচুর ফুল আর লতাপাতা ফেলে প্রাকৃতিক এক কার্পেট তৈরি করেছে জেনোয়াবাসীরা। ফুলের কার্পেটে প্রসপেরোর পা পড়া মাত্রই রূপার ভেরীতে বেজে উঠল স্বাগত সুর।

ওকে স্বাগত জানাতে সিনেটর আর স্থানীয় গণ্যমান্য

বইঘর.কম

ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে হাজির হয়েছে স্বয়ং ডজ। প্রতিটা সম্ভ্রান্ত ঘরের মাথা হাজির হয়েছে এখানে। গ্রিমানী পরিবারের একটা বাচ্চা মেয়েকে হাজির করা হয়েছে স্বাগত কবিতা আবৃত্তি করার জন্য। ওই অনুষ্ঠানে কিছু লোককে দেখে মনে মনে খুব একচোট হেসে নিয়েছে প্রসপেরো। কারণ মাত্র দুই মাস আগেই ওর রক্তে গোসল করার জন্য খোলা তলোয়ার হাতে পথে পথে ঘুরে বেড়িয়েছে এরা। ওদের বেশিরভাগই আবার ডোরিয়া ঘরের লোকজন। ডজের হুকুমে ডিউকাল গার্ড এসকর্ট করে নিয়ে গেল ওকে। অন্তত এখন ওর সঙ্গে শত্রুতা করার সাহস কারোরই নেই। এমনকী ডোরিয়া ঘরের নিয়োগকৃত পুতুল শাসক বর্তমান ডজেরও না।

প্রায় একই সময়ে নেপলসের বন্দরে এসে ভিড়ছে অ্যাড়মিরাল ডোরিয়ার বহর। তবে সেখানে ডিউক অভ মেলফিকে স্বাগত জানানোর জন্য কোন রূপার ভেরী বাজেনি, ফুলের কার্পেট বা কবিতা আবৃত্তির আয়োজনও করেনি কেউ। এক আছে সম্রাটের প্রতিনিধি ভাইসরয়। কিন্তু সে এমনকী নওভো দুর্গের তোরণ পর্যন্ত আসার দরকারও বোধ করেনি। বরং তার নিজের অফিসে বসেই অ্যাডমিরালের জন্য অপেক্ষা করছে।

গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করে ওরা দেখেছে, দ্রাগুত পালানোয় ওদের ক্ষতি হয়েছে বটে, তবে তা অপূরণীয় নয়। ডোরিয়াকে ডাকা হয়েছে দ্রাগুতের অবস্থান অবহিত করে নতুনভাবে তাকে ধাওয়া করার সুযোগ দিতে। বলার অপেক্ষা রাখে না, একবার দ্রাগুতকে ধরতে পারলে নেপলস তো বটেই ডোরিয়াদের উপর সন্তুষ্ট হয়ে যাবে পুরো ইটালি। জেবরায় ওদেরকে বোকা বানানোর ঘটনা সবাই ভুলে যাবে। ওরা আরো ভেবেছে জেবরা থেকে দ্রাগুতের পালানোর ঘটনায় প্রসপেরোর প্রতারণামূলক আচরণের কথাও ফাঁস করে দেবে। তখন কর্সিকায় দ্রাগুতের তাণ্ডব চালানোর

দোষ ওদের উপর আর পড়বে না। সমস্ত দায় চলে যাবে প্রসপেরোর কাঁধে। সবাই তখন ওকেই ধরবে।

কিন্তু ভাতিজাদের চিন্তাভাবনায় অতি উৎসাহী না হয়ে গম্ভীর কণ্ঠে ডোরিয়া বলল, 'আমি দেখেছি, প্রসপেরোর বিরুদ্ধে কিছু করতে গেলে কেন যেন সেটা শেষ পর্যন্ত আমাদের ঘাড়েই এসে পড়ে।'

জিয়ানেট্রিনো তখন বলল, 'এবার আর আমরা কিছু করব না। যা করার সম্রাট করবেন। বদমাশটার এবার বিচার হবেই।'

'হয়তো। কিন্তু খুব আঘাত পাবে জিয়ান্না,' বলল ডোরিয়া।

'ওই অবাধ্য মেয়ের জন্যই তো এতকিছু হলো। এবার বুঝবে অবাধ্যতার ফল কী হয়,' তিক্ত মন্তব্য করল ফিলিপ্পিনো।

'তোমার মাথা সবসময় বিদ্বেষ আর প্রতিহিংসার চিন্তায় ঠাসা থাকে কেন, ফিলিপ্পিনো? কখনো খেয়াল করেছ যে, এসব থেকে আজ পর্যন্তও আমরা ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই পাইনি?'

'তাই বলে কি ওদের ছেড়ে দেব? আপনি হয়তো দয়াপরবশ হয়ে প্রসপেরোকে ক্ষমা করতে পারেন, জেবরার জন্য সমস্ত দায় নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে লোকের ব্যঙ্গবিদ্রূপ সহ্য করতে পারবেন। কিন্তু আমি পারব না,' ফিলিপ্পিনোর রাগত মন্তব্য।

ঝোপ বুঝে কোপ মারতে পারঙ্গম জিয়ানেট্রিনো তখন তার চাচার ক্ষতে আরো জোরে দাবিয়ে ধরল কথার ছুরি। প্রশ্ন করল, 'প্রসপেরো আমাদেরকে লোকের চোখে যেভাবে ছোট করেছে তার থেকে কি আমরা কোনভাবে মুক্তি পাচ্ছি?'

অ্যাডেলিয়ন সিংহের মত হুঙ্কার দিতে উদ্যত হলো ডোরিয়া। তবে সামলে নিয়ে মুখে কেবল বলল, 'পুরো বহরসহ দ্রাগুত যখন পানির তলে চলে যাবে তখন আর কেউ উপহাস করার সাহস পাবে না।'

যা হোক, আত্মবিশ্বাস নিয়ে নেপলসের বন্দরে এসে ভিড়েছে

ডোরিয়ার বহর। কিন্তু তাকে স্বাগত জানাতে ভাইসরয় আসেনি দেখে মনে মনে বেশ একটা ধাক্কা খেয়েছে ডোরিয়া। একজন অফিসার কেবল এসেছে তাদেরকে ভাইসরয়ের ঘরে এগিয়ে নিয়ে যেতে। ওরা প্রিন্সের অফিস কক্ষে ঢুকে দেখল মাথা নিচু করে মনোযোগ সহকারে একটা চিঠি লিখছে প্রিন্স। লেখা থামিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। তবে এগিয়ে এল না। এমনকী করমর্দনের জন্য হাতও বাড়াল না। তার চাহনি বরফশীতল, একইরকম শীতল তার অভিব্যক্তি। বলল, 'আহ, এসেছেন শেষ পর্যন্ত। অনেকটা সময় নিয়েছেন আপনারা।'

ভাইসরয়ের শীতল অভিব্যক্তি দেখে তিক্ততা গিলে ফেলল ডোরিয়া। তবে প্রিন্সের মন্তব্যের জবাবে বলল, 'আপনারা যারা সবসময় মাটির উপর থাকেন তারা সাগরের মতিগতির কিছুই বোঝেন না, অথচ সাগরগামীদের নিয়ে কটু মন্তব্য করতে একমুহূর্তও দেরি করেন না। পুরো পথে আমরা সরাসরি সামনে থেকে বাতাস পেয়েছি। ফলে পাল তোলার উপায় ছিল না। কেবল দাঁড় বেয়ে এত লম্বা পথ আসতে হয়েছে। তবু আমি বলব বেশ ভাল গতিতেই এসেছি।'

শুষ্ক কণ্ঠে প্রিন্স বলল, 'তাই?' বলে নিজে সে বসল বটে, তবে ডোরিয়াকে বসতে বলতে "ভুলে" গেল।

বসে বলল, 'আর জেবরার ঘটনার কী ব্যাখ্যা আপনি দেবেন?'

'প্রতারণা করা হয়েছে আমার সঙ্গে। আমাদেরই এক নির্লজ্জ সৈনিক আমার ফাঁদ থেকে দ্রাগুতকে বের হবার পথ দেখিয়ে দিয়েছে। সেই লোকটি হচ্ছে প্রসপেরো। নিজের কূটবুদ্ধি প্রয়োগ করে এই অপকর্মটি করেছে সে। আশা করি স্পেন রাজ এই অপকর্মের সঠিক বিচার করবেন,' জবাব দিল ডোরিয়া।

প্রসপেরোর প্রতি তীব্র উষ্মা প্রকাশ করায়, নাকি প্রসপেরোর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার কারণে, না ঘটনা সম্বন্ধে পূর্ণ অবগত থাকায়;

ডোরিয়ার ব্যাখ্যা ও অভিযোগ শুনে বিরক্ত হলো প্রিন্স। বলল, 'আপনার বক্তব্যের প্রমাণ?'

প্রিন্সের দিকে খানিকটা অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে ডোরিয়া বলল, 'প্রমাণ!' মুখ লাল হয়ে গেছে তার। বলল, 'আমার বক্তব্যই আমার প্রমাণ।'

মাথা নেড়ে প্রিন্স বলল, 'আপনার বক্তব্য? সে তো মন্তব্য বা বড়জোর একটা অভিযোগ। আপনি তো জেবরায় ছিলেন, তাহলে শপথ করে বলতে পারেন প্রসপেরোর কৌশলের কাছেই আপনি পরাজিত হয়েছেন? স্বীকার করছি, ও দ্রাগুতের কাছে ছিল। কিন্তু ছিল তো তার বন্দি। কাজেই বিচারিক দৃষ্টিকোণ থেকে বললে, আমার মতে, ওর বন্দিত্বের কথাটাই কেবল আপনি শপথ করে বলতে পারবেন।'

ফুঁসে উঠল জিয়ানেট্টিনো। 'কিন্তু, ইয়োর হাইনেস, আমি জেবরার মাটিতে নেমেছি। কথা বলেছি ওখানকার শেখের সঙ্গে। সে-ই আমাকে সব তথ্য দিয়েছে।'

'শেখ? একজন মূল্যবান খ্রিস্টান অফিসারের বিরুদ্ধে খ্রিস্টান আদালতে একজন মুসলিম শেখের বক্তব্য বা সাক্ষ্যের কি আদৌ কোন মূল্য আছে?' প্রশ্ন করল ভাইসরয়।

নিজেকে আর ধরে রাখতে পারল না ফিলিপ্পিনো। এগিয়ে এসে রাগত কণ্ঠে সে বলল, 'একজন প্রমাণিত প্রতারকের বিরুদ্ধে খ্রিস্টান সাক্ষীরই যদি দরকার হয়, তো তারও অভাব নেই। অসংখ্য খ্রিস্টান দাস ওর সরাসরি হুকুমে কাজ করতে বাধ্য হয়েছে।'

'ওদের খুঁজে বের করতে পারবেন?' নিস্পৃহ কণ্ঠে প্রশ্ন করল প্রিন্স।

হুমকির স্বরে জিয়ানেট্টিনো প্রশ্ন করল, 'ইয়োর হাইনেস কি আমাদের অবিশ্বাস করছেন? নাকি প্রসপেরোর হয়েই কথা বলছেন আপনি?'

ভুরু কুঁচকে গেল ভাইসরয়ের। 'আমি? আমি আপনাদেরকে সাবধান করছি যে, কী ধরনের জেরার মুখে আপনারা পড়বেন। যদি ভেবে থাকেন প্রসপেরোর নামে অভিযোগ করেই খালাস পেয়ে যাবেন, তাহলে ভুল ভাবছেন। তাতে এমনকী আপনাদের কৃতকর্মের একবিন্দুও ঢাকা পড়বে না। প্রসপেরো বা দ্রাগুত যে-ই কৌশল খাটাক, বোকা আপনারাই হয়েছেন। আর এটাই হচ্ছে আসল কথা।'

ডোরিয়ার বুকে শেলের মত বিঁধল কথাটা। গম্ভীর কণ্ঠে সে বলল, 'আমার যা বলার, সরাসরি সম্রাটকে বলব।'

'অবশ্যই। তবে কীসের মুখে পড়তে পারেন সে সম্বন্ধে বন্ধু হিসেবে একটু সাবধান করে দিলাম আরকী।'

'উপদেশের জন্য ধন্যবাদ, ইয়োর হাইনেস।' একটু যেন কৌতুকের আভাস প্রকাশ পেল কথাটায়।

বাউ করে প্রিন্স বলল, 'ঠিক আছে। ইচ্ছে হলে বিশ্রাম নেয়ার জন্য থাকতে পারেন, এছাড়া আপনার আর নেপলসে থাকার দরকার আছে বলে মনে হয় না।'

'ইচ্ছে হলে?! নষ্ট করার মত সময় কোথায় আমার? এখন আমার কেবল জানা দরকার দ্রাগুতের সর্বশেষ অবস্থান কোথায়,' বলল ডোরিয়া। সঙ্গে সঙ্গে ফিলিপ্পিনোর মুখ থেকে ফোয়ারার মত বের হলো, ওদের হাতে পড়লে দ্রাগুতের কী হাল হবে তার সবিস্তার বর্ণনা। জেবরার ঘটনার জন্য ওকে কতটা ভুগতে হবে সেটা বলতেও ভুলল না সে।

নিস্পৃহ ভাইসরয়ের মুখে কোন ভাব ফুটল না। নিস্পৃহ কণ্ঠেই সে বলল, 'দ্রাগুতের অবস্থানের খবর জানতে চাইছেন, জানবেন। কিন্তু তার আগে শুনুন, বেলিয়ারিকসে সম্রাটের রাজ্যের পায়ের ঠিক সামনে পৌঁছে গেছিল সে। এই খবর সম্রাটের কানে পৌঁছে ঠিক যখন আপনি খবর পাঠিয়েছেন–দ্রাগুতকে আপনি ফাঁদে ফেলেছেন

এবং ওর ধ্বংস নিশ্চিত, তখনই। কাজেই সম্রাটের “সুনজর” আপনার উপর পড়েছে, মাই লর্ড ডিউক।’

প্রিন্সের কথায় বজ্রাহতের মত নিস্তব্ধ হয়ে গেল ডোরিয়া। আতঙ্কে বড়-বড় চোখে তাকিয়ে আছে ডোরিয়ার দুই ভাতিজা। ডাঙায় তোলা মাছের মত খাবি খাচ্ছে যেন দু’জনে।

সামলে নিয়ে প্রত্যয়ী কণ্ঠে ডোরিয়া বলল, ‘প্রতিশোধের আরো বড় উপলক্ষ এটা। প্রতিশোধ আমি নেবই। তাতে যদি আমার জানও যায়, তা-ই সই।’ কথাটা বলার কারণ, ডোরিয়া খুব ভালভাবেই বুঝতে পারছে দ্রাগুতকে এবার ওর ধরতেই হবে। নয়তো নৌ-কমাণ্ডার হিসেবে তার আর কোন মূল্যই থাকবে না। তাই জানতে চাইল দ্রাগুতের বর্তমান অবস্থান কোথায়।

জবাবে ঠোঁটে মৃদু হাসি নিয়ে ভাইসরয় বলল, ‘সঠিক অবস্থান বলতে পারব না। তবে এটা নিশ্চিত যে নরকের কোন চুলায় সিদ্ধ হচ্ছে সে।’

ভাইসরয়ের কৌতুকে রেগে গেল ডোরিয়া। ‘ইয়োর হাইনেস, আমি কৌতুক করছি না।’

‘আমিও না। পোর্ট অ্যাহনে পুরো বহর নিয়ে ধ্বংস হয়ে গেছে মেসার দ্রাগুত। এটা তিন সপ্তাহ আগের ঘটনা। মুসলিমদের শক্তির অর্ধেক সংখ্যক গ্যালি নিয়ে দ্রাগুতের পুরো বহরকে ধ্বংস করে দিয়েছে মেসার প্রসপেরোর নিয়াপলিটান স্কোয়াড্রন।’

ঘরে নেমে এল পিনপতন নীরবতা। চেহারা দেখে মনে হচ্ছে তিন ডোরিয়ারই একসঙ্গে হার্ট অ্যাটাক হয়ে গেছে। ডোরিয়ার মুখ থেকে রক্ত নেমে যেতে শুরু করল। ফ্যাকাসে হয়ে গেল তার চেহারা। মনে হতে লাগল ওর মুখটা বুঝি স্রেফ মোমের তৈরি।

‘এটা সত্যি হলে...’ আর কিছু অ্যাডমিরালের মুখ দিয়ে বের হলো না।

‘নিশ্চিত থাকুন, এটাই সত্যি।’ তারপর ভাইসরয় বিস্তারিত

বলল পালমার লড়াই, মেজরকার নাগরিকদের বন্দিত্ব, কেপ মোলার লড়াইয়ের পর তাদের মুক্তি, মুসলিমদের হাত থেকে কয়েক হাজার খ্রিস্টানদের মুক্তি পাওয়া আর সবশেষে দ্রাগুতের গ্যালি দখল করে সম্রাটের বহরে সেগুলো যুক্ত করার কথা।

কিন্তু ডোরিয়ার কানে কিছুই ঢুকছে না। সে কেবল অপেক্ষা করছে ভাইসরয়ের কথা শেষ হওয়ার জন্য। তারপর নিজেকে সামলে নিল সে। ভাইসরয়কে একবার বাউ করে তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। তারপর বলল, 'তাহলে, নেপলসে বসে থেকে আপনার মূল্যবান সময় নষ্ট করে কোন লাভ নেই। আমি চলে যাচ্ছি, লর্ড প্রিন্স।'

ডোরিয়ার এমন বিধ্বস্ত রূপ দেখে খারাপ লেগে উঠল ভাইসরয়ের। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে সহানুভূতির সঙ্গে করমর্দন করল সে। চাইল তাকে সান্ত্বনা দিতে। কিন্তু সান্ত্বনাসূচক কিছু তার মাথায় এল না। কেবল বলল, 'কামনা করি, আপনাদের যাত্রা শুভ হোক।'

ভাতিজাদের নিয়ে বেরিয়ে এল ডোরিয়া। বেরুতে বেরুতে আন্দ্রের কানে ফিসফিস করে ফিলিপ্পিনো বলল, 'এই সাপটার কামড়ে আপনার অবস্থা এখন মৃতসম। এখন নিশ্চয়ই চরম আঘাত হানতে অনুমতি দেবেন আমায়।'

ছত্রিশ

অভিষেক

ফ্ল্যাগশিপ বা ক্যাপিটানায় গিয়ে উঠেছে ডোরিয়া। নিজেকেই সে প্রশ্ন করল কোথায় যাবে এখন। পাশে বসে থাকা ভাতিজাকেও একই প্রশ্ন করল। জবাবে জিয়ানেট্টিনো বলল, ‘ধাঁধাটার জবাব লুকিয়ে আছে, এখন আমরা কী করতে চাই তার উপর।’

দ্রাগুতের খবরটা শোনার পর ডোরিয়া হতবিহ্বল অবস্থায় পড়ে গিয়েছিল। এখন তা কাটিয়ে উঠেছে। বলল, ‘ধাঁধা কোথায় দেখলে? সবই পরিষ্কার। প্রসপেরোর সঙ্গে আমাদের লম্বা এই ডুয়েলে শেষ পর্যন্ত ও-ই জিতেছে।’

‘প্রতারণা করে লড়েছে, প্রতারণা করেই জিতেছে,’ মন্তব্য করল জিয়ানেট্টিনো।

মাথা নাড়ল অ্যাডমিরাল। বলল, ‘অভিযোগ করে স্বস্তি পেলে অভিযোগ তুমি করতেই পার। কিন্তু যুদ্ধে সবই হালাল। যখন আমাদের কূটকৌশল সফল হয়েছিল, আমরা বলেছিলাম এটা কৌশলগত জয়। কিন্তু কৌশল করে শত্রু সফল হলে ঘৃণা করে সেটাকে প্রতারণা বলা ঠিক না।’

তখন ফিলিপ্পিনোর মুখে উচ্চারিত হলো, ‘ঈশ্বরের হাতে আমার প্রাণ, তাঁর নামেই শপথ করে বলছি, আমি এখনো হার মানিনি।’

বইঘর.কম

‘কেন? হারার কী বাকি আছে আর?’

‘সুবিচার। জেবরায় ওর কীর্তিকলাপ সম্বন্ধে সম্রাট যখন জানবেন, নিশ্চয়ই পুরো ব্যাপারটা তখন অন্য চেহারা নেবে।’

‘তোমার বুদ্ধি কবে খুলবে, ফিলিপ্পিনো? এমনিতেই কি আমরা যথেষ্ট অপমানিত হইনি? এখন সবার সামনে আবার ঘোষণা দিতে হবে যে স্রেফ বুদ্ধির জোরে আমাদের পরাজিত করেছে প্রসপেরো? এতে কি আমার লজ্জা একটুও কমবে বা আমার সম্মান ফিরে আসবে? তাছাড়া, বুঝতে পারছ না কেন, লা মোলার বিজয় দিয়ে প্রসপেরো কেবল আমার সম্মান পুনরুদ্ধারের পথই রুদ্ধ করেনি, বরং যারা ওর বিরুদ্ধে কথা বলতে পারত তাদের মুখও বন্ধ করে দিয়েছে।’

দাঁতে দাঁত ঘষে ফিলিপ্পিনো বলল, ‘কার মুখ বন্ধ হয়েছে তা সময় হলেই দেখা যাবে।’

‘হ্যাঁ, যেহেতু আমাদের হারানোর কিছু নেই, তাই এই পরীক্ষাও করা হবে,’ বলল ডোরিয়া।

ফিলিপ্পিনো আবার বলল, ‘এই চেষ্টাও যদি ব্যর্থ হয় তবুও প্রসপেরো নামের ভিক্ষুকের সামনে আমি মাথা নোয়াব না।’

‘ঈশ্বরের শপথ, আমিও নোয়াব না। যেভাবেই হোক না কেন, আমাদের এই দুরবস্থার জন্য প্রসপেরোকে ভুগতেই হবে,’ বলল জিয়ানেট্টিনো।

এসব নিয়ে আলাপ-আলোচনা আর পরিকল্পনা করতে করতেই জেনোয়ায় এসে পৌঁছুল ডোরিয়া। তবে জেনোয়ার সদর বন্দরে না গিয়ে লেরিকির বন্দরে ঢুকল তারা। ওখান থেকে ঘোড়ায় চড়ে স্থলপথে জেনোয়ার দিকে রওনা হয়ে গেল। আগস্টের এক শান্ত সন্ধ্যায় জেনোয়ায় গিয়ে পৌঁছুল তারা। ফসোলু প্রাসাদে ডিউকের নীরব পদার্পণ কেবল তার ভৃত্যদেরই নয়, ডাচেসকেও ভীষণ বিস্মিত করল। সে ততক্ষণে বিছানায় যাবার প্রস্তুতি নিয়ে

ফেলেছিল। এমন সময় আচানক ডিউককে উপস্থিত হতে দেখে বিস্ময়ে বাক্যহারা হয়ে গেল ডাচেস। সামলে নিয়ে, 'ও, ঈশ্বর, আন্দ্রে!' বলেই ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরল ডোরিয়াকে। অনুভব করল, এ ক'দিনে দুর্গের মত অভেদ্য ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ডোরিয়া যেন বেশ দুর্বল হয়ে গেছে।

প্রাথমিক উচ্ছ্বাস কাটতেই সচেতন হয়ে উঠল ডাচেস। বলল, 'লম্বা পথ পাড়ি দিয়েছ, নিশ্চয়ই তুমি খুব ক্লান্ত,' বলে ছুটে গিয়ে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে এল।

ডোরিয়া বলল, 'হ্যাঁ, খুব ক্লান্ত।' ক্লান্তি আর বয়সের ছাপ দুটোই যেন প্রকট হয়ে ফুটে উঠেছে তার পুরো অবয়বে।

'কোথা থেকে এসেছ, আন্দ্রে?' প্রশ্ন করল ডাচেস।

'লেরিকি থেকে ঘোড়ায় করে এসেছি। গ্যালিগুলোও ওখানেই রেখে এসেছি।'

দুষ্টু হাসি দিয়ে লেডি বলল, 'কেন? দ্রুত আমার কাছে আসার জন্য?'

মৃদু হাসি ফুটল ডোরিয়ার মুখে। বলল, 'লজ্জিত, পরাজিত চেহারাটা লোকের দৃষ্টি থেকে আড়াল করতে লুকিয়ে এসেছি। নিজেকে সাহসী বলেই মনে করি আমি। কিন্তু এতটা সাহসী নই যে লোকের কটু দৃষ্টি আর সমালোচনা খুব সহজে গ্রহণ করতে পারব।'

কাঁধে ধরে ডোরিয়াকে নিজের দিকে ফেরাল ডাচেস। জিজ্ঞেস করল, 'লজ্জা! কেন, কী হয়েছে?'

'তুমি কিছু শোনোনি?'

'কী শুনব? আমি শুধু জানি সম্রাটের চিঠি নিয়ে মারকুইস ডেল ভাস্টো এখন জেনোয়ায় আছে। তোমার জন্য অপেক্ষা করছে সে।'

'অ্যাঁ, এত তাড়াতাড়ি এসে পড়েছে?'

'হ্যাঁ। সবাই বলে সম্রাট কখনোই কাউকে তার প্রাপ্য সম্মান দিতে দেরি করেন না।'

'প্রাপ্য সম্মান! হ্যাঁ, তা ঠিক বটে। ডেল ভাস্টো কোথায় উঠেছে?'

'অ্যাডর্নো প্রাসাদে, তার বন্ধু প্রসপেরোর কাছে।'

ক্রূর হাসি ফুটে উঠল অ্যাডমিরালের মুখে। বলল, 'অবশ্যই। তা-ই তো হবার কথা। আর জিয়ান্না কোথায়?'

'আমার সঙ্গে। তুমি হয়তো শুনেছ, কী ভীষণ দুর্ভাগ্যের স্বীকার হয়ে সাগরে ভাসতে হয়েছিল ওকে। তার ফল কী হতে যাচ্ছিল তাও নিশ্চয়ই শুনেছ। অনেক দুর্ঘটনা ঘটেছে, কিন্তু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, সব অঘটনের ইতি হয়েছে। ওরা বিয়ের পিঁড়িতে বসবে, শুধু তোমার ফেরার জন্য অপেক্ষা করছিল। তোমার আশীর্বাদ ছাড়া বিয়ে হয় কী করে?' বলল ডাচেস।

জবাবে তিক্ত কণ্ঠে ডোরিয়া বলল, 'বিয়েটা এখন আর আনুষ্ঠানিকতা নয়, ওদের জন্য প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছে,' বলে দুঃখের হাসি হাসল সে।

'কথাটা শালীন শোনাল না। অবশ্য সত্য কথাটা তুমি জানবে কোত্থেকে...'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, শুনেছি সব "সত্য কথা"। এখন আর ওসবের কোন গুরুত্ব নেই,' বলল ডোরিয়া।

'কেন নয়? আমি খুশি যে, শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে জয় নিয়ে ঘরে ফিরেছে প্রসপেরো। আর ওর জয়যাত্রা দেখতে সময়মত জিয়ান্না হাজির হতে পারায়ও আমি খুশি হয়েছি,' বলল ডাচেস।

আরো গম্ভীর হয়ে গেল ডোরিয়া। বলল, 'সব তাহলে খুশি-আনন্দের সঙ্গেই শেষ হয়েছে। "মহান" বিজয় পেয়েছে প্রসপেরো, আর ওর ফিরে আসাটা একটা জয়যাত্রা? ভাল।'

এরপর খাওয়া-দাওয়া সারল ডোরিয়া। অবশ্য খুব কমই খেল সে। তবে ভীষণ তৃষ্ণার্তের মত পান করল সুস্বাদু গ্রিক ওয়াইন।

আবার আগের কথা তুলল ডাচেস। বলল, 'মেহেদিয়ায় তুমি

BG & MAH

বিরাট বিজয় পেয়েছ শুনেছি। দ্রাগুতকে ধরে ফেলেছ সেটাও শুনেছি। কিন্তু এরপর আর কোন খবরই পাইনি। কী হয়েছিল?'

অন্ধকার হয়ে গেল ডোরিয়ার মুখ। শুধু বলল, 'এখন না হয় থাক ওসব। আগামীকাল ডেল ভাস্টোর মুখ থেকেই সব শুনবে। এখন তার কাছে খবর পৌঁছনোর ব্যবস্থা করো যে, তার সঙ্গে দেখা করে সম্মানিত হতে চাই আমি।'

প্রসপেরো জেনোয়ায় পৌঁছনোর দুই দিনের মাথায় এখানে অবতরণ করেছে ডেল ভাস্টো। সম্রাটের চিঠি নিয়ে এসেছে সে। চিঠির বক্তব্য তার জানাই আছে। সেটা প্রসপেরোকেও জানিয়েছে। ওই সময় তাদের সঙ্গেই ছিল কারবাজাল। যা হোক, চিঠির বক্তব্য শুনে হা-হা করে হেসে ফেলল আলভারো।

ডেল ভাস্টো বলল, 'আপনার কৌতুকবোধের কারণ বুঝতে পারছি আমি।

জবাবে হাসতে হাসতেই সে বলল, 'অর্ধেকও বোঝেননি।' হাসির চোটে চোখে পানি চলে এসেছে তার। পানি মুছতে মুছতে বলল, 'বুঝলে আমার মতই হাসিতে ফেটে পড়তেন।'

ঘটনা হচ্ছে, প্রসপেরোর অর্জনের স্বীকৃতিস্বরূপ মূল্যবান পদক পাঠিয়েছে সম্রাট। আর ডোরিয়াকে হুকুম করেছে, অ্যাডমিরাল হিসেবে সম্রাটের পাঠানো পদকটি যেন সে নিজে প্রসপেরোর হাতে তুলে দেয়। এই ঘটনার কৌতুককর দিকটা দেখতে পেয়েই এভাবে হা-হা করে হেসে উঠেছে আলভারো।

সহাস্যে ডেল ভাস্টোও বলল, 'জানি, কিন্তু সম্রাটের বিরুদ্ধাচরণ করতে পারছি না। কারণ সম্রাট ভাবছেন, তাঁর নিয়োজিত অ্যাডমিরালের ব্যর্থতা মানে তাঁর নিজের ব্যর্থতা। তাই লা মোলায় নিয়াপলিটান ফ্লিট জয় পাওয়ায় যেন হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছেন তিনি। সেজন্য জয়ের কৃতিত্ব ডোরিয়াকেই দিয়েছেন

সম্রাট। অছিলা দিয়েছেন যে, নিয়াপলিটান স্কোয়াড্রন ডোরিয়ার অধীন একটা বহর। কাজেই এই জয় ডোরিয়ারই জয়। আসলে ডোরিয়ার গলায় জয়মাল্য দেয়ার অছিলায় প্রসপেরোর জয়ের কৃতিত্ব নিজেই নিয়েছেন। আর অ্যাডমিরালকে স্বস্তি দেয়ার নামে নিজে ডুব দিয়েছেন স্বস্তির সাগরে।'

আলভারো বলল, 'অর্থাৎ প্রসপেরোর কপালে লবডঙ্কা?'

'অতি ভদ্রতা করে নিজের কপালে লবডঙ্কা টেনে এনেছে প্রসপেরো। রিপোর্টে সব কৃতিত্ব ও ডোরিয়াকে দিয়ে দিয়েছে। এখন তার প্রতিবাদ করবে কে?' বলল ডেল ভাস্টো।

'কেন, আমিও তো ওর সঙ্গে পোর্ট অ্যাহনে ছিলাম। ওখানে কী হয়েছে আমার চেয়ে ভাল কে জানে? আর আমাদের ক্যাপ্টেনরা, যারা ওখানে লড়াই করেছে, তারাও সত্যি কথাটাই বলবে। আমরা সবাই শপথ করে সত্যি কথাটা বলতে পারি। ঈশ্বরের শপথ, আমরা তা করবও। সময় হয়েছে, সম্রাটকে এবার চোখ খুলে তাকাতেই হবে। প্রসপেরোর প্রকৃত মূল্য ওঁকে দিতেই হবে।'

এবার মুখ খুলল প্রসপেরো। বলল, 'সমুদ্রে সমরনেতা হিসেবে ডোরিয়া কিন্তু মোটেও খারাপ নয়।'

শুনে আলভারো বলল, 'মানলাম, সত্যি। কিন্তু আমরা লড়াইয়ে জিতেছি প্রসপেরোর নেতৃত্ব আর চতুর কৌশলের বদৌলতে। অথচ তার কৃতিত্ব নেবে এমন একজন, যে কিনা জানেই না যে পোর্ট অ্যাহনে দ্রাগুতের সঙ্গে একটা লড়াই হয়েছে!'

'কিন্তু এতে তার সামর্থ্যের তো হেরফের হচ্ছে না,' বলল প্রসপেরো।

'তর্ক থামান। আমি এসেছি ডিউক অভ মেলফিকে নিশ্চিত করতে যে, সম্রাটের হুকুম, তিনি নিজে তোমার হাতে সেইন্ট জেমস অভ কম্পোস্টেলা পদক তুলে দেবেন। তবে অতীতের

বিভিন্ন ঘটনার জের হিসেবে তাঁর হাত থেকে পদক নিতে তুমি অস্বীকার করতে পারো,' বলল ডেল ভাস্টো।

সঙ্গে সঙ্গে শেষ কথাটায় সম্মতি দিল আলভারো। বলল, 'ঠিক, এটাই করো। এতে সত্য প্রকাশের পথ সুগম হবে। আর তোমার সম্মানও বজায় থাকবে।'

'সম্মান আদায় করতে চাইলে কি এই রিপোর্ট লিখতাম? তাছাড়া সম্রাট যেটাকে তাঁর নিজের আর ডোরিয়ার জয় বলে ভাবছেন, তাতে বাগড়া দেয়া কি আমার পোষাবে? আমার তো মনে হয় লা মোলার ঘটনায় ডোরিয়ার হাত না থাকায় ওই জয়ের ভাগই নিতে চাইবে না সে,' বলল প্রসপেরো।

হাসতে হাসতে আলভারো বলল ব্যাপারটার ফয়সালা তাহলে ডিউক অভ মেলফির মর্জি মাফিকই হোক।

ডোরিয়ার মর্জি জানার সময় হয়েছে। এসে গেছে তার দূত। ডেল ভাস্টো তাকে জানিয়েছে এক ঘণ্টার ভিতর ফসোলু প্রাসাদে পৌঁছুবে সে।

ডেল ভাস্টো রওনা হবার জন্য প্রস্তুত হয়েছে, তখন চিন্তিত ভঙ্গিতে তাকে প্রসপেরো বলল, 'আলফোন্সো, আপনি অনুমতি দিলে আপনার সঙ্গে যেতে চাই আমি।'

'যাবে, এতে আবার অনুমতির কী আছে?' জবাব দিল ডেল ভাস্টো।

আলভারো বলল, 'আমিও আপনার সঙ্গী হতে চাই, মেসার প্রসপেরো।'

'আপনাকে সঙ্গে না নেবার কোন কারণ নেই, ডন। আপনিও যাবেন।'

ডেল ভাস্টোকে অভ্যর্থনা জানাতে ফসোলু প্রাসাদের গ্রেট গ্যালারি অভ ফাইভ আর্কেডসে উপস্থিত হয়েছে ডিউক। দাঁড়িয়ে

বইঘর.কম

আছে বিশাল ফায়ারপ্লেসের পাশে। ফায়ারপ্লেসের দেয়ালে ঝুলছে গুইলিয়ালমো ডেল্লা পোর্টা-র আঁকা একদম জীবন্ত একটা ছবি। চাচার দুই পাশে দাঁড়িয়ে আছে ফিলিপ্পিনো আর জিয়ানেত্তিনো।

ডেল ভাস্টোকে স্বাগত জানাতে গর্বিত পদক্ষেপে এগিয়ে এল ডোরিয়া। কিন্তু তার চেহারা আর অভিব্যক্তি এতটাই শীতল যে মনে হচ্ছে সেটাও বুঝি গুইলিয়ালমোর আঁকা ছবি। তবে তার দুই ভাতিজা তাদের অভিব্যক্তি লুকাতে পারেনি। তাদের আমসি হয়ে থাকা চেহারাতেই স্পষ্ট যে, 'শাস্তির' রায় শোনার অপেক্ষা করছে তারা।

ডেল ভাস্টোকে এগিয়ে নিয়ে এল চেম্বারলিন। আর ডেল ভাস্টোর ঠিক পিছনেই উদয় হলো প্রসপেরো। ওকে দেখেই কুঁকড়ে গেল ডোরিয়া। গলা বাড়িয়ে দিল জিয়ানেত্তিনো। নিশ্চিত হতে চায় ডেল ভাস্টোর পিছনের লোকটা কে। প্রসপেরোকে দেখেই মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেল তার। ডানহাতটা সঙ্গে সঙ্গে চলে গেল কোমরে ঝোলানো তলোয়ারের হাতলে। চাচা-ভাতিজাদের মনে কোন সন্দেহই রইল না যে তাদের অপমান দেখে মজা পেতে এসেছে প্রসপেরো।

ডিউককে বাউ করে ডেল ভাস্টো বলল, 'সম্রাটের নামে অভিবাদন জানাচ্ছি, মাই লর্ড ডিউক। তাঁর তরফ থেকে আপনার জন্য এটা এনেছি আমি।' বলে ডিউকের হাতে তুলে দিল রাজকীয় সিল সমৃদ্ধ সিল্কের কাপড়ে মোড়া একটা প্যাকেট।

প্যাকেটটার দিকে তো নয়ই, এমনকী ডেল ভাস্টোর দিকেও তাকাল না ডিউক। সে তাকিয়ে আছে আলভারোর বিশাল বপুর পাশে দাঁড়ানো প্রসপেরোর দিকে। ডেল ভাস্টোকে সে বলল, 'ইয়োর এক্সিলেন্সি কাউকে সঙ্গে আনবেন আশা করিনি। অন্তত মেসার প্রসপেরোকে তো নয়ই।'

জবাবে অত্যন্ত ভদ্র সুরে কিন্তু দৃঢ়তার সঙ্গে ডেল ভাস্টো বলল,

'সম্রাটের পাঠানো চিঠিটা একবার পড়লেই পরিষ্কার হয়ে যাবে কেন মেসার প্রসপেরো এখানে এসেছে।'

প্যাকেটের সিলটা ভেঙে ফেলল ডোরিয়া। সঙ্গে সঙ্গেই প্যাকেটের ভিতর থেকে পিছলে বেরিয়ে মেঝেতে গিয়ে পড়ল অত্যন্ত সুন্দর একটা ড্যাগার। ওটার হাতলের পুরোটা রুবি-খচিত। আর হাতলের গোড়ায় বাঁধা আছে লাল রঙের সিল্কের একটা ফিতে। জিনিসটা তুলতে গিয়েও চাচার বিহ্বল চেহারার দিকে তাকিয়ে থমকে গেল জিয়ানেট্টিনো।

চিঠিটা পড়তে পড়তে ক্ষীণ হয়ে গেছে ডোরিয়ার শ্বাস-প্রশ্বাস। চেহারা থেকে রক্ত নেমে গেছে। চকিতে একবার ওদের দিকে তাকিয়ে দ্বিতীয়বার চিঠিটা পড়ল সে। তারপর মাথা তুলে তাকাল। ডেল ভাস্টোকে জিজ্ঞেস করল, 'এতে কী লেখা আছে আপনি জানেন?'

'হিজ ম্যাজেস্টি আমাকে বিশ্বাস করে এর ভাষ্য জানিয়েছেন।'

'আর...আর...আপনি তা বিশ্বাস করলেন?' দ্বিধাগ্রস্ত ডোরিয়া ততোধিক দ্বিধান্বিত হয়ে প্রশ্ন করল।

'হিজ ম্যাজেস্টি যা বলেন, আমি তাতে কেমন করে দ্বিমত প্রকাশ করি?' উত্তর দিল ডেল ভাস্টো।

'কিন্তু...কিন্তু...হিজ ম্যাজেস্টি বিশ্বাস করেছেন? কিন্তু কেন?'

'বিশ্বাস না করলে নিজ হাতে এই চিঠি তিনি লিখবেন কেন?'

'অনুমতি দিন,' বলে চিঠিটা দুই ভাতিজার দিকে বাড়িয়ে দিল ডোরিয়া। ওরাও চিঠিটার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

হতভম্ব ডোরিয়া প্রশ্ন করল, 'এমন অবিশ্বাস্য কথা চিঠিটায় লেখা আছে যে, কী বলব, মনে হচ্ছে আমাকে নিয়ে উপহাস করা হয়েছে।'

ডোরিয়ার মুখ দিয়ে হয়তো আরো কিছু বের হত, কিন্তু তার আগেই মুখ খুলল প্রসপেরো। ডেল ভাস্টোকে উদ্দেশ্য করে বলল,

বইঘর.কম

'অনুমতি দিলে আন্দ্রের সঙ্গে একান্তে একটু কথা বলতে চাই আমি।'

'আমার সঙ্গে তোমার এমন কী কথা থাকতে পারে যা গোপন রাখতে হবে?' অসন্তুষ্ট কণ্ঠে প্রশ্ন করল ডোরিয়া।

'তারপরও, আলফোন্সো, আপনি যদি অনুমতি দেন তো লর্ডের সঙ্গে একান্তে একটু কথা বলতে চাই আমি,' আবার বলল প্রসপেরো।

'ঠিক আছে, দিলাম অনুমতি। কিন্তু বলে রাখছি, আমাকে বিরাট একটা আনন্দ থেকে বঞ্চিত করলেন আপনি,' বলে হাসতে হাসতে কপট অভিযোগ করল ডেল ভাস্টো।

'বলো, কী বলার আছে তোমার। নাকি পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে আমাকে পরিহাস করার করাই তোমার উদ্দেশ্য?' প্রশ্ন করল ডোরিয়া।

'পরিহাসের কথা বলছেন, লর্ড? কিন্তু ওই চিঠিটার কোথাও একবিন্দু পরিহাস দেখেছেন?'

অধৈর্য ডিউক ধমকে উঠে বলল, 'ঘটনার ইচ্ছাকৃত ভুল ব্যাখ্যা দেয়া আছে ওতে।'

'ভুল বোঝাবুঝি আর ভুল ব্যাখ্যার কারণে অতীতে আমাদের মধ্যে অনেক ঘটনা-দুর্ঘটনা ঘটে গেছে, মাই লর্ড।'

জবাবে তেতে গিয়ে ফিলিপ্পিনো বলল, 'কিন্তু তোমার একের পর এক প্রতারণার বিরুদ্ধে আমরা কিছুই করিনি।'

'তোমার কর্মকাণ্ডেরও শোধ আমি নিইনি, ফিলিপ্পিনো। কিন্তু এখন আমি তোমার চাচার সঙ্গে কথা বলতে চাই। আমাদের দুই ঘরের লড়াই বহুদিন ধরে চলে এসেছে...'

প্রসপেরোর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে ডোরিয়া বলল, '...কিন্তু এখন তুমি ভাবছ, তুমিই এতে জয়ী হয়েছ তাই তো?'

'আপনারা চাইলে তাও ভাবতে পারেন। বাবা মারা যাবার

সময়ই একটা শপথ নিয়েছিলাম আমি। ঠিক যখন সেটা ভুলে যেতে বসেছি তখনই আমাকে দাঁড়ে বসিয়ে শপথটার কথা আবার মনে করিয়ে দেয় ফিলিপ্পিনো। কিন্তু ওসব এখন অতীত। ওসব পিছনে ফেলে এসেছি আমি।'

'এখন তো তোমার শপথ পূরণ হয়েছে। সারা দুনিয়ার পরিহাসের পাত্র বানিয়েছ আমাকে। এত বছরের সমস্ত অর্জন ধূলিসাৎ করে দিয়েছ তুমি। সময় থাকতেই জয়ের অনুভূতিটা উপভোগ করে নাও। কারণ এই পরিহাসটা অনেক লম্বা হয়ে গেছে।'

'খুব বেশি লম্বা,' ফোড়ন কাটল ফিলিপ্পিনো। একই সুর ফুটল জিয়ানেট্টিনোর কণ্ঠেও।

হাত তুলে তাদের থামিয়ে দিল প্রসপেরো। তারপর বলল, 'আগে আমার কথা শুনুন। যা হয়েছে, তা আপনার আর আমার মধ্যে হয়েছে। সারা দুনিয়া তো আর তা জানে না। হিজ ম্যাজেস্টির পাঠানো চিঠিই এর প্রমাণ। সম্রাটের প্রিয়পাত্র অ্যাডমিরালকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য অপেক্ষা করছে সারা জেনোয়া। কে ওদেরকে বলতে যাবে যে পোর্ট অভ অ্যাহনে আমি আপনার হুকুমে কাজ করছিলাম না? আপত্তি করার মত আছে কেবল এক কারবাজাল আর রয়েছে প্রিন্স অভ অরেঞ্জ। তারা তাদের নিজস্ব জানাশোনা থেকে কথা বলার ক্ষমতা রাখে। কিন্তু ভাবুন একবার, তারা কি সম্রাটকে শেখাতে যাবে যে, সম্রাট ভুল করেছেন? অন্তত আমি যদি তা প্রকাশ না করি তাহলে তো কোনভাবেই তারা কিছু বলবে না।'

বিস্ময়ে রীতিমত হতভম্ব হয়ে একে অপরের মুখ চাইল ডোরিয়ারা। তারপর চটক ভেঙে জিয়ানেট্টিনো প্রশ্ন করল, 'তুমি কি কোন চুক্তির ইঙ্গিত দিতে চাইছ?'

'ঠিক, নিশ্চয়ই কিছু একটা গেলাতে চাইছ আমাদেরকে,'

বইঘর.কম

ভাইয়ের সুরে সুর মিলিয়ে বলল ফিলিপ্পিনো।

'কিছু দিতে চাইছি। এমন কিছু, যা আমার আছে, অবশ্য আরেক অর্থে বললে সেটা তোমাদের দেয়া হয়ে গেছে। লর্ড বোধহয় চিঠিটা ভাল করে পড়েননি। ওতে বলা আছে, সম্রাট তার এক ক্যাপ্টেন "মেসার প্রসপেরোর" কাছ থেকে জেনেছেন, দ্রাগুতের ফ্লিট ধ্বংস হয়ে গেছে, মারা পড়েছে সে। চিন্তা করুন, সম্রাট এটা কোথা থেকে জেনেছেন? উত্তরটা হচ্ছে, এভাবে আমিই তাকে জানিয়েছি। ধরে নিন, মাই লর্ড, এটাই আমার শান্তি প্রস্তাব।'

চাচা-ভাতিজারা বিস্মিত হলেও তাদের রাগ পড়ে যায়নি। তবে চিঠিটার ওই অংশটা আবার পড়তে শুরু করল তারা। ওখানে লেখা, 'মিনোরকার গভর্নরের পাঠানো চিঠি আর পরবর্তীতে আপনার অধীন নিয়াপলিটান স্কোয়াড্রনের কমাণ্ডার মেসার অ্যাডর্নোর বিস্তারিত প্রতিবেদন থেকে নিশ্চিত হয়ে জানাচ্ছি, আপনার পরিকল্পনা খুব ভালভাবে বাস্তবায়ন করেছে মেসার প্রসপেরো...

আর পড়ার দরকার নেই। হুঙ্কার ছেড়ে ডোরিয়া বলল, 'তোমার এই ভ্রান্ত রিপোর্টের পিছনে লুকাতে বলছ আমাকে? বলছ, ভণ্ডামির আশ্রয় নিতে? প্রশংসা নিতে বলছ যা আমি করিনি তার জন্য? এ-ই তোমার শান্তি প্রস্তাব? এই প্রস্তাব করে আমাকে ভীষণ ছোট করেছ তুমি। এর কোন ক্ষমা নেই।' তারপরই অবশ্য তার সুর পরিবর্তন হলো। বলল, 'সম্রাটের চিঠির জবাব তৈরি করা আছে। গতরাতেই সেটা লিখে রেখেছি। সম্রাটের সেবাসহ সবকিছু থেকেই ইস্তফা দিচ্ছি আমি। ওতে জেবরার ঘটনাও সবিস্তারে তুলে ধরেছি। একটা সফল কর্মজীবনের অনুল্লেখযোগ্য ইতি ঘটিয়েছি। আর তুলে ধরেছি, কীভাবে তুমি বদমাশ দ্রাগুতকে আমার জাল কেটে পালাতে সাহায্য করেছ।'

'আপনার ধারণা, আপনার উপর প্রতিশোধ নেয়ার জন্য ওসব করেছি আমি?'

'সাহস থাকলে বলো, করোনি?'

'একথা বলতে সাহসের প্রয়োজন নেই। যে অবস্থায় ওসব করেছি তাতে আপনার উপর প্রতিশোধ নেয়ার কথা একবারও ভাবিনি। বা ভাবার সুযোগও পাইনি। এমনকী ওই কাজের ফলে আমার নিজের কী হবে তা ভাবতেও ভুলে গেছিলাম। ভুলে গেছেন বোধহয়, তখন জিয়ান্নাও ছিল দ্রাগুতের কবজায়? ওকে রক্ষার সুযোগও আপনি পেয়েছিলেন। কিন্তু তা আপনি নেননি।'

'দারুণ বলেছ। এখন নিশ্চয়ই বলবে, ওকে রক্ষা করেছ তুমি? ধরলাম, করেছ। কিন্তু তার জন্য মূল্য চুকিয়েছে কারা? কর্সিকানরা, মেজরকানরা। এক জিয়ান্নার প্রাণের বিনিময়ে কত শত লোককে প্রাণ হারাতে হয়েছে? এমনটা হবে তা কি একবারও তোমার মাথায় আসেনি? এই মূল্য জানা সত্ত্বেও কী করে ওকে বাঁচাতে যেতাম আমি?'

'আপনার কাছে আর আমার কাছে জিয়ান্নার মূল্য একরকম নয়। আপনাদের মধ্যে এমনকী রক্তের বন্ধনও নেই। তাই আপনি যাননি। কিন্তু ওর সঙ্গে আমার সম্পর্ক অন্যরকম। তাছাড়া ওকে বাঁচালে ভবিষ্যতে কী হবে তা ভাবার সময়ও তখন ছিল না। আরেকটা কথা, দ্রাগুত আমাকে বলেছিল, গোল্ডেন হর্নে গিয়ে বারবারোসার সঙ্গে যোগ দেবে সে। খ্রিস্টান উপকূলে হামলে পড়ার কথা তার ছিল না। হয় সে আমাকে মিথ্যা বলেছিল, নয়তো পরে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেছে। এমনকী তা না করলেও দ্রাগুতকে আপনি ধরতে পারতেন না। কারণ ও সিদ্ধান্ত নিয়েছিল পুরো ফ্লিট আগুনে জ্বালিয়ে, ডুবিয়ে দিয়ে স্থলপথে জেবরা থেকে চলে যাবে। শেকলে বাঁধা অবস্থায় আমাকেও ওর সঙ্গে যেতে হত। আর জিয়ান্নাকে যেতে হত ওর হারেমে।' ওই স্মৃতি মনে হতেই কেঁপে

উঠল প্রসপেরোর গলা। 'ভাবুন একবার, শয়তানটার কাছে ধর্ষিত হত আপনার ধর্মকন্যা ও ভাতিজি। এটা সহ্য করা কি আমার পক্ষে সম্ভব ছিল? ওকে বাঁচানোর চেষ্টা না করে কীভাবে থাকতাম আমি? আর ওকে বাঁচালে দুনিয়াকে তার জন্য কী মূল্য চুকাতে হবে তা নিয়ে তখন মাথা ঘামানোর সময় কি আমার ছিল? মন থেকে সৎ উত্তর দিন, লর্ড। নিজেকে আমার জায়গায় একবার ভেবে দেখুন। আর প্যারেট্টাকে ভাবুন জিয়ান্নার জায়গায়। দুনিয়ার সমস্ত খ্রিস্টান বা সম্রাটের প্রতি আপনার কর্তব্য কি তখন আপনাকে করণীয় থেকে ফিরিয়ে রাখতে পারত?'

জবাবের জন্য একমুহূর্ত থামল প্রসপেরো। কিন্তু কোন ডোরিয়ার মুখেই রা নেই। হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তিনজনেই। আর অ্যাডমিরালের চোখ দুটোয় ফুটে আছে ভয়ের ছাপ।

আবার শুরু করল প্রসপেরো, 'অথচ আপনি কিনা ভাবছেন প্রতিশোধ নেয়ার জন্য সম্রাটের প্রতি কর্তব্য ভুলে দ্রাগুতকে ছেড়ে দিয়েছি! সত্যি হচ্ছে, আমার ওই কাজের ফলে আপনাকে যে এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হবে তা তখন অনুমানও করতে পারিনি আমি। নিয়তি আপনাকে এমন একটা অবস্থায় এনে ফেলেছে। তাই আশা করি, আরেকবার আমার শান্তি প্রস্তাব বিবেচনা করবেন। আর ইস্তফাপত্রটি ছিঁড়ে সম্রাট ও খ্রিস্টানদের সেবায় নিয়োজিত থাকবেন আপনি। সেইসঙ্গে সম্রাটের দেয়া সম্মানও গ্রহণ করবেন।'

কিন্তু ডোরিয়ার মনের বরফ তখনও গলেনি। আবারও আগের কথারই পুনরাবৃত্তি করল সে। বলল সম্রাট একটা ঘটনা সম্বন্ধে ভুলভাবে অবগত হয়েছেন বলেই সেই অবস্থার সুযোগ নেয়ার মত ছোটলোক সে নয়। অভিযোগ করল, কুবুদ্ধিটা সুন্দর কথা দিয়ে সাজানো মালার মত। কিন্তু সেটার অন্তর্নিহিত অসম্মানের কাঁটাগুলো বোলতার হুলের মত তীক্ষ্ণ খোঁচা দিচ্ছে তাকে।

জবাবে প্রসপেরো বলল, 'সম্রাটের দেয়া সম্মান পায়ে ঠেললে ব্যাপারটার অর্থ দাঁড়ায় তাঁকে অপমান করা। তার উপর আমার জানামতে তুর্কি সুলতানের হাত শক্তিশালী করতে কনস্ট্যাণ্টিনোপলে বসে আরেকটা শক্তিশালী ফ্লিট দাঁড় করাচ্ছে বারবারোসা। এর উদ্দেশ্য কী তা বলার অপেক্ষা রাখে না। স্প্যানিশদের মধ্যে খায়ের-আদ-দীনকে মোকাবেলার সামর্থ্য রাখেন কেবল আপনি। এখন আপনাকেই সম্রাটের সবচেয়ে বেশি দরকার। এই দুঃসময়ে মিথ্যা অহমিকার বশে তাকে ফিরিয়ে দেবেন?'

'যা আমি অর্জন করিনি তার কৃতিত্ব নেয়ার মধ্যে গর্ব কোথায় বলতে পারো? তাছাড়া এই ঘটনা কখনো না কখনো অবশ্যই প্রকাশ পাবে। তখন মান-সম্মান সব হারাব আমি। তাছাড়া পোর্ট অ্যাহনে যা হয়েছে সেসব বহু লোকের জানা আছে,' বলল ডোরিয়া।

'জানা আছে না, অনেকে সন্দেহ করে। কেবল প্রিন্স অভ অরেঞ্জ আর আলভারো নিশ্চিতভাবে জানে আসল সত্য কী। কিন্তু সম্রাটের মুখের উপর ওসব বলার সাহস কি তাদের কোনদিন হবে? আর আমি যদি তা স্বীকার না-ই করি তাহলে তারা ওসব বলতে যাবে কোন্ দুঃখে? আর সম্রাটকে ওই লড়াইয়ের প্রতিবেদন তো আমি নিজেই পাঠিয়েছি। এখন সেটা বাতিল করে সম্রাটকে অন্য কিছু বলতে যাব কেন?'

'তোমার উদ্দেশ্য ভাল বলেই মনে হচ্ছে। কিন্তু তারপরও বলছি, এটা সম্ভব নয়। যে-কোন মূল্যে প্রকৃত সত্য প্রকাশ পেতেই হবে,' বলল ডোরিয়া।

প্রসপেরো বলল, 'খ্রিস্টানরা তার মূল্য চুকাবে। আপনি কি কেবল আপনার গর্ব নিয়েই ভাববেন, বারবারোসা আক্রমণ করলে তাদের কী হবে সেকথা একবারও চিন্তা করবেন না?'

‘কেবল গর্ব নয়, এতে আমার মান-সম্মানের প্রশ্নও জড়িত,’ গম্ভীর মুখে বলল ডোরিয়া।

‘তাহলে বরং ব্যাপারটাকে এভাবে দেখুন: জেবরায় দ্রাগুতকে ছেড়ে দিয়ে কেবল খ্রিস্টানদেরই ক্ষতি করিনি, অজান্তে হলেও আপনারও ক্ষতি করেছি আমি। এখন, নিয়াপলিটান স্কোয়াড্রন যেহেতু আপনারই অধীন আর আমি যা করেছি, ওই স্কোয়াড্রন ব্যবহার করেই করেছি, তাই ঘটনা দুটোর দায় আর বিজয়—দুটোই আপনার প্রাপ্য। কারণ আগেই বলেছি স্প্যানিশ নৌবাহিনীর প্রধান আপনি। আর সম্রাটও ব্যাপারটাকে এভাবেই দেখেছেন।’

ঠিক তখন মুখ খুলল জিয়ানেট্টিনো। বলল, ‘প্রসপেরো মুখ না খুললে আসলেই কেউ কিছু বলতে পারবে না, মাই লর্ড।’

‘ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছ বলে সত্যিই খুশি হয়েছি আমি,’ বলল প্রসপেরো।

কিন্তু সেটাকে ভালভাবে নিল না ডোরিয়া, ‘কী ব্যাপার, আমার ঘরের একজন প্রসপেরোর হয়ে কথা বলছে কেন?

‘একজন নয়, মাই লর্ড, দু’জন। আমিও জিয়ানেট্টিনোর সঙ্গে পুরোপুরি একমত। আমারও মনে হচ্ছে সততার সঙ্গে কথা বলছে প্রসপেরো,’ বলল ফিলিপ্পিনো।

‘অবশ্যই আমি সততার সঙ্গে কথা বলছি। দরকার হলে আমার দেয়া কথার জামিনদার হবে জিয়ান্না। আর যেহেতু আপনি, আমি—আমরা দু’জনই জেনোয়িস, তাই আমাদের অবশ্যই উচিত পাশাপাশি দাঁড়ানো, মুখোমুখি নয়। আমার প্রস্তাব গ্রহণ করলে পুরো ব্যাপারটা হয়ে দাঁড়াচ্ছে পারিবারিক মামলা। পরিবারকে কি কেউ অবহেলা করে?’

নীরবে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল ডোরিয়া। ভাবল, এখন প্রসপেরোকে ফিরিয়ে দেয়ার অর্থ হবে এতদিন ধরে এত কষ্টে গড়া সবকিছুর নিশ্চিত ধ্বংস। স্রেফ বুদ্বুদের মত হাওয়ায় উবে যাবে

সব।

লম্বা সময় ধরে তাকে চিন্তাভাবনা করতে দেখে আর ধৈর্য ধরতে পারল না জিয়ানেট্টিনো। বলল, 'সিদ্ধান্ত খুব সহজ, মাই লর্ড।'

'সহজ? হা, ঈশ্বর! কীভাবে?'

'মাত্রই প্রসপেরো বলল, কনস্ট্যান্টিনোপলে বসে আরেকটা "সোর্ড অভ ইসলাম" বানানোর পাঁয়তারা কষছে খায়ের-আদ-দীন। এখন আপনার পবিত্র দায়িত্ব হচ্ছে এই পরিকল্পনা যেন বাস্তবের মুখ না দেখে সেই ব্যবস্থা নেয়া।'

সঙ্গে ফিলিপ্পিনো যোগ করল, 'অন্যথায়, আপনার আর কিছুই পাওয়ার আশা থাকবে না।'

চোখ গরম করে ভাতিজাদ্বয়ের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল ডোরিয়া। তারপর ধীর পদক্ষেপে বারান্দা থেকে ঘরে এসে ঢুকল। প্রসপেরোকে বলল, 'পোর্ট অ্যাহনে বিজয়ের কৃতিত্ব পুরোপুরি তোমার।'

জবাবে প্রসপেরো বলল, 'জেবরার লজ্জাও তেমন আমার, লর্ড। জেবরায় আপনাকে প্রতারণা করে থাকলে পোর্ট অ্যাহনকে না হয় তার ক্ষতিপূরণ হিসেবেই দেখুন। আর ফিলিপ্পিনোর সঙ্গে অন্তত এবার আমি একমত যে, আপনি ইস্তফা দিলে কারোই কোন লাভ হচ্ছে না। আর আমার রিপোর্টের ব্যাপারটা ফাঁস করে দিলে কেবল আপনারই নয়, আমারও সর্বনাশ হয়ে যাবে। আসলে এইবার আমরা একে অন্যকে সাপোর্ট দেয়ার অর্থ হচ্ছে প্রকারান্তরে নিজের স্বার্থ রক্ষা করা। কাজেই, মাই লর্ড, সম্রাটের বিচার মেনে নেয়ার মধ্যেই আমাদের সবার সর্বাঙ্গীণ উন্নতির সুযোগ রয়েছে।'

বাষ্পায়িত হয়ে উঠেছে ডোরিয়ার চোখ জোড়া। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে বলল, 'বললে বিশ্বাস করবে কিনা জানি না, ফ্রান্সের হয়ে জেনোয়া দখল করার সময় একবারের জন্যও মনে

বইঘর.কম

আসেনি যে তোমার বা তোমার বাবার বিশ্বাস ভঙ্গ করব আমি।'

'শার্শেলে রওনা হবার আগেই আমি সেটা বিশ্বাস করেছি,' বলল প্রসপেরো।

'আহ, শার্শেল! সম্ভবত শার্শেলের জন্যও তুমি আমাকে দোষী ভাবো। কিন্তু সত্যি বলছি, আমার আর কোন উপায় ছিল না। অমন পরিস্থিতিতে পড়লে আবারও হয়তো আমাকে একই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। কারণ পরিস্থিতি একজন অ্যাডমিরালের কাছ থেকে তেমন কঠিন সিদ্ধান্তই দাবি করে। অনেককে বাঁচাতে গিয়ে কয়েকজনকে বলি দিতে হলে আসলে কিছুই আর করার থাকে না,' গম্ভীর আর ভারাক্রান্ত কণ্ঠে কথাগুলো বলল ডোরিয়া।

'বুঝতে পেরেছি। কিন্তু শার্শেল নয়, শার্শেলের পরে ঘটা কিছু ঘটনা নিয়ে ভীষণ মনঃক্ষুণ্ন ছিলাম আমি। তবে এখন আমি জানি, ওই দোষ আপনার ছিল না। ওটা ছিল অন্য কারো অপকর্ম,' বলল প্রসপেরো।

'কী সেটা?' সাগ্রহে জানতে চাইল ডোরিয়া।

মুখ কালো হয়ে গেছে ডোরিয়ার দুই ভাতিজার। চেহারায় শঙ্কার ছাপ।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে প্রসপেরো বলল, 'বাদ দিন, এখন আর সেসব কোন ব্যাপার নয়। বহুবারই আমরা একে অপরের নানাভাবে ক্ষতি করার চেষ্টা করেছি। এখন সেসব অতীত।'

'হ্যাঁ, আমরা যার-যার তলোয়ার তুলে রাখলাম কিনা সেটাই হচ্ছে আসল কথা।'

এক কদম সামনে বেড়ে প্রসপেরো বলল, 'আমার তলোয়ার খাপে পুরে রেখেছি, মাই লর্ড,' বলে করমর্দনের জন্য হাত বাড়িয়ে দিল।

প্রসপেরোর বাড়ানো হাতখানা ধরল ডোরিয়া, লম্বা কয়েকটা মুহূর্ত সেটা ধরেই রাখল সে। তারপর ফিরল টেবিলে রাখা সেই

ড্যাগারটা নিতে। বলল, 'সম্রাটের হয়ে সেইন্ট জেমস অভ কম্পোস্টেলা পদক তোমার হাতে আমি গর্বের সঙ্গে তুলে দেব,' বলেই থমকে দাঁড়াল। 'না, এই কাজ এমন গোপনে করা ঠিক হবে না। এটা দিতে হবে প্রকাশ্যে।'

একমত পোষণ করে প্রসপেরো প্রস্তাব দিল, 'ঠিক। আমাদের দুই পরিবারের মিলন দেখার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছে জিয়ান্না আর প্যারেন্টা। আর আমার বন্ধু ডেল ভাস্টো আর কারবাজাল। ওরা জানলেই যথেষ্ট। ডাকুন ওদের। ওদের সামনেই আমার হাতে তুলে দেবেন এটা।'

***

বইঘর.কম

www.boidownload24.blogspot.com

www.boidownload.com

www.facebook.com/bnebookspdf